শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭৮ { ১ম সংখ্যা



শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, উপরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য-সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ,বি.টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা :—

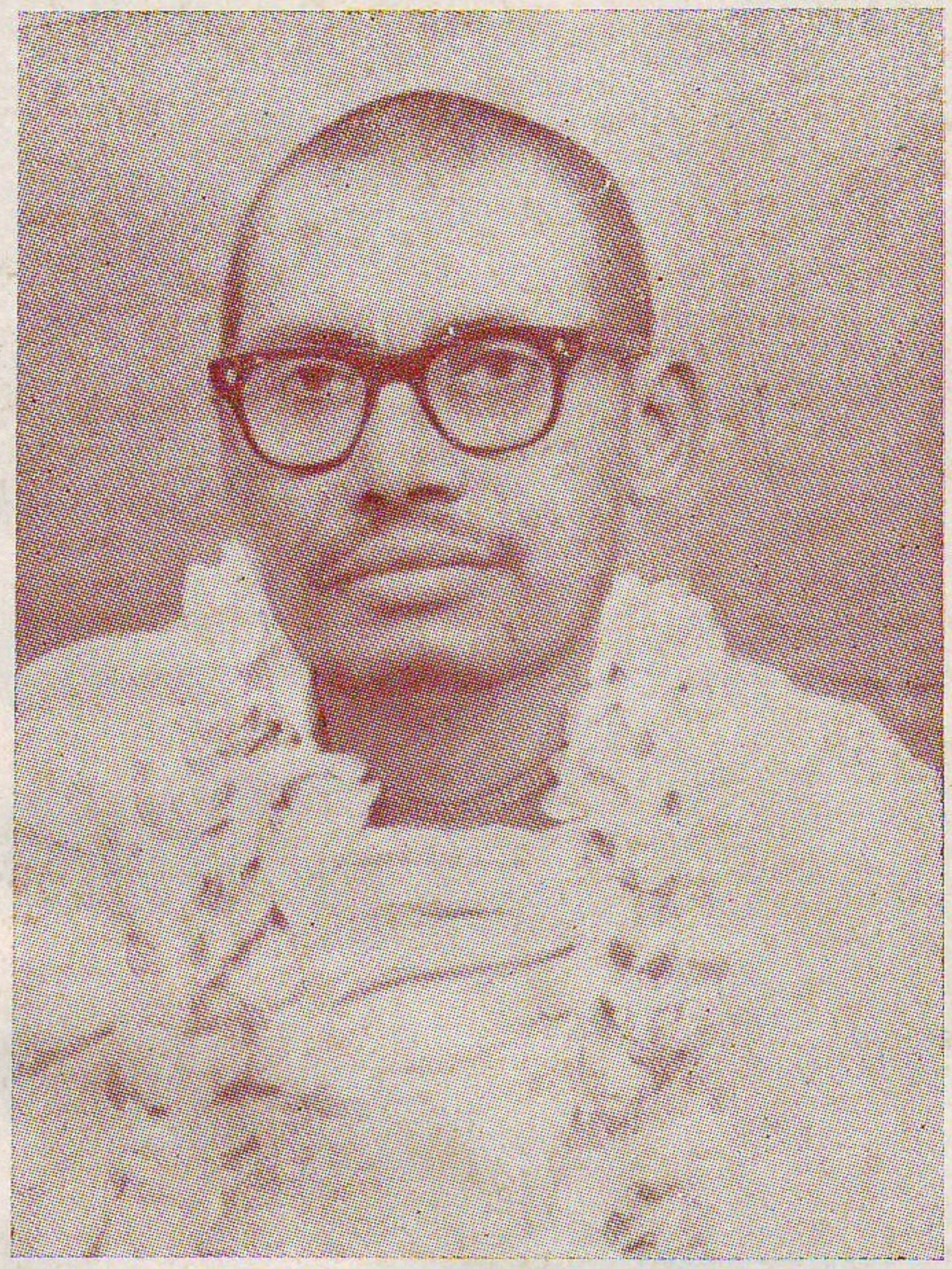

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুর্বিংশতিবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৮ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৯ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭২ মার্চ্চ হইতে ১৯৭৩ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ৫ তঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৬০০ টাকা

চতুর্ব্বিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অধমার হৃদয়াঞ্জলি (শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-বাসরে)	৩।৯০
২। অমানিত্ব (প্রশ্নোত্তর)	৮।২৮৮
৩। অবতার ও বঞ্চক	১।২২
৪। আত্মা—অমৃত	৫।১৮৮
৫। উৎসব-সমাচার [শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে	২।২৭৫
শ্রীগোলকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ৭।২৭৬, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা ৭।২৮০	
৬। উপায়	১।২৫
৭। উদার ধর্ম্ম	৭।২৬১
৮। কায়-শাঠ্য	১।৩৩, ৩।১১০, ৪।১৪৫
৯। কুটিলতা	৮।৩০৭
১০। কুরুক্ষেত্র কি ?	১১।৪০৩
১১। গৃহপ্রবেশ	৭।২৪৫
১২। গৃহী ও সন্ন্যাসী	৫।১৮১
১৩। গৈরিক বসন	৮।২৯৭
১৪। গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ-বর্ষ	১।৩৫
১৫। চিত্তবিভ্রম	৯।৩৩৮
১৬। চৈতন্য-শিক্ষা—শ্রী (প্রশ্নোত্তর)	১২।৪৩৪
১৭। চৈতন্য শিক্ষাষ্টক—শ্রী (ভাষ্যানুবাদ সহ)	১।১৭, ২।৫৯, ৩।৯৬
১৮। ছোট হরিদাস-স্মরণে (কবিতা)	৫।১৭১, ৭।২৭৩
১৯। ছোট হরিদাস-স্মরণে (সমালোচনা)	৮।৩০২
২০। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব—শ্রীশ্রী (আহ্বান-পত্র)	৪।১৫৯
২১। জীবহিংসা	৭।২৬৪
২২। জীবের প্রার্থনা (কবিতা)	২।৫৪
২৩। জীবেশ্বরে নিত্যসম্বন্ধ (কবিতা)	১।১১
২৪। তারে কি ভুলিতে পারি ?	১১।৪০১
২৫। তীর্থ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ	১১।৪১৫, ১২।৪৪৫
২৬। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস (সাময়িকী)	৫।১৯৬

২৭। দাম্ভিকতা ৫।১৮৫
২৮। দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ ৮।২৮৪, ৯।৩১৭, ১০।৩৫৬
২৯। দুর্ব্বলতা ও কপটতা ৬।২২৭
৩০। দৈন্য (প্রশ্নোত্তর) ৬।২১০
৩১। দৈব-বর্ণাশ্রম (প্রশ্নোত্তর) ২।৫০
৩২। নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা—শ্রী [শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ] ১।৫, ২।৪৫
৩৩। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রী ২।৭৮
৩৪। নিউজলপাইগুড়িতে হরিকথা ৬।২৩২
৩৫। নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলা ১১।৪০৭
৩৬। নিয়মাগ্রহ ৩।১১৮, ৪।১৪৩
৩৭। নির্য্যাণ-সংবাদ—[শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী] ৪।১৫৬
৩৮। নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই ৭২।৪
৩৯। নিষ্ঠুরতা ৭।২৫৯
৪০। পঞ্চসংস্কার ১।৯
৪১। পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১।২৫, ২।৬২,
৪২। প্রকৃত স্বাস্থ্য ৩।১১৫
৪৩। প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল ২।৮৫
৪৪। প্রভুপাদের অভিভাষণ—শ্রীল ৪।১২স্ক, ৫।১৬৪,
৪৫। প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর—শ্রী ৫।১০৯
৪৬। প্রভুপাদের উপসংহার ভাষণ—শ্রীল ৬।২০৫
৪৭। পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য—শ্রী ৪।১৪৯
৪৮। প্রশ্নোত্তর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত
[পঞ্চসংস্কার ১।৯, দৈব-বর্ণাশ্রম ২।৫০, ৩।৮৭, বৈষ্ণব-সদাচার ৪।১১৭,
যুক্তবৈরাগ্য ৫।১৭০, দৈন্য ৭।২১০, সহিষ্ণুতা ৭।২৪৯,
অমানিত্ব ৮।২৮৮, মানদত্ব ৯।৩২১, রাগাত্মিকা-ভক্তি
১০।৩৬২, রাগানুগা-ভক্তি ১১।৩৪৯, শ্রীচৈতন্য
শিক্ষা ১২।৪৩৪,
৪৯। প্রার্থনামৃতম্—শ্রী (শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্) ১।১, ২।৪১,
৫০। বংশ ও পরিবার ৯।৩৪০

৫১। বিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্—শ্রী [৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪২, ৮।২৮১, ৯।৩১৩, ১০।৩৫৩
৫২। বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতিচ্ছবি ৫।১৭৭
৫৩। বৈষ্ণব-বিজয় (গ্রন্থ)-বন্দনা ৪।১৩০
৫৪। বৈষ্ণব ও অভূতক ৯।৩৪২
৫৫। বৈষ্ণব-সদাচার (প্রশ্নোত্তর) ৪।১১৭
৫৬। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রী ১১।৪১৯
৫৭। ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [সাময়িকী] ২।৭৬
৫৮। ভক্তি—ক্লেশঘ্নী ১০।৩৬৯
৫৯। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি -(শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের-আবির্ভাব-বাসরে) ২।৭০, ৩।১০২
৬০। ভক্তি-বিবেক ৬।২১৯, ৭।২৫৭
৬১। মানদত্ব (প্রশ্নোত্তর) ৯।৩।২১
৬২। মিথ্যা ব্যবহার ১১।৪১৩
৬৩। মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরারাজ্যে বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা-প্রচার ৬।২৩৬
৬৪। যুক্তবৈরাগ্য (প্রশ্নোত্তর) ৫।১৭০
৬৫। রাগাত্মিকা ভক্তি [প্রশ্নোত্তর] ১০।৩৬২
৬৬। রাগানুগা-ভক্তি [প্রশ্নোত্তর] ১১।৩৯৪
৬৭। রাচী, টাটানগর, জামসেদপুর ও আসানসোলে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার [সাময়িকী] ১০।৩৮১
৬৮। রাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্—শ্রী ১১।৩৮৫, ১২।৪২১
৬৯। রূপশিক্ষা—শ্রী ১১।৩৯০, ১২।৪২৬
৭০। শ্রীগুরুদাসের মৃত্যু-ভয় নাই ৭।২৬৯
৭১। শ্রীনামের অর্থ ৯।৩৪৫
৭২। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ৪র্থ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব(নিমন্ত্রণ-পত্র) ৮।৩১১
৭৩। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ৯।৩৩১, ১০।৩৭৪
৭৪। শ্রীরূপশিক্ষা ১১।৩৯২, ১২।৪২৬
৭৫। শ্রীসিদ্ধান্তরত্নম্ [গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্] ১০।৩৮৪
৭৬। শ্রীহরিনাম কি ? ৭।২৭২

৭৭। সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব—শ্রীল
[নিমন্ত্রণ পত্র] ৪।১৫৯
৭৮। সন্দর্ভ-সার—[প্রীতিসন্দর্ভ] ১।১২, ২।৫৫, ৩।৯২, ৪।১৩৪, ৫।১৭৪,
৬।২১২, ৭।২৫০, ৮।২৯০, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৫, ১১।৩৯৬,
৭৯। সফল জীবন হইবে কখন ৬।২১৮
৮০। সমিতির উৎসব সমীক্ষা [শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব]
৮।৩০৯, ৮।৩১০
৮১। সহিষ্ণুতা [প্রশ্নোত্তর] ৭।২৪৯
৮২। সংবাদ-সমীক্ষা—[শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত ৫।১৯৮, অক্ষয় তৃতীয়া ৫।১৯৯,
চন্দননগরে শ্রীল আচার্য্যদেব ৫।২০০]
৮৩। সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রভাবঃ ২।৬৫
৮৪। সাত্বত-শ্রাদ্ধ [সাময়িকী] ৬।২৪০
৮৫। সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ
[আহ্বান পত্র] ৪।১৫৭
৮৬। সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-কন্যাকুমারী-পরিক্রমা (আহ্বানপত্র) ৩।১২০
৮৭। সেবা কি করিয়া পাওয়া যায় ৪।১৩৯
৮৮। হতভাগ্য ভারত ৬।২২৩
৮৯। হিমাদ্রিশিখরে তীর্থ-পরিক্রমা ৭।২৭৮, ৯।৩৪৮,
৯০। Statement about ownership and particulars about newspaper "Shri Goudiya-Patrika" ১।৪০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৪শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৪ বিষ্ণু, ৪৮৬ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৮ ; ইং ১৪।৩।১৯৭২ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রার্থনামৃতম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোরঙ্ঘ্রিসেবৈকগৃধ্নুনা।
অসংখ্যেনাপি জন্মুষা ব্রজে বাসোঽস্তু মেঽনিশম্॥ ১॥

শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী এই দুইয়ের চরণসেবায় যে-জন্মে একান্ত অভিলাষ থাকে এমন অসংখ্য জন্মেও নিরন্তর আমার ব্রজবাস সম্পন্ন হউক॥ ১॥

অয়ং জীবো রঙ্গৈর্নয়নযুগলস্যন্দি-সলিল-
প্রধৌতাঙ্গো রঙ্গে ঘটিতপটু-রোমালিনটনঃ।
কদা রাসে লাস্যৈঃ শ্রমজল-পরিক্লিন্ন-পুলক-
শ্রিয়ৌ রাধাকৃষ্ণৌ মদনসুনটৌ বীজয়তি ভোঃ॥ ২॥

হে সখি! কন্দর্পের অত্যুৎকৃষ্ট নটস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে অতিশয় রাসনৃত্যজনিত শ্রমবারি দ্বারা পরিব্যাপ্ত-পুলকে সুশোভিত হইলে এই মদ্বিধ জন নয়নযুগল হইতে বিগলিত সলিলসমূহে প্রক্ষালিতকলেবর হইয়া রঙ্গস্থলে রোমাঞ্চর সহিত সুস্পষ্ট নৃত্য বিস্তার করতঃ হস্তচালনাদি-ভঙ্গীসহকারে কবে তাঁহাদিগকে চামর-ব্যজন করিবে? ॥ ২ ॥

প্রেমোদ্রেকৈর্নয়ননিপতদ্বারিধারো ধরণ্যাং
বৈবর্ণ্যালী-সবলিতবপুঃ প্রৌঢ়কম্পঃ কদাহম্।
স্বেদাম্ভোভিঃ স্নপিত-পুলকশ্রেণিমূলঃ স্মিতাক্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ মদনসমর-স্ফারদক্ষৌ স্মরামি ॥ ৩ ॥

হে সখি! প্রেমোদ্রেক বশতঃ ঘর্ম্মাম্বুসমূহে পুলক-শ্রেণীর মূলদেশ অভিষিক্ত, নেত্র হইতে বারিধারা ভূতলে নিপতিত, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাবসমূহে শরীর মিশ্রিত এবং অতিশয় কম্পিত হইতে থাকিবে, আমি এতাদৃশভাবাপন্ন হইয়া কামসমরে সুদক্ষ ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে কবে স্মরণ করিব? ॥ ৩ ॥

মসার-ক্ষ্মাসারোদ্ভব-নবতমালোদ্ভট-মদ-
প্রহারি-শ্রীভারোজ্জ্বলবপুষমুদ্যৎ শুচিরসৈঃ।
কদা রাকাচন্দ্র-স্তুতবদন-নিদ্রালসদৃশং
দৃশা কৃষ্ণং বক্ষঃস্বপনপররাধং সখি ভজে ॥ ৪ ॥

অপর হে সখি! যাঁহার শরীর স্বীয় শোভাতিশয় দ্বারা মরকতমণির পর্ব্বতসম্ভূত অভিনব তমালবৃক্ষের উৎকট অহঙ্কার জয় করিতেছে এবং যিনি উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গাররস-বিশিষ্ট তথা পূর্ণচন্দ্রসংস্তুত বদনমণ্ডলে যাঁহার লোচনদ্বয় নিদ্রায় অলসযুক্ত হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধিকা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমি নেত্রদ্বারা ভজন অর্থাৎ দর্শন করিব? ॥৪ ॥

সরাগং কুর্ব্বত্যাঃ সখি হরিকৃতে হারররচনং
করে শ্রীরাধায়াঃ প্রকটপুলকোদ্রেকি ময়কা।
বিচিত্যালং চঞ্চদ্দ্যুতি-বিবিধবর্ণং মণিকুলং
ক্রমেণারাদ্ধেয়ং কিমিতি কৃপয়া তচ্চরণয়োঃ ॥ ৫ ॥

হে সখি! শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অনুরাগে হার-রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার চরণদ্বয়ের কৃপা হেতু আমি নীতিজ্ঞ হইয়া প্রকট-পুলকাকুল কলেবরে অতিশয় চাক্‌চিক্যদ্যুতিবিশিষ্ট বিবিধবর্ণের মণিসকল অন্বেষণ করিয়া ক্রমশঃ তদীয় করকমলে কি সমর্পণ করিব? ॥ ৫ ॥

মানেনালং কবলিতধিয়া শ্যাময়া রাধিকাদ্রে।
দ্রাগাহূতা ব্যসন-কথনায়েতি সংবিদ্য কীরাৎ।
তস্যা বেশৈর্গতমঘহরং তস্য দোষং লপন্তং
তুষ্ট্যালিঙ্গ্য ত্বরিতমথ সা জ্ঞাততত্ত্বা জড়াসীৎ ॥ ৬ ॥

"যে মান বুদ্ধি গ্রাস করে সে মানে প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া শ্যামা নাম্নীসখী মানপীড়িতা শ্রীরাধাকে দুঃখ বার্ত্তা কহিবার নিমিত্ত সখী দ্বারা শীঘ্র আহ্বান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ শুক পক্ষি হইতে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই শ্যামার বেশে শ্রীরাধার সমীপে উপস্থিত হওত কৃষ্ণের দোষ কহিতেছেন, এমন সময় শ্রীরাধা ঐ শ্যামাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে আলিঙ্গন করতঃ পশ্চাৎ সহসা শ্রীকৃষ্ণের কাপট্য-বিষয় অবগত হইয়া বিস্ময়ে নিস্পন্দাঙ্গী হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

সনীরমদীরদ্যুতিঃ পুরটনিন্দি-বস্ত্রং দধ-
চ্ছিখণ্ডকৃতশেখরঃ স্ফুরিতবন্যবেশঃ সুখী।
সমৃদ্ধ-বিধুমণ্ডলীস্তবনলঙ্ঘিবক্ত্রে ধৃতাং
ক এষ সখি বাদয়ন্ মুরলিমদ্য বুদ্ধিং হরেৎ ॥ ৭ ॥

সখি! সজলজলদ কান্তি ও সুবর্ণনিন্দিত পীতবসন পরিধান এবং শোভমান বন্য অর্থাৎ গৈরিক পল্লবাদি দ্বারা সুন্দর বেশ ধারণ করতঃ সুখী হইয়া শোভা সম্পন্ন চন্দ্রমণ্ডলীর স্তবনলঙ্ঘি মুখমণ্ডলে মুরলি ধারণপূর্ব্বক বাদ্য করিতে করিতে ইনি কি আজ আমার বুদ্ধি হরণ করিতেছেন? ॥ ৭ ॥

একং স্বপ্নবরং শৃণুষ্ব ললিতে হা হা সখি শ্রাবয়
স্বপ্নে পুষ্পহৃতৌ ত্বয়া সহ ময়া প্রাপ্তে বনে মৎপুরঃ।
তন্বত্যা দরবীক্ষ্য চঞ্চল-দৃশাহনঙ্গং সদঙ্গং বলাৎ
স্মেরঃ কশ্চন মেঘসুন্দরবপুস্ত্বামালিলিঙ্গোন্মদঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন, সখি ললিতে! একটী উৎকৃষ্ট স্বপ্ন শ্রবণ কর, ললিতা কহিলেন হা হা সখি! শ্রবণ করাও, পুনর্ব্বার শ্রীরাধা কহিলেন, সখি! স্বপ্নে

তোমার সহিত আমি পুষ্পহরণ নিমিত্ত বনগমন করিলেপর, আমার অগ্রে অঙ্গবিহীন কামকে ঝটিতি সদঙ্গকারিণী অর্থাৎ কামপ্রদ দৃষ্টি দ্বারা ঈষৎ অবলোকন করিয়া কোন এক মেঘতুল্য সুন্দরবপুঃ পুরুষ উন্মত্ত হইয়া সুমধুর হাস্য সহকারে তোমাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা গোপতিনন্দনস্য কদনং বেণুর্গতো মূকতাং
সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমা ব্রজবনীজাতা যযুঃ ক্ষীণতাম্ ।
সোঽপি ব্যাগ্রসুহৃদ্বৃতো ভুবি লুঠন্নাস্তে বিভূষঃ কৃশো
রাধে ত্বন্তু মুদা সদাধিপয়সা মানোরগং পোষয় ॥ ৯ ॥

হে রাধে! গোপতিনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ক্লেশ দেখিয়া বেণু মূক হইয়াছে, বৃন্দাবনের সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিজে সেই গোপতি-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও ব্যাকুল-সুহৃদয়গণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও নির্ভূষণ হইয়া ভূমি-লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং তাঁহার শরীরও অতি ক্ষীণ হইয়াছে, কিন্তু হে রাধে! একাকিনী তুমি কেবল সহর্ষে মানসিক ব্যাথারূপ দুগ্ধ-দ্বারা মানরূপ সর্পকে পরিতুষ্ট করিতেছ, অর্থাৎ দুগ্ধপোষিত সর্প পোষকেরও অনর্থকারী হয়, এই ন্যায়প্রযুক্ত মানসর্প তোমারও অনর্থকারী হইবে ॥ ৯ ॥

ক্ব রাধে ত্বং সাক্ষাদিত ইতবতী ত্বদ্বশমিমং
জনং হা হাগত্য স্বপয়া কৃপয়া কৌতুকরসৈঃ ।
ইতি ব্যাগ্রং শশ্বন্মুরলি-বিবরে ঘর্ঘররবং
বিতন্বানে কৃষ্ণে স্মিতবলিত-বামেয়মুদভূৎ ॥ ১০ ॥

হে রাধে! সাক্ষাৎদর্শনকালে তুমি এস্থান হইতে কোথায় গিয়াছ? যদি বল আমি গমন করিব, এখানে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তবে প্রয়োজন বলিতেছি শ্রবণ কর। হায় কি কষ্ট! আমি তোমারই অধীন, তুমি আগমন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক কৌতুক রসদ্বারা আমাকে অভিসিক্ত কর, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া মুরলিবিবরে নিরন্তর ঘর্ঘররব বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই শ্রীরাধা মানিনী থাকিলেও ঈষৎহাস্যবদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা *

সভার প্রাকট্য ও উদ্দেশ্য

আজ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে ৪৪৫ বৎসর বিগত হইয়েছে। এখন প্রবর্ত্তমান বর্ষ ৪৪৫ এর পরবর্ত্তী বর্ষ। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-বর্ষের ৪০৭ বৎসর পরে অর্থাৎ ৪০৭ চৈতন্যাব্দে এখানে প্রকটিত হয়েছিলেন, সুতরাং সভার এই অধিবেশনটী সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন। এই ধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল—যেস্থানে শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হ'য়েছেন, যেখানে জগতের জীবগণ এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত-ধাম-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলেন, সেই স্থানের স্বতঃসিদ্ধ-শোভা পুনঃ প্রকটন ও প্রচারমুখে প্রদর্শন করা। বিগত কয়েক বর্ষ এই সভা তাঁ'র প্রচার কার্য্য ক'রেছেন। এই সভার কার্য্য বহু দিন থেকে নানাপ্রকারে বহুজনের দ্বারা সম্পাদিত হ'চ্ছিল ও হ'চ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী যে শ্রীধাম, তাঁ'র সম্পর্কিত নানা কথা এবং সেই ধামের প্রচারকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা জগতে প্রচার ক'রেছেন ও ক'রছেন।

'ধাম'-শব্দের অর্থ আশ্রয়, আলোক, কিরণ প্রভৃতি। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ এবং তাঁ'র পদরেণুবর্গের অর্থাৎ দাস-বর্গের কিরণ-প্রচারিণী সভা। 'শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা ব'ল্‌লে অনেকে স্থূল বিচারাবলম্বন ক'রে মনে করেন—শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হ'য়ে যেস্থানে ভ্রমণাদি করেছিলেন, সেই স্থান মাত্র। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় ব'ল্‌তে হ'লে exoteric representation বলা যায়। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা এই প্রকার বিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিকটে সেই সকল স্মৃতি ও ভগবৎকথার উদ্দীপন ক'রে তাঁ'দের স্থূল বিচারকে ক্রমে আন্তর বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারকগণের চিত্তপটে যাহা ধাম ব'লে প্রতিভাত হয়, শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা যে তাঁ'রই মাত্র প্রচার করেন, তা' নয়। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য esoteric representation এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

* শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাবালয় শ্রীযোগপীঠে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত ভাষণ।

শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে আমরা শ্বেতদ্বীপ, সিতদ্বীপ, গোলোক, বৈকুণ্ঠের বর্ণন দেখ্‌তে পাই। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষার মধ্যে ভগবানের শ্রীধাম-সমূহের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন বৈভবের কথা শব্দমুখে প্রকটিত র'য়েছে। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় আছে, যখন মহানুভবগণের দ্বারা শব্দ উদ্‌গীত হন, তখন কর্ণ সেবোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'লে কর্ণদ্বারা শব্দ প্রবিষ্ট হ'য়ে চেতনময় রাজ্যে স্থায়ী ভাবের উদ্দীপনা করায়। বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহ যে-সকল বাধা উপস্থিত করে, বৈকুণ্ঠশব্দ সেই সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকের চিন্ময়-ভাব-স্রোত প্রবলবেগে উচ্ছলিত ক'রে দেয়। যাঁ'রা মনোময় ভূমিকায় অবস্থিত আছেন, বহিঃপ্রজ্ঞার বিচার অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা ব্রহ্মগায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয় 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' বুঝ্‌তে পারেন না। যে 'ধী' বা 'বুদ্ধি'র কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

* এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ (ভাঃ ১।১১।৩৮)

ব্রহ্মা যে গানের দ্বারা জড়জগতের আধ্যক্ষিকতা হ'তে উৎক্রান্ত হ'বার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, সেই ত্রাণকারী গানের বা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ভূমিকায় আমরা যে বুদ্ধির কথা পাই, তা স্থিরা বুদ্ধি, অচঞ্চলা মতি, ভগবানের সেবাময়ীবৃত্তি ; সেটী ব্রহ্মবৃত্তি, ক্ষুদ্রবৃত্তি নয়, সকল শক্তি-সমন্বিতা পালনী-শক্তির প্রচারিকা বৃত্তিবিশেষ। জীব-হৃদয়ের মলিনতা বিদূরিত হ'লে আমরা সেই বৃত্তি জান্‌তে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিমিশ্র চেতনাবস্থায় নীত হ'লে সেরূপ বৃত্তি আমাদের চেতনে উদ্ভাসিত হয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য

কেবলমাত্র স্থূলবুদ্ধিজনগণের ধামের যেরূপ নির্দ্দেশ বা বিচার, সেরূপ ভোগময়ী ভূমিকা শ্রীধাম নহেন। একথা আমরা শ্রীধামাপরাধ বিচারকালেও দেখ্‌তে পে'য়েছিলাম। শ্রীনামাপরাধের ন্যায় শ্রীধামাপরাধও দশটি। শ্রীধাম-বাসের ছলনা ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ 'ধাম-সেবা' নহে। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভূত জগতের অতিক্রান্ত অবস্থায় যে ধামের কথা ব'লেছিলেন, সেই ধামশিক্ষার কথা শ্রীধামপ্রচারিণী সভার

---

* প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

ধামশিক্ষার সহিত অভিন্ন ব্যাপার। যাঁ'দের শুদ্ধ অন্বয়জ্ঞানের উদয় না হ'য়েছে, তাঁ'রাই এতে ভেদ করে থাকেন। তাঁ'রা সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব-দর্শন—ধামের স্বরূপ দর্শনের অভাব-হেতু প্রাকৃত জগতের জীববিশেষে পরিণত হ'য়ে যান। জড়কাম পরিপূরণের জন্য ধামসেবার ছলনা ক'রে যে-সকল বিপণি সৃষ্ট হ'য়েছে, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য সেরূপ বিপণির উন্মোচন নহে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য,—যা'রা বহিঃপ্রজ্ঞা হ'তে অন্তঃপ্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, তা'দিগকে সহায়তা করা। সঙ্কল্প-বিকল্পতীতা স্থিরা বা বৃহতী বৃত্তিতে স্থাপিত হ'বার জন্য বাহ্যে যে স্থূল চেষ্টার অভিনয়, তাঁ'র উদ্দেশ্য স্থূল সম্বর্দ্ধনামাত্র নহে, সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ ক'রে চেতনরাজ্যের পূর্ণ-বিস্তার বা চেতন-রাজ্যের সোপান নির্ম্মাণ ক'রে দেওয়া। সেখানে বৈকুণ্ঠ-শব্দের সম্বর্দ্ধনাই উদ্দেশ্য। অপরাবিদ্যার প্রবর্দ্ধনাদি ধামপ্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতন বৃত্তিতে উদ্ভাসিত কর্‌বার বিচার-প্রণালীতেই অধিষ্ঠিত। যে সকল কথা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন ক'রে নিজে বুঝি বা বুঝতে চেষ্টা করি, তা' ক্ষুদ্র বিষয়ের অভিজ্ঞান বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তা' হ'তে অতিক্রান্ত হ'য়ে মানবজীবনের সফলতা যে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তন, তা'ই শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। বর্ত্তমান সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হ'য়ে সেই উদ্দেশ্যেরই আরতি কর্‌'ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাসিক্তজনগণ যে ধামের উপলব্ধি ক'রেছেন, সেই ধামের সেবা করবার জন্য প্রযোজ্য-কর্ত্তৃত্ব লাভ ক'রে যাঁ'রা চিন্ময় ধাম-সেবার সুপ্তবৃত্তিকে জাগরিত কর্‌ছেন, তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ কর্‌লাম। তাঁ'দের গুণাবলী শ্রবণ করা আমাদের আজ একমাত্র কৃত্য ছিল। সম্বৎসরের এই দিবসে গৌর-জন্মস্থলীতে গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণানুবাদ শ্রবণ ক'রে সম্বৎসরকাল গৌরপ্রিয়সেবায় সঞ্জীবিত এবং উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্যই শ্রীধাম-প্রচারিণী সভায় এই অনুষ্ঠানটি প্রবর্ত্তন ক'রেছেন।

কঃ উত্তমঃশ্লোক গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ। *

---

* একমাত্র পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন হইতে বিরত হয়?

ভগবানের ধাম, নাম ও কামসেবার কথা আত্মঘাতী না বুঝে জড়জগতের ভোগময়ী ভূমিকাকেই 'ধাম' ব'লে ক্ষুদ্র জড় চেষ্টায় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থাদি ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনা ক'রে যে কাম চরিতার্থ ক'র্‌বার বাসনা পোষণ করেন, সেই অনর্থ হ'তে নির্ম্মুক্ত হওয়ার জন্য ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণ এবং সঙ্কর বর্ণসমূহকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ধামসেবায় নিযুক্ত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ এই সকল সেবাচেষ্টার মধ্য দিয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিলে জান্‌তে পার্‌রেন, ভগবদ্ধামসেবা, ভগবন্নাম-সেবা ও ভগবৎকামসেবাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মূল প্রাণস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বহু লোকের নিকট এ সকল কথা ব'লেছেন; কিন্তু ভাগ্যের অভাব-হেতু আমাদের মত লোক তাঁ'তে কর্ণপাত কর্‌তে পারে নাই বা নিজের যোগ্যতার অভাব-হেতু তা' ধর্‌তে পারে নাই, সেই জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

ভক্তসেবার মাহাত্ম্য

গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণকীর্ত্তন, উত্তমঃশ্লোকের যে গুণ-কীর্ত্তন, তা' শুন্‌বার অধিকার যাঁ'রা দেন, এমন যে কীর্ত্তনকারী গুরুবর্গ—গুরু-পদাশ্রিত গুরুবর্গ, আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাঁ'দের কথা শুন্‌বার অধিকার হয় না। আমরা প্রাক্তন কর্ম্মের দ্বারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥" —এই গীতার শ্লোকানুসারে 'আমি কর্ত্তা'—এই দম্ভে হত হই। যদি অহঙ্কারে দৃপ্ত হই, তবে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ একটা মহদপরাধ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা যে গুরুপাদপদ্মের অনুগত, সেই গুরুপাদপদ্ম এরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা পূজ্য—সেব্য। **ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক-সম্প্রদায়।** শ্রীগৌর-সুন্দর এবং প্রকৃত গৌরভক্তগণ আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(পঞ্চসংস্কার)

১। তাপ-সংস্কারের সার্থকতা কি ?

"লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষা-সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদি তাপদ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকা পর্য্যন্ত সেই অঙ্ক ধারণ করিবার বিধান করেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

২। যাগ বা পূজাবিধির উদ্দেশ্য কি ?

"দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদায় কার্য্য দ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজাপদ্ধতি বিহিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রামপূজায় ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহসেবা-পদ্ধতিই—'বৈষ্ণব-যাগ'। সংসারে বর্ত্তমান থাকিতেই হইবে, অথচ সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহ-যাত্রার নির্ব্বাহ হইবে না ;—অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করাই মন্ত্রোপদিষ্ট জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমুদ্র হইতে সম্যগ্ উদ্ধার করেন।

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৩। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণের আবশ্যকতা কি ?

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ ! এত বৈরাগ্য ! এত স্বসুখত্যাগ ! এত রিপুনির্য্যাতন ! এ সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়—যদি তাহার পর কোন ঊচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নামই ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নামই 'তাপ ও পুণ্ড্র'। বদ্ধজীবের এই অলঙ্কার দুইটি অত্যন্ত আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য শরীর—শবতুল্য ; উহা দৃষ্ট হইলে অনুতাপ-দ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শূন্য মন কেবল মাত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিচরণ

করে, ক্ষুদ্র-বিষয়ে আসক্তি করে এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-বিষয়ে আলোচনা করে। হে তপ্তজীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণকরত পরম বৈষ্ণবধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ লিপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভু দীক্ষাগ্রহণ-লীলার দ্বারা কি শিক্ষা দিয়াছেন?

"শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি-শ্রীমদীশ্বরপুরীসকাশাদ্ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস।"

—শ্রীশিঃ, সঃ তোঃ ৮

৫। দীক্ষাগ্রহণ-বিধি সাধারণ সাধকের পক্ষে পরিত্যাজ্য কি?

"জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষাপ্রসঙ্গ নাই বলিয়া দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্যবিধি। কোন সিদ্ধব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়। কোন বিশেষ অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহার দ্বারা সাধারণ বিধির হানি হয় না। ধ্রুব-মহাশয় এই পার্থিব-শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি। সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্যশক্তি-বিশিষ্ট ভগবান যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণ বিধি লঙ্ঘন করা কখনও উচিত হয় না।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। শ্রীগুরুদেব কখন শিষ্যকে ভক্তিসূচক নাম প্রদান করেন?

"যে-সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীবেশ্বরে নিত্যসম্বন্ধ

(শ্রীমদ্ভাগবত-ভাবকীর্ত্তন—১)

হে বিভো আমার তব-অণু দিয়া
এ' দাসে সৃজন করি',
বাস করিবারে এই দেহঘর
মায়া দিয়া দিলে গড়ি'।
তুমি নিত্য প্রভু আমি নিত্যদাস
ভু'লে গেছি পেয়ে ঘর ;
এ' ঘরে 'আমার' 'আমি' বুদ্ধি করি
মোহবশে নিরন্তর !
পঞ্চভূতে ঘর করিলে রচনা
নিত্য বিভীষিকাময় ;
রোগ-শোক নানা ত্রিতাপ-যন্ত্রণা
সর্ব্বক্ষণ মৃত্যুভয়।
দশেন্দ্রিয় মোরে দশদিকে টানে
ছয় সর্প ঘরে রয় ;
যে যে ফাঁকে পারে করিছে দংশন
বিষজ্জ্বালা নাহি সয়।
সুখের আশায় ঘরে বসে সদা
মরি দুঃখানলে জ্বলি',
দাসের এ' দশা দেখ নাকি প্রভো
করুণ-নয়ন মেলি ?
সুখ-প্রলোভনে দুঃখ পাই কেন
কি তোমার অভিলাষ ?
জানিতে পারিলে নীরবে সহিবে
বৈষ্ণব-দাসানুদাস।

—কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্.এ., বি.টি., সাহিত্যভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৬)

যদৃচ্ছাক্রমে যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা যাঁহাদের মনের সমৃদ্ধি থাকে অর্থাৎ অনায়াসে সামান্য যাহা জোটে তাহাতেই যাঁহারা নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহাদের মনে কোন অভাববোধ হয় না। তাঁহারা কোন পুরুষার্থই বাঞ্ছা করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে অন্য নিন্দা শুদ্ধভক্তের প্রশংসা করিয়া ইহাই দৃঢ় করিতেছেন—

যত্তদ্ভগবতানধিগতান্যোপায়েন যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতস্বশরীরাবশেষিতলোকত্রয়ো বরুণপাশৈঃ সম্প্রতিমুক্তো গিরিদর্য্যাঞ্চাপবিদ্ধ ইতি হোবাচ ॥ ২৩ ॥

নূনং বতায়ং ভগবানর্থেষু ন নিষ্ণাতো যোঽসাবিন্দ্রো যস্য সচিবো মন্ত্রায় বৃত একান্ততো বৃহস্পতিস্তমতিহায় স্বয়মুপেন্দ্রেণ আত্মানমযাচত আত্মনশ্চাশিষো নো এব তদ্দাস্যম্। অতি গম্ভীরবয়সঃ কালস্য মন্বন্তরপরিবৃত্তং কিয়ল্লোকত্রয়মিদম্ ॥ ২৪ ॥

যস্যানুদাস্যমেবাস্মৎপিতামহঃ কিল বব্রে ন তু স্বং পিত্র্যং যদুতাকুতোভয়ং পদং দীয়মানং ভগবতঃ পরমিতি ভগবতোপরতে খলু স্বপিতরি ॥ ২৫ ॥

তস্য মহানুভাবস্যানুপথমমৃজিতকষায়ঃ কো বাস্মদ্বিধঃ পরিহীণভগবদনুগ্রহ উপজিগমিষতীতি ॥ ২৬ ॥

অর্থাৎ ভগবান্ অন্য উপায় না পাইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলিরাজার অধিকৃত ত্রিভুবন অপহরণ করিয়াছিলেন। তাহার শরীরমাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাতেও তিনি নিবৃত্ত না হইয়া বরুণ-পাশে বন্ধন করতঃ বলিকে গিরিগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলিরাজা তখন বলিয়াছিলেন—অহো কি দুঃখের বিষয়! বিভু ইন্দ্র, বৃহস্পতি যাঁহার সচিব, যিনি তাহাকেই মন্ত্রণাকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। তিনি সেই উপেন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উপেন্দ্রের দ্বারাই আমার নিকট ত্রিভুবন যাচ্ঞা করাইলেন, নিজে তাঁহার দাস্য প্রার্থনা করিলেন না। অতি গম্ভীরবেগশালী কালের নিকট মন্বন্তর পরিমিত ত্রিভুবন অতি তুচ্ছ। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ সেই ভগবানের অনুদাস্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইলে ভগবান্ তাহাকে নিজ পিত্র্যপদ এবং অকুতোভয়পদ দিতে চাহিলেও, সে সকল ভগবান্

হইতে ভিন্ন বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই। আমার মত যাহার রাগাদি পরিক্ষীণ হয় নাই, যে ভগবৎকৃপায় বঞ্চিত, এমন কেই বা সেই মহানুভবের পন্থা অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিতে পারে ?

অতএব অন্য সুখ-দুঃখের প্রতি ভক্তগণের নিরপেক্ষতা দ্বারাই তাঁহাদের শুদ্ধত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ভগবান্ রুদ্র পার্ব্বতীর নিকট বলিয়াছিলেন—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

শ্রীনারায়ণের আশ্রিত জনগণ কোথাও কোন বস্তু হইতে ভীত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ দর্শন করেন।

শ্রীভগবানও তাদৃশ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদিগের অন্য সকল সুখ-দুঃখ দূর করেন। তিনি নিজেই একথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥ (ভাঃ ৮।২২।২৪)

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার অর্থ হরণ করি। কারণ, ধন দ্বারা মত্ততা জন্মে। ধনবান ব্যক্তি ধনমদে মত্ত হইয়া লোক সকলকে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীবৃত্রাসুর ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্ব্বিধত্তে পুরুষস্য শক্র।
ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চনগোচরোঽন্যৈঃ॥
(ভাঃ ৬।১১।২৩)

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু শ্রীহরি নিজভক্তগণের ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গবিষয়ক আয়াসের উপশম করেন অর্থাৎ তাহা নাশ করেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা অনুমান করা যায়। অকিঞ্চনগণ সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ।

শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্তের চতুর্ব্বর্গবিষয়ক অভিলাষ দূর করেন। তাদৃশ ভক্তগণের যদি কখনও অন্য প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবানের জন্যই জানিতে হইবে। যথা শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।
পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ভবাননুমোদতাম্॥
(ভাঃ ১০।৭০।৪১)

পারমেষ্ঠ্যাভিলাষী পাণ্ডব নৃপতি যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি তাহা অনুমোদন করুন।

পারমেষ্ঠ্যশব্দে সাধারণ ব্রহ্মলোকের সম্পত্তি বুঝাইলেও এস্থলে সে অর্থ নহে। পরমেষ্ঠী-পদে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতে ১০।৮১।১০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—তাবচ্ছ্রীর্জগহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবতী রুক্মিণী দেবী পরমেষ্ঠীর (শ্রীকৃষ্ণের) হস্ত ধারণ করিলেন। সুতরাং পারমেষ্ঠ্যকাম দ্বারকার সমান ঐশ্বর্য্যাভিলাষ। সেই অভিলাষের উদ্দেশ্য দ্বারকার ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থেও শ্রীকৃষ্ণের বসতিযোগ্য সিদ্ধি করা, অন্য কিছু নহে। দ্বারকার ন্যায় বিপুল বৈভব লাভ না করিতে পারিলে প্রাণের সাধে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করা চলে না এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য সম্পত্তি কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি শুদ্ধভক্তকে উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীসূত বলিয়াছেন—

কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ।
অধিজহুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে॥ (ভাঃ ১।১২।৬)

হে মুনিগণ! দেবগণের বাঞ্ছনীয় রাজ্যসম্পদাদিও শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে নাই, ক্ষুধিত ব্যক্তির যেমন অন্ন ব্যতীত অন্য বস্তুতে চিত্ত প্রসন্ন হয় না তদ্রূপ তাঁহারও অবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষে যে সম্পদ বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, শ্রীভগবৎ-কৃপায় তাঁহার সেই সম্পদ্‌প্রাপ্তি দেখা যায়—ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পরমাদ্ভুত সভায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-অম্বুজগণও স্বচক্ষুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আবৃত। বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহেন্দ্রের ন্যায় সুবর্ণাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

এস্থলে স্বচক্ষুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলার তাৎপর্য্য—চক্ষুষ্মান জন চক্ষুর জন্যই অন্ধজনের অগোচর সম্পত্তিবিশেষ অভিলাষ করে, কদাচিৎ নেত্র মুদ্রিত করিলে সে সকল বৃথা হয়, শুদ্ধভক্তগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই সম্পত্তি অভিলাষ করেন, নতুবা তাহা ব্যর্থ মনে করেন।

পাণ্ডবগণকে উদ্দেশ্য করিয়াই মুনিগণ বলিয়াছেন—

ন বা ইদং রাজর্ষিবর্য্য চিত্রং
ভবৎসু কৃষ্ণং সমমুব্রতেষু।
যেঽধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং
সদ্যোজহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ॥ (ভাঃ ১।১৯।২০)

হে রাজর্ষিবর্য্য! যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বগমনের জন্য রাজকিরীট সেবিত সিংহাসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আপনাদের ইহা বিচিত্র নহে।

অতএব শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা নারদকর্ত্তৃক নিবেদিত হইলে নারদ-বাক্যানুসারে পরম একান্তি ভক্তগণের সেবাযোগ্য বিষয়সংকল্প শ্রীভগবান্ অনুমোদন করেন, ইহাই প্রতীত হইতেছে।

পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে বিশেষ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সেই প্রীতিজনিত আস্তিভরে তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া তাঁহার সামীপ্য প্রাপ্তি এবং তৎপ্রাপ্তির বিঘ্নকর সংসারবন্ধন ছেদন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মাতাপিতার স্নেহে একমাত্র সুখী দূরপ্রবাসী সন্তান যেমন মাতাপিতার সান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়, পাণ্ডবদের অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। স্ফূর্ত্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়ী। তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় তৃপ্ত থাকিলেও বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা অধীর করে। যুধিষ্ঠিরাদি সতত শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকারের বিরাম না থাকিলেও বহিঃসাক্ষাৎকারের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

ভক্তগণ যদি কখনও মুক্তিবাঞ্ছা করেন, তবে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতাই তাহার কারণ। শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন—

ত্রাস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-
সংসারচক্রকদনাৎ গ্রসতাং প্রণীতঃ।
বদ্ধঃ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদা নু॥ (ভাঃ ৭।৯।১৬)

হে কৃপণবৎসল! দুঃসহ উগ্রসংসারচক্রজনিত মনোদুঃখ হইতে আমি সন্ত্রস্ত হইয়া গ্রাসকারী অসুরগণ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। হে কমনীয়তম! আপনি প্রীত হইয়া অপবর্গসদন আপনার পাদপদ্মে কবে আহ্বান করিবেন?

শ্রীনৃসিংহদেব যে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ সে সকল ভক্তি-যোগের অন্তরায় বলিয়া, প্রভু অজ্ঞ আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া আমার বুদ্ধির পরীক্ষা করিতেছেন এই বিচারে তিনি হৃষীকেশকে বলিয়াছিলেন—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
সৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥ (ভাঃ ৭।১০।২)

'আমি স্বভাবতঃ কামাসক্ত। আবার এ সকল বর দিতে চাহিয়া কামের প্রতি আমাকে প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি কামসঙ্গ হইতে ভীত, তাহাতে বিরক্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাগত'। মুক্তিস্বরূপ তাঁহার পাদমূলে গমনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের প্রীতিবর প্রার্থনার কথা দেখা যায়—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকিণাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃসা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যত্ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী॥
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিন্তস্য মুক্তিস্তস্য করেস্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরাত্ত্বয়ি॥

হে প্রভো! সহস্র সহস্র যোনি মধ্যে যাহাতে যাহাতে জন্মগ্রহণ করি, সকল জন্মেই যেন হে অচ্যুত! তোমাতে অচ্যুতা ভক্তি থাকে। অবিবেকিগণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ক্ষয়রহিতা প্রীতি বর্ত্তমান থাকে, নিরন্তর তোমাকে স্মরণকারী আমার সেইরূপ ক্ষয়রহিতা প্রীতি যেন দূরীভূত না হয়। হে ভগবন্! তোমার কৃপায় তোমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি হইবে—এই বর দ্বারা আমি যে তৃপ্ত হইয়াছি সেই প্রীতি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়। সমস্ত জগতের মূল তোমাতে যাঁহার প্রীতি ভক্তি স্থির থাকে ধর্ম্মার্থকামে তাঁহার কি প্রয়োজন? মুক্তিও তাঁহার করতলগতা। এস্থলে শ্রীভগবানের উক্তি— যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তি সমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পদমাপ্স্যসি॥

তোমার ভক্তিসমন্বিত চিত্ত আমাতে যেমন স্থির, আমার অনুগ্রহে তুমি সেইরূপ শ্রেষ্ঠ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। তাৎপর্য্য—প্রহ্লাদের যে প্রকার নিশ্চল ভাবে চিত্তের স্থিতি, তাঁহার মুক্তিপ্রাপ্তিও তদ্রূপ সর্ব্বোত্তম। এজন্য বলিলেন—শ্রেষ্ঠা শ্রীভগবচ্চরণসেবাযোগ্যা মহতী। কারণ যাঁহাদের মন সেবাতে অনুরক্ত সেইরূপ ভক্তের নিকট সেবা বিরহিতা মুক্তি তুচ্ছ।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিত-সম্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬১ পৃষ্ঠার পর)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

সম্মোদন-ভাষ্যম্

আদৌ শ্রদ্দধানানাং শ্রীগুরুমুখাৎ হরিনামশ্রবণম্। ততো নিরপরাধেন তন্নামকীর্ত্তনম্। ততঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণচতুষ্টয়রূপমনুভাবঃ। কিন্তু হ্লাদিনী-সারবৃত্তিরূপায়া ভক্তের্জড়ানন্দান্বয়ব্যতিরেকসম্বন্ধশূন্যং শুদ্ধস্বরূপোদয়ং বিনা ভাবাত্মিকা ভক্তির্নভবতীতি বিচিন্ত্য নামকীর্ত্তনরূপসাধনভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপং ব্যতিরেকলক্ষণেন স্পষ্টয়তি—ন ধনমিতি শ্লোকদ্বয়েন। যাবদানুকূল্যময়ী কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্ত্যির্ব্যতিরেকলক্ষণাত্মিকান্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতা চ ন ভবতি তাবত্তস্যা ভক্ত্যাভাসমাত্রত্বম্। তদাভাসত্বং পরিহর্ত্তুমিচ্ছয়া ব্যতিরেকলক্ষণেন শুদ্ধভক্তিং শিক্ষয়তি। হে জগদীশ! ধনং জনং সুন্দরীং কবিতাং বাহ্যং ন কাময়ে। অত্র ধনপদেন বর্ণাশ্রমনিষ্ঠধর্ম্মধনম্, ঐহিক-পারত্রিকজড়সুখকরং সর্ব্বমর্থধনং, স্থূললিঙ্গগতেন্দ্রিয়গণানন্দকরং কামধনঞ্চ জ্ঞাতব্যম্। জনপদেন স্বশরীরানুগস্ত্রীপুত্রদাসদাসীপ্রজাবন্ধুবান্ধবাদয়ঃ জ্ঞাতব্যাঃ। সুন্দরীকবিতাপদেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্য্যয়ে'তি ন্যায়াৎ ভগবল্লীলাতত্ত্ব-কীর্ত্তনরূপকাব্যং বিনা অন্যকাব্যলক্ষণা সামান্যবিদ্যা জ্ঞেয়া। এতৎ-সর্ব্বমহং ন যাচে কিন্তু জন্মনি জন্মনি ত্বয়ি ঈশ্বরে প্রাণেশ্বরে কৃষ্ণে অহৈতুকীং ভক্তিং যাচে। অহৈতুকীং ভক্তিঃ ফলানুসন্ধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রয়া কৃষ্ণানন্দরূপা শুদ্ধা কেবলাহকিঞ্চনাহমিশ্রা ভক্তিরিতি। জন্মমরণরূপজড়-যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা

জীবচেষ্টাতীতবিষয়া। তৎপ্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা। অতো জন্মনি জন্মনীতি বক্তব্যা। যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া জন্মমরণ-নিবৃত্তিস্তদা তত্তদ্দুঃখং স্বয়মেব নশ্যতি। কিমুপায়বিরোধিন্যা তৎপ্রার্থনয়া ? ৪ ॥

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুমুখ হইতে হরিনাম শ্রবণ হয়। তদনন্তর নিরপরাধে তন্নামকীর্ত্তন এবং তৎপরে পূর্ব্বোক্তলক্ষণ চতুষ্টয়রূপ অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু হ্লাদিরীসারবৃত্তিরূপা ভক্তি জড়ানন্দান্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধশূন্যও শুদ্ধস্বরূপের উদয় ব্যতীত ভাবাত্মিকা ভক্তিতে পরিণত হয় না ভাবিয়া ব্যতিরেক লক্ষণের দ্বারা নামকীর্ত্তনরূপসাধনভক্তির শুদ্ধস্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—'না ধন' এই শ্লোকদ্বয়দ্বারা। যাবৎ আনুকূল্যময়ী কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তি ব্যতিরেকলক্ষণাত্মিকা অন্যাভিলাষিতাশূন্যা এবং জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃতা না হয়, তাবৎ ভক্তির ভক্ত্যাভাসমাত্র হয়। তদাভাসত্ব দূরীকরণমানসে ব্যতিরেক লক্ষণদ্বারা শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিতেছেন,—হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। এস্থলে 'ধন' পদের দ্বারা বর্ণাশ্রমনিষ্ঠধর্ম্মধন, ঐহিক পারত্রিক জড়সুখকর সর্ব্বার্থধন স্থূললিঙ্গগত-ইন্দ্রিয়ানন্দকর কামধনকে বুঝিতে হইবে। 'জন'পদের দ্বারা নিজদেহানুগ-স্ত্রী-পুত্র-দাস-দাসী-প্রেজা-বন্ধুবান্ধবাদি সকলকে জানিতে হইবে। 'সুন্দরী কবিতা' পদের দ্বারা "তাহাই বিদ্যা, যাহা কর্তৃক ভগবানে মতি জন্মে"—এই ন্যায়ানুসারে ভগবল্লীলা-তত্ত্ব-কীর্ত্তনরূপকাব্য ব্যতীত অন্যকাব্য-লক্ষণা সামান্যবিদ্যা জ্ঞেয়া। এ সমস্ত কিছুই প্রার্থনা করি না, কিন্তু জন্মে জন্মে ঈশ্বরে, প্রাণেশ্বরে, কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিই যাচ্ঞা করি। ফলানুসন্ধানশূন্যা, চিন্ময়স্বভাবযুক্তা, কৃষ্ণানন্দরূপা, শুদ্ধা, কেবলা, অকিঞ্চনা, ও অমিশ্রা ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলা হইয়া থাকে। জন্মমরণরূপ-জড়যন্ত্রণার উপশম কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন এবং জীবচেষ্টার বহির্ভূত বিষয়। সেই প্রার্থনা করাও কর্ত্তব্য নহে। এই কারণে 'জন্ম' 'জন্ম' শব্দ বক্তব্য হইয়াছে। যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় জন্ম-মরণ নিবৃত্ত হয়, তখন সেই সেই দুঃখ স্বয়ংই নষ্ট হইয়া যায়। উপায়বিরুদ্ধ বিষয়-প্রার্থনার কি প্রয়োজন ? ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

সন্মোদন-ভাষ্যম্

নন্থ কিং সংসারদুঃখং নালোচনীয়ং সাধকেনেত্যাশঙ্ক্য—অয়ি নন্দ-তনুজেতি। হে নন্দতনুজ! অহং বস্তুবিচারতস্তব নিত্যকিঙ্করঃ। অধুনা নিজকর্ম্মদোষেণ বিষমে ভবসাগরে পতিতঃ; কামক্রোধাদি-বহুশত্রুতাড়িতঃ; দুরাশাদুশ্চিন্তাতরঙ্গপ্রপীড়িতঃ; কুসঙ্গপ্রবলবায়ুনা প্রচালিতশ্চ। এতদ্দশায়াং কদাচিৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগতপস্যাদি-তৃণগুচ্ছা ভাসমানা দৃশ্যন্তে। তানবলম্ব্য ভবসমুদ্রতিতীর্ষানিষ্ফলাতেষাম-পার্থত্বাৎ। বহুক্লেশপীড্যমানোঽনুতপ্তঃ সন্ তব কৃপাং বিনাঽস্য ভবসমুদ্রস্য পারগমনেঽন্যপ্লবো নাস্তীতি জ্ঞাত্বা শ্রীগুরুচরণকৃপয়া ভবন্নামতরণীং প্রাপ্তবান্। ভবানেব শরণাগতবাৎসল্যাৎ সর্ব্বদোষ-মার্জ্জনপূর্ব্বকং নিরাশ্রিতং মাং করুণয়া, ভবৎপাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় বিভাবয়। তব পাদপদ্মসংলগ্নরেণুরিব তস্মান্ন বিচ্ছিন্নো ভবিষ্যামীতি ভাবঃ। এতেন কর্ম্মজ্ঞানলভ্যভুক্তিমুক্তিফলকামনা ভক্তজনানাং পরিত্যাজ্যেতি জ্ঞাতব্যম্ ॥৫॥

সন্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

সাধকের পক্ষে কি সংসারদুঃখ আলোচনীয় নহে—ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—হে ব্রজেন্দ্রসুত! বস্তুবিচারে আমি তোমার নিত্যদাস। এখন নিজকর্ম্মদোষে বিষম ভবসাগরে পতিত; কাম-ক্রোধাদিবহুশত্রুদ্বারা তাড়িত; কুবাসনা-কুচিন্তাগ্রস্ত ও পীড়িত এবং কুসঙ্গরূপ প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক চালিত। এমত অবস্থায় কখনও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদিরূপ তৃণসমূহ ভাসিতে দেখা যায়। তাহাদের নিরর্থকত্বহেতু তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ভবসাগর অতিক্রম করিবার ইচ্ছা নিষ্ফলা। তোমার কৃপা বিনা ভবসমুদ্রপারে যাইবার অন্য তরী নাই জানিয়া বহুকষ্টপীড়িত ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় ভগবন্নামরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইলাম। তুমিই একমাত্র শরণাগতবৎসল, এহেতু নিরাশ্রয় আমাকে সর্ব্বদোষ ক্ষমা করতঃ কৃপাপূর্ব্বক তোমার পাদপদ্মের ধূলী-সদৃশ চিন্তা ও ভাবনা কর। তোমার পাদপদ্মস্থিতধূলীর ন্যায় কখনও পদচ্যুত

হইব না—ইহাই ভাব। এতদ্দ্বারা ইহাই জানিতে হইবে যে, কর্ম্ম-জ্ঞানলভ্য ভুক্তি-মুক্তিফল-বাসনা ভক্তদিগের সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য ॥৫॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

সম্বোধন-ভাষ্যম্

পূর্ব্বোক্তপঞ্চশ্লোকৈরাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গস্ততঃ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-পাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যাত্মনিবেদনাত্মকং ভজনং ততঃ স্বরূপবোধা-নন্তরমবিদ্যারূপানর্থনাশস্ততো নিষ্ঠা ততো রুচিস্তত আসক্তিস্ততো ভাব ইতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিসহায়েন জীবস্বরূপবিকাশরূপপরমধর্ম্মস্য ক্রমো হি লক্ষিতঃ। ভাবদশায়াং ভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপস্যাখণ্ডত্বং সিধ্যতি। তদা ভক্তিঃ প্রেমাঙ্কুরস্বরূপরতিরূপা। সাধনদশাস্থিতশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণানাং মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং ভাবদশায়ামত্যন্তপ্রবলং ভবতি। "ক্ষান্তির-ব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচি আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে" ইতি সিদ্ধান্তবাক্যাৎ॥ পুনশ্চ "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।" ইতি লক্ষণেন ভাবস্বরূপরতেঃ প্রেমাঙ্কুরত্বং প্রেমপরমাণুত্বং সিধ্যতি। "প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে। সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" "ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা। ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সার্দ্রদৃষ্টিরভূদসাবিত্যাদি-তন্ত্রপুরাণবচনেন প্রেম-লক্ষণায়া ভক্তের্য্যে ত্বনুভাবাঃ সাত্ত্বিকা বিকারাদয়শ্চ সন্তি তে সর্ব্বে কিয়ৎপরিমাণেন ভাবদশায়ামপি লক্ষ্যন্তে। অনুভাবাশ্চৈতে—"নৃত্যং বিলুণ্ঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাশ্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চে"তি ॥ সাত্ত্বিকবিকারাশ্চৈতে—"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুঃ প্রলয় ইত্যাষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা ইতি। এষাং মধ্যে নৃত্য-গীতাশ্রুপুলকস্বরভেদাঃ ভাবদশায়াং বিশেষতো লক্ষিতাঃ, অতএব তদ্দশাং লক্ষ্যয়িত্বা বদতি শিক্ষকচূড়ামণিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। হে কৃষ্ণ! হে নন্দনন্দন! তব নামগ্রহণে কদা মম নয়নে অশ্রুধারা বিগলিতা ভবিষ্যন্তি; কদা বা স্বরভেদজনিতেন গদ্‌গদবাক্যেন বদনং মম বিক্রিয়াং গমিষ্যতি। মম বপুশ্চ কদা পুলকিতং ভবিতা। হে নাথ! তব নামগ্রহণে মমাপ্যচিরেণৈব তত্তদ্দশালক্ষণং ভবতু॥ ৬॥

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চশ্লোকদ্বারা প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তদনন্তর নাম-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদনাত্মক ভজন, তৎপরে স্বরূপজ্ঞান হইতে অবিদ্যারূপ-অনর্থ নাশ হয়; তাহার পর নিষ্ঠার উদয় হয়, তাহা হইতে রুচি জন্মে; অনন্তর আসক্তি এবং তৎফলে ভাব—এই হ্লাদিনীসারবৃত্তিসাহায্যে জীবের স্বরূপবিকাশরূপ পরমধর্ম্মের ক্রম লক্ষিত হয়। ভাবদশায় ভক্তির শুদ্ধস্বরূপের অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয়। তখন ভক্তি প্রেমাঙ্কুর সদৃশ রতিরূপ ধারণ করে। সাধনদশাস্থিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণের মধ্যে কৃষ্ণনামকীর্ত্তন ভাবদশায় অত্যন্ত প্রবল হয়। "ক্ষমা, কাল বৃথা না যায়-ঐরূপ যত্ন, কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, হঠাৎ মানের হেতু থাকিলেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—এইপ্রকার অনুভাব সকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়"—এই সিদ্ধান্ত বাক্যানুসারে এবং পুনরায় "বিশুদ্ধসত্ত্বময় প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসম এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি-বাসনাদ্বারা চিত্তার্দ্রকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাম ভাব"—এই লক্ষণদ্বারা ভাবস্বরূপ রতির প্রেমাঙ্কুরত্ব ও প্রেমপরমাণুত্ব সিদ্ধ হয়। "কিন্তু প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব বলিয়া কথিত হয়। এ অবস্থায় অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারসমূহ স্বল্পমাত্রায় দৃষ্ট হয়।" "তখন ভগবানের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে করিতে ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা বিগলিতাশ্রু হইল"—ইত্যাদি তন্ত্রপুরাণ-বচনদ্বারা প্রেমলক্ষণা-ভক্তির যে অনুভাব ও সাত্ত্বিক বিকার সকল দেখা যায়, তাহাদের কিয়ৎপরিমাণ ভাবদশায়ও লক্ষিত হয়। অনুভাবসমূহ যথা—"নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, উচ্চরব, গাত্রমোড়া, হুঙ্কার, হাইতোলা,

দীর্ঘনিঃশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি।” সাত্ত্বিক বিকারসমূহ যথা—“স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার কথিত হয়।” ইহাদের মধ্যে নৃত্য, গীত, অশ্রু, পুলক ও স্বরভেদ ভাবদশায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। অতএব সেই দশাকে লক্ষ্য করাইয়া শিক্ষকচূড়ামণি শ্রীগৌরচন্দ্র বলিতেছেন,—হে কৃষ্ণ! হে নন্দনন্দন! কবে তোমার নামগ্রহণকালে আমার নয়নে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইবে? কবে বা স্বরভেদজনিত গদ্গদবাক্যদ্বারা আমার বদন বিকার প্রাপ্ত হইবে? আমার শরীরও কবে পুলকিত হইবে? হে নাথ! তোমার নামগ্রহণে অচিরকালমধ্যে আমাতেও সেই সেই লক্ষণ হউক।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

অবতার ও বঞ্চক

সাত্বত-শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ অবতারের কথাই পাওয়া যায়। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদের প্রাকট্য—

“অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তর অবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশ অবতার॥”

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহঃ।
নৃসিংহো বামনো রামো রামো বুদ্ধঃ কল্কিরহমিতি॥

অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমি বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম এবং আমি কল্কি, আমি বুদ্ধ। এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্ম গ্রহণ করেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান বদ্ধ বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দস্বরূপ

ইঁহারা সকলেই প্রপঞ্চাতীত বস্তু। পরব্যোমে সকলেরই প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তাঁহারা ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্ম বিনাশোদ্দেশ্যে ইহজগতে অবতরণ করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবতার বলে,—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে অবতার নাম॥

ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে সমস্তই অনুস্যূত রহিয়াছে। প্রত্যেক অবতারের এক একটি কার্য্য আছে। তাঁহারা সেই সেই কার্য্য প্রতিপালন করিবার জন্য যথাসময়ে অবতীর্ণ হন। উক্ত ষড়্‌বিধ অবতারের মধ্যে আমরা শক্ত্যাবেশ অবতারের কথা পাইয়া থাকি। কোন যোগ্য জীবাদিতে যদি শ্রীভবানের শক্তির আবেশ হয় তাহাকে আবেশরূপ বলে। এবম্বিধ ভগবদ্ অবতার সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে অবতরণ করেন না। তাঁহাদের অবতরণ করিবার সময় আসিলে অবতরীর ইচ্ছা অনুসারে অবতার সকল স্বগণসহ এই প্রপঞ্চে শুভবিজয় করেন। এবম্বিধ ভগবদ্ অবতারের শ্রীচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া তৎসেবায় নিয়োজিত হইতে পারিলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

কলির প্রাবল্যে মায়ার কারাগারের কতকগুলি আসামীও প্রতিষ্ঠার আশায় আজ-কাল আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া পরিচয় দিয়া দুর্ব্বলচিত্ত জনগণের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ঐসকল অবতারব্রুব ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে বদ্ধজীব-সমূহের নিকট হইতে ভগবানের ন্যায় পূজা-অর্চ্চনাদি লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম বুজ্‌রুগি শিখিয়া রাখিয়াছে। তাহার ফলে তাহারা হয়ত ছাইকে চিনি বলিয়া, পরিষ্কার জলকে ময়লা অথবা বিভিন্ন রঙের জল বলিয়া দেখাইতে পারে। যে-কোন জায়গায় যে-কোনও ফুলের ঘ্রাণ ছড়াইতে পারে। এইসকল দেখাইয়া হঠযোগীদের কেহ কেহ নিজদিগকে ভগবদবতার বলিয়া বিজ্ঞাপিত করে। তাহাদের অসৎ বঞ্চনাপূর্ণ বাক্যগুলি কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে তাহারা মেকি জিনিষ ধরিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের বহু অবতার (?) বহু স্থানে ভুঁইফোড়ভাবে উঠিতেছেন। কেহ নিজেকে শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, কেহ বলরাম-কৃষ্ণের 'যুগ্মাবতার' আবার কেহ বা একাধিক রাম-কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য-দেবের অবতার বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট বহু প্রকারে প্রচার করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াই মনুষ্যগণকে নিত্য মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া চিরতরে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে।

এইসকল অবতার (?) ও তাহাদের অনুচরগণের স্মরণ থাকা উচিত যে,—

"ন জাতু কামকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি প্রদান করা যায়, ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ঘৃতপ্রদানে অগ্নি কখনই নির্ব্বাপিত হয় না। সেইপ্রকার কামাগ্নিতে যতই ইন্ধন যোগান যাইবে ততই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দ স্মরণ রাখিবেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকাণি হি।
কলৌযুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিস্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যেতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনঃ সদা॥

উক্ত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র এবং কলিযুগে জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাস-দুষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারক-ব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা "কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে" পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ শ্রীনারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জন-মত দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

প্রসন্নসলিলা জাহ্নবী তাঁহার পূতধারায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। নবদ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশ একতীরে, অপরাংশ অপর তীরে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন গৃহস্থজীবনের আদর্শ-স্থাপনচ্ছলে স্বয়ং গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যদিও অনেকে জড়াবিদ্যাধনে ধনী ছিলেন, যদিও বা অনেকে কর্ম্মকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন, কিন্তু অনেকেরই কৃষ্ণভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে এখানে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন কতক ব্রাহ্মণব্রুবও বাস করিত; তাহারা মদ্যপান, অভ্যক্ষ ভক্ষণ, পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান নাই চোর-দস্যু আর॥

এই ব্রাহ্মণকুমার—

যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ অতি পরম কুমতি॥

ব্রাহ্মণ দয়ার আধার, সরলতার খনি, ক্ষমার আদর্শ, কিন্তু সে সৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক—

পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে॥

ব্রাহ্মণকুমার (?) প্রতি দিবস এই জাতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে। পতিত-পাবন, অবধূতশিরোমণি নিত্যানন্দপ্রভু পতিতোদ্ধারকার্য্যে ও পাষণ্ডদলন-কার্য্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বেশে নদীয়ার পথে চলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, প্রবাল, মণি, মুক্তা, দিব্যহার প্রভৃতি বহুমূল্যবান অলঙ্কার শোভা পাইত। অবধূতের দেহে বহুমূল্যবান অলঙ্কার-দর্শনে—

'হরিতে হইল দস্যু ব্রাহ্মণের মন।'

স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দপ্রভুকে নির্ব্বোধ পাগল ভাবিয়া—

মায়া করি' নিরবধি নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবার রঙ্গে॥

কিন্তু বোকা দস্যু বুঝিতে পারিল না, বোকা বা পাগল কে? কাঁহাকে ফাঁকি দিবার জন্য সে বিবিধ ফাঁদ পাতিতেছে। পরম দয়াল নিত্যানন্দপ্রভু দস্যুর মনোবৃত্তি ও চেষ্টা সন্দর্শনে তাহার সকল পরিচয় পাইয়াও তাহাকে ঘৃণা না করিয়া তাহার উদ্ধারের উপায় করিলেন।

হিরণ্যপণ্ডিত নামে নবদ্বীপে এক মহা অকিঞ্চন সুব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সেই ভাগ্যবন্তের গৃহে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিরলে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যুব্রাহ্মণ তাহার স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পাইয়া—

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।

* * *

আরে ভাই সবে আয় কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥

ঐ দেখ, ঐ অবধূতের গায়ে সোণা, মুক্তা, হীরা কত বহুমূল্য অলঙ্কার! আমরা এতকাল দস্যুবৃত্তিদ্বারা কত অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছি, কিন্তু ঐরূপ অলঙ্কারগুলি এত মূল্যবান্ যে এইগুলির মূল্য নির্দ্দেশ করা কঠিন। আজ চণ্ডীমার কৃপায় একটা বড় স্বীকার জুটিয়াছে। হিরণ্য ঠাকুর দরিদ্র-লোক—ভাঙ্গাঘর—লোকজন কেহ নাই। ভাই সোণায় সোহাগা। একে ত লোকটা পাগল, তদুপরি দরিদ্রের বাড়ীতে একা রহিয়াছে। সুতরাং—

ঢাল, খাঁড়া লই সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥

এইভাবে দস্যুগণ যুক্তি করিয়া রাত্রিকালে—

খাঁড়া, ছুরি, ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িল নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥

নিশার অন্ধকারে দস্যুগণ দূরে একস্থানে বৃক্ষান্তরালে রহিয়া এক চর পাঠাইয়া জানিল, নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করিতেছেন। এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ভক্তগণ কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। নিত্যানন্দপ্রভুর দাসগণ মধ্যে—

রোদন করয়ে কেহ পরানন্দ-রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
হৈ হৈ হায় হায় করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন॥

কি মুস্কিলের কথা! লোকটা খাবে ত খাক্! খাবার সময় এমন করিয়া পাষণ্ডগুলি আবার চীৎকার ও নাচানাচি কর্‌ছে! বড়ই অসুবিধা কর্‌লে। চর গিয়া এই সংবাদ দিল। চরমুখে নিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহার ভৃত্যগণের জাগরণের সংবাদ পাইয়া দস্যুগণ ভাবিল, কিছুক্ষণ পরে সকলেই ঘুমাইয়া পড়িবে। তখন স্বচ্ছন্দে চুরি করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এই বলিয়া মনকলা খাইতে লাগিল—

কেহ বলে মুঞি নিব মুকুতার মালা।
কেহ বলে মোহার সোণার তার বালা॥
কেহ বলে মুঞি নিব কর্ণ-আভরণ।
স্বর্ণহার নিমু মুঞি বলে কোন জন॥

এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রাদেবী আসিয়া সকল দস্যুর চেতনা অপহরণ করিল এবং একে একে সকলে মনকলা খাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে নিদ্রার আবেশে ঢলিয়া পড়িল। সকলেই প্রভুর মায়ায় মোহিত ও অচেতন হইয়া তথায় পড়িয়া রহিল, এদিকে দিবাকর কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিরপেক্ষতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শবিগ্রহরূপে উজ্জ্বলদেহে বৃক্ষান্তরাল দিয়া ভূ-শায়িত দস্যুবৃন্দের নিদ্রাবিষ্ট নয়নে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। কিন্তু তবুও তাহারা অচেতন। বনের অবেতনভুক্ ভৃত্য কাকগুলি কা-কা-রবে কৃতজ্ঞতাবশে দস্যুগণের বিপদ্‌বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। দস্যুগণ ব্যস্ত হইয়া চক্ষু-মেলিয়া দেখিল, নিশার অন্ধকার নাই—পথে নির্জ্জনতা নাই। তখন তাড়াতাড়ি বনমধ্যে ঢাল, খাড়া ফেলিয়া সকলে বিগত রজনীর দুর্ব্বুদ্ধিতা ও পাপ বিধৌত করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

দস্যুগণ স্নানান্তে নিজ নিজ স্থানে গমন করিবার পুর্ব্বে পরস্পরকে নিদ্রায় অভিভূত হইবার জন্য দোষারোপ করিতে লাগিল। দস্যুপতি ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, ইহা কাহারও দোষ নহে—

বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে॥

সুতরাং—

ভাল করি আজি সবে মদ্যমাংস দিয়া।
চল সবে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সকল দস্যু মদ্যমাংস দিয়া চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা মোহান্ধ—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রভুত্ব বুঝিবে কি করিয়া? পেচক কি কখনও সূর্য্যের কিরণ দেখিতে পায়?

দস্যুদল চণ্ডীকে তৃপ্ত করিয়াছি ভাবিয়া মনের আনন্দে ও উল্লাসে সেইদিন মহানিশায় যখন সমগ্র জগৎ নিদ্রিত তখন পুনরায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে আক্রমণ করিবার জন্য নানা অস্ত্র লইয়া বীরের বেশ-বস্ত্রাদি পড়িয়া তথায় গিয়া দেখিল, কুটীরের চতুর্দ্দিকে বহু অস্ত্রধারী পদাতিক নিরন্তর হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহাদের সকলের গলায় মালা ও সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। ভিতরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিদ্রার অভিনয় করিতেছেন। অবধূতকে দর্শনাভিলাষী কোন ধনীর সহিত এই সকল পদাতিক আসিয়া থাকিবে। সুতরাং শীঘ্রই চলিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকগণও চলিয়া যাইবে, তখন আমাদের সুবিধা হইবে এইরূপ ভাবিয়া দস্যুপতি বলিল—

অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই॥

যখন দস্যুগণ দেখিতে পাইল, পদাতিকগণ চলিয়া গিয়াছে, অবধূত—

সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥

তখন—

আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণ।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবন॥

সেই দিবস নিশাদেবী যেন ঘোরতম-কৃষ্ণাম্বরে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া এবং ধরাপৃষ্ঠে সেই কৃষ্ণাম্বর বিছাইয়া জগদ্বাসী জীবের চিত্তে ভীতি জন্মাইয়া বিহার করিতেছিলেন। ফলে নদীয়ার পথঘাট নির্জ্জন। সেই অন্ধকার, নীরবতা ও নির্জ্জনতার আশ্রয়ে দস্যুগণ সেই কুটীরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র—

সব হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে।

* * *

সবে হইলেন হত প্রাণ-বুদ্ধি মনে॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

উপায়

যদ্দ্বারা কোন বস্তু লব্ধ হয়, তাহা 'উপায়' নামে অভিহিত। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব লাভের উপায় সম্বন্ধেই আমরা অদ্য আলোচনা করিব। এসম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম এই যে, "যত মত, তত পথ।" যে কোন মতে চলিলে, যে কোনও পথে অগ্রসর হইলেই পরাৎপরতত্ত্বকে লাভ করা যাইবে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতির প্রত্যেকটী পরাৎপরতত্ত্ব লাভে সমর্থ; সুতরাং ভক্তিও অপর উপায়েরই ন্যায় একটী। এই সাধারণ ভ্রমটী জনসাধারণের শিরায় শিরায় এমনভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে তাঁহারা চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত, ভ্রমনিরসনকারীকে 'সঙ্কীর্ণ' 'সাম্প্রদায়িক' প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেও ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু সকল বিশ্বও যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তথাপি আম্নায়পারম্পর্য্যে যে সৎসিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছি তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। তবে আমরা দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক সকলের পায়ে পড়িয়া নিবেদন করিতেছি, আপনারা স্থিরচিত্তে অনুগ্রহপূর্ব্বক কথাগুলি শ্রবণ করুন, তৎপরে যদি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে প্রত্যাখ্যান করিবার অধিকার আপনাদের আছে।

পরাৎপর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপেয় সম্বন্ধে, আমাদের ধারণা ঠিক হইলে উপায়ের বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরাৎপর-তত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু মানব-মনীষার অতীত বলিয়া অধোক্ষজ সংজ্ঞায় অভিহিত। প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে তাঁহাকে জানা যায় না বলিয়া তাঁহার নাম অপ্রাকৃত। কর্ম্মজ্ঞানাদিতে যাহা লাভ হয় তাহা প্রাকৃত জ্ঞানেরই অন্তর্গত বলিয়া পরাৎপর-বস্তু নহেন সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানাদির প্রাপ্য ভক্তির প্রাপ্যের সহিত এক হইতে পারে না। শ্রীভগবানের কৃপালোক অহৈতুকভাবে হৃদ্দেশ অধিকার করিলে সৌভাগ্যশালী জীব অপ্রাকৃতস্বরূপে নিরন্তর যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাহাই শুদ্ধভক্তি।

কর্ম্মমীমাংসক জৈমিনী একজন কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান পাণ্ডা। তিনি বলেন যে, "ইহকালে ও পরকালে 'অভ্যুদয়'ই উপেয় বস্তু; অমরপুরীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভই প্রয়োজন।" কর্ম্মিগণ ইহলোকে সাংসারিক সুখভোগ ও পরলোকে স্বর্গাদি সুখভোগকেই বাঞ্ছিত বস্তু জ্ঞান করেন। ইহারই নাম জৈমিনীর ভাষায় 'অভ্যুদয়'।

কর্ম্মিগণ ভোগে সুখ পান না, পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গলোক হইতে পতিত হইয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়। জড়বিলাসের এই হেয়ভাব দর্শন করিয়া জ্ঞানিগণের জড়বিশেষ-রাহিত্যভাবে আদর দেখা যায়। তাহারা ঐ নির্ব্বিশেষ-ভাবকেই নিঃশ্রেয়স সংজ্ঞা দেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐরূপ অভ্যুদয় বা 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'র ন্যায় ঐরূপ নির্ব্বিশেষপর নিঃশ্রেয়স উভয়ই প্রাকৃত ধারণা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং উভয়েই প্রাকৃত। উহাতে নির্ম্মলা অপ্রতিহতা আত্মার সহজবৃত্তির কিছুমাত্র বিকাশ নাই।

কর্ম্মের উপায় ও উপেয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান। অশ্বমেধযজ্ঞে সুখ বা প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এস্থলে অশ্বমেধযজ্ঞ কিছু উপেয় সুখ বা প্রতিষ্ঠা নহে। কিন্তু ভক্তি ঐপ্রকার ব্যাপার নহে। ভক্তিতে উপায় ও উপেয় ভেদ নাই। উপায়ই তাহার পরিপক্কাবস্থায় উপেয়। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, পরমোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট আম্র পক্কাবস্থায় কিছু উহার অপক্কাবস্থা হইতে আর একটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। একই আম্র কাঁচা, ডাশা ও পক্কাস্থবা-ভেদে স্বাদের তারতম্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তদ্রূপ ভক্তিও সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে একই বস্তু। যজ্ঞকারী ব্যক্তি যজ্ঞের ফলস্বরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে পুনরায় যজ্ঞাদি-ক্লেশ বরণ করিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবৎসেবা-সুখ-তাৎপর্য্য বিশিষ্টা ভক্তিকে পরিত্যাগ করেন না। পক্ষান্তরে তিনি আরও অধিকতর ভাবে ভক্তিতে আকৃষ্ট থাকেন। ভক্তি কর্ম্মের ন্যায় কোন ফলভোগপর বা জ্ঞানের ন্যায় ফলত্যাগপর ব্যাপার নহে। কর্ম্ম-জ্ঞান, দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হয়। সুতরাং উহাদের ফল মনের উপরই বিশেষভাবে ক্রিয়া করে। মন অনিত্য বলিয়া উহার উপর ক্রিয়াশীল বস্তুও অনিত্য। ভক্তি আত্মার সহজবৃত্তি। আত্মা যখন স্থূল ও লিঙ্গ-দেহ-রূপ আবরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া শুদ্ধাবস্থায় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন, তখন শুদ্ধভক্তির উদয়। সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে দেহ ও শুদ্ধমন যে-সকল ভগবৎসেবানুকূল্যবিধায়িনী ক্রিয়া করেন, তাহাই সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভগবদ্ভাবে বিভাবিতা ও অনুরাগপ্রচুরা হইয়া ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশিতা হন।

জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টায় জড়বিশেষ বা জড়বিলাসের ব্যতিরেক-অবস্থা লক্ষিত হয়। ঐরূপ চেষ্টা প্রাকৃত বিশেষ ধারণা হইতেই জৈবজ্ঞানে উদিত

হইয়া থাকে। ব্যভিচার বা লাম্পট্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রে যে-প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা, সেইপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে ক্রমশঃ মুক্ত করিবার জন্য কর্ম্মমার্গের উদ্ভাবন, আবার কর্ম্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তমার্গে আনয়নের জন্য ফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম হইতে সুকর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। আবার সুকর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠতার পরিসীমা এই স্থানে নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ হয় ভক্তিরাজ্যে। ভক্তিরাজ্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের—উভয়ের প্রাপ্য যখন পৃথক্ এবং এই দুইটীর মধ্যে দ্বিতীয়টী হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতেছে তখন সকল উপায় কি-প্রকারে এক হইতে পারে?

ভক্তির উজ্জ্বল আলোক প্রদর্শন করিবার জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্রে জড়-সবিশেষ-নিরাসপর নির্ব্বিশেষবাদের শ্রেষ্ঠতার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তিরাজ্যে জড়বিশেষের কোন কথা নাই। নির্ব্বিশেষেরও উপরে চিৎ-সবিশেষ অবস্থায়ই ভক্তির স্থান। অবশ্য ইহা হইতে মনে করিতে হইবে না যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া না আসিলে ভক্তিতে পৌঁছিতে পারা যাইবে না। ভক্তি নিরপেক্ষা। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের কৃপাই ভক্তির জীবাতু। ভগবানের কৃপার অপেক্ষা না রাখিয়া অহঙ্কারবশে জ্ঞানমার্গে ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করিলে কি ফল হয়, তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২-৩৩) বলিতেছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পত্যন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

দেবগণ শ্রীভগবানকে স্তুতিকালে ঐ যে শ্লোকদ্বয় বলিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে, যে-সকল শুষ্কজ্ঞানী আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাহাদের প্রীতি না

থাকায় তাহারা মলিনচিত্ত। এই সকল ব্যক্তি অতিকষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হয়। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরমভাগবত-গণ কখনও সুপথ ভ্রষ্ট হন না; বরং তাঁহারা শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালকসমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে।

পাপিগণের নিকট পুণ্য দুর্ল'ভবস্তু, আবার ভোগরত পুণ্যবান্ জনগণের নকট নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোত দুর্ল'ভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল দুর্লভতার শীর্ষদেশে যাঁহাদের অবস্থিতি তাঁহাদের বিচারে, ঐসকল অকিঞ্চিৎকর ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদের তাৎপর্য্য অতি অল্পসংখ্যক লোকেই বুঝিতে পারে। যাহাদের বুদ্ধি মলিন, তাহারাই বেদকে কর্ম্মপর বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বেদের তাৎপর্য্য জানে না। কারণ যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন সর্ব্বদা বিরাজিত, সেই জীবাত্মস্বরূপের প্রাপ্য —সেই পরমলোকের কথা তাহারা জানিতে সমর্থ নহে।

"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)

ভগবান্ বাসুদেব শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপের দ্বারা সেবিত হইয়া যখন যাঁহার প্রতি অনুকম্পা করেন, তখন সেই ব্যক্তি লৌকিক ও বৈদিকমার্গে অত্যাসক্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, প্রেমভক্তির শিক্ষক—রাগমার্গের আচার্য্যপ্রবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষাছলে জানাইয়াছেন,—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীশূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

উপসংহারে বক্তব্য, বিমুখ মোহিনীর মোহন-পারিপাট্যে বিশ্বর-রঙ্গমঞ্চে বহু বহু মত ও পথের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের কোনটাই বৈকুণ্ঠের দিকে নহে। বৈকুণ্ঠে গমন-মার্গ বহু নহে—এক; সেই একায়নে চলিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা। সেই অয়ন, আশ্রয় বা উপায়-গ্রহণেই অমলপ্রমাণ 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীচরণে শরণ-গ্রহণ; ইহাই ভক্তিমার্গ—ইহাই একমাত্র উপায়।

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি-এ

কায়-শাঠ্য

'কায়'-অর্থে দেহ বা শরীর। দেহ বা শরীরের দ্বারা যতটা কার্য্য বা পরিশ্রম করা সম্ভবপর, ততটা কার্য্যে দেহ বা শরীরটাকে না লাগান কিংবা দেহ-দ্বারা ততটা পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার নাম—'কায়শাঠ্য' বা 'দেহশাঠ্য'।

স্বয়ং শ্রীভগবান্, শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বা মহাজন, আর বেদ বেদান্ত, শ্রীভাগবত-গীতাদি সাত্বতশাস্ত্র যাহা বলেন, তাহাই একমাত্র নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যকথা; কারণ তাহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করুণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটি দোষ নাই। এই জগতের লোক আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ বা মায়া-মোহিত বলিয়া উপরি-উক্ত চারিটি দোষ আমাদের মধ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান আছে। এক মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোক অপর মায়াবদ্ধ বা অনর্থযুক্ত লোককে উপদেশ বা গুরু করিয়া তাহার কথা মত চলিলে বা আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিলে কখনও মায়ামুক্ত হইতে বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ বা তদীয় পার্ষদগণ গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতরণ করিয়া জগতের লোককে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা জ্ঞাপন করান; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুরূপ করেন, তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

আমরা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বর্ত্তমানে বিরূপে অবস্থিত, তাই আমাদের অপেক্ষা শারিরীক বল, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি যাঁহার অধিক, তাঁহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার কথা শুনি বা তাঁহার আচার-ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া থাকি; কিন্তু যাঁহারা এই মায়াবদ্ধ বা বিরূপাবস্থা হইতে মায়ামুক্ত বা স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে চাহেন—নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চাহেন—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে চাহেন—সংসার-দুঃখসমুদ্র হইতে চিরতরে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-সাগরে সন্তরণ করিতে ইচ্ছুক—এই জগতের অনিত্য, হেয়, অবরতাপূর্ণ বস্তুর আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম উপাদেয় নিত্যবস্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম বা কৃষ্ণপ্রেমধন লাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অর্থাৎ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বারাধ্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আচার-বিচার ও শিক্ষাই শিরোধার্য্য বা একমাত্র অবলম্বনীয়—সাধু-গুরুবৈষ্ণবগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথের আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য।

মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? মনুষ্যদেহটা আমরা লাভ করিয়াছি কি জন্য? এই দেহ বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের, বাক্য-বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমরা কি কার্য্য করিব?—এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের মত মায়াবদ্ধ, মায়ামোহিত, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করুণাপাটব-দোষচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে না। তাহাতে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে গিয়া পরিণামে উভয়েই যে-প্রকার গভীর কূপে পরিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে প্রাণ ত্যাগ করে, আমাদেরও পরিণামে তদ্রূপ অবস্থা হইবে। যে বিষয়ে যে-ব্যক্তি নিজেই ভ্রমে পতিত, অজ্ঞান-বিমোহিত, সেই ব্যক্তি কি প্রকারে তদ্বিষয়ে অপরের ভ্রম বা অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ হইবে? এই জগতের লোক, যথা—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী কিংবা সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-বেশধারী কপট, ভণ্ড, ধূর্ত্ত প্রভৃতি সকলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে একবাক্যে বলিলেন,—"পাপ বা পুণ্যে, ভোগ বা ত্যাগের স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে এই জগতের জড়রস বা জড়ানন্দ ভোগ করিবার জন্যই এই মানব দেহ আমরা লাভ করিয়াছি।" শুধু মুখে বলা নহে, তাহাদের আচরণেও সর্ব্বক্ষণ ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু মায়াতীত রাজ্য গোলোক-বৈকুণ্ঠ-পতি ভগবান্ শ্রীহরি ও তদীয় পার্ষদ্ গোলোক-বৈকুণ্ঠদূতগণ মনুষ্যজীবনের বা মানবদেহ-ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কি জানাইয়াছেন, (ভাঃ ১১।২০।১৭) শুনুন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

অর্থাৎ, এই নৃদেহটি সকল ফললাভের মূল, অতএব আদ্য। ইহা সুলভও বটে, সুদুর্ল্লভও বটে। ইহাই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পটুতর নৌকা; শ্রীগুরুদেবই ইহার কর্ণধারস্বরূপ। কৃষ্ণ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত এইরূপ দেহ-নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি আত্মঘাতী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়ের চতুর্ব্বিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুর্ব্বিংশ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। সংখ্যাতত্ত্ব-বিচারে বর্ত্তমান বর্ষ সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলের চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার টীকায় 'সাংখ্য'-শব্দের ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন,—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" যাহা বস্তুতত্ত্বকে সম্যগ্-রূপে প্রকাশ করে, যাহাতে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, সেই আত্মতত্ত্বপ্রকাশক সংখ্যাই সাংখ্য-জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যে সংখ্যা-তত্ত্বের দ্বারা নিরীশ্বর চিন্তাই প্রবল হয়, যাহার প্রভাবে মানব ভৌতিকবাদের বহুমানন করে, তাহা কোনরূপ কল্যাণ আনয়নে সমর্থ নহে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—বাক্যে সেই মৌলিকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্ববস্তু নির্ব্বিশেষ নহেন, পরিপূর্ণতম স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তববস্তুই অক্ষর পরব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং জড়, শূন্য বা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "পঞ্চমঃ কপিলো নাম···সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্" (ভাঃ ১।৩।১০) শ্লোকের ভাগবত-তাৎপর্য্যে দুইজন কপিলের উল্লেখ করিয়াছেন—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যস্তন্ত্রং সাংখ্যং জগাদ হ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্॥
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥" (পদ্মপুরাণম্)

সুতরাং একজন সেশ্বর-সাংখ্যজ্ঞান উপদেশার্থ স্বয়ং ভগবান্ অংশরূপে অবতীর্ণ, অপরজন নিরীশ্বর-সাংখ্যকার প্রকৃতিবাদী। দেবহূতি-নন্দন কপিলদেব মুক্তিকামী ব্যক্তিগণকে আত্মদর্শনসম্মত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিবার জন্যই কর্দ্দমঋষির গৃহে আবির্ভূত হন। কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি ও সাংখ্যযোগ বর্ণনা করেন। পরমাত্মার নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে ও ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা—ইহা বলিতে গিয়া প্রধানের স্বরূপ ও তাহার কার্য্যরূপে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের উৎপত্তি ও তাহাদের লক্ষণও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেন। তিনি আত্মজ্ঞান-লাভের সূক্ষ্মমার্গ—শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণদ্বারা নিখিল ভূতান্তর্য্যামীকে হৃদয়ে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অমৃতত্ব লাভের উপদেশ করিয়াছেন। তিনি জননীর নিকট ভববন্ধ-মোচনকারী ভক্তিযোগ বর্ণনমুখে মন ও আসক্তিই জীবের বন্ধন ও মুক্তির কারণ, সৎসঙ্গই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ, শান্ত সহিষ্ণু-বদান্য হইয়া শ্রবণ-

কীর্ত্তন-স্মরণাদিদ্বারা শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমলাভ, শ্রীভগবানই অশোক-অভয়-অমৃতস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যকার ষড়্‌দর্শন-রচয়িতার অন্যতম। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন ব্যতীত বাকী পাঁচটী দর্শনশাস্ত্রই ন্যূনাধিক ভক্তিবহির্ম্মুখ জড়বাদের প্রচারক। প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্যাদি শাস্ত্র রচিত হয়। সকল দর্শনই শূন্যবাদ নিরস্ত করিয়াছেন; সাংখ্য-শাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ষড়দর্শন ভারতেই রচিত, পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য দেশেও ইহা সমাদৃত হয়। অপ্রাকৃত দার্শনিক জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—অধ্যাপক গার্ব্বে বিশেষ গবেষণাদ্বারা এরিষ্টটল্ গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের শিষ্য, থলিস্ কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটীস্ মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, জিনো যোগ-শাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য, পিথাগোরাস্ সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং প্লেটোকে বেদান্তশাস্ত্রে শ্রীব্যাসদেবের শিষ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

নিরীশ্বর কপিল প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ কেহ পরমাণুকেই বিশ্বকারণ, কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগৎকারণ, আবার কেহ কাল্পনিক ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্বরূপে স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সকল নাস্তিক্যবাদ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচার করিয়াছেন। বেদান্ত-উপনিষদ্-ভাগবত-গীতা কর্ত্তৃকও প্রকৃতিবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯), "দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং ..মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্" (ভাঃ ৩।২৬।১৯), "ভূতৈর্ভূতানি ভূতেশ সৃজত্যবতি হন্তি চ" (ভাঃ ৬।১৫।৬), "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০), "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" (গীঃ ১৪।৩), "তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা" (গীঃ ১৪।৪) ইত্যাদি প্রমাণ বাক্য দ্বারাও জড়বাদ নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং নিরীশ্বর সাংখ্যবাদিগণ "পঙ্গু ও অন্ধ" এবং "অয়স্কান্ত ও লৌহ" ন্যায়ের দ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বিশুদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য্যকেশরী মদীয় গুরুপাদপদ্ম তাঁহার রচিত "সিদ্ধান্ত-রত্নমালা" গ্রন্থে অদ্বৈতবাদদূষণম্, ন্যায়মতদূষণম্, সাংখ্যমতদূষণম্ নামে বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদ নিরাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাংখ্যমত-খণ্ডন-প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—

কেচিদাহুঃ প্রকৃতৈব বিশ্বসৃষ্টির্ব্যবস্থিতা।
তেষাং বৈ পুরুষঃ ক্লীবঃ কলত্রং হি তথৈব চ॥
পত্যভাবে কুমারীণাং সন্ততির্যদি দৃশ্যতে।
তেষাং মতে প্রশংসার্হা সমাজে সা বিবর্জ্জিতা॥

প্রকৃতিবাদী কপিলমুনি 'বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা নাই' বলিতে চাহেন। প্রকৃতিই সৃষ্টিকত্রীরূপে জগৎপ্রসব করিতেছেন; ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব না থাকায় পুরুষ ক্লীব। কিন্তু পুরুষকে ক্লীব বলিলে প্রকৃতি বা কলত্রও ক্লীব হইয়া পড়েন। 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ নিঃশক্তিক, কিন্তু পুরুষ কখনও ক্লীব নহেন। পুরুষ-বিহীন নারীর সন্তানাদি সম্ভব নহে এবং সেই প্রকৃতি সৃষ্টিকত্রী হইলে ক্লীব বা হেয়। পতি-অভাবে কুমারীগণের সন্তান-সন্ততি যদি দেখা যায় তাহা সাংখ্যকারগণের মতে প্রশংসার্হ হইতে পারে. কিন্তু ধার্ম্মিকসমাজে সেই কুমারী অসতী বলিয়া বিবর্জ্জিতা। সুতরাং নিরীশ্বর সাংখ্যমতে এইপ্রকার প্রকৃতিবাদ ধার্ম্মিক-সমাজে হেয়, বর্জ্জিত এবং ঘৃণিত।

যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরু পরম্পরাক্রমে বেদসংজ্ঞিতা বাণীর উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৎসম্প্রদায়ানুগত। সুতরাং শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়গণের গুরু প্রণালী এবং ষোলনাম-বত্রিশঅক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই তাঁহাদের সিদ্ধমন্ত্র। এই সম্প্রদায়-প্রণালী স্বীকার করিলে গুরুপদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্মশিক্ষা এবং বৈরাগ্যাভ্যাস হয়। জগন্মঙ্গল বিধানের নিমিত্তই বিশুদ্ধ সম্প্রদায় স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সরস্বতী-তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম সৎসম্প্রদায়ানুগত্যে পরমার্থতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। উহা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ক্ষেত্রে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডলীলা অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়-দেশে কাবেরীকূলে তাঁহার যৌবনকাল পরিসমাপ্তি ঘটে এবং জগৎ-পবিত্রকারিণী জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপ-নগরে ঐ সদ্ধর্ম্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে।

চিরদিনই এজগতে সদসৎ, আলোক-অন্ধকার, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ পাশাপাশি অবস্থান করে। এস্থলেও তাহার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-চার্ব্বাকাদিমত, জড়বাদ, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ, সন্দেহবাদ, অদ্বৈত-বাদাদি নাস্তিক্য মতবাদে সত্যধর্ম্ম ক্রমশঃ আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। পঞ্চোপাসনা, বহুঈশ্বরবাদ সর্ব্বারাধ্য বিষ্ণুসেবা হইতে সকলকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পাইল। পরবর্ত্তীকালে আউল-বাউল-সহজিয়াদি অপসম্প্রদায়

সনাতনধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভুর অবর্ত্তমানে গৌড়ীয়-গগনে কয়েকবারই ঘনান্ধকার নামিয়া আসে। পরবর্ত্তী-কালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্মসংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রেরণ করেন। তদনন্তর গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণাদি সেই ধারা সংরক্ষণ করেন। এইরূপে সকল বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরায় তাঁহার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হন।

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রাকৃত সংবাদপত্রের ন্যায় পাঠক-পাঠিকাগণকে জড়বিষয়ে ভোগোন্মুখ করিবার পরিবর্ত্তে হরিকথা পরিবেশন দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে ও ভগবদ্ভজনে প্রেরণা দান করেন। ইহা নবনবায়মানরূপে সকলের নিকট প্রকটিত, কারণ অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীগোপীনাথ ও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধারাণীসহ পরিকরাদির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই শ্রীপত্রিকার নিষ্ঠা। অপ্রাকৃত কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত আলোচনায় হরিভক্তি লাভ হয় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব-মহাজনগণের রচনাদির অনুশীলনদ্বারা শ্রদ্ধা দৃঢ়ীভূতা হয়। জীবের নিত্যধর্ম্ম আলোচনাই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
আচার-প্রচার নামে কর দুই কার্য্য।"

ভগবৎস্মরণই প্রেমিক ভক্তের আচার ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই তাঁহার প্রচার। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে অশ্রদ্ধধান ব্যক্তিকে শ্রীনামপ্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে প্রচারক্ষেত্রেও কি একই নির্দ্দেশ পালনীয়? অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া শ্রীনাম-উপদেশ কর্ত্তব্য, ইহাই প্রকৃত ব্যবস্থা। নিঃস্বার্থ আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তি-গণই শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের উপযুক্ত পাত্র। ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, পদাবলী রচনা, হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিও ধর্ম্মপ্রচারের অন্তর্গত। ভক্তি-সদাচার প্রবর্ত্তনও প্রচারের অঙ্গবিশেষ। বাস্তবসত্য-প্রচারক নির্ভীক, নিরপেক্ষ বলিষ্ঠ নীতির পরি-পোষক। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর উপদিষ্ট মতবাদ যাহাতে দুষ্ট-কপটী-গণের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তাহার প্রতিরোধ চেষ্টাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ। ভাল-মানুষ সাজিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম্মপ্রচার হয় না। তাহাতে নিরন্তকুহক নিত্যমঙ্গলকর বাস্তবসত্য প্রচারের সম্ভাবনা কোথায়? শুদ্ধভক্তি-প্রচারক শ্রীনাম-মহিমাই জগতে বিঘোষিত করেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞানুসারে

জীবকে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নামাভাস ত্যাগপূর্ব্বক নবধাভক্তির যাজনদ্বারা স্বীয় অধিকারভেদে প্রথমে বিধিমার্গে, পরে রাগমার্গে ভজনের উপদেশ করেন। দশ অপরাধশূন্য হইয়া এবং লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটী অনাচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-গ্রহণ করিলে শ্রীনামপ্রভুই সাধকের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধস্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীপত্রিকার ইহাই আদর্শ, আচার-প্রচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা।

জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—বিশ্বের সর্ব্বত্র যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হইবেন, তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া জানাইয়াছেন, —"নিঃস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধনামের চিৎফলই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতিশীঘ্র নাশ করিবে, সন্দেহ নাই। অবশেষে **শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।**"

তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমঙ্গল কামনা করিয়া বলিয়াছেন,—"ধর্ম্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে **তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য** একত্র **হইয়া ভ্রাতৃত্ব** সহকারে **পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন** সহজেই করিতে থাকিবেন। * * সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোত প্রবাহিত হউক, **পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত** বিস্তৃত হউক, ঈশ্বরাভিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক, কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে **সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে** উত্তমাধিকারী হইয়া **বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন, সমস্ত জগৎ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।**"

শ্রীজগন্নাথ-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কেশবাদি গুরুবর্গের শ্রীচরণ-সরোজে আজিকার দিনে ইহাই একান্ত প্রার্থনা, আমাদের ন্যায় নগণ্য দাসানুদাসাভিমানিগণের উপর তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক প্রচুর আশীষ বর্ষণ করুন্ যাহাতে আমরা তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশানুসারে যেন নিজেদের জীবন ধন্য করিতে পারি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন্।

FORM IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication – Shri Devananda Goudiya Math Tegharipara. P. O. – Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication – Last day of every Bengali month i. e. once in a month,

3. Printer's Name – Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhab.

   Nationality – Indian – Goudiya-Vaishnab.

   Address – Shri Devananda Goudiya Math.

   Tegharipara. P.O. – Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name – Do

   Nationality – Do

   Address – Do

5. Editor's Name – Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality – Indian – Goudiya-Vaishnab.

   Address – Shri Devananda Goudiya Math Tegharipara, P.O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.

Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, Nabajogendra Brahmachari, hereby declare that the Particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari

Dated 28.2-72 *Signature of Publisher*

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

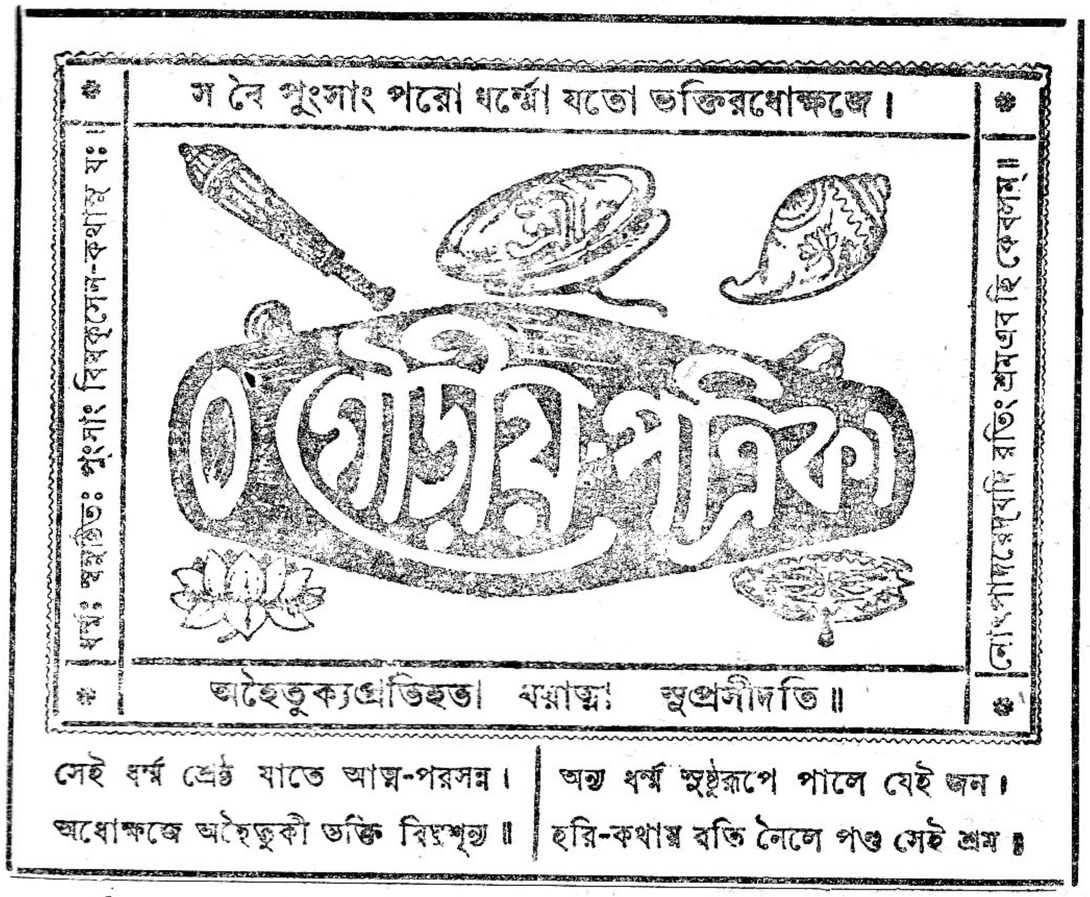

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ১৫ মধুসূদন, ৪৮৬ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৭৮ ; ইং ১৩।৪।১৯৭২ } ২য় সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীপ্রার্থনামৃতম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কৃত্বা বামকরেঽন্য কার্ম্মুকময়ে পৌষ্পং করস্যাপর-
স্যাভুগ্নাঙ্গুলী যুগ্মকেন সরলং ন্যস্যেষুমস্মিন্ পুরঃ।
কঃ শ্যামো নটবেশ এষ সুহৃদাং সঙ্গেন রঙ্গং স্বজন্
স্মের সুন্দরি বংভ্রমীতি মদনস্যোন্মাদি দৃগ্বিভ্রমঃ॥১১॥

অয়ে সুন্দরি! রূপমঞ্জরি! যাঁহার দৃষ্টিবিলাস মদনেরও উন্মাদকারীকে এই নটবরবেশ শ্যামবর্ণ পুরুষ অন্য বাম হস্তে পুষ্পধনু অপর দক্ষিণহস্তের পুটিত অঙ্গুলিযুগলে সরলবাণ-ধারণপূর্ব্বক সুহৃদগণসঙ্গে রঙ্গবিস্তার করিতে করিতে হাস্য-বদনে আমার অগ্রে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে॥ ১১॥

শ্যামাশ্যাম নিকাম কামসমরোজ্জৃম্ভচ্যুতালঙ্কৃতি-
স্তোমামোদিত মাল্যকুঙ্কুমহিমব্যাকীর্ণকুঞ্জং মুদা।

দৃষ্ট্বাগত্য সখি শ্রমেণ পবনং দূরে ভজন্তদযুগং দ্রষ্টুং
ন্যস্তদৃশৌ কদাপি ময়ি তৎ স্মেরাং দৃশং ধাস্যতি ॥১২॥

হে সখি! রূপমঞ্জরি! শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিষ্কামকাম সমর-জন্য অঙ্গ গ্লানি হেতুক, বিগলিত অলঙ্কারসমূহ দ্বারা আমোদিত মাল্য, কুঙ্কুম এবং হিম দ্বারা যে কুঞ্জ মিশ্রিত হইয়াছে, অতি হর্ষে সেই কুঞ্জ দর্শনপূর্ব্বক আগমন করিয়া শ্রম বশতঃ যাঁহারা কুঞ্জের দূরদেশে বায়ু সেবন করিতেছেন, সেই যুবযুগল অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে "আমাদের দর্শনার্থ ঐ ব্যক্তি নেত্র বিস্তার করিয়া রহিয়াছে" এই জ্ঞানে আমার প্রতি হাস্য বিস্ফারিত নেত্র কি নিক্ষেপ করিবেন? ॥ ১২ ॥

সুবলসখাধরপল্লব সমুদিত মধুমাধুরীলুব্ধাং।
রুচিজিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥ ১৩ ॥

যিনি সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধর-পল্লব সমুদ্ভূত-মধুর মাধুরীতে লুব্ধা হইয়াছেন এবং যিনি স্বীয় দেহ-কান্তির প্রভায় সুবর্ণ রুচিকেও পরাজিত করিয়াছেন সেই কাঞ্চনকোকিলা-স্বরূপা শ্রীরাধাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৩ ॥

বৃষরবিজাধরবিম্বী ফলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরং।
কৃত শিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি ॥ ১৪ ॥

যিনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের-আস্বাদনার্থ উৎসুক, সেই আশ্চর্য্য ভ্রমররূপী ও ময়ূরপুচ্ছধারী পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে চিরকাল নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

জিতঃ সুধাংশুর্যশসা মমেতি গর্ব্বং পরং মা কুরু গোষ্ঠবীর।
তবারী নারী নয়নাম্বুপালী জিগায় তাতং সততং যতোঽস্য ॥ ১৫ ॥

হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! "আমার যশোরাশি কর্ত্তৃক চন্দ্রও পরাজিত হইয়াছে" এই বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিও না. যেহেতু তোমার শত্রুদিগের স্ত্রীগণের নেত্রস্থ অবিচ্ছিন্ন জলধারাই ঐ চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে জয় করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

অদৃষ্টাদৃষ্টেব স্ফুরতি সখি কেয়ং পুরবধূঃ
কুতোঽস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ।
অপূর্ব্বেণাপূর্ব্বাং রময় হরিনৈনামিতি স রাধি-
কোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত যুবতিস্তঃ স্মিতমধাৎ ॥ ১৬ ॥

মানভঞ্জনার্থ স্ত্রীবেশে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধা কহিতেছেন, হে সখি! এ কোন্ পুরবধূ? কোথা হইতেই বা এই কুঞ্জে সমাগতা হইয়াছে? অদৃষ্টা হইলেও ইহাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সখী কহিতেছেন, তোমাকে ভজনা করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরী হইতে এই নিরুপমা স্ত্রী আসিয়াছে। শ্রীরাধা কহিতেছেন, তবে স্ত্রীটী অভূতপূর্ব্ব বটে, অতএব সেই অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করাও, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শ্রীরাধার উজ্জ্বল ভঙ্গি বাক্য দ্বারা স্বীয় কপট যুবতীত্ব ও রাধাদি কর্ত্তৃক পরিচিত বোধ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

ত্বদ্ভাগ্যাদিন্দুকান্তির্বনমণি সদনং মণ্ডয়ন্তী সমন্তা-
দ্ভ্রাজত্যস্মিন্ বসন্তী হতমপি তিমিরং মধ্যরাত্রঞ্চবীতং।
তূর্ণং তস্মাচ্চকোর ব্রজ নিজগগনাৎ সেবিতুং তাং পিপাসো
যাবৎ সূরোঽভিমন্যু র্দ্রুতমিহ উদিতস্ত্বাং ন দূরীকরোতি ॥ ১৭ ॥

হে পিপাসু চকোর! তোমার ভাগ্যগুণে জ্যোৎস্না এ বনস্থিত মণিগৃহ আলোকিত করিয়া সম্যক্ বাস করিতেছে, সুতরাং অন্ধকারও বিনষ্ট হইয়াছে, মধ্যরাত্র গিয়া প্রায় শেষ হইয়াছে সুতরাং তুমি এ স্থান হইতে অতিশীঘ্র সেই চন্দ্রকিরণের সেবার্থ গমন কর যতক্ষণ অতিশয় কোপ-পরায়ণ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া সেই চন্দ্রকিরণকে এ স্থান হইতে দূরিভূত না করেন। পক্ষান্তরে ইন্দুকান্তি শ্রীরাধিকা, এই বনমণি অর্থাৎ বনশ্রেষ্ঠ যাবৎ সূর্য্যতুল্য প্রতাপশালী রাধাস্বামী অভিমন্যু তোমাকে দূর করিয়া না দেয় তাবৎ তুমি এই নন্দীশ্বর হইতে শীঘ্র ব্রজে গমন কর। অন্যাংশে দুই পক্ষে সমান ॥ ১৭ ॥

চকোরীব জ্যোৎস্নাযুতমমৃতরশ্মিং স্থিরতড়ি-
দ্ধৃতং দিব্যাম্ভোদং নবমিব রটচ্চাতকবধূঃ।
তমালং ভৃঙ্গীবোদ্যতরুচি কদা স্বর্ণলতিকা-
শ্রিতং রাধাশ্লিষ্টং হরিমিহ দৃগেষা ভজতি মে ॥ ১৮ ॥

চকোরী যেমন জ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে, স্থির সৌদামিনী সম্বলিত মনোহর নবজলধরকে শব্দায়মান-চাতকী যেমন আলিঙ্গন করে এবং ভৃঙ্গী যেরূপ সমুদিতকান্তি ও স্বর্ণলতিকাশ্রিত তমালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ রাধালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে আমার এই দৃষ্টি কবে ভজনা করিবে? ॥১৮॥

দূতীভিশ্চটুবারিভিঃ সখিগণৈর্ভেদার্দ্রশাখাহতি-
ব্রাতৈঃ পাদলুঠচ্ছিরঃ শ্রিতরজোবৃষ্ট্যা বকীবিদ্বিষা।

রাধায়াঃ সখি শক্যতে শময়িতুং যো মানবহ্নির্ যা
তং নির্ব্বাপয়তীহ ফুৎকৃতিকণৈস্তাং সিদ্ধবংশীং নুমঃ ॥ ১৯॥

দূতীসকল চাটু বাক্যরূপ জল দ্বারা যাঁহাকে শান্ত করিতে পারে না, বয়স্যগণ বহুবিধ জলার্দ্র শাখার আঘাত দ্বারা যাহার উপশম করিতে সমর্থ হয় না এবং পুতনাবিনাশি শ্রীকৃষ্ণও পাদপদ্মে লুণ্ঠিত মস্তক হইয়া রজোকর্ষণ দ্বারা যাহার শান্তিবিধানে অসমর্থ, সেই শ্রীরাধিকার মান-বহ্নিকে যে ফুৎকারলেশ দ্বারা শান্ত করে আমি সেই প্রসিদ্ধ বংশীকে স্তব করি ॥ ১৯ ॥

'প্রাণক্ষেলিভুবং ব্রজং ব্রজজনং তাতং প্রসূং গাঃ সখীন্
গোপীঃ কামপি তাং বিনা বিষমভূৎদ্বারাবতী মিত্র মে'।
ইত্থং স্বাপ্নিকশীর্ণমাধববচঃ শ্রুতৈব ভামাপি সা
তদ্‌যুক্তা কিল লোকিতুং তদখিলং তং চাটুনা যাচতে ॥২০॥

সখে উদ্ধব ! "প্রাণতুল্য ক্রীড়াস্থান, ব্রজ, ব্রজবন, পিতা, মাতা, গাভী-সকল বয়স্যবর্গ, গোপীগণ এবং অনির্ব্বচনীয়া সেই শ্রীরাধা, এ সমস্ত ভিন্ন এই দ্বারকাপুরী আমার নিকট বিষতুল্য হইয়াছে" শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অস্ফুট স্বপ্ন-বাক্য বিচার না করিয়া কেবল শ্রবণ মাত্রই সত্যভামাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তা হইয়া ঐ সমুদায় স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

তমালস্য ক্রোড়ে স্থিতকনকযূথীং প্রবিলসৎ-
প্রসূনাং লোলালিং সখি কলয় বন্দ্যাং চিরমিমাং।
তিরস্কর্ত্তুর্ম্মেঘদ্যুতিমঘভিদোঽঙ্কে স্থিত চল-
দ্দৃশং স্মেরাং রাধাং তড়িদতিরুচিং স্মারয়তি যা ॥ ২১ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীপ্রার্থনামৃতস্তোত্রং সমাপ্তং ॥ * ॥

হে সখি ! রূপমঞ্জরি ! প্রসূন পঙ্‌ক্তি যাহাতে বিলাস করিতেছে এবং অলিগণ যাহাতে চঞ্চল হইয়াছে, এই তমালের ক্রোড়স্থিত বন্দনীয় কনক-যূথীকে দর্শন কর, যেহেতু এই কনকযূথী মেঘকান্তির তিরস্কারি অঘারি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কস্থিতা, তড়িদ্বর্ণা এবং হাস্যযুক্তা শ্রীরাধিকাকে স্মরণ করাইতেছে ॥

॥ * ॥ ইতি প্রার্থনামৃত স্তব সমাপ্ত ॥ * ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃষ্ঠার পর)

যাঁ'রা কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'রা বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের যুগপৎ সেবা ক'রে থাকেন। কার্ষ্ণসেবার সহিত আত্ম-প্রতীতির সর্ব্বতোভাবে সংযোগ আছে। যাঁ'দের তা' নাই' তাঁ'রা গুরুপাদপদ্মসেবা বুঝ্‌তে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করবার পূর্ব্বে গুরুসেবা, সেই গুরুসেবা সপার্ষদ গুরুদেবের সেবা। সপার্ষদ গুরুসেবা না হ'লে আত্ম-প্রতীতি উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্ম প্রতীতির অভাবে, নিষ্কপট সপার্ষদ গুরু-পাদপদ্ম-পূজার অভাবে তোতাপাখী যেরূপ কথা শিখে, বুলি আওড়ায়, আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারণ করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু গীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি"—গীতার চরমশ্লোক "মামেকং শরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। আমরা নিজেরা আমাদিগকে খুব বড় মনে করি—প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি. কল্পনা করি। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না কর্‌লে কোন মঙ্গল লাভ হ'বে না। কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ ক'রেছি মনে করি, তা'হ'লে সেরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই **অবৈষ্ণবতা উপলব্ধির নামই—দৈন্য।** আর সেই **অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম—দম্ভ।**

কর্ম্মী ও ভক্তের বিচারের পার্থক্য

গৌরসুন্দরের শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে জড়জগতে প্রভুত্বের বিচার এসে উপস্থিত হ'য়েছে। তাঁ'র ধাম-সেবক, নাম-সেবক, কাম-সেবক যখন এই জগতে আসেন. তখন তাঁ'রা ধামপ্রচারিণী সভা-প্রকটে উদ্‌যোগী হন। তাঁ'দেরই শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পুষ্প প্রভৃতি তদ্রূপবৈভব চিন্ময় ধামের প্রচার সংরক্ষণের জন্য যত্ন ক'রে থাকেন। সেই যত্ন যেখানে যেখানে দেখা যা'বে, সেখানে সেখানে কার্ষ্ণ'-দাস্য ও কৃষ্ণ-দাস্য উদিত হ'য়েছে। কিন্তু তা'হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে যদি আগাছাকে আশ্রয় করি, আগাছার শাখা প্রশাখা-পল্লব-পুষ্পরূপে বিস্তারিত হই, তা' হ'লে বৈষ্ণবের ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু কর্‌ব না, সেটাই কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডের বিচারকগণ মনে করেন,—আমরা যোষিৎপতি হ'ব, বৈশ্যনীতি অবলম্বন করব সকলের উপর মহত্ব কর্‌ব, ইত্যাদি। 'আমি বড় বাহাদুর —ইহা কর্ম্মকাণ্ডিয়গণের বিচার। আমার কৃতিত্বের অভাব হইলেই আমি বৈষ্ণব হ'য়ে যাই; এজন্য অত্রি ঋষি আমাদিকে জানিয়েছেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীণাঃ কৃষিণো ভবন্তি নষ্টা কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি ॥ *

(অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক)

বলের অভাব হ'লেই আমরা বৈষ্ণব হ'তে চাই। কিন্তু বাস্তবিক বলবতী আত্মশক্তিই বৈষ্ণব। সেই বল পাশবিক বল বা শারিরীক বল নয়, তা' বৈষ্ণবের পদধৌত জল, বৈষ্ণবের পদরেণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট। বলদেব-নত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্মসেবক বৈষ্ণবের পদধূলিতে যাঁ'রা বলবন্ত হন, তাঁ'রাই প্রকৃত বলবন্ত। বৈষ্ণব পরম নির্ম্মল বস্তু, তাঁ'র পাদপদ্মে কোন ধূলো-কাদা বা মলিনতা নাই; কিন্তু তিনি কৃপা ক'রে যে পাদপরাগরেণু রেখে যান, সেই পদধূলি যদি আমরা আমাদের মাথার মুকুট ক'রে রাখ্‌তে পারি, তবে সাম্রাজ্য বা স্বরাজ্য লাভ কর্‌তে পারব। আমরা যেন কার্ষ্ণসেবা হ'তে কখনও বঞ্চিত না হই।

আধ্যক্ষিকগণের বিচার বহুমাননীয় নহে

বিগতবর্ষে একটী নূতন কথা ও নূতন দৃশ্য দেখ্‌বার অবসর পেয়েছি। এতদিন শুনেছিলাম, কেবল মূর্খ-সম্প্রদায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝতে না পেরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ও অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা বা মর্কট-মুখভঙ্গী কর্‌তে যায়; কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য সম্প্রদায়ও নির্ম্মল পারমার্থিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ ক'র্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল, এটা বড়ই শুভ জ্ঞাপক। যদি প্রচার-কার্য্যের ফলটা আরম্ভ হ'য়েছে দেখ্‌তে পাই, তা'র চেয়ে শুভ আর কি আছে? যেমন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় Aggravation (রোগবৃদ্ধি) ব'লে একটা কথা আছে; ব্যারামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে তখন চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে ঔষধের কাজ হ'য়েছে বুঝা যাচ্ছে; কিন্তু চিকিৎসিতগণের বিষ উদ্গীর্ণ হ'য়ে চিকিৎসকম্মন্যদিগকে—আমাদের ধাম-সেবকাভিমানিগণকে আচ্ছন্ন না ক'রে ফেলে, তাঁ'রা কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বিচারে আচ্ছন্ন হ'য়ে না যান, এটুকুই আমার প্রার্থনা, তাঁ'রা জ্ঞানকাণ্ডী হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী না হয়ে পড়েন, অন্যাভিলাষী হ'য়ে চৈতন্য-

---

* বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের অভাব হইলে, তিনি পুরাণবক্তা হন এবং পুরাণ-বাক্যের তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হইলে কৃষক হইয়া পড়েন, তাহাতেও হাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবত-পাঠক বা ভণ্ড ভাগবত হইয়া পড়েন।

বাণী-কীর্ত্তন বন্ধ না ক'রে ফেলেন! সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা সৎ ও অসতে আসক্ত হই। কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণের যে বর্ণিত সংজ্ঞা পেয়েছি, তা'তে জান্‌তে পারি, তিনি,—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ *
(ভাঃ ২।৯।৩১)

কেবল প্রতিষ্ঠাকামী হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত ক'রলে জাগতিক সুবিধা হ'তে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কোন পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হ'বে না। বহির্দ্দর্শন হ'তে পৃথক্ থেকে অন্তর্দ্দর্শন, আবার অন্তর্দ্দর্শনকে অতিক্রম ক'রে যে বাস্তবদর্শন, তাতে প্রবিষ্ট হ'লে এ সকল কথা জান্‌তে পারা যায়। এই শ্রীধামের সেবা কর্‌বার জন্য আমরা 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে' (আমার গুরুদেব কলিকাতাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বল্‌তেন) যাই। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সেবা যা'তে পূর্ণভাবে ফলবতী হয়, সেজন্য আমরা কলিকাতায় যাই, মাদ্রাজে যাই, শিলং যাই, মুসোরিতে যাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ঢাকায় যাই, এমন কি গ্রামের অতীব গ্রাম্য কথায় প্রবেশ করি। আকুমারিকা হিমাচল ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়া'বার জন্য আমাদের আবশ্যকতা কি? কিন্তু যে গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র বিচরণ ক'রেছেন, সেই গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—সত্য সত্য সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, সর্ব্বত্র চৈতন্যসংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বলিত হউক, এই জন্যই ভবঘুরের বৃত্তি অবলম্বন করা। যে স্থানে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই ধাম—যে নামে ভগবানের কাম পূর্ণ হয়, তাহাই ভগবন্নাম—যে কামে ভগবানের নাম প্রচারিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভগবৎকাম।

যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তন্যাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।" কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি শব্দাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠ-শব্দ ভূতাকাশের আবর্জ্জনাকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে পরব্যোম প্রকট করিয়ে দেয়। অনেকে বলেন,—সত্য, মহঃ,

* এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

জন, তপোলোক আমাদের কাম্য ; ভূঃ, ভূবঃ, স্বর্লোক কাম্য নহে। ভূঃ, ভূবঃ, স্বর্লোক গৃহস্থ লোকের কাম্য। সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে গৃহস্থগণ কখনই গমন কর্‌তে পারেন না। যাঁ'রা সমাবর্ত্তন করেছেন, তাঁ'রা যত শ্রেষ্ঠ গৃহস্থই হউন না কেন, তাঁ'দের সত্য, মহঃ, জন, তপোলোকে অধিকার নাই ; শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণের সেখানে যাওয়ার একমাত্র অধিকার। কিন্তু যে-সকল গৃহস্থ অনুক্ষণ হরিকথায় গুরুপাদপদ্মসেবাগত চিত্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ-গোলোকে বাস করেন, সে সকল গৃহস্থের গৃহ সাধারণ গৃহ নহে—সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত স্থানমাত্র নহে। এরূপ গৃহস্থ যেখানেই থাকুন, তাহাই ধাম। তাঁ'র কামই ভগবৎকাম। তাঁ'র যে বাহ্য দুরাচার, তা' তাঁ'র অন্তরঙ্গজনের জন্য আত্মগোপন মাত্র। যাঁ'রা ছিদ্র দর্শন করেন না তাঁ'রাই মহাভাগবত। ভগবদ্ধামের, ভগবন্নামের ও ভগবৎকামের কথায় যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করেছেন, সেই অহৈতুক দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণানুবাদ পূর্ণমাত্রায় তখনই হয়—যখন তদাশ্রিত নিষ্কপট ব্যক্তিগণের গুণানুকীর্ত্তন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম অভিন্নবস্তুর গুণানুবাদ কীর্ত্তন যারা শুনতে চায় না, তাঁ'রাই মৎসর ; তাঁ'দের প্রতিই ক্রোধ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক, উহাই ভক্তি। যে-সকল ভক্তিবিনোদ-অনুগাভিমানীর ধাম-পরিক্রমাদি কার্য্যে পদ দশ জড়তা লাভ করেছে, তাঁ'দের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিশাপ আছে। তা'রা ঐরূপ আচরণ ক'রে নরকে চলে যাক্। আমাদের গুরুপাদপদ্ম এই কথা তারস্বরে বলেছেন।

আমরা গত বর্ষে হিমালয়ের শৃঙ্গে আবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত কুমারিকায় ভ্রমণ কর্‌তে গিয়েছিলাম। কুমারিকায় দুর্গাদেবীর বিগ্রহ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির ন্যায়। গৌড়ীয়মঠের গৌরমূর্ত্তিসদৃশ-মূর্ত্তি সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম। কেহ কেহ বলেন—শিবের সঙ্গে বিবাহ হ'বে ব'লে কুমারী-রূপে দুর্গাদেবী সেখানে বাস কর্‌ছেন। বৈষ্ণবগণ বলেন—রত্নাকরদুহিতা লক্ষ্মীদেবী সেখানে সেই মূর্ত্তিতে বাস কর্‌ছেন। 'আসমুদ্রাৎ বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু 'পশ্চিমাৎ' গৌরসুন্দর স্বীয় দর্শন-দানলীলা প্রকট ক'রেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা সে সময় জন্ম লাভ কর্‌তে না পারায় সেই একমাত্র দর্শনীয় বস্তু দর্শন কর্‌তে পারি নাই। কিন্তু—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আশাতেই প্রচারের ঔজ্জ্বল্য

আমরা সম্বৎসরে একদিন গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের যে গুণ-কীর্ত্তন করি, তা'তেই সম্বৎসরকাল গৌরবিরোধিগণকে মৎসরানল প্রপীড়িত করে। ইহাতে আমরাও প্রতিকূলভাবে লাভবন্ত হই। আমাদের দম্ভ উপস্থিত হ'বার যে অবকাশ থাকে, তা' নষ্ট করে দেয়—বিরোধিগণের ঐরূপ ব্যতিরেক যত্নের দ্বারা। আশা করি, আগামী বর্ষে আমরা সত্যকথা প্রচারে আরও শতগুণ বাধা প্রাপ্ত হ'ব, আমরাও তা'তে সহস্রগুণ বল লাভ ক'রে বাধা অতিক্রম কর্‌ব এবং কোটিগুণ সেবোৎসাহ লাভ করব, আর বাধাপ্রদানকারিগণেরও মঙ্গল বাঞ্ছা কর্‌ব।

"ভক্তিবিজয়তে"

ভক্তির জয় হউক, অভক্তির ক্ষয় হউক,—আত্মা এই কথা সর্ব্বক্ষণ চীৎকার ক'রে বলুক। শতকরা ৯৯ বা ততোধিক লোক দুষ্কর্ম্মে নিযুক্ত র'য়েছে। এই পাপ-পুণ্য কর্ম্মদ্বয় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করুক, কর্ম্মকাণ্ডের পিণ্ড হ'য়ে যাক্, গদাধরের পাদপদ্মে কর্ম্মাসুর চাপা পড়ুক, কর্ম্মনাশা নদী পার হ'য়ে বারাণসীতে গিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে জীবের বৃত্তি প্রমত্ত না হউক, বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায় সফলতা লাভ করুক্।

এখন রাত্র হ'য়ে যাচ্ছে। আপনাদের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে মর্য্যাদালঙ্ঘন কর্‌লাম, আপনারা তা' মার্জ্জনা কর্‌বেন। এত কম সময়ে ভগবৎসেবক-গণের গুণানুবাদ হয় না। একটী মাত্র মুখ কেন, আমার অনন্তমুখ হউক, আমি অনন্তমুখে অনন্তকাল পরমায়ু লাভ ক'রে কাঞ্চগণের অনন্তগুণ-গান করি। যে-কালে ভাগবত-সেবায় পূর্ণমাত্রায় অভিষিক্ত হতে পার্‌ব, সে-কালে এই চোখ, কাণ, নাকের দ্বারা কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ের বিচার বন্ধ হ'য়ে যাবে—এ'র ছিদ্র, তা'র ছিদ্র দর্শন, এর নিন্দা, তা'র প্রশংসা কর্‌তে ধাবিত হ'ব না—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

এই অবস্থা লাভ হ'লে প্রকৃত গৌরদাসগণের সেবা, প্রকৃত গৌরসেবা, প্রকৃত রাধাগোবিন্দের সেবা কর্‌তে পার্‌ব। যে-সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা ভগদ্ভক্তের গুণ বর্ণনা করার শক্তি লাভ হয়, সেই সকল ভাষা ও চিত্তবৃত্তি সকলেরই লাভ হউক।

অদ্বৈতসরণী

অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈতপ্রসাদ দে, এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী হ'তে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত "একটী সরণী ক'রে দিবেন স্বীকার ক'রেছেন অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানের সরণী প্রকাশিত হ'বে। তা'তে লোক চৈতন্যশিক্ষাস্থলীতে স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে। বৈকুণ্ঠাজনিতো বরা মধুপুরী"। এই **যোগপীঠ—মথুরা, শ্রীবাস-অঙ্গন—রাসস্থলী, শ্রীচৈতন্যমঠ—গোবর্দ্ধন ও ব্রজপত্তন—শ্রীরাধাকুণ্ড।** বাহিরের দৃষ্টি নিরস্ত ক'রে অন্তর্দৃষ্টি লাভ কর্‌লে, সেই সরণী অদ্বয়জ্ঞানের সরণী বা একায়ন অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে যা'বার সরণী বলে উপলব্ধি হ'বে।

সভার অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যত্রয়

বর্ত্তমান সাধারণের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভার তিনটী কার্য্যের আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। (১) শ্রীধামে রাস্তা নির্ম্মাণ, (২) ভজনবপু সুস্থ রাখবার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, (৩) ভজনোদ্দেশের সাহায্যকল্পে শিক্ষা মন্দির উদ্বোধন। ঈশ্বরবিমুখ লোকও এ সকল কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝ্‌তে পারেন। সম্প্রতি শ্রীধামে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' হ'লে একটি প্রাথমিক শিক্ষার আগার প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। ধাম-সেবকগণের জন্য এ সকল সেবা কর্‌লে অনর্থ হ্রাস হ'বে, ধাম-সেবা কর্‌লে সিদ্ধি লাভ হ'বে।

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম)

১। বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমবিধির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা বিধেয় কি ?

"শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি-আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন,—এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত ও সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১

২। অবৈধ বর্ণাশ্রম-বিধানই কি ভারতীয় আর্য্যজাতির পতনের কারণ নহে ?

"আহা ! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে, এমত নয় ; কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৩। কাহাদের শাসনে সমাজনিষ্ঠ বিধির চরমোন্নতি হইয়াছিল ?

"ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।১

৪। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা উচিত কি ?

"বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৫। কি কি গুণরহিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে ?

"শম, দম, তপঃ শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতভক্তি ও সত্য—যে ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

৬। প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি কিরূপ আশ্রম স্বীকার করেন ?

"গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থাশ্রমই হউক বা সন্ন্যাসই হউক, যে-আশ্রমকে তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন।"　　—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৭। ক্ষৈত্রসন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ কাহাকে বলে ?

"যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ-তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা

সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। এ আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম।"

—'অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।১৩০

৮। গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসীর বেষ গ্রহণ করা উচিত কি? ঐরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের ফল কি?

"গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রমসাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-গ্রহণের দ্বারা কি লাভ হইবে?—কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফল ভোগ করিবেন।"

—'ভেকধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

৯। জাতিভেদ স্বীকার না করিলেই কি পরমার্থ হয়?

"যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতিবিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র।"

—প্রেঃ প্রঃ, ৭ম প্রঃ

১০। ভারতে কখন হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় আরম্ভ হয়?

"বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম অনেকদিন বিশুদ্ধরূপে চলিয়া আসিলে কালক্রমে ক্ষত্রস্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা স্বার্থবশতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তদুভয়বর্ণ-মধ্যে যে কলহবীজ উপ্ত হয়, তাহার ফলস্বরূপ জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদিশাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চবর্ণ-প্রাপ্তির আশারহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবতী হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্মগত বর্ণবিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল।"

চৈঃ শিঃ ২।৩

১১। ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ কি ?

"ব্রহ্মস্বভাবাবিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয়-সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিক্‌স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদি ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিল এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্র-স্বভাববিহীন শূদ্রসকল স্বভাববিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্র-চর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল ; ম্লেচ্ছদেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল।"—চৈঃ শিঃ ২।৩

১২। ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবনতির কারণ কি ?

"ঘটনা ক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে।　　—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

১৩। পরমার্থ কি বর্ণধর্ম্মসাপেক্ষ ?

"সাংসারিক ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে ; তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংশ্রব নাই। **পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ।**
—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি', সঃ তোঃ ৯।৯

১৪। ভারতীয় আর্য্যজাতির অস্তিত্ব কোন্ কারণে এখনও লুপ্ত হয় নাই ?

"রোমজাতি ও গ্রীক্‌জাতি কোন-সময়ে আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা ? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকার করত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে ; এমত কি, তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্যজাতি রোম ও গ্রীকজাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখেন। কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া অপনাকে জানিয়া থাকে।"
চৈঃ শিঃ ২।৩

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীবের প্রার্থনা

(শ্রীমদ্ভাগবত-ভাবকীর্ত্তন--২)

তোমা হ'তে প্রভো স্খলিত পতিত
হ'য়ে ভাগ্যবিপর্য্যয় ;
তোমারে ভুলিয়া মায়াভিনিবেশে
জনমিল ভবভয় ।

চৈতন্যবিস্মৃতি দেহে আত্মবোধ
আমারে করিল দীন ;
অচ্যুত অব্যয় তুমি মায়াধীশ
আমি এবে মায়াধীন ।

তোমাতে বিমুখ হইয়া সংসারে
সতত যন্ত্রণা পাই ;
তোমারি মায়ার বন্ধনে এ'দশা
তোমা ভিন্ন গতি নাই ।

গুরুরূপে তুমি শিক্ষা আর দীক্ষা
প্রেমভক্তি নাহি দিলে ;
তব সেবা-পূজা সাধন-ভজন
জীবনে কভুনা মিলে ।

পুনঃ নিজজনে লহ নিজাবাসে
পূরাও সেবাভিলাষ ;
তাই শুদ্ধাভক্তি মাগিছে চরণে
বৈষ্ণবদাসানুদাস ।

—কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্.এ, বি.টি, সাহিত্যভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৭)

যাঁহারা সেবানুরক্ত, তাঁহাদের নিকট মুক্তি তুচ্ছ, ইহা শ্রীবসুদেবের উক্তিতে জানা যায়—

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥

(ভাঃ ১১।৭।৮)

শ্রীনারদের প্রতি শ্রীবসুদেবের উক্তি—অনন্ত, যিনি মুক্তি দান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আমি পুত্রাভিলাষেই পূজা করিয়াছি, দেব (শ্রীকৃষ্ণের) মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোক্ষের জন্য পূজা করি নাই।

সেবানুরক্ত ভক্তগণ মোক্ষকে অসার মনে করেন, একথা শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব যে মুক্তি প্রার্থনা করেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সমর্থন করিলেও তাঁহার অন্যান্য বাক্য হইতে যথেষ্ট সন্দেহ হইতে পারে। এই প্রতিপক্ষ বাক্যের নিরাস জন্য তাঁহার অন্য বাক্যের উল্লেখ করা হইতেছে—

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ সাধি সুব্রত ॥ (ভাঃ ১১।২।৯)

হে সুব্রত! বিবিধ দুঃখ ও সর্ব্বব্যাপী ভয় হইতে যাহাতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ শিক্ষা দান করুন। এই বাক্যের বিবিধ দুঃখ—কৃষ্ণ বিচ্ছেদহেতু; ভয়—ব্রহ্মশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইলে ভবিষ্যতে যে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ হইবে সেই আশঙ্কা। তদুত্তরে শ্রীনারদ বাক্য—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৩)

অর্থাৎ—দেহ-কুটুম্বাদিতে আত্মা ও আত্মীয় ভাবনা হেতু উদ্বিগ্নচিত্ত জীবের সর্ব্বব্যাপী ভয় উপস্থিত হয়। সতত শ্রীঅচ্যুতের চরণকমলের উপাসনা করিলে সংসারে কিছু হইতেই ভয় থাকে না। এস্থলে ভয়ের যে সর্ব্বব্যাপী বিশেষণ যোজিত আছে, সে শব্দদ্বারা উক্ত ভয় (ভাবি শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদাশঙ্কার)

নিবৃত্তিও আমরা প্রতিপাদন করিতে পারি। বসুদেব-নারদের শেষ সংবাদে—

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্॥
যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্ যদ্বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪৫-৪৬)

হে মহাভাগ! তুমি নিষ্ঠাসহকারে শুভভাগবতধর্ম্ম যাজনে নিঃসঙ্গ হইয়া কি সাধকবৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে? একথা অসঙ্গত। ভগবান ঈশ্বর হরি তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য তোমাদের যশে জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।

সুতরাং বসুদেব, যুধিষ্ঠিরাদির মত শুদ্ধভক্তের সম্পদ বা মুক্তি প্রভৃতি প্রার্থনা শ্রীভগবৎ প্রীতির বিলাস মাত্র। একান্তি ভক্ত দ্বিবিধ—অজাত প্রীতি ও জাত প্রীতি। জাতপ্রীতি ভক্তগণ ত্রিবিধ—ভগবদনুভবমাত্রে নিষ্ঠাযুক্ত শান্তভক্তাদি তাঁহার দর্শন-সেবনাদিরসময় পরিকর বিশেষ ও স্বয়ং পরিকর বিশেষ। একান্তি ভক্তমধ্যে অজাতপ্রীতি ভক্তগণের সর্ব্ব পুরুষার্থরূপে ভগবৎ-প্রীতিই প্রার্থনীয়। জাতপ্রীতি ভক্তগণ মধ্যে শান্ত ভক্তাদি কখনও সেবাদি ব্যতীত কেবল দর্শনাদি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা একবার দর্শন করিলেও তৃপ্ত হন। তাহা শ্রীকর্দ্দমের উক্তিতে জানা যায়—

নাতিক্ষামং ভগবতঃ স্নিগ্ধাপাঙ্গাবলোকনাৎ
তদ্ব্যাহৃতামৃতকলা-পীযূষশ্রবণেন চ॥ ভাঃ ৩।২১।৪৬)

শ্রীকর্দ্দম শ্রীভগবানের (কপিলদেবের) স্নিগ্ধ দৃষ্টিলাভ এবং তাঁহার বাক্যরূপ চন্দ্রের অমৃত শ্রবণ (পান) করিয়াছিলেন বলিয়া তপস্যায় কৃশ হইলেও অতিক্ষীণ বোধ হয় নাই। দর্শন লাভের পূর্ব্বে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃশ হইলেও ভগবানের দর্শন ও বাক্য শ্রবণ জনিত তৃপ্তি তাঁহাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা দর্শন ও সেবা অভিলাষী ছিলেন না, একবার মাত্র দর্শন করিলেও সতত তাহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকার বর্ত্তমান থাকে।

অতএব যাঁহারা একবার মাত্র কৃপাদৃষ্টি লাভ করিলে কৃতার্থ হন, ভগবৎ সামীপ্য প্রভৃতিতে তাঁহাদের আগ্রহ নাই, ভগবৎ পরিকরাভিমানী ভক্তগণ দাস্যসখ্যাদিযোগ্য সেবাভিলাষের জন্য ভগবৎসামীপ্য প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনা প্রীতিকেই পোষণ করে মাত্র। ভগবৎ প্রাপ্তির অসম্ভাবনা-

বোধ হইলে ভগবৎপ্রীতির বিচ্ছেদরাহিত্যই প্রার্থনা করেন। আর কেবল সংসারমুক্তি ও কেবল ভগবৎসামীপ্যানন্দ-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা প্রীতি-বিকারতাশূন্য অর্থাৎ তাহাতে ভগবৎপ্রীতির সম্পর্ক নাই। যে মুক্তি সেবা-রহিতা, ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না—কেবল সেবোপযোগিনী মুক্তিই গ্রহণ করেন একথা শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে দেখা যায় —

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপৈ্যকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১৩)

সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও ভক্তগণ আমার সেবা ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। সেবাবিরহিতা মুক্তি গ্রহণ না করিলেও সেবোপযোগিনী মুক্তি গ্রহণ করেন—ইহাই তাৎপর্য্য। সেব্যসেবকরূপে বর্ত্তমান থাকিলে সেবার সম্ভাবনা করা যায়। কিন্তু যেখানে দ্বিত্বের অভাব তথায় কে কার সেবা করিবে? ভক্তগণ ভগবদ্ধামে থাকিয়া সেবার জন্য সালোক্যাদি মুক্তি গ্রহণ করেন। সতত নিকটে থাকিয়া সেবা করিবার অভিলাষে সামীপ্যাদি গ্রহণ করেন। প্রশ্ন হইতে পারে—সারূপ্য মুক্তির প্রয়োজনীয়তা কি? সমানরূপতা না থাকিলেও ত সেবা করা যায়। উত্তর—শোভাবিশেষ দ্বারাই সারূপ্যের উপযোগিতা। শ্রীবৈকুণ্ঠে ভগবানের নিত্য সেবকগণ শোভাবিশেষ দ্বারাই তাঁহার সদৃশ। লোক মধ্যেও দেখা যায়—কিশোর রাজকুমার নিজ সমানরূপ ও বয়সবিশিষ্ট সেবক সংগ্রহ করেন। লোকেও এইরূপ সেবকের প্রশংসা করে। সুতরাং প্রীতিই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, তাঁহারা ভাববিশেষে অন্য বাঞ্ছা করেন বা না করেন, নিজ নিজ ভক্তির জাতি অনুসারে ভক্তিপরিকর পদার্থসকল স্বতঃই উপস্থিত হয়।

সেবার জন্য সাক্ষাদ্ভাবে সারূপ্যের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও তাহা সেবায় উপকারী। কিশোর রাজকুমার বৃদ্ধ কদাকার সেবকের সেবাদ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন না পরন্তু অনুল্লাস ও বিরক্তি বোধ করেন। সমবয়স্ক, সুরূপ, সুচতুর ভৃত্যের সেবায় যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন। চিরকিশোর, নিখিলসুন্দর-শিরোমণির তাদৃশ সেবক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শুদ্ধভক্তগণের প্রীতিই একমাত্র পুরুষার্থ। এজন্য নিজ নিজ ভাবানুসারে কোন কোন ভক্ত সেবোপযোগী সালোক্যাদি বাঞ্ছা করেন। ভগবৎ সেবার জন্য এসকলের প্রয়োজন আছে। কারণ সালোক্য—ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার সেবা করিবে কি প্রকারে?

যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা চাহেন না, তাঁহাদের সংসারক্ষয়ের পর সে সকল আপনিই উপস্থিত হয়। যাঁহারা সেবাপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেবাযোগ্য সামগ্রীর জন্য কখনও অভাব বোধ করেন না। প্রয়োজন মাত্র বিনা প্রযত্নে সকলবস্তু উপস্থিত হয়। কোন কোন অসাধারণ ভক্ত. যাহারা ভগবৎ সেবায় অনুরক্ত, তাঁহারা ভগবানের সহিত সাযুজ্যমুক্তি বাঞ্ছা করেন না।

ভজনানুরূপ প্রাপ্তি সম্বন্ধে ব্রজদেবীগণের তাদৃশী গতি (ব্রজদেবীগণের প্রতি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা নিখিল প্রাণী অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ আছে, তাহা আমার প্রাপ্তি সাধক।

ব্রজদেবীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—হে সাধ্বীগণ! তোমরা আমার সুখোৎপাদনের জন্য যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা আমি অবগত আছি। উহা আমার অনুমোদিত। তাহা সত্য হইবার যোগ্য। যাহাদের চিত্ত আমাতে আবিষ্ট তাহাদের কামনা কামে (বিষয়ভোগে) পর্য্যবসিত হয় না। যে যব ভাজার পর কথিত হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর উৎপত্তি যেমন অসম্ভব ইহাও তদ্রূপ।

শুদ্ধভক্তগণের অন্য গতি নাই, তাঁহারা শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হন। ব্রজ-দেবীগণের মত দ্বারকার পট্টমহিষী ও যাদবাদির শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি এই শাস্ত্রবচনে প্রতিপন্ন হইয়াছে—

এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্‌গণা এব ভামিনী।
সর্ব্বদা মৎ প্রিয়া দেবি মত্তুল্য গুণ শালিনঃ॥
(পাদ্ম কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে)

শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—হে ভামিনী! এই যাদবগণ আমারই নিজজন। ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।

গৃহেষু তাসামণপায্যতর্ক্যকৃৎ
নিরন্তসাম্যাতিশয়েষ্ববস্থিতঃ।
রেমে রমাভির্নিজকামসংপ্লুতো
যথেতরো গার্হকমেধিকাংশ্চরন্॥ (ভাঃ ১০।৫৯।৪৩)

যেমন সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহস্থধর্ম্ম আচরণ করে, তদ্রূপ নিজকামে নিমগ্ন হইয়া অচিন্ত্য শক্তিময় শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সামান্যাতিশয়রহিত গৃহ-সকলে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিয়া সেই রমাগণের সহিত রমণ করিতেন

নিম্নলিখিত শ্লোকে যাদবগণ ও মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণসহ নিরন্তর অবস্থিতি জানা যায়—

জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥ (ভাঃ ১০।৯০।৪৮)

যিনি নিখিল জীবগণের আশ্রয়, দেবকীতে জন্মগ্রহণকারী বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, যাদবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার পারিষদ, স্বীয় বাহুসকল দ্বারা যিনি অধর্ম্ম নিরসন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের দুঃখ নাশ করেন, যিনি সুস্মিত শ্রীমুখদ্বারা ব্রজপুর-বনিতাগণের কামদেব বর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হইয়া বিরাজিত।

যাদবগণ ও দ্বারকায় মহিষীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহার কিরূপে সঙ্গত হয়? মৌষললীলায় তাঁহাদের ধ্বংস বর্ণিত হইয়াছে। সেই লীলা যথার্থ নহে। ইন্দ্রজালের মত মায়িক। কূর্ম্মপুরাণে যেমন সীতাহরণবৃত্তান্ত নিষেধ করিয়া মায়াসীতাহরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও মায়াকল্পিত যাদবগণের ধ্বংস বর্ণিত।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিত-সন্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২২ পৃষ্ঠার পর)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥

সন্মোদন-ভাষ্যম্

সা রতিরূপা ভক্তিঃ প্রেমদশায়াং স্থায়িভাবাত্মিকা সতী বিভাবানু-ভাবসাত্ত্বিকব্যভিচারিভাবসাহচর্য্যেণ ভক্তিরসো ভবতি। তদ্দশায়াং তস্যাঃ সর্ব্বেঽনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়শ্চ পূর্ণরূপেণ লক্ষ্যন্তে। "সম্যঙ্-মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। 'ভাবঃ' স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে" ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয্যজনিত-গাঢ়ভাবময়ী ভক্তিঃ প্রেমেতি বোদ্ধ্যম্। অত্র ভক্তিরসস্যাশ্রয়বিষয়ো-র্মুখ্যসম্বন্ধভেদাৎ শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুরা ইতি পঞ্চবিধঃ মুখ্যরসঃ।

গৌণসম্বন্ধভেদেন "হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধে"তি। মুখ্যরসানাং মধ্যে মধুররস এব সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ। স মুখ্যরসঃ প্রেম-প্রণয়-মান-স্নেহ-রাগানু-রাগ-মহাভাবময়ঃ; তত্রোল্লাস-মাত্রাধিক্যব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্ত-রসেঽনুমীয়তে যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতা-তিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেম দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি-ভঙ্গ-হেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মতঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। তস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভ্যাসপূর্ব্বকভাববৈচিত্র্যাং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয়কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহাবাষ্পাদিবিকারঃ দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্ঠানাং শঙ্কা চ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষ্যেতে। স্নেহ এবাভিলাষাত্মকোরাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষণিক-স্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎসংযোগ পরদুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি তদ্বিয়োগে তদ্বিপরীতম্। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবত্বেনানু-ভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পরবশভাবা-তিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎসম্বন্ধিন্যপ্রাণিন্যপি জন্মলালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তিশ্চ জায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধচমৎকারেণ উন্মাদনং মহা-ভাবঃ যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকম্। বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্। উভয়ত্র মহোদ্দীপ্তাশেষ-সাত্ত্বিক-বিকারাদিকং জায়তে ইতি প্রীতিসন্দর্ভবচন সাহায্যেন প্রেমাবস্থায়াং বিশেষতঃ উজ্জ্বলরসবিক্রিয়ায়াং ভাবসমূহানামত্রৈব শ্রীমন্মাপ্রভুশিক্ষায়াং সমাস এব লক্ষ্যতে। যুগায়িতম্ ইতি পদ্যং সুগমম্। গোবিন্দবিরহেণেতি বাক্যেন বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞাপিতঃ। "সঃ পূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদি-ময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে" ইতি। অত্র তু মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্তিজীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ঃ ॥৭॥

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

সেই রতিরূপা ভক্তি প্রেমদশায় স্থায়িভাবাত্মিকা হইয়া বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীর সহিত সংযুক্ত হইলে ভক্তিরসে পরিণত হয়। সেই দশায় তাহার অনুভাব ও সাত্ত্বিক—বিকার সমূহ পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়। "যখন ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা যুক্ত এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রেম বলিয়া অভিহিত করেন।" —এই সিদ্ধান্তবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতাজনিত গাঢ়ভাবময়ী ভক্তি প্রেম বলিয়া অনুভূত হয়। এস্থলে ভক্তির সেবা আশ্রয় ও বিষয়ের মুখ্যসম্বন্ধ-ভেদহেতু শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—এই পাঁচ প্রকার মুখ্যরস এবং গৌণসম্বন্ধভেদে হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাত প্রকার গৌণরস দৃষ্ট হয়। মুখ্যরসের মধ্যে মধুররসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই মুখ্যরস প্রেম-প্রণয়-মান-স্নেহ-রাগ-অনুরাগ-মহাভাবময় হইয়া থাকে; তাহাতে উল্লাসের মাত্রাতিশয়জনিত প্রীতি শান্তরসে অনুমিত হয়। সেই শান্তরতির উদয়ে অন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে। মমতাতিশয্যদ্বারা সমৃদ্ধাপ্রীতি দাস্য-প্রেমরসে লক্ষিত হয়। যাহার উৎপত্তি হইলে তৎপ্রীতি-ভঙ্গের কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। বিশ্বাসাত্মা প্রেম প্রণয়-সখ্যরূপে পরিণত হয়। জাত-প্রণয় হইলে সম্ভ্রমাদি-যোগ্যতায়ও তদভাব দেখা যায়। প্রিয়ত্বের আধিক্যা-ভিমানহেতু কুটিলতাভ্যাসপূর্ব্বক ভাববৈচিত্র্য ধারণ করিলে প্রণয় মানে পরিণত হয়। মানের আবির্ভাবে শ্রীভগবানও তৎ-প্রণয়কোপবশতঃ প্রেমময় ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করেন। চিত্তদ্রবাধিক্যাত্মক প্রেমই স্নেহ। স্নেহজাত হইলে মহাবাষ্পাদিধিকার, দর্শনাতৃপ্তি এবং পরমসামর্থ্যাদি থাকা সত্ত্বেও কাহারও অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে। এই দুইটি লক্ষণ বাৎসল্যরসে দৃষ্ট হয়।

অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ বলিয়া কথিত হয়। রাগ উৎপন্ন হইলে ক্ষণিক বিরহও অসহ্য হইয়া উঠে; তৎসংযুক্ত পরদুঃখও সুখরূপ অনুভূত হয়। তদ্বিযুক্ত হইলে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। সেই রাগই স্ববিষয়কে নূতনত্বে অনুভাবিত করিয়া স্বয়ং নবনবায়মান হইয়া অনুরাগে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ অনুরাগ জন্মিলে পরস্পরবশতাপন্নের আধিক্য দেখা যায়; তৎসম্বন্ধী অপ্রাণী হইয়া জন্মলালসা তাহার প্রেমবৈচিত্র্য প্রকাশ করে এবং বিপ্রলম্ভে স্ফূর্ত্তিহীনতা জন্মে। অনুরাগের অসমোর্দ্ধচমৎকারিতায় উন্মাদনই মহাভাব। মহাভাবের উদয়ে যোগে নিমেষ অসহনীয় ও কল্পকাল ক্ষণমাত্র এবং বিয়োগে

একক্ষণ কল্পকাল বলিয়া অনুমিত হয়, ইত্যাদি! উভয়স্থলেই প্রোদ্ভাসিত অসীম সাত্ত্বিক বিকারাদি জন্মে—ইহাই প্রীতিসন্দর্ভবচনের সাহায্যে প্রেমাবস্থায় বিশেষতঃ উজ্জ্বলরসবিক্রিয়াতে ভাবসমূহের সংক্ষিপ্তসার শ্রীমন্মহাপ্রভু-শিক্ষায় লক্ষিত হয়। 'যুগসদৃশ'—এই পদ্য সুবোধ্য। 'গোবিন্দবিরহদ্বারা'-এইবাক্যে বিপ্রলম্ভ বিজ্ঞাপিত। "সেই পূর্ব্বরাগ এবং মান প্রবাসাদিময়, তথা বিপ্রলম্ভ বহুবিধ ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।" কিন্তু এখানে প্রপঞ্চান্তর্গত জীবগণের পূর্ব্বরাগাদিময় বিপ্রলম্ভই মহাপ্রভুবাক্যদ্বারা সর্ব্বদা আস্বাদনীয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

পরমকরুণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ-বর্ষ, ১মসংখ্যা, ২৮ পৃষ্ঠার পর)

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে-পোকে ডাসে তারে কামড়াইয়া মারে॥

উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা পোকের কামড়ে॥

কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব অঙ্গ ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥

খালের ভিতর গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন॥

অকস্মাৎ এই দুরবস্থায় পড়িয়া দস্যুগণ নানা কথা ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে—

শিলাবৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অ রে।
প্রাণ নাহি যায় ভাসে দুঃখের সাগরে॥

এমন সময়ে ভীষণ বজ্রপাতে সকলে ত্রাসে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাবৃষ্টিতে দস্যুগণ ভিজিতে লাগিল। নিত্যানন্দদ্রোহী আসিয়াছে জানিয়া ক্রোধে ইন্দ্রদেব তাঁহার কোপ ও বিক্রম প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়ে দস্যুপতি ব্রাহ্মণের অকস্মাৎ স্মরণ হইল—নিত্যানন্দ মানুষ নহেন। ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মনুষ্য কখনই এইরূপ করিতে পারে না। তিনি একদিন নিদ্রার ছলে মোহিত করিলেন। অপরদিন পদাতিকগণ ঘেরিয়া

থাকিল। তাঁহার এইসকল অদ্ভুত দয়ার কার্য্য আমি বুঝিতে পারি নাই। এত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন, হায়! তবু আমার চৈতন্য হয় নাই। আমি যেমন পাপিষ্ঠ ঠিক তাহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে! আমি স্পর্দ্ধা করিয়া প্রভুর ধন অপহরণের বুদ্ধি করিয়াছি। হায়—

এ মহা-সঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর॥
এত ভাবি, দ্বিজ নিত্যনন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥

বিপন্ন অবস্থায় সেই মহানিশায় ব্রাহ্মণকুমার ভূপতিত হইয়া হৃদয়ে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে প্রভু ও উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া জানিল এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিল—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেই তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
সর্ব্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডাও তার সংসারবন্ধন॥
জন্মে জন্মে প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জিয়ো মরো এই হউ মোর আশ॥

ব্রাহ্মণকুমার যখন আর্ত্ত হইয়া সরলভাবে শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য স্বীকার করিল, তখন—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥

এইভাবে যখন সকল দস্যুর নিত্যানন্দ-স্মরণ হইল ও সকলে শরণাগত হইল তখন সকলের জড়চক্ষু ও দিব্যচক্ষু দুইই খুলিয়া গেল। বহির্জগতের ঝড়বৃষ্টি মুহূর্ত্তে কোথায় পলাইয়া গেল। নিশাদেবী তাঁহার তিমিরাঞ্চ-সরাইয়া লইলেন। দস্যুগণ পথ দেখিয়া নিজ নিজ ঘড়ে গিয়া গঙ্গাস্নান করিল। দস্যুসেনাপতি দ্বিজ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদতলে পড়িলেন। প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন, উদ্ধার করুন, বলিয়া তিনি প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার—

আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে মহাকম্প ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনি আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥

দস্যুব্রাহ্মণের এই প্রকার ভাবাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে তাঁহার চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দকে আক্রমণের বুদ্ধি, তাহার দেহস্থ অলঙ্কার অপহরণের চেষ্টা—সকলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় যে ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে একান্তভাবে স্মরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে যে সকলের উদ্ধার হইয়াছিল, একথা ব্রাহ্মণ বেশ বুঝতে পারিয়াছিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি ॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর ॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥

এই বলিয়া নিত্যানন্দ আপন গলার মালা ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাজয়ধ্বনি হইল। ব্রাহ্মণের সকল বন্ধন দূর হইল। যে ব্রাহ্মণকুমার দস্যুসেনাপতি বলিয়া পরিচিত ছিল, আজ শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গীয় দস্যুসকলে—

ধর্ম্মপথে আসি লইল চৈতন্যশরণ।

এবং—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু—করুণাসাগর ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

সংস্কৃত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রভাবঃ

যদা যদাহি ভগবান্ অবতরতি তদৈব-সাহিত্যেঽপি তস্য নিরতিশয়ঃ প্রভাবঃ নিপততি। দৃষ্টঞ্চেদং যদা শ্রীরামচন্দ্র আবিরভূৎ তদা আদিকাব্যং শ্রীরামায়ণং আবির্ভূতম্। যদা শ্রীকৃষ্ণস্তদা শ্রীমদ্ভাগবত-ভারতাদি-গ্রন্থাঃ। সংস্কৃতসাহিত্যে এতে মহার্ঘ্য-রত্নকল্পাঃ। জৈন-বৌদ্ধ-শঙ্করাদি মহাত্মাবির্ভাবেঽপি তত্তুল্যানি শাস্ত্রাণি জাতানি। তথৈব শ্রীচৈতন্যস্যাবির্ভাবেঽপি সর্ব্বতো নূতনানি মনোজ্ঞানি শাস্ত্রাণি আবির্ভূতানি। সংস্কৃত-সাহিত্যে যাবন্তঃস্তরা দৃশ্যন্তে, শ্রীচৈতন্যযুগীয় স্তর এবান্তা ইতি মন্যে। তদাবির্ভাবাৎ প্রাক্সংস্কৃত-সাহিত্যনদীগতি-শূন্যা অভবৎ। প্রাকৃত পালি প্রভৃতি সাস্ত্রসংখ্যাতমুল্লঙ্ঘ্য ততঃ প্রভৃতি সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্রং নবরূপেন চকাশে। তচ্চ তস্য নবজীবনমেব মন্যে। কিমু দর্শনে, কিমু স্মৃতৌ, কিমু কাব্যে, কিমু নাটকে, অলঙ্কারে ন্যায়ে সর্ব্বত্রৈব নবজীবনমেব সঞ্জাতমাসীৎ। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম-রঘুনাথশিরোমণি—প্রভৃতয়ঃ ন্যায়ে তথা শ্রীরঘুনন্দনঃ স্মৃতৌ অভিনব-তয়া যুগং সমানয়ৎ। তদা শ্রীচৈতন্যোপি স্বপার্ষদৈঃ শাস্ত্রং কারয়িত্বা ভক্তিমার্গং পরিদর্শ্য নবধর্ম্মস্য বৈজয়ন্তীং উড্ডয়ামাস। তদা দর্শন-স্মৃত্যাদীনামুন্মেষনং, বৈষ্ণবধর্ম্মস্যচিত্তবিমোহন চিত্রং, বঙ্গদেশস্য গৌর-বনসূর্য্যস্য অভিনব রশ্মিপাতশ্চাসীৎ। কালিদাসযুগং সর্ব্বতঃ স্বর্ণ-যুগম্ উচ্যতে তদা ভারতে কবয়ঃ বিখ্যাতা অভবন্। তদা বহবো গ্রন্থাঃ আবিষ্কৃতাঃ। কালিদাসোত্তরযুগেঽপি ভারবি-ভট্টী কুমার-দাস-মাঘাদয়ঃ কবিসম্রাজো ব্যজায়ন্ত তদবধি মহাকাব্যরচনা চির-বিলুপ্তা। অতঃপরং শ্রীমন্মহাপ্রভোরাবির্ভাবে যদা সঃ স্বয়ং শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনমহিমানং প্রচার্য্য আসমুদ্রহিমাচলং সমুদ্ভাসয়ামান, তদা সংস্কৃত সাহিত্যেপি নব সূর্য্যোদয়ঃ সঞ্জাতঃ। তৎ শ্রীমুখগাথানামাষ্টকং পদ্যাদিকঞ্চ জগৎ প্রেম্নিনিমজ্জয়ামাস। তদনুচরমুখ্যা গোস্বামিপাদা শ্রীরূপাদয়ঃ যানি গ্রন্থরত্নানি বিরচিতানি তৈরেব তে অমরতাং প্রাপ্তাঃ। সংস্কৃত-সাহিত্যে চ তৈস্তে নবরশ্মিসম্পাতিতবন্তঃ। শ্রীরূপগোস্বামিনঃ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে অভিনব তয়া ভক্তেঃ রস রূপত্বং সংস্থাপিতং যাং পূর্ব্বেতনাঃ কবয়ঃ রতি পর্য্যায় তয়ৈবামনন্তিস্ম। তত্র ভগবতঃ সর্ব্বরসামৃতমূর্ত্তিত্বং প্রকটিতং উদ্ধবদূতে হংসদূতে চ দূতকাব্যস্থ পুনরুজ্জীবনং কৃতং তচ্চাতি নবতয়ৈবহি। শ্রীরূপচিন্তামণিঃ ভগবদ্রূপবর্ণনং শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দসারচিতম্। ললিতমাধবং বিদগ্ধমাধবং চাতি মনোরমেনাটকে মহানাটক লক্ষণাক্রান্তে এব। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নভূষিতে অপি নাট্যগুণ গণালঙ্কৃত মনোহারিণী চ নন্দনন্দনাষ্টকদীনি খণ্ডকাব্যানি চ বিরচিতানি ধর্ম্মভাবোৎসরূপানি মন্যে। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে চ উজ্জ্বলরসস্য বিচারে পারং পরিদর্শিতং। আদিরসং একে কবয়ঃ নিকৃষ্টং শান্তিরসমেব পরিণয়ান্ত্য ভূমিকতয়া উৎকৃষ্টং মন্যন্তে। অত্রতু তস্যৈব পরমোৎকর্ষং সংস্থাপ্য ভগবদাশ্রয় তয়া বাস্তবরসত্বং তস্যৈব নান্যস্যেতি চ সংস্থাপিতম্। তথাহি লঘুভাগবতামৃতে অবতারতত্ত্বস্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতা। শ্রীকৃষ্ণস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষঃ তত্রাবিষ্কৃতঃ। রসামৃতসিন্ধুবিন্দুপ্রভৃতয়ঃ তেষাং সংক্ষিপ্তরূপা। নাটকচন্দ্রিকায়াঞ্চ নাট্যশাস্ত্রসাহিত্যদর্পণানুগং নাট্যলক্ষণং বিবৃতং কাব্যদর্পণে চ কাব্যলক্ষণালঙ্কারলক্ষং সুপ্রদর্শিতং। শ্রীল-সনাতন-গোস্বামিনাপি শ্রীভাগবতটীকাবৃহত্তোষণীং শ্রীভাগবতভক্তিমত সিদ্ধান্তঃ স্থাপিতঃ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ভক্তিপ্রাপ্তি-মর্য্যদা ক্রমশঃ প্রদর্শিতা নামমাহাত্ম্যঞ্চ স্থাপিতং। শ্রীহরিভক্তিবিলাসশ্চ সঃ ব্যাখ্যাতবান্ যত্র খলু বৈষ্ণবস্মৃতিপন্থা প্রদর্শিতঃ।

গীতাবলী রসময় কলিকাদয়শ্চতস্য অমরকবিত্বং সূচয়ন্তি। তথৈব শ্রীগোপালভট্টেনাপি শ্রীহরিভক্তিবিলাসগ্রন্থে স্মার্ত্তমতবাদমুপেক্ষ্য ভক্তিপ্রাধান্যেস্মৃতিপন্থাঃ প্রদর্শিতঃ। শ্রীজীবেনাপি জীবঃ সঞ্জীবিতঃ তস্য গ্রন্থরাজিদানেন সংসারগ্রন্থি ভেদনেন। প্রথমতঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভাত্মক ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তৈরাজ্ঞানধ্বান্তং নির্ম্মুলিতং। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীভাগবতার্থঃ প্রকাশিতঃ। শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে অদ্ভুত কৃতিত্বং প্রদর্শ্য ব্রজরসাত্মক নিত্যলীলাপ্রদর্শিতা। গোপালবিরুদাবলী

বিরুদ্ কাব্যপরাকাষ্ঠা হরিনামামৃত ব্যাকরণে চ সর্ব্বব্যাকরণসারঃ প্রদর্শিতঃ তত্রৈব প্রতিপদং ভগবৎসিদ্ধান্তশ্চস্থাপিতঃ। ধাতুসংগ্রহরসামৃত শেষাদয়ঃ বহবঃ গ্রন্থাঃ টীকাশ্চভূরিশঃ কৃতাঃ। শ্রীমাধবমহোৎসবে মহা-কবিত্বঞ্চ প্রকটিতং। তস্য তত্ত্বসিদ্ধান্তে অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্যং সংস্কৃতজ্ঞ-মাত্রং বিক্ষাপয়াত্যেব। তদুত্তর কালেচ শ্রীকবিকর্ণপূরেণ জনকর্ণমৃতেন-পূরিতং তস্য কাব্যগ্রন্থ-দ্বারেন। তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যং অলঙ্কার-কৌস্তুভাদয়ঃ অপূর্ব্বগ্রন্থাঃ। অপূর্ব্বা এব এতাদৃশকবিত্বং পূর্ব্বসূরি দুর্লভং। শ্রীআনন্দবৃন্দাবন চম্পূরপি নিরতিশয়ং কবিত্বং সিদ্ধান্তঞ্চ ব্যক্তীকরোতি। অন্যৈরপি অন্যানি গীতকানি কাব্যানি বিরচিতানি কিমধিকেন ততঃ প্রভৃতি সংস্কৃতভাষা যথা সমৃদ্ধাতথৈব বঙ্গাদিভাষাপি তদ্রস্নোল্লাবিতা জগদেব মহামাধুর্য্যে নিমজ্জয়তি।

বঙ্গানুবাদ

যখনই যখনই ভগবানের আবির্ভাব হয় তখনই সাহিত্যেও তাঁহার নিরতিশয় প্রভাব নিপতিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যখন শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন তখন আদিকাব্য শ্রীরামায়ণ আবির্ভূত হইল। যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, তখন শ্রীমদ্ভাগত-মহাভারতাদি গ্রন্থ রচিত হইল। ইঁহারা সংস্কৃত-সাহিত্য অমূল্য রত্নবিশেষ। জৈন-বৌদ্ধ-শঙ্করাদি মহাত্মাদের আবির্ভাবেও তাঁহাদের তাদৃশ শাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেরূপই শ্রীচৈতন্য-মনে দেবের আবির্ভাবেও সর্ব্বাপেক্ষা অভিনব ও সুন্দর শাস্ত্ররাজি আবির্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে যতগুলি স্তর আছে, শ্রীচৈতন্যযুগের স্তরই শেষ করা যায়। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্যনদী গতিহীনা হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাকৃত পাণি প্রভৃতি শাস্ত্রসংঘাতকে অতিক্রম করিয়া সেই অবধি সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্র নবরূপে প্রকাশিত হইল। ইহা তাহার নবজীবনই বলা যায়। কি দর্শনে, কি স্মৃতিতে, কি কাব্যে, কি নাটকে, অলঙ্কারে ন্যায়ে সর্ব্বত্রই যেন নব-জীবন সঞ্চার দেখা দিয়াছিল। শ্রীবাসুদেব সার্ব্ব-ভৌম, রঘুনাথ-শিরোমণি প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রে আর শ্রীরঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রে এক অভিনব যুগের সূচনা করেন। তখন শ্রীচৈতন্যও স্বীয় পার্ষদগণের দ্বারা শাস্ত্র-প্রচার করাইয়া ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তন করিয়া নবধর্ম্মের বৈজয়ন্তী পতাকা উড্ডীন

করিলেন। তখন দর্শন-স্মৃতি প্রভৃতির উন্মেষ, বৈষ্ণবধর্ম্মের চিত্তবিমোহন চিত্র বঙ্গদেশের গৌরব-সূর্য্যের অভিনব কিরণ বিকিরণ করিয়াছিল।

কালিদাসের যুগই সর্ব্বদিগ্ বিচারে স্বর্ণযুগ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তখন ভারতে কবিগণ বিখ্যাত ছিলেন এবং বহু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। তাহার পরেও ভারবি-ভট্টি-কুমারদাস-মাঘাদি কবিসম্রাট্ জন্মগ্রহণ করেন। সেই হইতেই মহাকাব্য রচনা লুপ্তা হয়। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যখন তিনি স্বয়ং শ্রীনামসংকীর্ত্তন-মহিমা প্রচার করিয়া আসমুদ্রহিমাচলে উদ্ভাসিত করেন, তখনই সংস্কৃত-সাহিত্যেও নবীন সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। তাঁহার শ্রীমুখগাঁথা নামাষ্টক ও পদ্যাদি জগৎকে প্রেমে ডুবাইয়াছিল। তাঁহার মুখ্য-পার্ষদ শ্রীরূপ প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ যে-সকল গ্রন্থরত্ন রচনা করেন, তাহাতে তাঁহারা অমরতা লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যেও তদ্দ্বারাই তাঁহারা নবরশ্মি সম্পাত করেন। শ্রীল রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে অভিনব যুক্তিতে নবরূপে ভক্তিকে রাজরূপে সংস্থাপন করেন। পূর্ব্ব কবিগণ তাহাকে রতিপর্য্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখিতেন। তথায় শ্রীভগবানের সর্ব্বরসামৃতময় মূর্ত্তিত্ব স্থাপন করেন। উদ্ধবদূতে ও হংসদূতে দূতকাব্যের পুনরুজ্জীবন করা হইয়াছে তাহার আবার অতি অভিনবরূপেই বলা যায়। শ্রীরূপচিন্তামণিতে ভগবানের রূপশার্দ্দূল বিক্রীড়িতছন্দে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটকদ্বয় অতিমনোরম এবং মহানাটকই বলা যায়। তাহাতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তখচিত হইলেও নাটক-গুণালঙ্কৃতির অভাব নাই—উভয়ই মনোহর করিয়া থাকে। নন্দনন্দনাষ্টকাদি অনেক খণ্ডকাব্যও রচনা করেন, তাহাও ধর্ম্মের উৎসস্বরূপ। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উজ্জ্বল-রসের বিচারের প্রদর্শন করাইয়াছেন। আদিরসকে কোন কোন কবি নিকৃষ্টরস বলিতেন এবং শান্তরসকেই পরিণয়ের অন্তাভূমি বলিয়া শ্রেষ্ঠ-রসরূপে স্থাপন করিতেন এবং উৎকৃষ্ট বলিতেন। ইহাতে তাহারই অর্থাৎ আদি রসেরই পরমউৎকর্ষ স্থাপন করিয়া ভগবদাশ্রয় হেতু বাস্তবরসতত্ত্ব এবং প্রাকৃতরস-সমূহের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। আবার লঘুভাগবতা-মৃতেও অবতার-তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। রসামৃতসিন্ধুর বিন্দু প্রভৃতি তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত আকার। নাটক চন্দ্রিকানাট্যশাস্ত্র তাহাতে সাহিত্য, দর্পণানুগ নাট্যলক্ষণ বিস্তৃত করা হইয়াছে, কাব্যদর্পণেও কাব্যলক্ষণ দেখান হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীও শ্রীমদ্ভাগবতটীকা বৃহৎ তোষণীতে শ্রীভাগবতের ভক্তিপর-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ভক্তির প্রাপ্তিসীমা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শন করিয়াছেন শ্রীনাম-মাহাত্ম্যও স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস ব্যাখ্যা করিয়া তাহাতে বৈষ্ণবস্মৃতিপথ দেখাইয়াছেন। গীতাবলী, রসময়কলিকা প্রভৃতি তাঁহার অমর কবিত্ব সূচনা করে। সেরূপই শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামীও শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে স্মার্ত্তমতবাদ উপেক্ষা করিয়া ভক্ত-প্রাধান্যে স্মৃতিপথ প্রদর্শন করেন। শ্রীল জীব গোস্বামীও জীবকে তাঁহার গ্রন্থরাজিদ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের সংসার-গ্রন্থিভেদ করিয়াছেন। প্রথতমতঃ তিনি শ্রীভাগবতসন্দর্ভাখ্য ষট্সন্দর্ভে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীভাগবতার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া ব্রজরসাত্মক-লীলায় নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। গোপালবিরুদাবলীতে বিরুদের পরাকাষ্ঠা শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে সর্ব্বব্যাকরণ-মতসার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে আবার প্রতিপদেই ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ধাতুসংগ্রহ-রসামৃতশেষাদি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এবং বহু টীকাগ্রন্থও করিয়াছেন। শ্রীমাধবমহোৎসবে মহাকবিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বসিদ্ধান্ত অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রকেই চমৎকৃত করে।

তাঁহাদের পরবর্ত্তিকালেও তদনুসারে কবিকর্ণপুর তাঁর কাব্য গ্রন্থামৃত-দ্বারা জনকর্ণকে পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য অলঙ্কার কৌস্তভাদি অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এরূপ কবিত্ব পূর্ব্ব সূরি দুর্ল্লভই, তাই অপূর্ব্ব। শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও নিরতিশয় কবিত্ব ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও অন্যান্য অনেকে অনেক কাব্যরচনা ও গীতরচনা করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, সেই হইতেই সংস্কৃত-ভাষা যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে—সেইরূপ বঙ্গাদিভাষাও তদ্রাসাপ্লুত হইয়া জগৎকে মহামাধুর্য্যে নিমজ্জিত করিয়াছে।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি.এ.
অধ্যাপক, নবদ্বীপ গভঃ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[১]

"শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞাননামিনে।
বিশুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-মূর্ত্তবিগ্রহরূপিণে ॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিণে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥"

পরমানন্দঘন সৌম্য-সুদর্শন
দিব্য গৌর মূর্ত্তিমান্।
বেদান্ত-সিদ্ধান্তে জানালে দিগন্তে
"ভক্তেরই-ভগবান্" ॥১॥

গোলোকের হরি চির সেবা করি
ছিলে সদা শোভমান।
দিব্যধাম ত্যজি' অবধূত সাজি'
উজলিলে ধরাখান্ ॥২॥

বুঝিনু এখন কোন্ প্রয়োজন
সিদ্ধ করিবার তরে—
এসেছিলে হেথা তারিতে সর্ব্বথা
কলি-সন্তাপিত নরে ॥৩॥

মায়াবাদ নাশি' 'সবিশেষ' ঘোষি'
স্থাপি' শুদ্ধদ্বৈতবাদ।
জগৎ-কল্যাণ করি মতিমান্
লভিলে মধ্বাশীর্ব্বাদ ॥৪॥

গুরুভক্ত্যাদর্শে মণির পরশে
রুক্মময় মর্ত্ত্যবাসী।
ভক্তি-পরাকাষ্ঠা যাতে তব নিষ্ঠা
দেখাইলে ভবে আসি ॥৫॥

আজিও ভুলিনি　　সস্নেহ-চাহনি
মনোমুগ্ধকর হাসি।
(তাই) অন্তর-মন্দিরে　　বসায়ে তোমারে
আরাধিতে ভালবাসি ॥৫॥

কেশব-কেশরী　　কারে নাহি ডরি
গরজিলা মুক্তি-ভেরী।
প্রতিধ্বনি তার　　আজো চারিধার
ব্যাপিত ভুবন ভরি' ॥৭॥

ফুটল-যে ফুল　　নাই সমতুল
গুণ-গরিমায় সেরা।
পরিমল-ধনে　　বঞ্চিত কারণে
ক্ষুব্ধ হ'ল বিশ্ব সারা ॥৮॥

এ সাধনা-ক্ষেত্রে　　তুচ্ছ জড়নেত্রে
দিব্যশক্তি দিলা যিনি।
দিনু পদতলে　　ভক্তি-ফুলদলে
পরম দেবতা মানি ॥৯॥

"শ্রীরাধার দাস্য　　জীবন-সর্ব্বস্ব
পণ করি শোধ মতি।
গুরু-বিষ্ণুজন　　করহ সেবন
যাতে জন্মে কৃষ্ণরতি" ॥১০॥

এইত তোমার　　শিক্ষা-মূলাধার
জাগে হৃদি অবিরাম।
শ্রীব্যাসপূজনে　　অর্ঘ্য-নিবেদনে
দেব! লহগো প্রণাম ॥১১॥

সেবকাধম—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু "ঊর্দ্ধমন্থী"

[২]

মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নাম যাঁর ;
যিনি মর্ত্ত্যে অবতরি গৌর-প্রেম বিতরি'
পাপী-তাপী করিলা উদ্ধার ।

গৌর-সেবা যাঁর প্রাণ, প্রভুপাদ যাঁর ধ্যান,
নামপ্রেমী বলি' যিনি খ্যাত,
যিনি দিব্য প্রেমোন্মাদে কত লীলা কৈলা নদে,
বিশ্ববাসী হেরি' তা' বিস্মিত ।

যিনি কৃষ্ণপ্রেম-দাতা অখিল জীবের ত্রাতা
যিনি কৃষ্ণভক্ত-শিরোমণি,
যাঁর পূত পদ-রজঃ নিত্য যাচে দেব সব,
যাঁরে ঘেরি' ওঠে হরিধ্বনি ।

গৌর-বাণী ছাড়া যাঁর কথা-বার্ত্তা নাহি আর.
গৌর-তত্ত্ব যাঁর সুবিদিত,
সারা দুনিয়ায় ভাই যাঁর সম কেহ নাই,
যিনি স্বয়ং শ্রীগৌর-পার্ষদ ।

মাঘী-কৃষ্ণা-তৃতীয়াতে তাঁর শুভ আবির্ভাবে
দিকে দিকে পড়ে আজি সাড়া,
কোটী কোটী ভক্তবৃন্দ করিছে উদ্দণ্ড নৃত্য
তাঁর নামে হ'য়ে মাতোয়ারা ।

'জয় গুরুজীর জয়'— সদাই ধ্বনিত হয়
দেবানন্দ মঠাঙ্গন ভরি',
নদীয়া-নগরবাসী শ্রীগুরু-কীর্ত্তনে মাতি'
প্রেমরসে যায় গড়াগড়ি ।

যত দেবগণে আজি মনুষ্যের বেশে আসি'
গুরু-পদে দেয় পুষ্পাঞ্জলি,
অগণিত শুদ্ধ ভক্ত ডালি দেয় ভক্তিপুষ্প,
প্রেমে মাতি' করে কত কেলি ।

নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু　　ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু
ব্রজপুরে তাঁর নিত্যবাস,
শ্রীব্রজনাথ-ইচ্ছায়　　আসি' এই বসুধায়
বেদ-গোপ্য করিলা প্রকাশ।
'বেদান্ত সমিতি' স্থাপি'　　প্রচারিলা শুদ্ধভক্তি
মূল কেন্দ্র গড়ি' নবদ্বীপে,
গোলোকের বার্ত্তাবহ　　'শ্রীভাগবত', 'শ্রীগৌড়ীয়'
…প্রকাশিত করিলা ভারতে।
'বৈষ্ণব-বিজয়' লিখি'　　রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি
মায়াবাদ করিয়া খণ্ডন,
'অচিন্ত্যভেদাভেদ' গ্রন্থে　　গৌরতত্ত্ব অতি যত্নে
যুক্তি মূলে করিলা স্থাপন।
তাঁহার অভয় বাণী　　বেদান্তের সার জানি'
ভক্তজনে করে সমাদর,
তাঁহার করুণা বিনা　　তাঁহারে না যায় চেনা
তাঁরে চেনা দুরূহ ব্যাপার।
তাঁহে দৃঢ় ভক্তি যার　　সেই বুঝে লীলা তাঁর
সেই জানে তাঁর গাঢ় ভাব,
সে' লীলা-লিখনে হায়　　আমার শকতি নাই,
ভজি শুধু তাঁর পূত পদ।
হেন গুরু বিনা ভাই　　আপন কেহ তো নাই
যিনি সর্ব্ব জীবের বান্ধব;
যাঁর নামে হয় হিত,　　জীব-হিত যাঁর ব্রত,
যিনি শুদ্ধ ভজন-সম্পদ।
আজি ব্যাসপূজা-কালে　　তাঁহ্যর পাদপদ্মতলে
ভক্তিপুষ্প করি' সমর্পণ,—
ব্যাসাভিন্ন গুরু-সেবা　　প্রার্থনা করিছে সদা
এই অধম চিত্তরঞ্জন।

নিত্যদাসাভিলাষী—
"শ্রীচিত্তরঞ্জন"

নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কখন কি হয় বলা যায় না। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাতদিন পূর্ব্বে এ জগৎ হইতে প্রস্থানের কথা জানিতে পারিয়া সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যতার কথা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ত' সাতদিন পূর্ব্বে জগত্ত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ত' নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই; সুতরাং আমাদের মঙ্গল যে এই মুহূর্ত্তেই করা কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা যদি প্রকৃতই মঙ্গল চাই, আমরা যাঁহার সেই ভগবানের সহিত সতত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবার সদিচ্ছা যদি আমাদের হৃদয়ে জাগে তাহা হইলে ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণবন্ধু—কৃষ্ণসঙ্গী আচার্য্যের উপদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-পথ-গ্রহণই যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা আমরা নিষ্কপটে বিচার করিব না কি? এ জগৎ যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছাড়িতে হইবে তখন আমার মঙ্গলের প্রতিকূলে জগতে কাহারও কথা না শুনিয়া —অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও আচার্য্য-বাণী বা শ্রৌতবাণীকেই একমাত্র অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া বরণ ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে কি? মৃত্যুচিন্তা প্রবল হইলে অনিত্যত্বের উপলব্ধি অল্পবিস্তর আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে। সুতরাং পরমনিশ্চিত মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া সত্য জানিবার জন্য আকুল বা ব্যাকুল হওয়াই উচিত এবং নিজের নিত্য কর্ত্তব্য বা সত্য জানিবার সৌভাগ্য হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের জীবনের সময় যাহার যতটুকু আছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়-কার্য্যে—স্বসুখবিধানে নিযুক্ত না করিয়া হরিভজনে—আচার্য্য-মনোঽভীষ্ট-পূরণে বা তৎপ্রীতিবিধানে নিযুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটী হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া যখন অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন হতাশার আর কি কথা আছে। তবে আমরা বলিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক বাকী আছে, কিন্তু "বিষয় খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ" অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মে করা যাইবে কিন্তু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হরিভজন বা গুরু-কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভ এই মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত আর অন্য জন্মে হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই বলি তর্ক-বিতর্কের আর সময় কোথায়?

নিজে নিজে ভাল-মন্দ বিচার করিবার অবসর বা অবকাশ কোথায়? সুতরাং মঙ্গলামঙ্গলের ভার সর্ব্বাশ্রয়দাতা, এমনকি কৃষ্ণেরও আশ্রয়স্থল নন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে তৎপ্রদর্শিত পথে অভিযানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়াই পরম শ্রেয়ঃ বা মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা।

এখনই যদি মৃত্যুর কবলে পতিত হই তাহা হইলে আমাদের গতি কি হইবে, একথা আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হইতেছে না, এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা ইতরাভিমানে ব্যস্ত রহিয়াছি বলিয়া ইতর চিন্তা আমাদিগকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে—পিতৃ-অভিমানে পুত্র-চিন্তা, পুরুষ বা পতি-অভিমানে স্ত্রী-চিন্তা, স্ত্রী-অভিমানে পতি-চিন্তা,, পুত্র-অভিমানে পিতৃ-চিন্তা, বন্ধু-অভিমানে বন্ধুচিন্তা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে বলিয়া আমাদের ভগবৎ চিন্তার অবকাশ হইতেছে না। শ্রীগুরু-দেবই আমাদের নিত্য, সেব্য, একথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না, শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র রক্ষক ও পালক জানিয়া তাঁহার সর্ব্বক্ষণ সেবা করিবার সৌভাগ্য হইতেছে না বলিয়াই আমাদের সেবকা-ভিমান জাগিতেছে না, তাই গুরু-কৃষ্ণ-চিন্তা—সেব্যর সেবাচিন্তার পরিবর্ত্তে অশুভ চিন্তা আসিয়া আমাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। এ দুর্দ্দিনে গুরু-প্রপত্তি ছাড়া আর উপায় কি? আমরা ত' কোন দিন নিজে নিজে উদ্ধার হইতে পারিব না। সুতরাং যখন আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, নিজের স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই তখন বৃথা আয়ুঃক্ষয় না করিয়া প্রভুকে প্রভুত্বে বরণপূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্যত্বে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ধন্যাতিধন্য, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কৃত হইতে পারি এবং সর্ব্বক্ষণ প্রভুসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি তজ্জন্য শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার নিত্যসঙ্গিগণের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক কৃপা-প্রতীক্ষার বল ও ধৈর্য্য হৃদয়ে সঞ্চার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রী শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীব্যাসপূজাই শ্রীগুরুপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা দ্বারাই শ্রীব্যাসদেবের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবই জগতে প্রকৃত সত্য-দ্রষ্টা, তিনিই জগতের প্রকৃত সত্যতার প্রতীক; তিনিই কর্ম্ম-জ্ঞানের সন্ধান দানান্তে তিনিই যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্ধান দিয়াছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজ. নিজ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসদেবের পূজা করিয়া থাকেন।

বিগত বৎসরগুলির ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ গত ১৯শে মাঘ (ইং ২রা ফেব্রুয়ারী) বুধবার হইতে ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী) শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সমিতির সকল মঠসমূহে শ্রী শ্রীব্যাস-পূজা-মহোৎসব বিরাট আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের উপস্থিতিতেই ১৯শে মাঘ, মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস কুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি-পূজোপলক্ষে তৎপূর্ব্ব দিবসেই শ্রীমঠ প্রাঙ্গনে ও তোরনদ্বারে বিভিন্ন পত্র-পুষ্পে ও আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং শ্রীব্যাসপূজার প্রথম দিবসে শ্রী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পঠনমুখে শ্রীগুরুমহিমা বর্ণন করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চকম্', শ্রীব্যাসপঞ্চকম্, শ্রীবৈয়াসকি পঞ্চকম্ শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্ ও শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্ প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন করেন। তদন্তর সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলে পর অন্যান্য পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ ও আমন্ত্রিত এবং আগত ভক্তগণ মদীয় শ্রীগুরু পাদপদ্মে ও শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে ভক্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর নিবেদিত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ অভ্যাগত আগত রবাহূত জনসমূহকে বিতরণ করা হয়।

বৈকালে সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে ভক্তি-মহতী বৈষ্ণব-সভার আহ্বান করা হয়। এই সভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের সুমহান জীবনাদর্শ অতি আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজও ওজস্বিনী ভাষায় তদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান সম্বন্ধে ভাষন প্রদান করেন। অবশেষে সভাপতি মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীগুরুতত্ত্ব বর্ণনমুখে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুমহান জীবন-চরিত্রের অতুলনীয় গুরু-সেবা, প্রগাঢ় গুরুনিষ্ঠা, সদাচার, স্পষ্টবাদীতা, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত সংগঠন প্রীতি আদি অনির্ব্বচনীয় কথা আবেগ জড়িত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল সভাপতি মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীব্যাসপূজায় আমাদের কৃত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতে শ্রীব্যাসপূজার প্রচলন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ সমস্যারই সমাধান হইবে না। জগৎ এখন নাস্তিকতার চরমপর্য্যায়—ধ্বংসের মুখে অতি তীব্র বেগে প্রধাবিত হইতেছে। ধর্ম্মভাবের অভাবই এখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগে দুর্নৈতিকতা অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটাবস্থায় প্রত্যেকের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করা ও ধর্ম্ম শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে, ভারতে যেদিন প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীব্যাস পূজার প্রচলন হইবে এবং শ্রীব্যাসদেবের শান্তিবারিবাণী দেশের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইবে, সেইদিন ভারত তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবে, এবং সেই দিনই সকল সমাস্যার সমাধান হইবে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, অদ্য শ্রীব্যাসপূজা দিবসে আমরা সকলেই ব্যাসদেবের নিকট তাঁ'র অবির্ভাব দিবসে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি যে, ব্যাস বিরোধ নাস্তিক্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ আমাদের দেশ থেকে বিদূরিত হউক, এই প্রার্থনাঞ্জলি প্রদান করে আমি অদ্য আমার বক্তব্য সমাপণ করিলাম।

শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতি-স্মরণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীবিনোদ-বাণীর বিশেষ সেবকসূত্রে ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষ্যে বিগত ২৫ গোবিন্দ, ১১ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।৭২) বৃহস্পতিবার হইতে ১ বিষ্ণু, ১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৭২) বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীগৌর-মণ্ডলের অন্তর্গত নবধা-ভক্তির পীঠভূমি শ্রীনবদ্বীপাত্মক শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমণ ও নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজন দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন এবং সমগ্র বিশ্বকে হরিকথায় মুখরিত করানোর ঐকান্তিক প্রয়াসের স্বরূপই এই বৃহৎ মহামহোৎসবের আয়োজন। এই ধারার আদি প্রবর্ত্তক জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই মূলপুরুষ। তজ্জন্য সমগ্র বিশ্বই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

দিন দিন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইলেও সমিতির সেবকগণ পরম উৎসাহের সহিত নানা কষ্ট স্বীকার করিয়াও মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ সেবাসূচী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। পরম কারুণিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় ও ভগবদিচ্ছায় এবং সমিতির সভাপতি আচার্য্য মহারাজের অধ্যক্ষতায় উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছে।

পূর্ব্বের পরিক্রমা সূচী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য ১০ই ফাল্গুন (ইং ২৩।২।২৭) বুধবার দিন সন্ধ্যায় সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন সদনে উক্ত উৎসবের আনুষ্ঠানিক সেবা সূচী আরম্ভ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলীকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় মহতী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয় উক্ত সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীধাম পরিক্রমার প্রসঙ্গে ইঁহার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা

করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বক্তৃতার মাধ্যমে বলেন যে, ভগবৎপ্রীতি কামনা—কামনা নহে যেহেতু ঈশ্বরের সুখ চেষ্টাই নিখিল জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহাদ্বারাই জীব কৃতকৃত্য হয়। কিন্তু মানবেতর প্রাণিগণের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। এজন্য ভগবৎপ্রীতিমূলক যে-কোনও প্রকার সঙ্কল্পগ্রহণই—মনুষত্বের পরিচায়ক। ভগবৎসেবাবিহীন হইয়া অন্যাভিলাষীর সঙ্কল্পগ্রহণই—আসুর মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

পূর্ব্বের পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ১১ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত যথাক্রমে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য,) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) ও **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থান বিভিন্ন দিবসে পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়। তদুপরি প্রত্যেক স্থানে, স্থান-মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী প্রভৃতি অপ্রাকৃত রাজ্যের তত্ত্ব অবগত করাইয়া চিন্ময়রাজ্যের প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করতঃ মায়াগন্ধরহিত চিন্ময়রাজ্যের সন্ধান প্রকাশিত হয়।

শ্রীধাম পরিক্রমার বিধি ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য জানাইতেছি যে, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা বিধিতে প্রথমেই গৌরাশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া ঐ স্থানেই সমাপ্ত করিবার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহা-রাজের অনুসৃতধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বাদৌ ১ম দিনে শ্রীমায়াপুর-উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণতঃ হইয়া শ্রীকীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযাজনক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরে পরিক্রমা সমাপ্ত করেন। ইহাতে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য লক্ষিত যথা—শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে সাক্ষাদ্ নদীয়া প্রকাশ স্বরূপ জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকটলীলার শেষভাগ অতিবাহিত করেন। তিনিই উক্ত পরিক্রমাদির পুনঃ প্রবর্ত্তক। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কৃপাভিক্ষা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শ্রীনৃসিংহ দেবপল্লী; শ্রীনৃসিংহদেব ভজনরাজ্যের সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণকে রক্ষা করেন। সুতরাং পরিক্রমাকালে

হরিভক্তিবিরোধী সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভক্তগণের একমাত্র জীবাতু। তৃতীয়তঃ নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য, "যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব"—শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের এই বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির পীঠস্থান হইতেই শ্রীল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ করা হয়। পরিশেষে আমরা দেখিতে পাই শ্রীভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্র তারস্বরে নববিধাভক্তি মধ্যে আত্মনিবেদন চরম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ (ভাঃ ৭।৫।২৩)
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮৬৬)

সুতরাং অন্তে আত্মনিবেদনাখ্যক্ষেত্র শ্রীগৌরজন্মভূমি দর্শনান্তে ধামধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনই উত্তম বিচার।

উক্ত ভক্ত্যানুষ্ঠানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এবং শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথিতে সম্পূর্ণ দিবসব্যাপী পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত, ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ তথা অনেক আদর্শ গৃহস্থ ভক্তবৃন্দও শ্রীহরিকথা পরিবেশন করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, উক্ত শুদ্ধভক্ত্যানুষ্ঠানে প্রত্যহ দুইবেলা মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা এবং আগন্তুক মাত্রকেই প্রসাদ বিতরণ ও বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা, পাঠ-কীর্ত্তন প্রভৃতিদ্বারা উপস্থিত ভক্তবৃন্দের হৃৎকর্ণরসায়নের বিধান করা হইয়াছে এই মহামহোৎসবে কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছে তদুপরি স্থানীয় সহস্রাধিক জনসাধারণও প্রত্যহ প্রসাদ পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এইরূপ মহতী অনুষ্ঠান অতি বিরল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৪শ বর্ষ { বাসুদেব, ১৬ মধুসূদন, ৪৮৬ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৯ ; ইং ১৪।৫।১৯৭২ } ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ গান্ধর্ব্বিকায়ৈ নমঃ ॥

ভাবনাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ রাধিকৈব যা।
কৃষ্ণেন্দোঃ প্রেয়সী সা মে বিশাখা প্রসীদতু ॥১॥

ভাব, নাম ও গুণাদির একতাপ্রযুক্ত যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকাস্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী, সেই শ্রীবিশাখা আমার প্রতি প্রসন্না হউন ॥১॥

জয়তি শ্রীমতি কাচিদ্বৃন্দারণ্যবিহারিণী।
বিধাতুস্তরূপীসৃষ্টিকৌশল শ্রীরিহোজ্জ্বলা ॥২॥

যিনি এই জগন্মণ্ডলে বিধাতার সমুজ্জ্বল তরুণীসৃষ্টির কৌশল সম্পত্তি-স্বরূপা, সেই কোন অনির্ব্বচনীয়া বৃন্দারণ্য-বিহারিণী শ্রীমতী রাধিকা জয়-যুক্তা হউন ॥২॥

ছিন্নস্বর্ণ-সদৃক্ষাঙ্গী রক্তবস্ত্রাবগুণ্ঠিনী ।
নির্ব্বন্ধবদ্ধবেণীকা চারুকাশ্মীর-চর্চ্চিতা ॥৩॥

যাঁহার অঙ্গ দ্বিধাকৃত সুবর্ণ তুল্য, রক্তবস্ত্র যাঁহার অবগুণ্ঠন অর্থাৎ অঙ্গপ্রাবরণ, যাঁহার বেণী অতি যত্নসহকারে সুবদ্ধ এবং মনোহর কাশ্মীর অর্থাৎ কুঙ্কুমদ্বারা যাঁহার অঙ্গ লিপ্ত ॥৩॥

দ্বিকলেন্দু-ললাটোদ্যৎ-কস্তূরী-তিলোকজ্জলা ।
স্ফুট-কোকনদদ্বন্দ-বন্ধুরীকৃত-কর্ণিকা ॥৪॥

যাঁহার ললাটপট্টে দ্বিকলচন্দ্রের মধ্যে কস্তূরী-তিলক সমুজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম দ্বারা যাঁহার মনোহর কর্ণ ভূষণ ॥৪॥

বিচিত্রবর্ণবিন্যাস-চিত্রিতীকৃতবিগ্রহা ।
কৃষ্ণচোরভয়াচ্চোলী-গুপ্তীকৃতমণিস্তনী ॥৫॥

অগুরু কুঙ্কুমাদি বিচিত্রবর্ণ বিন্যাসে যাঁহার বিগ্রহ বিচিত্র, কৃষ্ণরূপ চৌরভয়ে যিনি কাঁচুলী দ্বারা স্তনমণিকে গোপন করিয়াছেন ॥৫॥

হারমঞ্জীরকেয়ূর-চূড়ানাসাগ্রমৌক্তিকৈঃ ।
মুদ্রিকাদিভিরন্যৈশ্চ ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ॥৬॥

হার, নূপুর, কেয়ূর, নাসাগ্রস্থিত মুক্তা সাক্ষরাঙ্গুরীয় এবং অন্যান্য উত্তম ভূষণ দ্বারা যিনি ভূষিতা ॥৬॥

সুদীপ্তকজ্জ্বলোদ্দীপ্তনয়নেন্দীবরদ্বয়া ।
সৌরভোজ্জ্বলতাম্বুল-মঞ্জুল-শ্রীমুখাম্বুজা ॥৭॥

সুদীপ্ত কজ্জ্বল দ্বারা যাঁহার নেত্ররূপ নীলোৎপলযুগল উদ্দীপ্ত, সৌরভ-বিশিষ্ট উজ্জ্বল তাম্বুল দ্বারা যাঁহার শ্রীমুখপদ্ম মনোহর ॥৭॥

স্মিতলেশ-লসৎ-পক্কচারু-বিম্বিফলাধারা ।
মধুরালাপপীযূষ-সঞ্জীবিত-সখীকুলা ॥৮॥

যাঁহার সুপক্ক বিম্বীফলতুল্য অধর ঈষৎ হাস্যলেশ দ্বারা শোভিত এবং যিনি সুমধুর আলাপরূপ অমৃত দ্বারা সখীকুলকে সঞ্জীবিত করিতেছেন ॥৮॥

বৃষভানুকূলোৎকীর্ত্তিবর্দ্ধিকা ভানুসেবিকা ।
কীর্ত্তিদাখনিরত্নশ্রীঃ শ্রীজিতশ্রীঃ শ্রিয়োজ্জ্বলা ॥৯॥

যিনি বৃষভানুরাজের কুলকীর্ত্তিকে বর্দ্ধন করিতেছেন, যিনি সূর্য্যদেবের সেবা করেন ও যিনি স্বীয় জননী কীর্ত্তিদারূপ খনিসমুৎপন্না রত্নসম্পত্তিস্বরূপা, যাঁহার শোভা দ্বারা লক্ষ্মী পরাজিতা, এবং যিনি বেশরচনা দ্বারা অতিশয় দেদীপ্যমানা হইয়াছেন ॥৯॥

অনঙ্গমঞ্জরীজ্যেষ্ঠা শ্রীদামানন্দদানুজা ।
মুখরাদৃষ্টিপীযূষবর্ত্তি-নপ্ত্রী-তদাশ্রিতা ॥১০॥

যিনি অনঙ্গমঞ্জরীর জ্যেষ্ঠা, শ্রীদামের আনন্দদায়িনী অথচ কনিষ্ঠা, যিনি মুখরার অমৃত দৃষ্টিতে দৌহিত্রীস্বরূপ যিনি মুখরার আশ্রিতা ॥১০॥

পৌর্ণমাসী-বহিঃ-খেলৎ প্রাণপঞ্জর-শারিকাঃ ।
সুবলপ্রণয়োল্লাসা তত্র বিন্যস্তভারকা ॥১১॥

যিনি পৌর্ণমাসীর বহিঃস্থিত প্রাণপঞ্জরের শারিকাস্বরূপ, সুবলের প্রণয়ে যাহার উল্লাস হয় এবং ঐ সুবলের প্রতি যিনি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া থাকেন ॥১১॥

ব্রজেশ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রী তত্রাতিভক্তিকা ।
অম্বাবাৎসল্য-সংসিক্তা রোহিণীঘ্রাতমস্তকা ॥১২॥

যিনি ব্রজেশ্বরী যশোদার কৃষ্ণতুল্য স্নেহাস্পদ এবং ঐ যশোদাতে যাঁহার অত্যন্ত ভক্তি তথা যিনি কীর্ত্তিদা নাম্নী স্বীয় জননীর বাৎসল্য রসে সংযুক্ত, রোহিণীদেবী মঙ্গলকামনায় যাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন ॥১২॥

ব্রজেন্দ্রচরণাম্ভোজেঽর্পিতভক্তি-পরম্পরা ।
তস্যাপি প্রেমপাত্রীয়ং পিতুর্ভানোরিব স্ফুটম্ ॥১৩॥

যাঁহার ভক্তি-পরম্পরা ব্রজরাজ নন্দের পাদপদ্মে অর্পিত, এবং ব্রজরাজ নন্দ মহাশয়েরও যিনি বৃষভানুরাজের ন্যায় প্রেমপাত্রী ॥১৩॥

গুরুবুদ্ধ্যা প্রলম্বারৌ নতিং দূরে বিতন্বতী ।
বধূবুদ্ধ্যৈব তস্যাপি প্রেমভূমীহ হ্রীযুতা ॥১৪॥

যিনি গুরুবুদ্ধিতে দূর হইতে প্রলম্বারি বলদেবকে প্রণাম করেন এবং বধূবুদ্ধিতে বলদেবেরও যিনি লজ্জাযুক্ত প্রেমভূমি ॥১৪॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত *

"বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্"

সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বা

যেমন শাস্ত্রে করালী, ধূমিন, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা—এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নির কথা রহিয়াছে, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর চেতোদর্পণমার্জ্জনাদি সপ্তজিহ্বাশালী সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইলে কখনও ভবের মূলোৎপাটন এবং অপুনর্ভবের চরমফল প্রেমা উদিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সপ্তজিহ্বাকে সাতটী উপমাদ্বারা উপমিত করিয়াছেন। চিত্তকে দর্পণের সহিত, ভবকে মহাদাবাগ্নির সহিত শ্রেয়ঃকে কুমুদের জ্যোৎস্না বা শুভ্রত্বের সহিত, বিদ্যাকে বধূর সহিত, আনন্দকে সাগরের সহিত, প্রেমকে অমৃতের সহিত, কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিকে অবগাহন স্নানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'প্রতিপদং' ক্রিয়াবিশেষণটী এই সাতটী বিশেষণের প্রত্যেকটির পূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইবে। এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত ও তপঃ—সমুদয়কে ভস্মসাৎ ও আত্মসাৎ করিয়া সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করিবে এবং বিশ্বের যেখানে যত সুমেধা হইয়াছেন ও হইবেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কুমেধোগণই অন্য সাধন ও সাধ্যের স্বীকার করেন; কিন্তু সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে অকৃষ্ণবরণ পুরটসুন্দরদ্যুতি রুক্মবর্ণ মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণম্', 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবমঘ্নভীষ্টদোহম্', 'ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীম্' প্রভৃতি শ্লোকে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা করিয়াছেন। সুমেধাগণের সপ্ত-জিহ্বাযুক্ত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি শ্রীচৈতন্যমঠে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত থাকুক। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন হইলেই সত্যযুগের মহাধ্যান, ত্রেতার মহাযজ্ঞ, দ্বাপরের মহার্চ্চন যুগপৎ সাধিত হইবে। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম্ম পূর্ণভাবে থাকিলেও ধ্যানমাত্র হইত, ত্রেতায় ত্রিপাদধর্ম্মে যজ্ঞমাত্র হইত, দ্বাপরে দ্বিপাদধর্ম্মে অর্চ্চন-

---

* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৯শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের অধিবাস-বাসরেঅ পরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দকে উপদেশ প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

মাত্র হইত; কিন্তু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবে সঙ্কীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইলে যুগপৎ মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন সাধিত হইবার সুযোগপ্রদত্ত হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনব্যতীত শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনুর সেবা হয় না, অর্চ্চনের দ্বারা শ্রীরাধাগোন্দির সেবা হয় না; মহার্চ্চন সঙ্কীর্ত্তন আবশ্যক। যোগিগণের সাধন—ধ্যানে গোপিকাগণ তৃপ্ত হইতে পারেন না। দূরের জিনিষ—অপ্রাপ্ত জিনিষ—আবৃত জিনিষ ধ্যানের যোগ্য। আপনার হইতে আপনার জিনিষ, সহজ সর্ব্বস্ব জিনিষ, নিত্য-আলিঙ্গিত বস্তু দূরের বস্তুর ন্যায় ধ্যানের যোগ্য নহে —

"চিত্ত কাড়ি" তোমা হইতে,　　বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তা'রে ধ্যান শিক্ষা করাহ,　　লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর,　　পদকমল তোমার,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।"

আচার্য্য রামানুজ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

ধ্যানৈশ্বর্য্য, যজ্ঞৈশ্বর্য্য, অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের আভাসেও গোপীর বিরাগ। আচার্য্য শ্রীরামানুজ অর্চ্চনৈশ্বর্য্যের কথা জগতে প্রচার করিয়া বহু অর্চ্চন-বিমুখ অনর্থ-পীড়িত ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যে আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদ-মত্তহস্তীকে প্রবলবেগে দলিত করিয়া জগতে মহাবরণীয় বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এরূপ মহাবৈষ্ণবও সঙ্কীর্ত্তনৈকলভ্য কৃষ্ণপ্রেমের মধুরিমা বুঝিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম মায়াপুরে সেনবংশীয় রাজগণের সভা-কবি জয়দেব একদিন ইঙ্গিতে খানিকটা গৌরাবির্ভাবের গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং"-শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য

শ্রীজয়দেব-সরস্বতী গৌরাবির্ভাবের আগমনী এরূপভাবে গান করিয়াছেন—

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ-কেলয়ঃ॥"

"হে রাধে, নভোমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, বনভূমিও তমালতরু নিকরে কৃষ্ণবর্ণ নিশাভাগে শ্রীকৃষ্ণ, ভীরু, একাকী গমনে সমর্থ

হইবে না ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে যাও ! – নন্দের এইরূপ আদেশে বৃষভানুনন্দিনী হরির সহিত মিলিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই রাধামাধবমিলিতযুগলের যমুনা-কূলে বিরলকেলি জয়যুক্ত হউন।”

পূজারী গোস্বামী উক্ত শ্লোকের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সকল কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মহানুভব বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে শ্রীজয়দেব সরস্বতী এই গৌরচন্দ্রিকা যে-ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুরের মহাযোগপীঠের এক প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধামাধব ও স্বতন্ত্ররূপে রাধামাধবমিলিততনু গৌরশশধরের প্রকট লক্ষিত হয়। পারমার্থিক-আকাশ নানামতবাদরূপ নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বৃন্দা-বিপিনের তরুনিকরের মাধুর্য্যময়ী সুষমা নানাপ্রকার আবরণে লোক-লোচনে অন্ধকারময় প্রতিভাত হইয়াছে, দ্বাপরের নিশাভাগে অর্থাৎ দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া “মামেকং শরণং ব্রজ”, “অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ” প্রভৃতি যে সকল সাক্ষাদ্‌বাণী নিজোদ্দেশে বলিয়াছিলেন, নাস্তিকতার নিশা ও নেশা প্রবল হইলে জীবকুল স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেই সকল বাণীকে অসুর-বুদ্ধিতে দম্ভময়ী বিচার করিয়া মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছে ; সুতরাং এ সময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে গমন করিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে না। লোকলোচনে শ্রীকৃষ্ণের এই ভীরুতার প্রতীতিকে প্রশমিত করিবার জন্য বৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলিত হইয়া আবির্ভাব আবশ্যক। সুতরাং ‘গৃহং প্রাপয়’ অর্থাৎ ‘গৌরগৃহং মহাযোগপীঠং প্রাপয়’, গৌরগৃহ মহাযোগপীঠে রাধামাধবমিলিততনু হইয়া গমন কর—নন্দগৃহ বা পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্রগৃহ যোগপীঠে গমন কর।

নন্দের অপর একনাম—বসুদেব। যদিও আমরা চতুর্থ স্কন্ধে ‘সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্’ শ্লোকে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার দেখিতে পাই, তথাপি বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। রাধামাধবমিলিততনুর আবি-র্ভাবের অধিবাসোৎসব-সঙ্কীর্ত্তনমুখে সাধিত হউক, অন্য সমস্তচিন্তাস্রোতঃ সঙ্কীর্ত্তনাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া যাউক, কৃষ্ণকামাগ্নি, কৃষ্ণনামাগ্নি, কৃষ্ণধামাগ্নি বিশ্বের নিখিল চেতনইন্ধন হউক। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীযমুনার সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন যে গঙ্গাদেবী, তৎকূলে রাধামাধবমিলিতযুগলের রহঃকেলি যে-সঙ্কীর্ত্তনরাস, তাহা জয়যুক্ত হউক।

প্রশ্নোত্তর

(দৈব-বর্ণাশ্রম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর)

১৫। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কি ?

"কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন, শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণ-বিধি।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ৫।১৪৩

১৬। বৃত্তিগত বর্ণনির্ণয়ের সার্থকতা আছে কি ? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি ?

"মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাব-অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় কেহ চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার—ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; শৌর্য্য ও রাজ্যশাসন যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবা-মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে ও অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহের দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ৮।৫৮

১৭। বর্ণাশ্রম-বিধি সংরক্ষণে ভগবদবতার ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হইতে পারেন কি ?

"আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম,—আমি (শ্রীকৃষ্ণ) ইচ্ছাময়, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ইচ্ছা হইলে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অবতীর্ণ হই ; যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভাব হই ; আমার (শ্রীকৃষ্ণের) জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি, কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে ; সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি (আমি) ব্যতীত আর কেহ সমর্থ

হয় না ; অতএব আমি (শ্রীকৃষ্ণ) স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানির নিবৃত্তি করি ; এই ভারতভূমিতেই যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয় ; আমি (শ্রীকৃষ্ণ) দেবতির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই ; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না ; সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি ; কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন-করণার্থ আমি (শ্রীকৃষ্ণ) অধিকতর যত্ন করি। অতএব, যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎ-পরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।"

—গীঃ বিঃ ভাঃ ৪।৭

১৮। ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের তারতম্য কি ?

"ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল।"

—'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব', সঃ তোঃ ৪।৬

১৯। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আসক্ত থাকিলে ভজনোন্নতি হয় কি ?

"অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন ; তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২০। ভারতভূমিতেই সকল রমণীয় অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন কেন ?

"যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার তাহা ভারত-ভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ এবং চরম ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপ আচরিত হয় না।"

—রঃ ভাঃ ৪।৭

২১। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার সমীচীন ?

"ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না।"

—'ব্রাহ্মণস্য বৈষ্ণবত্ব', স, তোঃ ৪।৬

২২। ব্রাহ্মণ কয়প্রকার ? বৈষ্ণবত্বলাভের পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানটী কি ?

"ব্রাহ্মণ দুই প্রকার অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমর্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। * * * * পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।"

—'ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব সঃ তোঃ ৫।৬

২৩। স্বভাবসিদ্ধ ও জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কিরূপ মর্য্যাদা আবশ্যক ?

"ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার—স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদি-সম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে।"

—জৈঃ ধঃ, ৬ষ্ঠ অঃ

২৪। সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ কখন বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা আছে ?

"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

২৫। কেবল জাতিনিমিত্ত কোনও ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা কি শাস্ত্র-সম্মত ?

"জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না ; কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান শমেত্যাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ ৪৬ সূঃ

২৬। বর্ণাশ্রমবিধি-নিষেধ বা কোনপ্রকার উচ্চাবচ অবস্থান্তরহেতু বৈষ্ণবের হরিভজনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি ?

"শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না; এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন। যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত; শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-বাসরে
আমার হৃদয়াঞ্জলি

কোজাগরী পূর্ণিমা ত ফিরিয়া আসিল
মোর গুরুদেব তবে কেন না ফিরিল ॥
এই পূর্ণিমাতে সবে আনন্দিত হিয়া।
লক্ষ্মীর করুণা-আশে রহেত জাগিয়া ॥
আমিও জাগিয়া থাকি গুরুপদ চেয়ে।
ঐ দিনে পুনঃ ফিরে আসিবে বলিয়ে ॥
যেই শুভক্ষণে কৃষ্ণ রাসে গিয়েছিল।
সেইক্ষণে গুরু মোর অন্তর্হিত হ'ল ॥
রাধারাণী প্রিয়সখিগণে সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন রাসস্থলীতে পুলকিত হৈয়া ॥
মোর গুরুদেব তার অন্তরঙ্গ সখী।
চক্ষু-ইসারায় তাঁরে লইলেন ডাকি ॥
রাস দেখি পুনঃ ফিরে আসিবেন বলে।
আমিও জাগিয়া থাকি ঐদিন হ'লে ॥

যে-পথে গিয়াছে, সে-পথে ফিরিবে।
অনিমেশ নয়নে, চেয়ে আছি সবে ॥
কৃপাকরি পুনঃ কবে ফিরিয়া আসিবে।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম সার্থক করিবে ॥
গৌড়ীয়-ভাস্কর তুমি হ'লে অন্তর্হিত।
ঘোর অন্ধকার আসি পূরিল জগত ॥
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে ভক্তগণ।
আকুলি-ব্যাকুলি হ'য়ে কাঁদে সর্ব্বক্ষণ ॥
কবে পুনঃ গৌড়াকাশে উদিত হইবে।
ভক্তগণের মনবাঞ্ছা পূরণ করিবে ॥
সেই আশাপথ চেয়ে আছিগো বসিয়া।
দেখা দিয়ে মো-সবার পূর্ণ কর হিয়া ॥
হায় শ্রীগোবিন্দ! তব নিজজনে।
কালাতীত জনে তুমি কোথা লুকালে ॥
আছে অযোধ্যা কোথা সে রাঘব?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে' পাণ্ডব??
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে' শ্রীগৌরাঙ্গ?
আছে ক্ষেত্রধাম, আজ কোথা ভক্তবৃন্দ??
তোমার বিরহে আজি কাঁদে অভাজন।
কৃপাকরি এস প্রভু দাও দরশন ॥
আমার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া।
ভক্তিপথে নিয়ে চল, পথ দেখাইয়া ॥
তবে ত উদ্ধার প্রভু হইবে আমার।
কৃপাকর মোরে প্রভু, মিনতি আমার ॥

অধমা সেবিকা—
(শ্রীমতী) উষারাণী দাসী (ভক্তিপ্রভা)
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৮)

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর পাণ্ডবগণ অপ্রকট-সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অর্জ্জুনের গতিবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদসরোরুহম্।
সৌহার্দ্দেনাতিগাঢ়েন শান্তাসীদ্বিকলা মতিঃ॥
বাসুদেবাঙ্ঘ্রিধ্যান-পরিবৃংহিতরংহসা।
ভক্ত্যা নির্ম্মথিতাশেষ-কষায়ধিষণোঽর্জ্জুনঃ॥
গীতং ভগবতা জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
কালকর্ম্মতমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ॥
বিশোকো ব্রহ্মসম্পত্ত্যা সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ।
লীনপ্রকৃতিনৈর্গুণ্যাদলিঙ্গত্বাদসম্ভবঃ॥ (১।১৫।২৮-৩১)

এই প্রকারে প্রগাঢ় সৌহার্দ্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণকমল চিন্তা করিতে করিতে অর্জ্জুনের বুদ্ধি শান্তা ও বিমলা হইয়াছিল। বাসুদেবের নিরন্তর ধ্যানহেতু ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়া বুদ্ধির অশেষ কষায় বিনষ্ট হইল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট যে-জ্ঞানকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কাল-কর্ম্মতমোবশতঃ যাহা আবৃত হইয়াছিল, পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মসম্পত্তি দ্বারা তিনি শোকরহিত ও দ্বৈতসংশয় রহিত হইয়া প্রকৃতিলয়ে নৈর্গুণ্য ও অলিঙ্গ হেতু তিনি অসম্ভব হইলেন।

মৌষল লীলাদ্বারা যদুকুল ধ্বংস হইবার সময় অর্জ্জুন দ্বারকায় ছিলেন। তিনি সেই শোচনীয় ঘটনায় শোকে মুহ্যমান হইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট তৎসমস্ত ঘটনা ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বর্ণন করিলেন। তৎপরে প্রগাঢ় প্রীতি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতে করিতে অবিলম্বে সাক্ষাদ্দর্শনের মত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুস্পষ্ট স্ফূর্ত্তি পাইলেন। তাহাতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিয়োগজনিত শোক দূর হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে গীতায় উপদেশ করিয়াছিলেন—তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার অর্চ্চন কর, আমাকে নমস্কার কর তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। অর্জ্জুন কাল, কর্ম্ম ও তমঃ হেতু তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যে-কাল দ্বারা জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সে কাল নহে; ভগবল্লীলেচ্ছাময় কাল। ভগবৎ-পরিকরগণের উপর কালের কোন অধিকার না থাকায়

কালবশে তাঁহাদের ভ্রান্তি হইতে পারে না, তবে শ্রীভগবান্ কোন লীলা-নির্ব্বাহের জন্য পরিকরগণকে কোন বিষয় ভুলাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলে সেই লীলানির্ব্বাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা পরিকরগণের মনে হয় না, ইহা ভগবদিচ্ছাময় কাল। তাঁহাদের কর্ম্মও জড়কর্ম্ম নহে, ভগবৎপার্ষদগণ কর্ম্ম-বন্ধন মুক্ত বলিয়া তাঁহাদের তাদৃশ বিস্মৃতি অসম্ভব। তবে লীলাবিশেষে প্রগাঢ় অভিনিবেশহেতু কোন বিষয়ে বিস্মৃতি হইতে পারে।

ভগবদ্ভক্তের তমঃ অর্থাৎ মায়িক অজ্ঞান নাই—লীলাভিনিবেশের হেতু অননুসন্ধান। মায়াবশ জীবের কালপ্রভাবে অজ্ঞানবশতঃ বিস্মৃতি হয়। ভগবৎ-পার্ষদগণে অজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল লীলা হইয়াছিল, অর্জ্জুনের তাহাতে আবেশহেতু ঐসকল বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সাধারণ জীবের পরলোকগত জীবের সহিত মিলনের জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা থাকে, কিন্তু অর্জ্জুনের তাহা হয় নাই। এই দেহেই তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। তখন তাঁহার লীলাবশে সংঘটিত সাধারণ জীবাভিমান ঘুচিয়া পার্ষদাভিমান উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য তিনি গুণাতীত ও মায়াতীত স্থূল-সূক্ষ্মদেহের অতীত হইয়াছিলেন। অপ্রকটলীলায় প্রবেশের পর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বহিঃ সাক্ষাৎকারের মত হইয়াছিল (আমরা যেমন বন্ধু-বান্ধবকে দেখি তদ্রূপ)।

অর্জ্জুনের ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত দূরে গমন করিয়াছেন জানিয়াই কি তুই নির্জ্জন স্থানে নিরপরাধগণকে প্রহার করিতেছিস? (ভাঃ ১।১৭।৬) এবং মুনিগণ বলিয়াছিলেন—পাণ্ডবগণ ভগবৎপার্শ্ব গমনের জন্য রাজকিরীট সেবিত সিংহাসন সদ্য ত্যাগ করিয়াছেন (ভাঃ ১।১৯।৪৭)। সুতরাং সমস্ত পাণ্ডব ও তাঁহাদের নিজজনগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই অন্তিমাগতি।

শ্রীবিষ্ণুর প্রভৃতির লীলাবসানে যমলোকগতি—যমাদি অংশে নিজ অধিকার পালনের জন্য লীলা দ্বারা কায়ব্যূহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কারণ শ্রীবিদূর শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ। প্রকটলীলাবসানে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, বিদূর যমলোকে এবং অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গিয়াছেন! এস্থলে সমাধান এই—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে অংশাবতার সকল তাঁহাতে মিলিত হন, আবার অন্য সময়ে—অপ্রকটলীলায় প্রবেশকালে

তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করেন। এইরূপে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদগণের অংশে মিলিত হইয়াছিলেন অপ্রকটলীলার সময় বিভিন্ন দেবাংশগণ পার্ষদগণ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিভিন্ন দেবলোকে গমন করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের উপর জগতের কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। নির্দ্দিষ্টকাল তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা বা পার্ষদগণের অপ্রকট-লীলাকালে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অবশিষ্ট থাকায় নিজ নিজ অধিকার পালনের জন্য যাইতে হইয়াছে। বিদুর প্রভৃতি স্বয়ংরূপে যমলোকে যান নাই। যমাদি-অংশে যমলোকে গিয়াছেন লীলাতে কায়ব্যূহ আবিষ্কার দ্বারা, কিন্তু স্বয়ংরূপে ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছেন। কায়ব্যূহ স্বয়ংরূপ হইতে আকৃতিতে অভিন্ন বলিয়া অন্যের মনে হইয়াছিল যে, বিদুরাদি যমলোকে গিয়াছেন। ইঁহারা অলক্ষিতভাবেই অপ্রকট ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছেন।

পরীক্ষিতের গতি সম্বন্ধে শ্রীশৌনকাদির (ভাঃ ১।১৮।১৬) উক্তি—

স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্‌যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ।
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্॥

এই শ্লোকে পরীক্ষিতের অন্তিমে শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন বৃত্তান্ত-শ্রবণে সমাগত মুনিগণ তাঁহার অধ্যবসায় শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বে বয়ং তাবদিহাস্মহেঽথ কলেবরং যাবদসৌ বিহায়।
লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ॥
(ভাঃ ১।১২।১৯)

যাবৎ এই পরম ভাগবত পরীক্ষিত দেহত্যাগ করিয়া সত্য, শোকশূন্য পরম-লোক প্রাপ্ত না হন, তাবৎ আমরা সকলে এস্থানে অবস্থান করিব। কিন্তু শ্রীশুকদেবের শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মর্ব্বিনাশমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥ (ভাঃ ১২।৬।৫)

হে ভগবন্! তক্ষকাদি মৃত্যু হেতু হইতে আমার ভয় নাই! আমি আপনার প্রদর্শিত ব্রহ্মনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছি। এস্থলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা তক্ষক দংশনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল—একথা তাঁহার নিজ উক্তি। এস্থলে যদি তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত, তবে ইহলোকে থাকিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ অসম্ভব হইত, ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও চিরকাল সে অবস্থায় ছিলেন না, পরে পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভীষ্মদেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে কাহারও সন্দেহই থাকিতে পারে—যখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রকট থাকিতে ভীষ্মদেব জগৎ ছাড়িয়া গেলেন। ভীষ্মদেবের সঙ্কল্প ছিল অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি। শ্রুতি বলেন—যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষোভবতি তথেত্যভবতি—জীব ইহলোকে যেরূপ সঙ্কল্প করে পরলোকে তদ্রূপ প্রাপ্তি ঘটে; তদনুসারে ভীষ্মদেবের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। ইহলোকে বিরাজিত থাকিলেও সেই ধামেও প্রকাশমান ছিলেন। সুতরাং ভীষ্মদেবের অপ্রকটলীলায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশান্তরে প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

শ্রীপৃথু মহারাজের গতিও শ্রীপরীক্ষিতের মত হইয়াছিল। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলোক প্রাপ্তি তদীয় ভার্য্যা অর্চ্চির গতি দর্শন দ্বারা সূচিত হয়। দেবীগণ অর্চ্চিসম্বন্ধে বলিয়াছেন—অহো! এই বধূ অর্চ্চি অতি ধন্যা। ইনি যজ্ঞেশ্বরপত্নী লক্ষ্মীর মত ভূপতিগণের পতি নিজপতি পৃথুকে ভজন করিয়াছেন। সেই দুর্বিভাব্য কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া স্বামীর পশ্চাৎ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিতেছেন। এখানে ঊর্দ্ধগতি বলিতে ভগবদ্ধামপ্রাপ্তি স্বামীটীকা হইতে জানা যায়। (ভাঃ ৪।৩।২১)

শ্রীভরতসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিনিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে তাঁহাকে জ্ঞানিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে; এই বিরোধের সমাধান হেতু বলিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতে যে-ভরতের বিষয় বর্ণিত আছে বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার কথা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ভরত ভক্তিনিষ্ঠ, আর বিষ্ণুপুরাণে জ্ঞানী ভরতের কথা উক্ত হইয়াছে। যে-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতে ভরতের কথা উক্ত হইয়াছে তিনি ছিলেন ভক্ত। আর বিষ্ণুপুরাণে যে-ভরতের উক্তি আছে তাহা অন্য কল্পের উক্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীপরীক্ষিৎ, ভীষ্ম, ভরত প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে যে সংশয় ছিল তাহা অমূলক জানিতে হইবে। পরম ভক্তগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ক্রম ভগবৎপ্রাপ্তিতে পর্য্যবসিত। তাঁহারা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ মনে করেন না। ভগবৎপ্রীতিকেই চরম পুরুষার্থ মনে করেন। ইহলোক ত্যাগের সময় তাঁহাদের অন্য প্রকার গতি জানা গেলেও পরিণামে তাঁহারা প্রীতি-রাজ্যে উপস্থিত হন। মহাভক্তগণের প্রীতির উদাসীন গতি হইতে পারে না। তাঁহারা না চাহিলেও তাঁহাদের নিকট প্রীতির অনুকূল সম্পত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রীতিমান ভক্তগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য—যদি ভগবান্ সেই

সম্পত্তি দান না করেন, তবে না দেওয়ার জন্যও প্রীতির উল্লাস হইয়া থাকে। আর যদি তিনি তাদৃশ সম্পত্তি দান করেন, তবে সেই দেওয়ার জন্যও তাঁহাদের প্রীতির উল্লাস হয়। শ্রীদাম বিপ্রের চরিত্র ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ ধনদান করেন নাই মনে করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—এ ব্যক্তি নির্ধন; ধন পাইলে মত্ততা হেতু আমাকে আর স্মরণ করিবে না, এই মনে করিয়া পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অল্প ধনও দান করেন নাই। পরে যখন দেখিলেন যে অতুল সম্পত্তির তিনি অধিকারী, তখন বলিলেন—আমি দুর্ভাগ্যশালী অতিদরিদ্র, আমার এই সম্পত্তি প্রাপ্তির হেতু মহৈশ্বর্য্য-শালী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমার সখা মেঘের মত অসাক্ষাতে যাচ্ঞাকারীকে প্রচুর দান করেন। নিজ দত্তবস্তু প্রচুর হইলেও তিনি অল্প মনে করেন—আর ভক্তদত্ত বস্তু তুচ্ছ হইলেও বহু মনে করেন। তিনি আমা কর্ত্তৃক নীত এক মুষ্টি চিপিটক প্রীতিসহকারে ভোজন করিয়াছিলেন। জন্মে জন্মে তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য হউক। মহানুভব গুণালয় শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সঙ্গপ্রাপ্ত তদীয়গণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হউক।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিত-সম্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠার পর)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

সম্মোদন-ভাষ্যম্

প্রেমদশালব্ধানাং জীবানাং কা প্রবৃত্তিরিত্যালোচ্যাহ—আশ্লিষ্য বা পাদরতাং ইতি। পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য সুখয়তু, মাং পদতলে পিনষ্টু পেষণং করোতু অথবা অদর্শনান্মাং মর্ম্মহতাং মর্ম্মপীড়িতাং করোতু; স লম্পটচূড়ামণির্যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ মাং বিদধাতু, স কদাচিন্না-

পরো ভবতি, যতঃ স এব সর্ব্বথা মম প্রাণনাথঃ "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত কর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদাহমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" ইতি লক্ষণেন ভক্তানাং প্রেমদশায়াং কৃষ্ণৈক-জীবনত্বম্। সিদ্ধৌ চ প্রেমদশায়াং ভক্ত-কৃষ্ণয়োঃ পরস্পর-মাকর্ষণরূপঃ পরমো ধর্ম্মো দীপ্যতে। "যথা ভ্রাম্যতায়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়ে"তি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ। অত্রেদমালোচ্যম্, অণুচৈতন্যস্য জীবস্য বিভু-চৈতন্যস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধে ক্বচন স্বাভাবিকো ধর্ম্মোঽস্তি তয়োঃ পরস্পর-সম্বন্ধাত্মকঃ। স চ ধর্ম্মো জীবস্য বহির্ম্মুখদশায়াং লুপ্তপ্রায়স্তিষ্ঠতি। পুনর্যদা জীবস্য স্বভাবপরিষ্ক্রিয়া স্যাৎ, তদা জীবকৃষ্ণয়োরুভয়গতঃ পূর্ব্বসিদ্ধো ধর্ম্মঃ পুনঃ প্রকটো ভবতি। আবর্ষসন্নিধৌ পরিষ্কৃতময়ঃ লৌহং যথা তথেতি। একদ্দশায়াং পূর্ব্বসিদ্ধধর্ম্মপ্রকটনমেবধর্ম্মস্য প্রয়োজনং, ন ত্বন্যৎ। জীবস্যাপি তদ্ধর্ম্মসাধনে ফলান্তরাভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যাং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনে"তি ভগবদ্বচনাৎ। কৃষ্ণ-প্রীতিরেব তৎপ্রীতেঃ ফলমিতি সিধ্যতি। অত্রাদর্শনাৎ যন্মর্ম্মাহতত্বং, তদপি ন দুঃখজনকং, কিন্তু পরমসুখজনকম্ ইতি দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ "এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ" ইতি। অতঃ সুষ্ঠূক্তমাশ্লিষ্য বেতি। এতদষ্টক-মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশঃ, রাধয়া যন্মম মাধুর্য্যমাস্বাদিতং তদেব কীদৃশং, তদাস্বাদনে যৎ সৌখ্যং তৎ কীদৃশং বেতি বিচিন্ত্য তদাস্বাদনলালসয়া পরমতত্ত্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যলীলাপীঠস্বরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকোষ্ঠ-বিশেষে গোলোকাখ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম্নি ঔদার্য্যপ্রচুরভগবৎস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাকারেণ নিত্যং তদ্ভাবযোগ্যাং লীলামাতনোতি। স চ সপ্তাধিকে চতুর্দ্দশশকাব্দে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতেন শ্রীচৈতন্যরূপেণ

শ্রীগৌড়দেশান্তর্গতাপরবৃন্দারণ্য ইব শ্রীমন্নবদ্বীপনগরে শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পত্নী-শ্রীশচীগর্ভে ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং প্রাদুরাসীৎ। শৈশবে বয়সি বালচাপল্যেন, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাসেন, কৈশোরে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক-সংসারচেষ্টাপরিদর্শনেন, ভক্তিপ্রচারেণ চ গৌড়ক্ষিতিং পরমানন্দেন প্লাবয়ামাস। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি-ঈশ্বরপুরীসকাশাৎ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস। চতুর্ব্বিংশবর্ষে শাঙ্করসন্ন্যাসি-শ্রীকেশবভারতীসকাশাৎ সন্ন্যাসং গৃহীত্বা স্বগৃহং ত্যক্তবান্। ততস্তীর্থভ্রমণ-ছলেন গৌড়পাশ্চাত্যোঢ্রদাক্ষিণাত্য-প্রভৃতিদেশবাসিনো বিশুদ্ধভক্তিতত্ত্বং শিক্ষয়ন্ নানামতবাদিনাং মত-খণ্ডনানন্তরং চতুর্ব্বিধবৈষ্ণবসম্প্রদায়-সিদ্ধান্ত-সাররূপমচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বমূলকং স্বমতং স্থাপয়ংশ্চ ষড়্বর্ষাণি যাপয়ামাস। ততোঽষ্টা-দশবর্ষাণি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসন্ চতুর্দ্দিক্ষু ভক্তিপ্রচারকান্ প্রেরয়িত্বা স্বমতং বিস্তৃতবান্। স্বয়ঞ্চ বহুসিদ্ধবৈষ্ণবপরিসেবিতঃ কদাচিৎ ভক্তি-প্রচারং কদাচিদ্বা স্বীয়োদ্দেশ্যত্রয়সাধনরূপ-প্রেমাস্বাদনং কৃতবান্। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-জীব-প্রবোধানন্দ- স্বরূপ-রামানন্দ-কবিকর্ণপুর-প্রভৃতিভিঃ স্বকীয়-সিদ্ধপার্ষদগণৈঃ হৃদিপ্রেরণয়া স্বমত-পরিপোষকাণি নানাশাস্ত্রাণি কারয়ামাস। স কদাচিদপি সর্ব্বসিদ্ধান্ত-পরিপূর্ণমষ্টকমিদং রচয়ন্ সর্ব্বানধিকারবিশিষ্টান্ জীবানশিক্ষয়ৎ। কদাচিদ্বা স্বীয়ান্তরঙ্গসঙ্গিদ্বয়স্বরূপ-রামানন্দ-সহিতোঽস্য তাৎপর্য্যমা-স্বাদয়ামাস। এতৎ সর্ব্বং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদৌ বিবৃতমস্তি। শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ স্বীয়গৃহস্থচরিতেন স্বধর্ম্মপরান্ গৃহস্থান্, স্বীয়সন্ন্যাস-চরিতেন চ সর্ব্বান্ পরিব্রাজকাংশ্চ পুনশ্চোপদেশদ্বারা সর্ব্বান্ জীবান-শিক্ষয়ৎ। অস্য শিক্ষাষ্টকস্য মাহাত্ম্যম্ অনন্তম্।

গৌরাঙ্গ-বক্ত্রাব্জবিনিঃসৃতং শ্রীশিক্ষাষ্টকং যে প্রপঠন্তি ভক্ত্যা।
তে গৌরপাদাসবমুগ্ধচিত্তা মজ্জন্তি প্রেমাম্বুনিধৌ মুরারেঃ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চতুঃশতাব্দ একাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
সন্মোদনাখ্যং প্রভুবাক্যভাষ্যং কেদারনাথেন ময়া প্রণীতম্॥

মাধুর্য্যরসাস্বাদিশুদ্ধবৈষ্ণবানাং সম্বন্ধেঽস্য সর্ব্ববেদসারত্বং ভগবন্মুখাব্জ-গলিতত্বান্মহাবাক্যত্বঞ্চ, সর্ব্বৈরেব ভাগ্যবদ্ভিরষ্টকমিদং কণ্ঠভূষণং কর্ত্তব্যং, সর্ব্বদা পঠনীয়ং পূজনীয়ঞ্চ ।

ইতি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রবদনাব্জবিগলিত-
শ্রীশিক্ষাষ্টকস্য সম্মোদনং নাম ভাষ্যং
। সম্পূর্ণম্

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

প্রেমদশালব্ধ জীবগণের প্রবৃত্তি কিরূপ, ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—'পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বা'—ইহাই। মাদৃশ পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গন করিয়া সুখী হউন, আমাকে পদতলে পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মপীড়িত করুন; তিনি লম্পটচূড়ামণি আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন; কারণ সর্ব্বপ্রকারে তিনিই আমার প্রাণনাথ। "যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্ট কর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"—এই লক্ষণদ্বারা ভক্তদিগের প্রেমদশাতে কৃষ্ণৈকজীবনত্ব প্রমাণিত হয়। প্রেমদশাসিদ্ধিকালে ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পরাকর্ষণরূপ পরমধর্ম্ম দীপ্তিমান হয়। "হে দ্বিজ! লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তমণির (চুম্বকপ্রস্তরের) সন্নিধানে স্বয়ং ভ্রমণ করে, সেরূপ চক্রপাণির যাদৃচ্ছিক সন্নিকর্ষহেতু আমার চিত্ত আপনা হইতেই এরূপ ভেদ-প্রাপ্ত হইয়াছে।"—এই শ্রীমদ্ভাগবতরচনানুসারে এস্থলে ইহাই আলোচ্য হইতেছে যে, অণুচৈতন্য জীব ও বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পরসম্বন্ধাত্মক স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোথায়ও বর্ত্তমান আছে। সেই ধর্ম্ম জীবের বহির্ম্মুখদশায় লুপ্তপ্রায় থাকে। পুনরায় যখন তাহার স্বভাব পরিষ্কৃত হয়, তখন জীব-কৃষ্ণের মধ্যে উভয়গত পূর্ব্বসিদ্ধ ধর্ম্ম পুনঃ প্রকটিত হয়। অয়স্কান্তমণির সন্নিধানে যেরূপ পরিষ্কৃতময় লৌহ—সেইরূপ। এরূপদশায় পূর্ব্বাসিদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকাশনই ধর্ম্মের প্রয়োজন, অন্য কিছুই নহে। জীবেরও তদ্ধর্ম্মসাধনে ফলান্তরের অভাব—ইহাই জ্ঞেয়।

আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ (প্রেমময়) তোমরা দুর্জ্জয়গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হইব না। অতএব তোমরা নিজ নিজ সুধৃক্ততাদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।"— এই ভগবদ্বাক্যদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতিই যে তৎপ্রীতির ফল, ইহাই সিদ্ধ হইল। এখানে অদর্শনহেতু যে মর্ম্মাহতত্ব, তাহাও দুঃখজনক নহে, কিন্তু পরমসুখ-জনক, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন। "হে প্রিয়াবৃন্দ! হে অবলাগণ, তোমরা আমার নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্ম তথা আত্মীয়গণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমাতে তোমাদের ধ্যানের নৈরন্তর্য্য-সাধনের নিমিত্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম এবং অসাক্ষাতে তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিলাম। আমি তোমাদের প্রিয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে। অতএব 'আলিঙ্গনপূর্ব্বক পদদ্বারা ইহা সুষ্ঠু ভাবে উক্ত হইল। এই অষ্টকের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিব। স্বরূপশক্তি-শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কীদৃশ, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আমার যে মাধুর্য্য আস্বাদিত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপ, আস্বাদনে শ্রীমতীর যে-সুখ অনুভূত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপ, ইহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তদাস্বাদন-লালসাবশতঃ পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলাপীঠস্বরূপ বৈকুণ্ঠে প্রকোষ্ঠ-বিশেষে গোলোকনামক শ্রীনদ্বীপধামে ঔদার্য্যপ্রচুর ভগবৎস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করিয়া নিত্য-তদ্ভাবযোগ্যা লীলা বিস্তার করিলেন। ১৪০৭ শকাব্দে তিনি রাধাভাবকান্তিযুক্ত শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীগৌড়দেবান্তর্গত শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন সদৃশ শ্রীনবদ্বীপনগরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রপত্নী শ্রীশচীগর্ভে ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শৈশবকালে বালচাপলতা, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাস, কৈশরে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যলীলা ও ভক্তিপ্রচার দ্বারা গৌড়ভূমিকে পরমানন্দে প্লাবিত করিয়াছেলেন। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ি-পরিব্রাজকচূড়ামণি শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জীব-গণের সাধুগুরুপদাশ্রয় যে একান্ত কর্ত্তব্য ইহাই শিক্ষা দিলেন; চব্বিশ

বৎসর বয়সে শাঙ্করসন্ন্যাসী শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর তীর্থভ্রমণচ্ছলে গৌড়, পাশ্চাত্য, ঔড্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশবাসিগণকে বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দান করিয়া নানা-মতবাদিদিগের মতখণ্ডনপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসাররূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বমূলক স্বমত স্থাপন করিয়া ষষ্ঠবৎসর যাপন করিলেন। তৎপর অষ্টাদশ বৎসরকাল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভক্তিপ্রচারক প্রেরণ করিয়া স্বমত বিস্তার করেন। নিজেও বহুসিদ্ধবৈষ্ণব-সেবিত হইয়া কদাচিৎ ভক্তিপ্রচার এবং কখনও স্বীয়-উদ্দেশ্যত্রয় সাধনরূপ প্রেম আস্বাদন করিতেন। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-জীব-প্রবোধা-নন্দ-স্বরূপ-রামানন্দ-কবিকর্ণপুর প্রভৃতি স্বকীয়-সিদ্ধপার্ষদগণের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বমত-পরিপোষক নানাশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি কখনও সর্ব্বসিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ এই অষ্টক রচনা করিয়া সর্ব্বানধিকার-বিশিষ্ট জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কখনও বা স্বরূপ-রামানন্দ অন্তরঙ্গ-সঙ্গিদ্বয়ের সহিত ইহার তাৎপর্য্য আস্বাদন করিতেন। এ সমস্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদিতে বিবৃত আছে। শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্র স্বীয় গৃহস্থচরিতাদর্শে স্বধর্ম্মপর গৃহস্থগণকে, সন্ন্যাসচরিতাদর্শে সন্ন্যাসিবৃন্দকেও পুনঃ উপদেশবাক্য-দ্বারা সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষাষ্টকের মাহাত্ম্য অনন্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখপদ্মবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টক যাঁহারা ভক্তিসহকারে পাঠ করেন, তাঁহারা গৌরপাদপদ্মমধুলোভে মুগ্ধচিত্ত হইয়া মুরারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হন। ৪০১ গৌরাব্দে কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মৎকর্ত্তৃক সম্মোদনাখ্য প্রভুবাক্য-ভাষ্য প্রণীত হইল। মাধুর্য্যরসাস্বাদি শুদ্ধবৈষ্ণবদের নিকট ইহা সর্ব্ববেদসারতুল্য এবং ভগবন্মুখপদ্মনিঃসৃতহেতু মহাবাক্যস্বরূপ। ভাগ্যবন্তমাত্রেরই এই অষ্টক কণ্ঠভূষণ, সর্ব্বদা পঠন ও পূজন করা কর্ত্তব্য।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিগলিত

শ্রীশিক্ষাষ্টকের সম্মোদননামক ভাষ্য

সম্পূর্ণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজা-বাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪ শবর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

[৩]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

বৎসরান্তে পুনরায় পরমারাধ্য-পরমাভীষ্টদেব চিদ্বিলাস শ্রীল গুরুমহারাজের ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি তাঁহার কৃপাভিক্ষারী দীন হীন অধম পতিত-গণকে কৃপা করিবার জন্য সমাগতা হইয়াছেন। আজ মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা-বাসর। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন পাইয়াছি কি? আগে দর্শন, তৎপরে সেবা বা পূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ হইলে, "তুমি মোর প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস"—এই স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপূজা সম্ভব।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুক কৃপা-পরবশ হইয়া অযাচিত করুণারূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা, "তুমি কৃষ্ণভজনের জন্য সংসারে আসিয়াছ, অতএব তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নাই"—এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য জগতে উদিত হইয়াছেন। এই জগতে তিনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয়চ্যুত হই, সেই মুহূর্ত্তেই নানাপ্রকার "অন্যাভিলাষাদি" আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। সেই হেতু, ঠাকুর শ্রীনরোত্তমদাস আশ্বাসবাণী দিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।
"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে॥"

ভগবানের প্রেমের সর্ব্বোত্তম পাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম। জগতে যতপ্রকার-পূজার প্রচলিত আছে, সেই সকল পূজা অপেক্ষা ভগবানের পূজা সর্ব্বোত্তম। সেই সর্ব্বোত্তম ভগবানের পূজক শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা আরো বড়। ভক্তের মহিমা-কীর্ত্তনে ভগবান স্বয়ং বলিলেন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতা॥

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়॥
এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥"

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়, আমি আশ্রিত; তিনি আমাদের পালক, আমি পাল্য; তিনি প্রভু, আমি দাস--এই জ্ঞান সেবকের। শ্রীকৃষ্ণ সেব্যভগবান এবং শ্রীগুরুদেব সেবকভগবান। সেবকভগবান শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যেই সেব্য-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্ভব। নতুবা, সেবকভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ উপস্থিত হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করেন। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে দয়া করিবার জন্য এজগতে উদিত হইয়াছেন। চিত্তে যদি গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়, যদি তাঁহার কথা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, তাহা হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিষ্যত্ব সম্ভব। এই শিষ্যত্ব লাভের জন্য চাই সম্পূর্ণ শরণাগতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

শিষ্যের নিকট আচার্য্যগণের গুরু-পূজার উপায়ন কি? শ্রীব্যাস-মুখনিঃসৃত শ্রুতির অনুকীর্ত্তনই শ্রীগুরুসেবার উপায়ন। গুরুপূজার আহ্বন মন্ত্রে পাই—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুদেব অধোক্ষজ-ভূমিতে অবস্থান করিয়া গুরুর কার্য্য করেন। মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত হৃদরোগে গুর্জ্জরিত মাদৃশ হতভাগ্য জীবগণকে উদ্ধার

করিবার জন্য—আমাদিগকে হরিভজন করাইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপার করুণা করিয়া মাদৃশ হতভাগাকে কৃপা করিবার জন্য দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদর্শন প্রদান করিবার হেতু অপ্রাকৃতধামে লইয়া যাইবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার অহৈতুকী কৃপা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আজ ব্যাস-পূজা-বাসরে তাঁহার পাদপদ্মপূজার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন।

আজ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কিঞ্চিৎ মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করিলাম। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের গুণ-কীর্ত্তন না করিলে আত্ম-শুদ্ধির অন্য কোন প্রকার পন্থা জগতে দৃষ্ট হয় না। আমাদের নানাপ্রকার অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই করিতে হইবে। যোগ্যতা তাঁহারাই দিবেন। মহাজন গীতিতে পাই—

"যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।"

শ্রীগুরুদেবের অনন্ত মহিমা -অনন্ত তাঁর লীলা—অনন্ত মুখে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনন্ত রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না। শ্রুতি-স্মৃতি-আগম-নিগম সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মাদৃশ অধমের গুরু-বন্দনা পুনরুক্তি দোষেদুষ্ট এবং চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে যেন-তেন প্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য স্মরণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিতই মনে করিতেছি। মায়ান্ধ-কূপে পড়িয়াছিলাম। তিনি দয়া-পরবশ হইয়া আশ্রয় দিয়াছেন। সেই হেতু, আজ এই শুভ-তিথি-বাসরে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।

এই শুভ-তিথি-বাসরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি শিষ্যের সেবাবুদ্ধি কত জাগ্রত হওয়া উচিত তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমি আমার গুরু-বন্দনা শেষ করিব। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ একে অন্যের পরিপূরক। গুরুকে বাদ দিয়া যেমন শিষ্যকে চিন্তা করা যায় না; তদ্রূপ শিষ্যকে বাদ দিয়া শুধু গুরুকেও চিন্তা করা যায় না; দুজনের একজনকে বাদ দিলে মায়ার কবলে পড়িতে হইবে। শিষ্য তাঁহাকেই বলা হইবে, যিনি শ্রীগুরুদেবের শাসন স্বীকার করেন। কারণ শাস্ত্রে বলেন—

"গুরু ছাড়ি গৌরাঙ্গ ভজে, সে পাপী নরকে পড়ি মজে।"

অতএব গুরুকে স্বীকার করিতেই হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইলে অশোক, অভয় ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া প্রকৃত সুখী হইতে পারা যায়। সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিলে, অতি শীঘ্রই তাঁহার কৃপালাভ হয় এবং কৃপাকণের প্রভাবেই শ্রীগুরুদেবের প্রতি সেবাবুদ্ধি অধিকতর বৃদ্ধি হয়—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং একমাত্র লাভ। যতটুকু হরিসেবার জন্য আবশ্যক, সেই পরিমাণ এবং সেই প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। নিঃসন্দেহে, নিষ্কপটে ও নিরলসভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচার-প্রচার গ্রহণ না করিলে, জগতে মহৎকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব যুক্ত বৈরাগ্য আচরণই গুরুসেবা।

আমি "বৈষ্ণব" এই বুদ্ধি আশ্রয় করলে অন্যকে সম্মান দেওয়া যায় না। অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনের যত্নই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণব মহৎ, কারণ তিনি মানদ। তিনি চান সমগ্র জগত হরিভজন করিয়া, শ্রেষ্ঠ হউন। নিষ্কপটে সর্ব্বক্ষণ অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব-দর্শন অভ্যাস করা আবশ্যক। এই অভ্যাসের অভাবেই অনেক সময় মঠ-মিশনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অমুকের বৈষ্ণবতা হইতে আমার বৈষ্ণবতা কোন অংশে কম নহে, গুরুদেবের সেবা আমিই বেশী করিয়াছি ইত্যাদি—ফলস্বরূপ মিশনের তথা শ্রীগুরুদেবের সেবার পরিবর্ত্তে আসে আত্মকলহ। মিশনের সেবাই যে গুরুসেবা একথা ভুলিয়া নিজ-সুখ-রসে-মগ্ন থাকিয়া নিজভজন-প্রণালীতে অতিবাহিত করিতে বাসনা জাগে। শ্রীগুরুদেবে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার অভাবেই নিজের বৈষ্ণবতার প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করি।

শ্রীগুরুদেবে যে পরিমাণে শ্রদ্ধা উদিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামেও সেই পরিমাণে সেবাবুদ্ধি হয়। এই লক্ষণ দ্বারা শিষ্যের পারমার্থিক বিচার করা আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই বৈষ্ণবের সেবা আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার বিচার নির্ব্বিবাদে সর্ব্বদা পালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদিষ্ট সেবাকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিলে শ্রীহরিনামরূপীকৃষ্ণ কৃপা করেন। কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি গুরুদেবে সঞ্চারিত হইয়াছেন। সেই আকর্ষণী-শক্তি দ্বারাই গুরুদেব তৎসন্নিধাণে আকর্ষণ করিয়া তচ্চরণসেবার সুযোগ প্রদান করে। এই সেবাই ভক্তি। এই ভক্তির প্রভাবেই আমাদের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সাক্ষাৎ করা হয়। তাহার সেবা ফলে শ্রীহরিনামে শুদ্ধ লাভ করতঃ ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়।

হে গুরুদেব ! আপনি কৃপাশির্ব্বাদবর্ষণ করুন যেন আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবাসচিবগণ ও সভ্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া সমিতির সৌষ্ঠব ও শ্রী দিনে দিনে বর্দ্ধিত করতঃ শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার শুদ্ধ-ভাবে জগতে প্রচার করিতে সক্ষম হন। সেই সঙ্গে এই অধমদাসও প্রার্থনা করিতেছে—

"তব দাসগণ-সঙ্গে তবলীলা কথা-রঙ্গে
যায় যেন আমার জীবন।"

ইতি—

শ্রীব্যাস-পূজাবাসর
১৯শে মাঘ, ১৩৭৮
ইং ২।২।১৯৭২

শ্রীগুরুদাসানুদাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)
আরক্ষা বেতারকেন্দ্র কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

[৪]

জয় জয় শ্রীগুরুদেব পতিত-পাবন।
ধন্য এই মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া-লগন ॥
প্রকৃতি রাঙিয়াছে নানান বর্ণে সাজি।
সুচারু নির্ম্মল দিবা সমাগত আজি ॥
পুণ্য তিথি শুভক্ষণে প্রকট হইলা।
ধরাধামে শুদ্ধ ভক্তিধন বিলাইলা ॥
ব্যাসাভিন্ন গুরুদেব নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
তাঁহার আশ্রয়ে জীব পায় শুদ্ধসত্ত্ব ॥
'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান'-নামে বিখ্যাত হইল।
পরাবিদ্যা কৃষ্ণভক্তি জগতে শিখাইল ॥
পতিত উদ্ধার লাগি (কৃষ্ণ) গুরুরূপ ধরে।
তাঁহার আশ্রয়ে জীব অবহেলে তরে ॥
গুরুদেব, কভু জড়বদ্ধ নাহি হয়।
নিত্য তত্ত্ব মায়ামুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বময় ॥
"জয়ন্তী" শব্দের অর্থ যাহা ঠিক হবে।
ধন্য হবে আজ গুরু তব গুণরবে ॥

রবির প্রকাশে অন্ধকার দূর হয়।
(প্রভূ) তব-প্রকটে জীবের পাপ ধংস হয়॥

ভক্তিপ্রজ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া এ জগতে।
উদ্ধারিতে বদ্ধজীবে মহামায়া হতে॥

গুরুসেবা জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত জানি।
নিষ্কপটে গুরুনিষ্ঠা অন্তরেতে মানি॥

যে-জন গুরুদেবে মনুষ্য-জ্ঞান করে।
অনন্ত নরক-পঙ্কে চীরকাল মরে॥

গুরু হন বলদেব প্রকাশ-বিগ্রহ।
মায়ান্ধ জীবের তাতে নাহিত আগ্রহ॥

প্রজ্ঞান উজ্বলদীপ এ'ভবে জ্বালিয়ে।
ভক্তি-বারি সিঞ্চিল বদ্ধজীব-হৃদয়ে॥

পাই তব কৃপা-বারি অধম পাষণ্ড।
কভু ভয় নাহি পায় দেখি যমদণ্ড॥

গুরু-তত্ত্বের মহিমা হয় অসীম।
কি করে গাহিব (তব) তত্ত্ব আমি যে সসীম॥

আজ (গুরু) তব শ্রীচরণ কি দিয়ে পূজিব।
তব সেবা হ'তে কি বঞ্চিত হইব॥

ধন কিছু নাই মোর, বিত্ত কিছু নাই।
আছে শুধু অশ্রুজল, আর কিছু নাই॥

তা' দিয়ে সিঞ্চিব ও' শ্রীরাঙ্গা চরণ।
ভক্তি-কণা দাও প্রভু এ' অমূল্য ধন॥

(গুরু) কৃপা হয় যারে পঙ্গুও লঙ্ঘিতে পারে—
সুদূল্লঙ্ঘ দূরসাধ্য পর্ব্বত-শিখরে॥

(আজ) এই শুভক্ষণে ভিক্ষামাগি তব স্থানে।
জন্ম-জন্মান্তরে স্থান দিও ঐ চরণে॥

নাই কোন অভিলাষ আছে শুধু এই আশ।
স্থান দাও গুরুদেব শ্রীচরণ-পাশ॥

নিত্যদাসাভিলাষী—
অধম **"নরহরি"** (ব্রহ্মচারী)

[৫]

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
সংসার-দাবানললীঢ় লোক-ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥১॥

এস স্মরণীয়, এস বরণীয়
মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া পুণ্যা তিথি !
এস কৃপাকরে, হৃদয়ের দ্বারে,
জাগায়ে মধুর স্তবনগীতি ।
গৌর-নিজজন, আচার্য্য তপন,
উদিলা তোমারে ধন্যা করি ।
করুণায় তার— বিমুখ সংসার
সেবাসুষমায় উঠিছে ভরি ॥

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব! আপনি ত্রিতাপে দগ্ধীভূত জীব-জগতের পরিত্রাণ হেতু গোলোক হ'তে এই ভৌম প্রপঞ্চে গৌর-কৃপাবারি-বর্ষণকল্পে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেছেন। শ্রীবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-শুদ্ধ-ভক্তি-মন্দাকিনীধারা সংরক্ষণ এবং তাঁদের মনোভীষ্ট-পূরণে আপনি একনিষ্ঠ ব্রতধর।

হে পতিততারণ প্রভো! যেরূপ গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরে ভগবান্ শ্রীগৌরহরি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-বাসরে দেবদেবীগণ নানাবিধ ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মতলে আত্মনিবেদন করিবার জন্য তদ্রূপ আজ এই মহাপুণ্যভূমি শ্রীকোলদ্বীপ ধামে, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আপনার শুভ আবির্ভাব-তিথি-পূজা-উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা, তাই মহা-ভাগ্যবান শুদ্ধ গুরুদাসগণ ও নরনারীগণ নানাবিধ ভক্তি-পূজোপোকরণ সহ সমবেত হইয়া আপনার অনন্ত যশ-গানে মত্ত হইয়াছেন।

হে আচার্য্যভাস্কর ক্ষমাময় শ্রীগুরুদেব! আপনার শান্ত-স্নিগ্ধ কোটীচন্দ্র-সদৃশ বদন-কমল-প্রভাবে শ্রীব্যাসাসন দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত। আপনার অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আপনাকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

কৃপাশক্তি মাগি প্রভো ! তোমার চরণে ।
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও তুমি গিরি সুদুর্গমে ;
জয় প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ গৌর-নিজজন ।
যাঁর আবির্ভাবে ধরায় সুখী সর্ব্বজন ॥
ভারতের পূর্ব্বাংশে মনরম স্থানে ।
বরিসাল জেলা বানারিপাড়া গ্রামে ॥
তথা সত্যনিষ্ঠ ভক্তিমান সজ্জনে ।
ধর্ম্মপ্রবর শরচ্চন্দ্রের ভবনে ॥
প্রকাশিলে তনু তব শুভক্ষণে ।
উল্লাসিত নরনারী দেখি সততে ॥
'ভুবনমোহিনী' মাতার স্নেহের বন্ধনে ।
কত বাল্যলীলা করিলে যতনে ॥
বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরাদি যৌবনে ।
কিবা অপূর্ব্ব লীলা শুনিনু শ্রবণে ॥
কৈশোরাদি লীলা তব প্রীতিবন্ধনে ।
মোহিত হইল, যত মহৎজনে ॥
ধীর-স্থির-শান্ত অতি পাণ্ডিত্বগুণে ।
আদি নাম 'বিনোদবিহারী' নামে ॥
কৃষ্ণপ্রিয়া হও তুমি বেদবচনে ।
লীলাদ্বারে জানাইলে জগতজনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভাণ্ডার বিতরণে ।
গুরুরূপে আসিলে তুমি গৌড়-গগনে ॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-জনে করিতে উদ্ধার ।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী করিলে প্রচার ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তুচ্ছ হেন জানি ।
শিখাইলে সবে মাত্র ভাগবত-বাণী ॥
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাদি তত্ত্ব ।
কলিজীবের জানাইলে নামের মহত্ত্ব ॥
যে তোমার পাদপদ্ম সবে নিরন্তর ।
সে না আসে কভু মায়াজালের ভিতর ॥

এই কৃপা কর দেব এ' অধমা দীনা হীনে।
তবজন-সঙ্গে যেন সেবি চির দিনে ॥
শ্রীহরি-কীর্ত্তনে তোমার প্রেমাশ্রু বর্ষণ।
তব প্রেমময় মূর্ত্তি ধ্যানে দেখি অনুক্ষণ ॥
গঙ্গা-যমুনা-সলিলা-স্রোতে কোলদ্বীপে।
তব ভজন-কুঠির তাঁহার সমীপে ॥
পরমহংসচূড়ামণি গৌড়ীয়ের প্রাণ।
হরিগুণ-গানে জীবের করিলেন ত্রাণ ॥
বেদবেদান্তে আদি তব গুণ গায়।
নমো নমো শ্রীকেশব পতিত আশ্রয়।

সাক্ষাদ্ধরিতেন সমস্তশাস্ত্রৈ-রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

নিবেদিতা—
দণ্ডবৎ প্রণতা
আপনার শ্রীচরণরেণু-প্রার্থী
(শ্রীমতী) গিরিবালা (দেবী)
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কার্য্য-শাস্ত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
(শ্রীভাঃ ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ, অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। অতএব, ধীর ব্যক্তি যে-পর্য্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। বিষয়সমূহ সকল জন্মেই পাওয়া যায়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৬)

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে॥
শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করে নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্ল সৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্॥
(শ্রীভাঃ ২।৩।১৮-২৩)

অর্থাৎ বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না? যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর-বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে-জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা ও দুষ্টা। পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটদ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি শ্রীমুকুন্দ-চরণে প্রণত না হয়, তবে উহা কেবল ভারমাত্র। যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান হইয়াও শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, সেই করদ্বয় মৃতব্যক্তির হস্তসদৃশ।

যে সকল পুরুষের নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না, তাহাদের নেত্র ময়ূর পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিরর্থক। যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় শ্রীহরির লীলাক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে না, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর। যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শবতুল্য। যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণসংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ লইয়া আনন্দিত না হয়, সে ব্যক্তি নিশ্বাস থাকাসত্ত্বেও মৃতের তুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীঅজামিল-উপাখ্যানে যমরাজ তাঁহার দূতগণকে বলিতেছেন,—

তানানধ্বয়মসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥
জিহ্বা ন ব্যক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

অর্থাৎ, মুকুন্দপদারবিন্দের যে মকরন্দরস অসৎসঙ্গবর্জ্জিত, নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর পান করিয়া থাকেন, তাহাতে বিমুখ হইয় ৷যে-সকল অসৎ ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহেই একান্ত আসক্ত, হে দূতগণ, তাহাদিগকেই তোমরা আমার সমীপে আনয়ন করিবে। যে-সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন,—

শৈশব-যৌবনে জড়সুখ-সংঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্মদোষে এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময়, সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥

কৃষ্ণ বড় দয়াময়,　　করিবারে জিহ্বা জয়
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল, ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও,　　রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই॥

"এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর, ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে॥"

দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে॥
'সংসার' 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ-পতন হ'লে কি র'বে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি এত করি, না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায়, হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগত কোথা রহিবে বৈভব?
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর-শৃগাল সবে আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥

যে দেহের এই গতি, ত'ার অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

তিনি আরও জানাইতেছেন,—

শরীরের সুখে মন, দেহ, জলাঞ্জলি।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হ
সিদ্ধদেহ-সাধন-সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী॥
কিন্তু নাহি জান, মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য-বল—নহে চিরদিন।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়॥
যে পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি!
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি,'
শেষে জীব পাশরে আপনি॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর?
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন,
সহজসমাধি-যোগে সাধ'।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর॥
সিদ্ধদেহ-অনুগত কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

প্রকৃত স্বাস্থ্য

আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মার স্বাস্থ্য খুব ভাল, সুস্থ, সবল তাঁহাদের দেহরোগ হইলেও বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।" হতভাগ্য আমরা অনেকে একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের আত্মা এখন নিদ্রিত, মনই এখন আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাই মনে হইতেছে—দেহ-মনের তর্পণ করিলেই মানবজীবনের কর্ত্তব্য শেষ হইল।

পরমার্থ-পথের দ্বারে আসিয়াও আমরা অনেক সময় মনে করি, সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য; বহির্ম্মুখ মনের যে দিকে রুচি অর্থাৎ যাহা প্রেয়ঃ, বহির্ম্মুখ দেহের যে দিকে গতি বা আকর্ষণ তদনুকূলে না চলিলে কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্যলাভ হইবে না। সুতরাং বহির্ম্মুখ মনের রুচির দাস্য করিয়া—বহির্ম্মুখ দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া আমরা আত্মার পথে অগ্রসর হইব। তখন বুঝিতে হইবে এখানেও বহির্ম্মুখ দেহ-মন আত্মার স্বার্থে ব্যাঘাত প্রদান করিয়া স্ব-স্বার্থসাধনে চেষ্টা করিতেছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমাদের মন অত্যন্ত বিমর্ষ চঞ্চলতাগ্রস্থ, উৎসাহহীন এবং হতাশ হইয়া কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারে না, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন যদি এই সকল রোগের মূল অনুসন্ধান করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে অন্তদর্শী না হইয়া বহির্দৃষ্টি প্রবল হওয়াতেই অসত্যকে সত্য, অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে। যখন বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজ আমাদের অন্তর্দর্শী চিকিৎসকরূপে আমাদের অনর্থময় শরীরের বিচ্ছেদ করিয়া ঐরূপ প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের নিদানটী আমাদের নিকট ধরিয়া দেন, তখন আমরা ধরিতে পারি, দেহমন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ অস্বাস্থ্যের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছে। আত্মার অনুশীলনে আত্মার উদ্যম উৎসাহ জাড্য আনিবার অভিসন্ধিমূলে ঐরূপ অস্বাস্থ্যের আবরণে আবৃত হইয়াছে। ঐ অস্বাস্থ্যের উপসর্গগুলি কেবল অনর্থের পতাকা মাত্র, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক অস্বাস্থ্য নহে, অনর্থময় জাড্য মাত্র। মন আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য ঐরূপ জাড্যের আবরণ দ্বারা আপনাকে বা তদনুগত দেহকে বহুরূপী সাজাইয়াছে।

পরমার্থ-পথে চলিতে চলিতে অনেক সময় আমরা আত্মাকে বঞ্চনা করিবার জন্য 'দেহ ও মনের স্বাস্থ্যই আত্মার স্বাস্থ্য'—এইরূপ মনে করিয়া অসুস্থ মনের রুচিকর পথ্যকেই উৎকৃষ্ট 'পথ্য' বলিয়া প্রচার করি। পাছে

বৈষ্ণব-বৈদ্যরাজের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে তিনি আমার গুপ্ত ব্যাধিটী ধরিয়া ফেলেন কিম্বা আপাত অপ্রীতিকর তিক্ত ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট গা-ঢাকা দিবার অভিপ্রায়ে দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনা করি। অধিকাংশ সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ দেহের অস্বাস্থ্যের ছলনার মধ্যে আমাদের মনের অস্বাস্থ্য এবং মনের অস্বাস্থ্যের মধ্যে আত্মার প্রকৃত স্বার্থ যে ভগবৎসেবা তাহার পথ রুদ্ধ করিবার অন্তর্নিহিত প্রবল চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ সেবোন্মুখ, দেহমনের সাময়িক অস্বাস্থ্য কখনই তাঁহাকে তাঁহার আরাধ্যের সেবা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। সুস্থ আত্মা অর্থাৎ সেবোন্মুখ আত্মা সর্ব্বদাই শরণাগত, দেহমনের সাময়িক প্রতীয়মান অস্বাস্থ্যের মধ্যেও তিনি অন্তরে স্বীয় বিপ্রলম্ভময় ভগবদ্ভজনে অভিনিবিষ্ট থাকেন এবং সাধারণ লোককে দেহমনের নশ্বরতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনমুখে আদর্শ-বৈরাগ্য-শিক্ষা দেন। এই জন্যই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥"

আত্মাকে বঞ্চনা করিবার প্রবৃত্তি বহির্ম্মুখ দেহমনের একটি নিসর্গ, যে কোন ছলে, যে কোন কৌশলে, যে কোন দৃষ্টান্তে, যে কোন আদর্শে আত্মাকে বঞ্চনা করাই যেন বহির্ম্মুখ দেহমনের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কখনও দৈহিক অস্বাস্থ্যের ছল করিয়া, কখনও আর্থিক অভাবাদির ছলনা দেখাইয়া, কখনও বা মানসিক অশান্তির কারণ প্রদর্শন করিয়া, কখনও আবার অবস্থা-বৈগুণ্যের অকাট্য ব্যাখ্যা-বিবৃতি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বার্থে প্রতিবন্ধক আনাই দেহমনের নিসর্গ। এই নিসর্গ আবার বহির্ম্মুখ সমশীল ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও পরামর্শে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। তখন ঐরূপ আপাতরুচির প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীয়মান সৎসঙ্গকে দূরে রাখিবার জন্য প্রবল চেষ্টা উদিত হয় এবং ঐ চেষ্টাকে আবরণ করিবার জন্য অস্বাস্থ্যের মুখোস্ পরিধান করিতে দেখা যায়।

যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মমঙ্গল চাহেন—প্রকৃত প্রস্তাবে চির স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐরূপ সাময়িক অনর্থময় জাড্য সদ্বৈদ্যের কৃপায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ ও পথ্য, সদ্বৈদ্যের

ব্যবস্থিত স্বাস্থ্যনিবাস অর্থাৎ সৎসঙ্ঘাশ্রমে বাস করা উচিত। স্বাস্থ্যনিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র অবস্থান করিয়া সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করিবার একটা প্রবৃত্তি অনেক সময় বহির্ম্মুখ দেহমনের বঞ্চনাময়ী চেষ্টা ও রুচিতে লক্ষিত হয়। প্রকৃত স্বাস্থ্যকামী সেই সময়ে সাবধান থাকিবেন। স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিয়া নিরন্তর স্বাস্থ্যময় জলবায়ু সেবন না করিলে সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থিত ঔষধ-পথ্যের মধ্যে কৃত্রিমতা বা প্রয়োগে অলসতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—আত্মার স্বাস্থ্যেই দেহমনের স্বাস্থ্য। যাঁহার আত্মা সেবোন্মুখ, তাঁহার মন শান্ত। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

যাঁহারা আত্মার স্বাস্থ্যান্বেষণ, আত্মার স্বরূপে অবস্থান, আত্মবৃত্তির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি, বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের শান্তির অন্বেষণে আলেয়া বা মৃগ-তৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন-চেষ্টার ন্যায় বৃথা চেষ্টামাত্র। আত্মা যাঁহার সুস্থ অর্থাৎ হরি-সেবাময়, তাঁহার মন প্রসাদময়—উৎসাহময়—উৎসবময়—পরাশান্তিময়। তাঁহার দেহ স্নিগ্ধ—পূত—সৌম্য ও সুস্থ।

তাঁহার মন আত্মার বিদ্রোহাচরণ করে না, তাঁহার মন আত্মার প্রকৃত স্বার্থ অনুসন্ধান করে, দেহ তাঁহার আনুকূল্য করে। বাহ্যদৃষ্টিতে প্রবল বিপৎপাতেও—দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুর্ব্বিপাকেও দেহ-মন আত্মার স্বার্থ্যের আনুকূল্য করিয়া থাকে। এইরূপ দেহমনের প্রাকৃতত্ব অচিরেই দূরীভূত হইয়া যায়, তখন চিদানন্দময় সুদীক্ষিত সমর্পিততনু জীব সেবাস্বাস্থ্যে বিরাজিত থাকিয়া জীবন্মুক্ত-পদবীতে আরূঢ় হন। এরূপ দেহধারণেই জীবনের সার্থকতা, নতুবা কতকগুলি রক্ত মাংস-মেদ-মজ্জা-পূয-ক্লেদের বোঝা বহন করিয়া জন্ম-জন্মান্তর ত্রিতাপে তপ্ত হইবার পিপাসায় কোনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। সুতরাং সদ্‌বৈদ্যের পর্য্যবেক্ষিত স্বাস্থ্যনিবাসে আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাই আমাদের একমাত্র মনোযোগের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

—শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

নিয়মাগ্রহ

'নিয়মাগ্রহ' বলিতে 'নিয়ম-অগ্রহ' এবং নিয়ম আগ্রহ'—উভয়ই বুঝায়। 'গ্রহ'-শব্দের অর্থ—স্বীকার, গ্রহণ, নির্ব্বন্ধ, অধ্যবসায়, আগ্রহ ইত্যাদি। সুতরাং 'অগ্রহ'-শব্দে—অস্বীকার, অগ্রহণ, অনির্ব্বন্ধ, অনধ্যবসায় বা আগ্রহের অভাব বুঝাইয়া থাকে। 'আগ্রহ'-শব্দে অতিশয় স্বীকার, অতিশয় গ্রহণ, মর্য্যদা অতিক্রমকারী নির্ব্বন্ধ বা অধ্যবসায় বুঝায়। নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-অস্বীকার যেরূপ ভক্তিবাধক, নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ-বিষয়ে অত্যাশক্তিও তদ্রূপই ভক্তির আনুকূল্যের বিঘ্নকারক। বৈরাগ্য জিনিষটী ভাল, যদি উহা যুক্ত-বৈরাগ্য হয়। বৈরাগ্যের অভাব—জড়বিলাস কিংবা অত্যধিক বৈরাগ্য ভক্তির প্রতিকূল। অত্যধিক বৈরাগ্য ভগবদ্বস্তুর প্রতিও বৈরাগ্য আনয়ন করে; এইজন্য উহা পরিত্যাজ্য।

আলস্য, জাড্য ও যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের জন্য সাধকের পক্ষে নিয়ম বা নির্ব্বন্ধের একান্ত আবশ্যকতা আছে; কিন্তু অত্যধিক নিয়ম অযুক্ত নিয়ম ভক্তির আনুকূল্য করিবার পরিবর্ত্তে ভক্তির প্রতিকূল আচরণই করিয়া থাকে। কোন কোন ভক্তিসাধক নিয়ম করিয়া প্রতিদিন কোন সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অধ্যায় পাঠ, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র গায়ত্রী বা সংখ্যানাম জপ করেন। সাধকের পক্ষে এইরূপ নির্ব্বন্ধের বিশেষ উপযোগিতা আছে; কেন-না প্রাথমিক বৈধ-সাধক যদি এইরূপ নিয়ম-শাসনের দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহা হইলে তিনি ভক্তি-অনুকূল কার্য্যে অধ্যবসায়রহিত হইয়া জাড্য, আলস্য বা যথেচ্ছা-চারিতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন। যদি তিনি নাম গ্রহণে নির্ব্বন্ধ না রাখেন, তাহা হইলে হয় ত' একদিন একলক্ষ নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন পঁচশ হাজার নামকীর্ত্তন করিলেন, আর একদিন আলস্য বা কার্য্যান্তরের ব্যপদেশে একেবারেই নাম গ্রহণ করিলেন, না। ক্রমে তাঁহার নাম-ভজনে একান্ত শৈথিল্য ও নাম-গ্রহণের অপ্রয়োজনীয়তার বিচার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে শ্রীগুরুদেবের উপদেশ এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়া সাধারণ জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় করিয়া তোলে। পক্ষান্তরে নাম-গ্রহণাদি ভক্তির অনুকূল কার্য্যে নির্ব্বন্ধ থাকিলে এইরূপ নির্ব্বন্ধ ক্রমশঃ তত্তদ্বিষয়ে অধ্যবসায়, অনুরাগ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি বৃদ্ধি করাইয়া

সাধককে স্থায়ী ভাব রতিতে আরূঢ় করাইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ সাধক যদি ভক্তি-সেবায় নির্ব্বন্ধ না করিয়া নিয়মমাত্রের নির্ব্বন্ধ করিয়া বলেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার ভক্তির বিরোধী কার্য্য হইয়া যাইবে—তাহা লোক-দেখান ভজনের অভিনয়, প্রতিষ্ঠাশা কিম্বা কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছা-প্রসূত ব্যাপার হইবে।

কেহ নির্ব্বন্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন ভক্তিগ্রন্থের এক অধ্যায় পাঠ করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ কিংবা শ্রীমালিকায় হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব ভগবৎকথা কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন কিংবা শ্রীগুরুদেব ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন; তখন যদি সেই নিয়মের সেবাকারী ব্যক্তি 'আমার নির্দ্দিষ্ট ও নির্ব্বন্ধিত মন্ত্র, গায়ত্রী ও নাম-জপ শেষ হয় নাই বা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হয় নাই, সুতরাং আমি আমার নিয়ম-সেবা ছাড়িয়া শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকীর্ত্তন শুনিতে পারি না।' বিচার করেন বা কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে 'আমি মন্ত্র-জপে বসিয়াছি, এখন আমার সহিত দেখা হইবে না' বলিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ অভক্তির কার্য্য হইল।

হয় ত' কোন সদ্‌গুরুর শিষ্য শ্রীমালিকায় হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ-সেবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, শিষ্যকে সেই ভোগ শ্রীগুরুদেবের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। শিষ্য যদি সেই সময় বিচার করেন,—'আমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম জপ শেষ হয় নাই, আমি এখন গুরুদেবের ভোগ পৌঁছাইতে পারিব না; তিনি না হয় একটু বিলম্বেই ভোজন করিবেন, কিছুতেই আমার নিয়ম ব্যতিক্রম হইতে পারে না, তাহা হইলে ঐরূপ বিচার নিয়মাগ্রহের উদাহরণ হইবে; উহা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-কন্যাকুমারী-

পরিক্রমানুসঙ্গে

দক্ষিণ ভারতের তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ সুযোগ

আগামী ২রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন ও পরিক্রমায় যাত্রা করিবেন। হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় হাওড়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের প্রায় ২৫ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলীভাড়া ও দুইবেলা প্রসাদের ব্যয় বাবদ অন্যূন ৪৫৫·০০ টাকা প্রতি যাত্রিপক্ষে ভিক্ষা স্থির করা হইয়াছে। যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ অবিলম্বে নিজ নিজ নাম তালিকাভুক্ত করাইবেন এবং যাত্রাদিবসের অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব্বে অগ্রিম ১৫০·০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় জমা দিবেন। বিশেষ কিছু জানিতে হইলে সাক্ষাতে অথবা পত্রদ্বারা উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

ইতি—২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৯সাল।

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় তীর্থস্থানের তালিকা ঃ—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জীওড় নৃসিংহ), ৩। মঙ্গলগিরি (পানা-নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী, ৬। শিবকাঞ্চী, ৭। মাদ্রাজ, ৮। পক্ষীতীর্থ, ৯। চিদম্বরম্ (নটরাজ-শিব), ১০। কুম্ভকোণম্, ১১। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব, ১২। ত্রিচিনপল্লী (রঙ্গনাথ), ১৩। ধনুষ্কোডী, ১৪। রামেশ্বর, ১৫। মাদুরা (মীনাক্ষী দেবী), ১৬। কন্যাকুমারী, ১৭। ত্রিভেণ্ড্রাম (অনন্ত-পদ্মনাভ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের মধ্যে) জন্য ২৫৫·০০ টাকা দিতে হইবে।

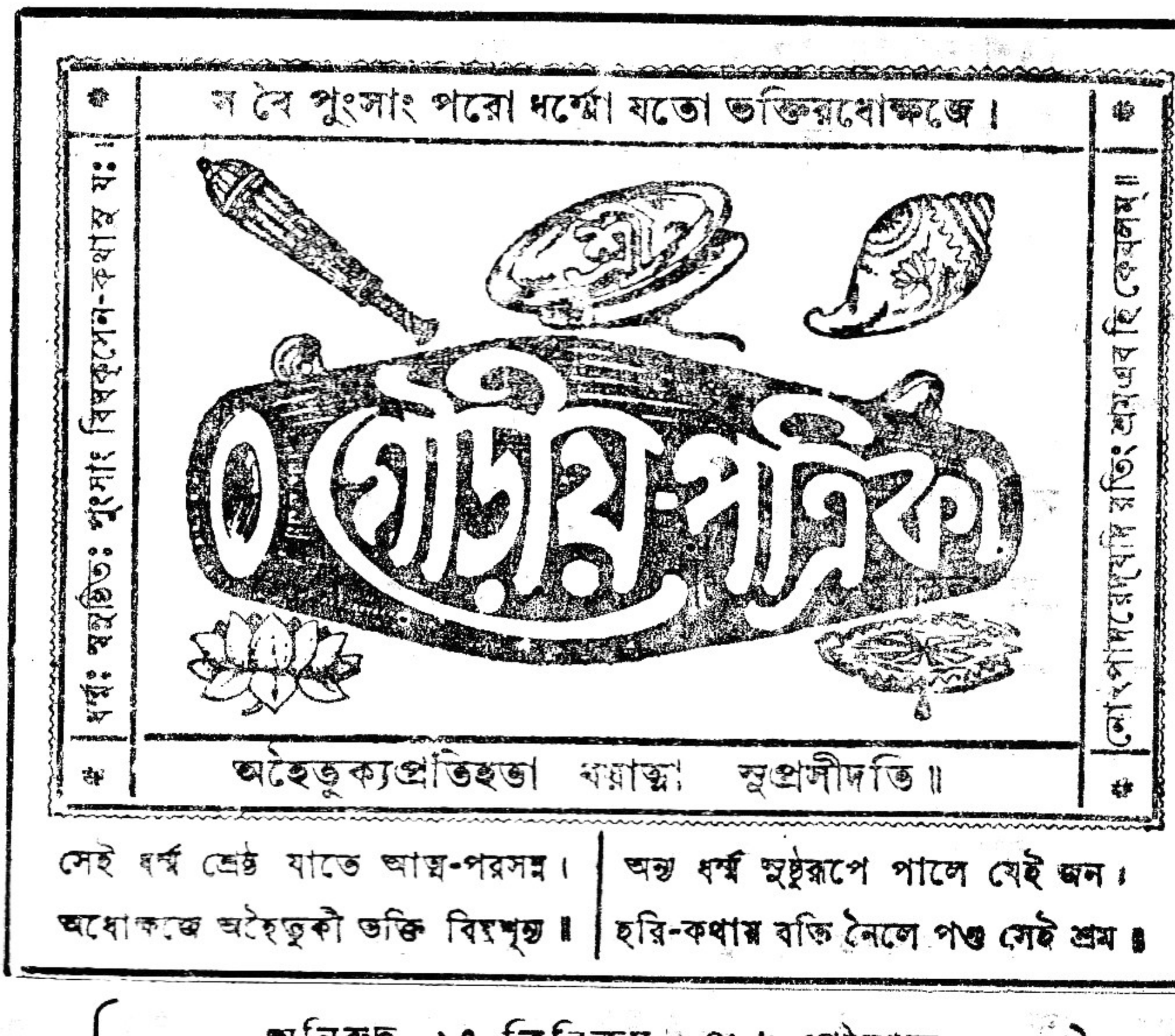

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৭ ত্রিবিক্রম, ৪৮৬ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ; ইং ১৪।৬।১৯৭২ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৩ পৃষ্ঠার পর)

ললিতা লালিতা স্বীয়প্রাণোরু-ললিতাবৃতা।
ললিতা প্রাণরক্ষৈক-রক্ষিতা তদ্বশাত্মিকা॥১৫॥

যিনি ললিতা কর্ত্তৃক প্রাণতুল্য সংললিত এবং স্বীয় প্রাণাধিক ললিতা কর্ত্তৃক যিনি আবৃতা ও ললিতার প্রাণরক্ষার্থ যিনি অদ্বিতীয় রক্ষিকা তথা যাঁহার শরীর ললিতারই বশীভূত॥১৫॥

বৃন্দাপ্রসাধিতোত্তুঙ্গকূড়ঙ্গানঙ্গবেশ্মনি।
কৃষ্ণখণ্ডিতমানত্বাল্ললিতাভীতিকম্পিনী॥১৬॥

বৃন্দা কর্ত্তৃক সুসজ্জিত কুঞ্জরূপ কামমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক খণ্ডিত মানা হইয়া যিনি ললিতার ভয়ে কম্পযুক্তা॥১৬॥

বিশাখানর্ম্মসখ্যেন সুখিতা তদ্গতাত্মিকা ।
বিশাখাপ্রাণদীপালী-নির্ম্মঞ্ছ্য-নখচন্দ্রিকা ॥১৭॥

বিশাখা সখীর নর্ম্মবাক্য ও সখ্যভাবে যিনি সুখিত হইয়া বিশাখার প্রতি তদ্গত চিত্তা হন, বিশাখার প্রাণরূপ-দীপ শ্রেণী দ্বারা যাঁহার নখচান্দ্রকার আরাত্রিক (আরতি) সম্পন্ন হয় ॥১৭॥

সখীবর্গৈক-জীবাতু-স্মিতকৈরবকোরকা ।
স্নেহফুল্লীকৃত-স্বীয়গণা গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥

যাঁহার স্মিতরূপ কুমুদ কলিকা সখীবর্গের জীবনৌষধি স্বরূপ এবং যিনি স্নেহামৃতে স্বজনগণকে প্রফুল্লিত করেন তথা যিনি গোবিন্দবল্লভা ॥১৮॥

বৃন্দারণ্য-মহারাজ্য-মহাসেক-মহোজ্জ্বলা ।
গোষ্ঠ-সর্ব্বজনাজীব্যবদনা রদনোত্তমা ॥১৯॥

অপর বৃন্দারণ্যরূপ মহারাজের মহাভিষেক দ্বারা যাঁহার মহতী উজ্জ্বলতা হইয়াছে এবং যাঁহার বদন গোষ্ঠবাসী জনসকলের জীবনোপায়স্বরূপ তথা যাঁহার দন্ত সকল সুশোভিত হইয়াছে ॥১৯॥

জ্ঞাতবৃন্দাটবী-সর্ব্বলতা-তরু-মৃগ-দ্বিজা ।
তদীয়-সখ্যসৌরভ্য-সুরভীকৃত-মানসা ॥২০॥

বৃন্দাবনের সমস্ত তরু, লতা, মৃগ ও পক্ষী যাঁহার পরিচিত এবং বৃন্দাবনস্থ তরুলতা সম্বন্ধীয় সখ্যরূপ সৌরভে যাঁহার মানস সুরভিযুক্ত ॥২০॥

সর্ব্বত্র কুর্ব্বতি স্নেহং স্নিগ্ধপ্রকৃতিরাভবম্ ।
নামমাত্র-জগচ্চিত্ত-দ্রাবিকা দীনপালিকা ॥২১॥

জন্মাবধি যিনি স্নিগ্ধ স্বভাবা হইয়া সর্ব্বত্র স্নেহ প্রকাশ করেন এবং যিনি "রাধা" এই নাম উচ্চারণ মাত্রেই সকলের চিত্ত দ্রবীভূত করেন তথা যিনি দীনপালিকা ॥২১॥

গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রস্য সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকম্ ।
ধীরলালিত্যবৃদ্ধ্যর্থং ক্রিয়মাণ-ব্রতাদিকা ॥২২॥

গোকুলে কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপৎ শান্তিপূর্ব্বক ধীরলালীত্য বৃদ্ধির জন্য যিনি ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন ॥২২॥

গুরু-গো-বিপ্র-সৎকাররতা-বিনয়-সন্নতা ।
তদাশীঃ-শত-বর্দ্ধিষ্ণু-সৌভাগ্যাদি-গুণাঞ্চিতা ॥২৩॥

যিনি বিনীতভাবে গুরু, গো এবং ব্রাহ্মণদিগের পূজাদি কার্য্যে নিরত এবং ঐ গুর্ব্বাদির শত শত আশীর্ব্বাদ হেতুক নিয়ত বর্দ্ধমান সৌভাগ্যাদি গুণ যাঁহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে ॥২৩॥

আয়ুর্গো-শ্রী-যশো-দায়ি-পাকা দুর্ব্বাসসোবরাৎ ।
অতঃ কুন্দলতা-নীয়মানা রাজ্ঞ্যাঃ সমাজ্ঞয়া ॥২৪॥

দুর্ব্বাসাঋষির বরে যাঁহার পাকান্ন আয়ুঃ, গো, যশঃ, সম্পত্তি এই সমস্তই প্রদান করিতে সমর্থ, সুতরাং যশোদার আজ্ঞায় যিনি নন্দালয় কুন্দলতা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অন্নাদি পাকার্থ প্রত্যহ আনীত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

গোষ্ঠজীবাতু-গোবিন্দজীবাতু-লপিতামৃতা ।
নিজ-প্রাণার্ব্বুদশ্রেণী-রক্ষ্য-তৎ-পাদরেণুকা ॥২৫॥

যাঁহার বাক্যামৃত ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধি স্বরূপ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদরেণুকে স্বকীয় প্রাণসমূহ দ্বারা রক্ষা করেন ॥২৫॥

কৃষ্ণপাদারবিন্দোত্থমকরন্দময়ে মুদা ।
অরিষ্টমর্দ্দি-কাসারে স্নাত্রী নির্ব্বন্ধতোঽন্বহম্ ॥২৬॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সমুত্থিত মকরন্দ সমন্বিত অরিষ্টমর্দ্দি নামক সরোবরে প্রতিদিন অতিযত্ন সহকারে যিনি স্নান করেন ॥২৬॥

নিজকুণ্ডপুরস্তীরে রত্নস্থল্যামহর্নিশম্ ।
প্রেষ্ঠনর্ম্মালিভির্ভঙ্গ্যা সমং নর্ম্ম বিতন্বতী ॥২৭॥

রাধাকুণ্ডের পুরোবর্ত্তি তীরে সন্নিহিত রত্নমণ্ডপে যিনি দিবানিশি নর্ম্ম-ভাষিণী প্রিয়তমা সখীদিগের সহিত ভঙ্গীপূর্ব্বক পরিহাস সুখ বিস্তার করিতেছেন ॥২৭॥

গোবর্দ্ধনগুহালক্ষ্মীর্গোবর্দ্ধনবিহারিণী ।
ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রেমা ধৃতগোবর্দ্ধনপ্রিয়া ॥২৮॥

যিনি গোবর্দ্ধন গুহার লক্ষ্মী, গোবর্দ্ধন বিহারিণী এবং গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার নিয়ত প্রেম ॥২৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ *

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটি হচ্ছে—একটি প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-উন্মোচন। শিক্ষা—দুই প্রকার—এক প্রকার শিক্ষাদ্বারা জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপরপক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবলমাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নয়, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার; এক প্রকার—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত হ'য়ে কার্য্য ক'রবার সুষ্ঠুতা জন্মে, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই "বিদ্যা" নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তা'তে স্থায়িভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই; মরণের পরে দূরে থাকুক, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। এজন্য 'অপরা' ও পরার সহিত নশ্বর ও 'নিত্য'—এই দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত-কার্য্যসিদ্ধির জন্য শব্দশাস্ত্রে অধিকার লাভ আবশ্যক। ঐ সকল শব্দসমষ্টি দ্বারা পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতার প্রবেশ লাভ ঘটে। একটুকুই মাত্র যাঁ'দের প্রার্থনীয়, তাঁ'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁ'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে-সকল অসুবিধা হ'তে পারে, তজ্জন্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী ন'ন, সেরূপ অভিজ্ঞতা-বাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক। কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্ন-ফল বা জাড্য-পরিহৃত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী।

সভ্য সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন তাঁ'দের সেই সকল কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পার্‌লে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ

---

* [ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা-বাসর, ২০শে চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ।]

ক'রেছেন, তাঁ'দের মুখে সে-সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অল্পায়াসে সুদূর অতীতকালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারা অতিথিরূপে বরণ ক'রতে পারি। যিনি ঐসকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে অধিরোহণই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্য শিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব-বিচারের বিষয় হ'বে না? কেবল অল্প কালের অভিজ্ঞানের সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ ক'রব, এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যা'র জন্য খুব ব্যস্ত সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাত অবস্থা হইলেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কালের গতি অন্য প্রকার। বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা! এরূপ বিচার আধ্যক্ষিকতা মাত্র। বিষয় গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হ'তেই ওরূপ আধ্যক্ষিকতা-অমরা-পুরীর-সোপান বিস্মিত হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এসে বাস ক'রতে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা—আধ্যক্ষিকী শিক্ষার বিষয়েও এ প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হউক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্র কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা ক'একখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়তীর্থ প্রভৃতি

উপাধি-লাভই তা'দের আশার শেষ সীমা বা পরমপুরুষার্থরূপে বিচার দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রযত্ন করেছিলাম, আমি যা ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটিও গ্রহণ কর্‌বার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ।

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হ'চ্ছে; কিন্তু এ-সকল শিক্ষা-মন্দিরের ভাষা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে, যে-শিক্ষার সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যেতে পারে, যে-শিক্ষায় এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজনসাধিকা শিক্ষার আলোচনা না ক'রলেও চ'লবে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মেদিনীপুর সহরে গিয়েছিলাম, সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। সেখানকার স্কুল-গৃহে হরিকথা আলোচনা হলে সাধারণের শুনবার সুযোগ হ'বে বিচার ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রেছিলাম, কিন্তু ডিরেক্টর অব্‌ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন মহোদয়ের অভিমতানুসারে 'ধর্ম্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ ক'র্‌বে ব'লে বালকদিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্ম্মের কথা বলবারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যাঁ'রা অজ্ঞতাবাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাঁ'দের সেরূপ বিচারের অধিকার থাকৃতে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচার-স্রোতে তাঁ'রা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন! তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ ব'লবেন—মানুষ মরীচিকা দে'খে ঠকেছেন ব'লে 'কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ ক'র্‌বেন না'—জোনাকী পোকার আলোকে আগুন পাওয়া যায় না ব'লে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থিরসিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

আমাদের পাঠদ্দশায় আমরা স্যর ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির সেলফ্ কাল্‌চার (Self Culture) নামক একখানা বই প'ড়েছিলাম। মিঃ এন্. ঘোষ—যিনি বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি উক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় ঐ পুস্তকখানা এফ্ এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তা'তে প'ড়েছিলাম, "ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা, তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্‌ব্যবহার জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা' হ'লে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তারও কোন মূল্য নাই।" সে সময় আমাদের এ-সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হ'য়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মগ্রহণ করেও এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে দেখে আমরা আনন্দ লাভ ক'রেছিলাম। Cultural Education (কৃষ্টিগত শিক্ষা) থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা' হ'লে হিংসা বা মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ আছে, সুতরাং আত্মধর্ম্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'র্‌তে হ'বে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার বিচার। ত'াতে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হ'বে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-সদাচার)

১। কিরূপ লক্ষণান্বিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করা কর্ত্তব্য ?

"বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতি-লক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণবদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য।"

—কৃঃ সং ৮।১৭

২। বৈষ্ণব মাত্রের কর্ত্তব্য কি ? বৈরাগ্য কি চেষ্টাদ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ?

"বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, ক্ষয়াবশিষ্ট, ক্ষয়োন্মুখ পাপ বা দৈবাৎ আপন-পাপে দোষ দৃষ্টি করিবে না। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ

বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত হরিনাম-রসের সাধন করিবেন। যখন কৃষ্ণরুচি সফল হইলে বিষয়রুচি সম্পূর্ণ বিগত হইবে তখন কাজে কাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ একপ্রকার সহজ বৈরাগ্যভাবের উদয় হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।"

— শ্রীমঃ শিঃ, ১০ম পঃ

৩। বৈষ্ণবদিগের গুণসকল কিভাবে কীর্ত্তনীয় ?

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্যাদি অপ্রকাশ্য ; সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণসকল কীর্ত্তন করিবে।"

'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ', ৩০-৩১, সঃ তোঃ ৭।৩

৪। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মুখে কিভাবে বসা অনুচিত ?

"ভগবান্ বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের নিকটে পদ বিস্তার করিয়া বসিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—১৪, সঃ তোঃ ৭।৩

৫। বৈষ্ণবের নিকটে আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা কর্ত্তব্য কি ?

"বৈষ্ণবদিগের নিকটে নিজগুণ কীর্ত্তন করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করিবে না।"

'—শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—৪২, সঃ তোঃ ৭।৪

৬। সাধক নিজেকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবেন কি ?

"আপনাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না।"

—'শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ'—৩৫, সঃ তোঃ ৭।৪

৭। কৃপা করিবার ছলে ধর্ম্মধ্বজী ও মায়াবাদীর সঙ্গ করা দোষণীয় কেন কি ?

"যাঁহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী বা যোষিৎসঙ্গী হয় কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোন মতেই তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না ; তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন।"

—'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

৮। বিষয়ীদিগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য কি ?

"কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা স্বয়ং তত বিষয়ী ন'ন, অথচ বিষয়ীদিগের সঙ্গে প্রীতি লাভ করেন ; তাঁহাদের সঙ্গও সর্ব্বদা পরিহার্য্য।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৯। গৃহস্থ বৈষ্ণব কিরূপ ব্যক্তির গৃহে প্রসাদ পাইবেন ?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ অন্নপান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার ভেদ কি স্মর্ত্তব্য নহে ?

"মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষার যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১১। অসৎসঙ্গসত্ত্বেও কৃষ্ণভক্তিলাভের আশা আছে কি ?

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১২। কোন্‌টি বৈষ্ণবের প্রধান আচার ?

"অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের প্রধান আচার। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গী ও অভক্ত। স্ত্রীভক্তের পক্ষে পুরুষসঙ্গীকে 'অসৎ' বলিতে হইবে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও বৈধসম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষ—এই দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৩। প্রতি হরিবাসরে কোন্ বিষয়টী বিশেষ চিন্তনীয় ?

"প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিবে।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৪। বৈষ্ণবাচার কিরূপে রক্ষিত হয় ?

"অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার—অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।"

—'অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

১৫। কোন্ বিষয়ে বৈষ্ণবের সম্মাননা কর্ত্তব্য?

"যদি কোন উত্তমাধিকারী গৃহস্থ হন এবং মধ্যমাধিকারী গৃহত্যাগী হন, তাহা হইলে নিম্নাধিকারী উচ্চাধিকারীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন।"

—'হৈঃ ধঃ, ৮ম অঃ

১৬। ত্যাগী ভক্তের অধিকার কিরূপ?

"গৃহত্যাগি-ভক্তের অধিকার—আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্ব্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান, কেবল গ্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ জন্য অভাবকালে যত্ন, কৃষ্ণে শ্রদ্ধা রতি, বহির্ম্মুখ-সঙ্গে তুচ্ছ-জ্ঞান, মান-অপমানে সমবুদ্ধি, বহ্বারম্ভে স্পৃহাশূন্যতা এবং জীবনে-মরণে রাগদ্বেষরহিতা।"

—হৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"বৈষ্ণব-বিজয় (গ্রন্থ)-বন্দনা"

জয় জয় গ্রন্থবর 'বৈষ্ণব-বিজয়'।
শোধিতে জীবের চিত্ত তোমার উদয়॥
তোমার সিদ্ধান্ত-যুক্তি যে শুনে শ্রবণে।
অনায়াসে শুদ্ধভক্তি পায় সেই জনে॥
বেদান্ত-দর্শনের যত মায়াবাদ-ব্যাখ্যা।
তোমার বিচারে হেয় হয়েছে সর্ব্বথা॥
শতাধিক শাস্ত্র গ্রন্থ প্রমাণ উল্লেখি'।
নূতন সিদ্ধান্তরাশি তাহাতে সংযোগি'॥
এমত অকাট্য যুক্তি কৈলে প্রদর্শন।
মায়াবাদ কুসিদ্ধান্ত হৈল খান্ খান্॥
মায়া-গর্ভে যে জ্ঞানের হয় আবির্ভাব।
তোমার বিচারে তা'রে কহে মায়াবাদ॥
বেদব্যাসকৃত পুরাণ আর ভাগবত।
কহে মায়াবাদ-মত অবৈদিক, অসৎ॥
গীতাশাস্ত্রে ভগবান্ কহিলেন জীবে।
অসুর বলিয়া জেনো মায়াবাদী সবে॥

হেন শাস্ত্র তত্ত্ব-কথা হেরিয়া তোমাতে।
মায়াবাদী জনে আজি বিস্ময়ে চমকে ॥
মায়াবাদ-তথ্য আদি তোমার মাঝার।
পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে হয়েছে বিচার ॥
মায়াবাদীদের কথা বিচারিতে গিয়া।
করেছো তুলনা যত বৈষ্ণবেরে নিয়া ॥
মায়াবাদাচার্য্যবর শ্রীমৎ শঙ্কর।
তাঁর কর্ম্ম 'পরে কৈলে অধিক নির্ভর ॥
আচার্য্য শঙ্কর-পদে না করি' অপরাধ।
ভক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষিয়া খণ্ডিলে মায়াবাদ ॥
মায়াবাদ-জন্ম-কথা বিস্তারি বর্ণিলে।
আচার্য্য শঙ্করে তুমিই বৌদ্ধ বলিলে ॥
শাস্ত্র-বাণী উল্লেখিয়া স্থাপিলে স্বমত।
মায়াবাদ-বৌদ্ধবাদ নহে ভিন্ন মত ॥
বৌদ্ধের শূন্যবাদ যে শঙ্করের ব্রহ্ম।
শঙ্কর-যুক্তিতেই তা' কৈলে প্রতিপন্ন ॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের মায়াবাদ তত্ত্ব।
এই মায়াবাদ হ'তে অনেক পার্থক্য ॥
সেকালের মায়াবাদী অসুর সকলে।
সাযুজ্য মুক্তি পাইল হরি-কৃপাবলে ॥
যদ্যপি তা' ক্লেশকর আসুরিক গতি।
এই মায়াবাদ-তুল্য নহেক কদাপি ॥
বর্ত্তমানের মায়াবাদ ব্যাস-বিরুদ্ধ।
কল্পনা ও মিথ্যা মধ্যে এর যত তত্ত্ব ॥
মহাপ্রভু আর তাঁর অনুগামী জন।
যুক্তি-তর্কে মায়াবাদ করিলা খণ্ডন ॥
শাক্যবুদ্ধ, বিষ্ণুবুদ্ধ—দোঁহে ভিন্ন জন।
ভিন্ন কালে ভিন্ন স্থানে দোঁহার জনম ॥

শাক্যবুদ্ধে শুদ্ধোধন-সুত বলি' জান।
যিনি বিষ্ণুবুদ্ধ তিনি অঞ্জন-নন্দন ॥
কপিলাবস্তু পুরে জন্মে শাক্যসিংহ বুদ্ধ।
বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব বুদ্ধ গয়া-ক্ষেত্র ॥
এমত আশ্চর্য্য তথ্য তুমি তো জানালে।
অকাট্য সিদ্ধান্ত-দ্বারে সত্য নিরূপিলে ॥
যে নির্ব্বাণ-মুক্তি-কথা ঘোষে মায়াবাদে।
সেই নির্ব্বাণের প্রাপ্তি হয় না কোনমতে ॥
অদ্বৈতবাদের কথা করি'পরীক্ষণ।
প্রমাণ করিলে তারা পায়নি নির্ব্বাণ ॥
মায়াবাদ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে।
বিস্তারিত হইয়াছে অধুনা জগতে ॥
তোমার সিদ্ধান্ত-অগ্নি দহিছে তা'দিগে।
আজি আর্ত্তনাদ করে মায়াবাদী সবে ॥
তোমা' দ্বারে পিয়ে জীবে ভক্তি-রসায়ন।
ভাগবত-ধর্ম্মে তুমি করিলে রক্ষণ ॥
মহাপ্রভুর প্রভাবে মায়াবাদ-মত।
দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মে হৈল পরিণত ॥
সেই ভস্ম লয়ে সুধী শ্রীমধুসূদন।
মায়াবাদের সমাধি করিলা নির্ম্মাণ ॥
লিখিলা 'অদ্বৈত-সিদ্ধি', কিন্তু মনে জানে।
সুধীবর্গ পেলে ইহো খণ্ডিবে তখনে ॥
সেই হেতু গ্রন্থটীরে রাখিল গোপনে।
কিন্তু তাঁর এ উদ্দেশ্য ব্যাসরাম জানে ॥
ছদ্মবেশে ব্যাসরাম পাঠ-ছলে পশি'।
কণ্ঠস্থ করিয়া নিল গ্রন্থ-শ্লোক রাশি ॥
সে' যুক্তি খণ্ডনে লিখে 'তরঙ্গিণী টীকা'।
'অদ্বৈত-সিদ্ধির' শিখা হইল নিষ্প্রভা ॥

শ্রীমধুসূদন ইথে পরাভব মেনে।
ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা করে শ্রীজীবের স্থানে ॥
তারই ফলে শিখিলা "ভক্তি-রসায়ন"।
শ্রীজীবেরে গুরুরূপে করিলা বরণ ॥
অনন্তর মায়াবাদ-প্রেতাত্মা-স্বরূপে।
কতিপয় বহুরূপী উদিল জগতে ॥

মধ্ব-সম্প্রদায়ের "পঞ্চভঙ্গী" গ্রন্থ।
অসৎ সিদ্ধান্ত যত করিলেন খণ্ড ॥
পঞ্চোপাসনা ও সমন্বয়বাদ আদি।
তোমার বিচারে জানি সেহ মায়াবাদী ॥
শ্রীগৌর-পার্ষদ গুরু-শ্রীল প্রভুপাদ।
শ্রীগৌর-সিদ্ধান্ত স্থাপি' খণ্ডে মায়াবাদ ॥

সর্ব্বতত্ত্ব সমন্বিত তুমি ভক্তিগ্রন্থ।
মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্তে কৈলে পর্য্যুদস্ত ॥
জয় তব রচয়িতা শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
যাঁর পদাশ্রয় লভি' ধন্য এ জীবন ॥
তিনি মোর পরমারাধ্য হৃদয়ের নিধি।
তাঁহার চরণে রাখি অসংখ্য প্রণতি ॥
তাঁহার ইচ্ছায় তুমি হৈলে প্রতিভাত।
ভক্ত-কণ্ঠে যুগে যুগে থেকো বিরাজিত ॥
সিদ্ধান্ত না জানা যায় তব সঙ্গ বিনা।
তাই তব সঙ্গ লাগি' এতই উন্মনা ॥
তোমারি সমীপে মোর সতত প্রার্থনা।
নিত্যকাল পাই যেন শ্রীগুরু-করুণা !!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৯)

প্রীতির স্বরূপ লক্ষণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—

যা প্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষ্বনপায়িণী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ (১১।২০।১৯)

অবিবেকী (বিষয়াসক্ত) লোকগণের বিষয়ভোগে যে অবিচলিত প্রীতি থাকে, নিরন্তর তোমার স্মরণ-পরায়ণ আমার সেই প্রীতি যেন অন্তর্হিত না হয়।

অবিবেকীর বিষয়-প্রীতি যেরূপ লক্ষণবিশিষ্টা, ভগবৎপ্রীতিরও সেইরূপ লক্ষণ। উভয়ে ঐক্য থাকিলেও বিষয়প্রীতি মায়াশক্তি বৃত্তিময়ী, আর ভগবৎপ্রীতি স্বরূপশক্তি বৃত্তিময়ী, এজন্য উভয়ের ভেদ বর্ত্তমান।

প্রীতি শব্দে দুইটী বস্তু অভিহিত হয়—একটী হইল সুখ প্রমদ, হর্ষ, আনন্দ প্রভৃতি, আর অপরটী প্রিয়তা—ভাব, হার্দ্দ, সৌহার্দ্দ প্রভৃতি। তন্মধ্যে উল্লাসাত্মক বিশেষের নাম সুখ; আর বিষয়ের আনুকূল্যই যাহার জীবন, বিষয়কে পাইবার জন্য যাহাতে স্পৃহা জন্মে, আর সেই স্পৃহা জন্য বিষয়ানুভব হেতু যে উল্লাসময় জ্ঞান উদিত হয়, তাহাকে প্রিয়তা বলে। অতএব প্রিয়তার মধ্যে সুখধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলেও সুখ হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য আছে। সুখের বিরুদ্ধ দুঃখ, আর প্রিয়তার বিরোধী দ্বেষ। সুখ বা দুঃখের আশ্রয় আছে, কিন্তু বিষয় নাই, আর প্রিয়তার বিষয় ও আশ্রয় দুইই আছে, বিষয়—আশ্রয়ভেদে প্রীতির দুটী অবলম্বন (আশ্রয়)। যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রীতির আবির্ভাব, তাঁহাকে 'বিষয়' বলে আর যিনি প্রীতি করেন তিনি প্রীতির 'আশ্রয়'। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রীতির বিষয়, আর ভক্তগণ আশ্রয়।

মায়াশক্তির বৃত্তিময়ী বৈষয়িক প্রীতি হইতে স্বরূপ শক্তির বৃত্তিময়ী ভগবৎপ্রীতির উৎকর্ষ প্রদর্শন জন্য তাহার লক্ষণ বলা হইল। প্রিয়তার মধ্যে সুখের ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও সুখকে প্রিয়তা বলা যায় না। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত সুখের জীবন হইল একমাত্র নিজের উল্লাস; আর প্রিয়তার ভিতরে উল্লাস থাকিলেও তাহা প্রিয়জনের উল্লাসের অনুগত ভাবেই প্রকাশ পায়।

তিনটী বিশেষণ দ্বারা তাহার বৈশিষ্ট্য জানাইতেছেন—বিষয়ানুকূল্যাত্মকতা প্রিয়তার স্বরূপলক্ষণ, আর তদানুকূল্যানুগত তৎস্পৃহা ও তদনুভবহেতুক

উল্লাসময় জ্ঞানবিশেষ তাহার তটস্থ লক্ষণ। একমাত্র প্রিয়জনের সুখই প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং যাহাতে প্রিয়জনের সুখ হয়, তদনুরূপ ভাবে বা অবিরোধে প্রিয়জনকে লাভ করিবার জন্য বাঞ্ছা হয়, কিন্তু প্রিয়জনের প্রতিকূলে বা নিজ সুখ জন্য হয় না। নিজ সুখবিধান প্রিয়তার অসাধারণ ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। এজন্য প্রিয়জনকে পাইতে যদি প্রিয় জনের সুখের কোন বাধা জন্মে, তবে সে অবস্থায় প্রিয়জনের সঙ্গ বা সাক্ষাৎকারের জন্য বাঞ্ছাও হয় না। এ অবস্থায় অন্তরে অন্তরে প্রিয়জনের অনুভব বা অন্তঃ-সাক্ষাৎকার লাভ হইতে থাকে। তাহাতে মনে হয় যে প্রিয় জনের সঙ্গই পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে নানাপ্রকারে সুখাস্বাদন করান হইতেছে এবং প্রিয়জনকে সুখী করিয়া নিজেরও সুখ বা উল্লাস হইতেছে। এই উল্লাসময় জ্ঞানের নাম প্রিয়তা। প্রিয়তায় নিজ সুখাভিলাষ না থাকিলেও সুখ লাভ ঘটে।

সুখের মূলে কাহার আনুকূল্য স্পৃহা থাকে না। প্রিয়তার মূলে প্রিয়-জনের আনুকূল্য স্পৃহা থাকে। ইহাই প্রিয়তা ও সুখের পার্থক্য। সুখে অন্যের আনুকূল্য সম্বন্ধ না থাকায় সুখের বিষয় নাই, আর অন্যের আনুকূল্য সম্পর্ক ছাড়া প্রিয়তা জন্মে না বলিয়া প্রিয়তার বিষয় আছে।

সুখের আশ্রয় সুকর্ম্মান্বিত জীব, আর দুঃখের আশ্রয় দুষ্কর্ম্মান্বিত জীব। প্রিয়তার আশ্রয় প্রীতিকর্ত্তা, আর দ্বেষের আশ্রয় দ্বেষকারী। প্রিয়তার বিষয় প্রিয়—যাহাকে ভালবাসা যায়; আর দ্বেষের বিষয় দ্বেষ্য—শত্রু। তন্মধ্যে প্রীত্যার্থক ক্রিয়াসকলের বিষয়ের অধিকরণত্ব আছে। যেমন অমুক বস্তুতে অমুকের প্রীতি আছে ইহাই অধিকরণ ভাব। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের প্রীতি আছে; এস্থলে প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতে অধিকরণ ভাব বিদ্যমান, আর দ্বেষার্থক ক্রিয়াসকলের "হনন করা" অর্থের মত বিষয়ের কর্ম্মত্ব অর্থাৎ হনন করা এই ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইবার জন্য হননযোগ্য বস্তুতে কর্ম্মত্ব বিন্যাস হয় অর্থাৎ অমুককে হনন করা হইবে—এই হনন করা ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইবার জন্য হনন যোগ্য ব্যক্তিতে কর্ম্মত্ব বিন্যাস করিতে হয়। যে সকল ক্রিয়া দ্বেষবিষয়ক, যাহার প্রতি দ্বেষ থাকে, তাহাতে কর্ম্মভাব প্রকাশ করে। যেমন কংস শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিত। যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিততম তাহাই কর্ম্ম। যে ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়, সেই ক্রিয়া সাধন করিবার নিমিত্ত বাঞ্ছিত বিষয়ই ঈপ্সিত। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন পূর্ব্ব হইতেই স্বতঃসিদ্ধ,

প্রিয়তাপর্য্যায়-জ্ঞানবিশেষও তদ্রূপ আবহমানকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধরূপে বরাজমান। তাহা হইলে প্রীতি শব্দের সুখপর্য্যায়ত্বও প্রিয় তাপর্য্যায়ত্ব সিদ্ধ হওয়ায় "অবিবেকীজনের বিষয়সকলে যে প্রীতি" এস্থলে শেষ অর্থ অর্থাৎ প্রিয়তাপর্য্যায়ত্বই স্পষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের প্রীতিশব্দপ্রিয়তা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে সুখ অর্থে নহে। শেষ অর্থে "বিষয়সমূহে যে প্রীতি" —প্রিয়তা, এই অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহা হইলে পুত্রাদি বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার স্বরূপ তাহাদের আনুকূল্য করা। ভগবৎ-প্রীতির স্বরূপও শ্রীভগবানের আনুকূল্য করা।

বিষ্ণুপুরাণে যে বিষয়প্রীতির সাহায্য দ্বারা ভগবৎপ্রীতি বুঝান হইয়াছে, সেই বিষয়টী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। কোন ব্যক্তি দূরদেশে পঁচিশ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম করে। সে নিজ খরচের জন্য পাঁচ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা বাড়ীতে পাঠায়। তাহাকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে—আপনি এত কষ্ট ভোগ করিয়া বাড়ীতে বিশ টাকা কেন পাঠান? তাহার উত্তরে সে বলে —বাড়ীতে বিশ টাকা পাঠাই বলিয়া খোকা যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পায়, তাহাতে সে বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে। আমি এ সংবাদ পাইলে বিদেশে থাকিয়া দুঃখ বোধ করি না। আমি বাড়ীতে থাকিলে তাহাকে কে দুগ্ধ পান করাইত? যদি এখানে লইয়া আসিতাম তাহা হইলে এখানে খোকার কষ্টের অবধি থাকিত না। আমি এখানে থাকিয়া যখন তাহার সংবাদ পাই, তখন মনে হয় যে তাহাকে বুকের ভিতর রাখিয়া কতই না লালন-পালন করিতেছি। তাহাতে তাহার কত আনন্দ হইতেছে। এ সকলও করিয়া আমার আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। ইহা তদনুভব হেতু উল্লাসময় জ্ঞান বিশেষ। ভগবৎপ্রীতিতেও এইপ্রকার একমাত্র ভগবৎ সুখ তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সুখের অনুকূলে তাঁহাকে চাওয়া এবং তাঁহাকে সুখী অনুভব করিয়া উল্লাস বর্ত্তমান থাকে।

মায়িক দেহাদি পদার্থ গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্রনামে অভিহিত। সুখ সেই ক্ষেত্র পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাহা মায়িক। মায়ার সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি। বিষয় প্রীতিতে যে সুখ, তাহা মায়াশক্তি বৃত্তিময়ী।

পূজ্যজননিষ্ঠ প্রিয়তা 'ভক্তি'-শব্দে অভিহিত। এজন্য পিতাদি গুরুজনে প্রিয়তাও 'ভক্তি' শব্দে প্রসিদ্ধ। গুরুজনের মত শ্রীভগবানে প্রীতিও 'ভক্তি' শব্দে কথিত হয়। অতএব "যা প্রীতি" ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—

নাথাযোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ (বিঃ পুঃ ১।২০।১৮)

হে নাথ ! হে অচ্যুত ! সহস্র সহস্র যোনি মধ্যে যে যে যোনিতে জন্ম গ্রহণ করি, সেই সেই জন্মেই যেন তোমাতে আমার অবিচলা ভক্তি থাকে। এই শ্লোকে যে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহার পরবর্ত্তি শ্লোকে স্বরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্পষ্টভাবে "যা প্রীতি" ইত্যাদি বাক্যে যে প্রার্থনা, তদ্দ্বারা ভক্তি ও প্রীতি সমান অর্থ বুঝাইতেছে। পরে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন—

ময়ি ভক্তি স্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি ।
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং যস্তবেপ্সিতঃ ॥
(বিষ্ণু পুঃ ১।২০।২০)

আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, আবার জন্মে জন্মে এইরূপ ভক্তি থাকিবে। প্রীতি ও ভক্তিতে যদি পার্থক্য থাকিত, তবে শ্রীভগবান্ ভক্তির মত প্রীতির ও উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে বিষয় প্রীতির দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবদ্বিষানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত অভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষ ভগবৎপ্রীতি—ইহা লক্ষিত হইতেছে। বিষয়মাধুর্য্যানুভব যেমন বিষয়-প্রীতি হইতে ভিন্ন, ভগবৎপ্রীতিও ভগবন্মার্য্যানুভব হইতে ভিন্না অর্থাৎ মাধুর্য্যানুভব প্রীতি নহে, প্রীতি উক্তপ্রকারের জ্ঞানবিশেষ। এজন্য ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবদনুভব – পৃথক্‌ভাবে উক্ত হইয়াছে—

ভক্তিঃ পরেশানুভবোবিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
(ভাঃ ১১।২।৪২)

শ্রীকবি নামক যোগীন্দ্র নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—যেমন ভোজন-যোগে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ হরিভজনশীল ব্যক্তির প্রেম, পরমেশ্বরানুভব ও সংসারে বিরক্তি—এই তিনটী এককালে হইতে থাকে।

শ্রীগীতাতেও অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চপরন্তপ ॥ (১১।৫৪)

হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! শুদ্ধা ভক্তি দ্বারা এইরূপ আমাকে যথার্থরূপে জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে (আমার ধামে) প্রবেশ করিতে পারা যায়।

শ্রীকপিলদেব ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মনাম্।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩২)

সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণ যাঁহাদের উপাধি, তাঁহারা গুণলিঙ্গ। শ্রুতি পুরাণাদিদ্বারা যাঁহাদের কর্ম্ম—চরিত্র জানা যায়, তাঁহারা আনুশ্রবিক কর্ম্ম। সেই দেবগণ—শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এ তিনের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শ্রীবিষ্ণুতে একাগ্রচিত্ত জীবের যে বৃত্তি, তাঁহার (শ্রীভগবানের) আনুকূল্যাদি স্বরূপ জ্ঞানবিশেষ অনিমিত্তা—ফলাভিসন্ধানশূন্য (নিষ্কামা) স্বাভাবিকী—কেবল বিষয়-সৌন্দর্য্য হইতে স্বয়ং সমুৎপন্না (বলপূর্ব্বক নিষ্পন্না নহে) তাহাই ভাগবতী ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি। বৃত্তিশব্দে এস্থলে প্রীতিই মুখ্যভাবে গৃহীত। সেই প্রেমভক্তি সিদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠা। মোক্ষ হইতে সেই বৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহার গুণাতীতত্ব, তাহা হইতেও পরমানন্দত্ব, শ্রীভগবানের কৃপা-বিশেষে মনে তাহার উদয়, তাহাতেও মনের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভাব হেতু, তাহা বৃত্তিশব্দে অভিহিত। বৃত্তি অর্থে আনুকূল্যাত্মক জ্ঞান বিশেষ। আনুকূল্য—শ্রীভগবানের রুচিকর চেষ্টা—যে যে কার্য্যদ্বারা তিনি সুখী হন, সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি। এইরূপ বৃত্তি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির হইলে তাহা ভক্তিনামে অভিহিতা হইবে না। একমনাঃ—একাগ্রচিত্ত একমাত্র শ্রীহরিতে মন এমন ব্যক্তির বৃত্তিই ভক্তি। তাহা ভজনীয় ভগবানের সৌন্দর্য্য হইতে আপনি উপস্থিত হয়, বলপূর্ব্বক কেহ তাহাকে আবির্ভাব করাইতে পারে না। এমন বৃত্তিই ভাগবতী—ভগবৎসম্বন্ধিনী বৃত্তি।

সিদ্ধি—মোক্ষ, তাহা হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন জ্ঞান হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন! গুণাতীত বস্তু হইলেও সত্ত্বগুণের বিকারভূত মনে শ্রীভগবৎ কৃপাবিশেষেই সেই বৃত্তির উদয় সম্ভব হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **মদ্ভক্তিবেদান্ত শ্রৌতী মহারাজ**

সেবা কি করিয়া পাওয়া যায় ?

প্রভু বা মনিব যদি ভৃত্যকে দাসত্বে নিযুক্ত না করেন বা তাঁহার দাসত্ব করিবার সুযোগ না দেন তাহা হইলে ভৃত্য প্রভু-সেবা হইতে বঞ্চিত হয়—প্রভু সেবাগ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভৃত্যের প্রভুসেবা-লাভ হয় না। এ জগতেই যখন এরূপ কথা তখন এ জগৎ যে নিত্য জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন সেই আনন্দময়ধাম চিন্ময় জগতে যে সকলের একমাত্র প্রভু ভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্ষদগণের কৃপাব্যতীত কৃষ্ণদাস জীবগণের কৃষ্ণসেবা লাভ হইতেই পারে না. তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাই সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহা জ্ঞাপনার্থ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
সাধুশাস্ত্র কৃপা যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

ভক্ত-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণলাভ হয় না বলিয়া কি আমরা নিষ্তেজ হইয়া বসিয়া থাকিব বা কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবায় রত থাকিব ? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে অনেকেই কৃষ্ণ-সেবানুকূল বিষয় ছাড়িয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকর কার্য্যে গা ঢালিয়া দেন এবং নিজ ভোগানুকূল কার্য্যাবলী সমাধানের জন্য ভগবান্ ও ভক্তের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিয়া থাকেন—'ভগবৎ-কৃপার অভাব ; তাই বিষয়ে মগ্ন রহিয়াছি ; ভগবানের কৃপা হইলে তাঁহাতে সেবাবুদ্ধি হইবে।' কৃষ্ণবিমুখ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের এসকল কথা শ্রবণ করিয়া পরদুঃখ-দুঃখী, নিঃস্বার্থপর ও নির্ম্মৎসর সাধুগণ যদি কৃপাপূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উপদেশ প্রদান করেন তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'প্রভো, আমরা ত ভগবানের বিষয় কিছুই জানি না এবং তাঁহার কৃপাও বুঝি না। ভগবান্ ত দূরের কথা, আপনাদিগকেই চিনিতে পারি না। ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই ; এমত অবস্থায় অপনাদের কৃপা হইলেই আমরা সেবা করিতে পারিব বলিয়া মনে

হয়—আমাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আপনারা কৃপা করিতেছেন না; তাই আমাদের দুর্দ্দৈব কাটিতেছে না।'

জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট গুরুমুখনিঃসৃত মঙ্গলময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা এই প্রকার উত্তর দিয়া আমাদের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হায়! আমরা মূঢ়। সাধুগণ—বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করিতে চাইলেও আমরা দূরে সরিয়া যাইতেছি—তাঁহাদের কৃপাবন্যা আমাদের ন্যায় মলিনচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়মালিন্য ভাসাইয়া লইবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেও আমরা উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া ঐ কৃপাবারি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। এমনি আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি! এমনি আমাদের পোড়া কপাল! তাই বলি, ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ত অবিরত শতধারে বহিতেছে, কিন্তু হতভাগ্য আমরা—নির্ব্বোধ আমরা সেই অমূল্য দয়ার ভিখারী হইতেছি কই? তাহা গ্রহণ করিতেছি কই? সাধুবৈদ্য আমাদিগকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছেন আর অনভীপ্সু আমরা গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গার আনয়নপূর্ব্বক তাহা ফেলিয়া দিতেছি এবং নিজের দোষ চাপা দিবার জন্য সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বলিতেছি, সাধু আমায় কৃপা করিল কই? এমনি আমাদের আত্মবঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা! তাই বলি, কপটতা করিয়া কম খাইলে ক্ষতি কাহার? নিজের অজ্ঞতা গোপন রাখিয়া সাধুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাধু-বৈদ্যের হাত হইতে এড়াইয়া পচা ঘা লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টায় লোকসান কাহার?

সেবোন্মুখতাই ভগবৎকৃপা। ভগবদ্-ভক্তগণ আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করেন—সেইটাই তাঁহাদের অপার কৃপা। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে ভোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট কপট ভক্তগণ ভক্তের সেবা-নিয়োগ ব্যাপারকে কৃপা মনে না করিয়া অন্য কিছু মনে করেন এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা যাচ্ঞার ভাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপাদেবীকে সেব্যবিগ্রহ-রূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য সহায়তা দেখিতে পান। তাই সেই নিষ্কপট কৃপাভিখারী তখন নিজাভীষ্ট কৃপাদেবীকে সেব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য সহকারে সেবানুকূল কার্য্যস্বীকার, অন্তরে সেবা-বিরোধী ও মূলে কপটতাপূর্ব্বক কৃপাভিখারী ব্যক্তির সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেবাপরায়ণ ও সেবায় অতৃপ্ত হইয়া কেবলমাত্র নবনবায়মান সেবার জন্য

কৃপাপ্রার্থী সাধুগণের সঙ্গে নিত্যকাল সেবায় রত থাকেন। সেবাই কৃপা—কৃপাই সেবা। সেবানুকূল কার্য্যের দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা লাভ বা সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয় আর সেবাবিমুখ কর্ম্মের দ্বারা সেবাবিমুখী দুষ্কৃতি সঞ্চিত হয়, সুতরাং যিনি সেবাবিমুখ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কপটতা-পূর্ব্বক ভাবিকৃপার সুখস্বপ্ন দর্শন করেন তিনি নিত্যকাল বঞ্চিত হন—ভগবৎ-কৃপালাভই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না।

কেহ কেহ বলেন ভগবৎকৃপার দ্বারাই ভগবৎসেবা লাভ হয়—সাধনের কোন আবশ্যকতা নাই. আবার কেহ কেহ সাধনকেই ভগবৎসেবালাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্ধেতু অনেক সময় সাধন ও কৃপা লইয়া যে পরস্পরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার মীমাংসা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন যে. সদ্গুরুর আনুগত্য ব্যতীত বদ্ধজীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

লৌকিক, বৈদিক বা যে কোন ক্রিয়াই হউক না কেন, উহা হরিসেবানুকূল হইলেই কৃষ্ণকৃপা বা ক্রমশঃ কৃষ্ণে ঐকান্তিক সেবা-লাভের কারণ হয়। আবার কৃষ্ণের ভক্তসেবা ব্যতীতও কৃষ্ণসেবায় নৈষ্ঠিকী রতি উদিত হয় না; সুতরাং কৃষ্ণসেবায় কৃপা ও সাধন পরস্পর ঘনিষ্টসম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, একটী ব্যতীত অপরটী হয় না। সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় বা সাধনই শুদ্ধভক্তি-লাভের প্রাগবস্থা; উহা সেবাবিমুখ কর্ম্ম-চেষ্টা নহে। সুতরাং সাধন বা সেবানুকূল জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মই ভগবৎকৃপাসঞ্জাত ব্যাপার। ভগবৎ-সেবানুকূল চেষ্টাও পৃথক বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবাই সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়েই অহৈতুকী নিত্যসিদ্ধা পরা ভক্তির আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে পরধর্ম্মানুষ্ঠান ভক্তি উদয় করাইবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বিষয়ভোগ ত্যাগ এবং কৃষ্ণে সম্বন্ধজ্ঞান উদয় করায়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা লাভ হইতে পারে

না। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। বৃহৎ ভূখণ্ড যেমন ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে সূর্য্যদেব যে প্রকার বায়ুযোগে গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ অণুচৈতন্য জীবকুলকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেদবায়ুর দ্বারা—সাধু-মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিজপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতেছেন সুতরাং ভগবানের কৃপা-আকর্ষণ নাই ইহা অসম্ভব কথা। তবে ভগবান্ ও জীব উভয়েরই কিছু কর্ত্তব্য আছে। জীবের দিক হইতে শরণাগতি আর ভগবানের দিক হইতে সেবা-প্রদান। সুতরাং শরাণগতি সেবা প্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখী বৃত্তি নাই সেখানে কৃপাবারি অজস্রধারায় বর্ষিত হইলেও সেই ভগবৎকৃপা উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা জানিতে পারি যে-সাধন-ভক্তি ও কৃপা যুগপৎ এক সঙ্গে মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা-লাভ হইয়া থাকে। তাই বলি ভক্ত, ভাগবত ও শ্রীগুরুর আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনের কোন মূল্যই নাই। আবার কৃপার আশায় কপটতাপূর্ব্বক সাধনভক্তিকেও বাদ দিলেও সেবা-লাভ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু" বৈকুণ্ঠধামের সেবা অল্প সুকৃতিমান্ জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ। তাই ভগবৎসেবালাভের একমাত্র উপায় গুরুবৈষ্ণবের সেবা সকলের রুচিকর হয় না। তজ্জন্য তাহারা অসুবিধায় পতিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রীমদ্ ভাগবতের এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী কণ্ঠহার করিয়া সেবায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

নিয়মাগ্রহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

আর একটি উদাহরণের দ্বারা বলা যাইতে পারে ; যেমন, আমি শ্রীমালিকায় নির্ব্বন্ধ-সহকারে হরিনাম করিতেছি বা নির্ব্বন্ধ সহকারে ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, এমন সময় শ্রীগুরুদেব আদেশ করিলেন,—"তুমি আমার আদেশে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন কর।" তখন যদি আমি বলি,—"প্রভো আমি নিয়ম সেবায় ব্যস্ত আছি, এখন আপনার আদেশ পালন করিতে পারিব না।" অথবা মনে মনে বিচার করি, 'গুরুদেব কিরূপ অবিচারক, আমার হরিসেবায় বিঘ্ন করিতেছেন', কিংবা বিচার করি,—গুরুদেবই স্বয়ং যখন নির্ব্বন্ধের আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তাঁহার উপস্থিত আদেশটী পালন না করিয়া পূর্ব্ব আদেশটি পালন করিলে গুরুদেবের আদেশই পালন করা হইল, অধিকন্তু নিয়ম নিষ্ঠাও হইল।' তাহা হইলে এইরূপ বিচার ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল ও কপটতাময় আত্মভোগপর বিচারমাত্র হইবে। এইপ্রকার নিয়মে আগ্রহই বিশেষভাবে নিন্দিত হইয়াছে। ইহা আস্তিকতা বা সেবাবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাবদ্যোতক সেবা-বিষয়েই নিয়ম থাকবে—

গোবিন্দ কহে,—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিংবা নরকে গমন॥

মহাভাগবতের সাক্ষাৎসেবা, শ্রীগুরুদেবের সেবা বরণ, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালন কিংবা তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ না করিয়া যদি আমি নিজে নিজে আমার নিয়ম নিষ্ঠার বা নিয়মাগ্রহের অত্যাধিক চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে তাহা কর্ম্ম-চেষ্টা বা ভক্তির অভাবই একান্ত জানিতে হইবে। ঐরূপ কর্ম্মচেষ্টা বা নিয়মাগ্রহই পরিত্যাজ্য। সেবাতেই নিয়ম থাকিবে ; সেবা লঙ্ঘন করিয়া নীতিপালনে নিয়ম সম্পূর্ণ অভক্তি-চেষ্টা। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পরিচর্য্যার জন্য যদি আমাকে কোটি-কোটিবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভক্তিগ্রন্থ পাঠ পরিত্যাগ করিতে হয়, নরক বরণ করিতে হয়, তথাকথিত অপরাধ স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমি করিতে প্রস্তুত,—সেবাবিষয়ে এইরূপ নিষ্কপট নিষ্ঠা বা নিয়মই প্রকৃত যুক্ত-নিয়ম বা নির্ব্বন্ধ।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ।" কিন্তু তখন,—

পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥"

শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর নিয়ম—যুক্ত-বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের রেখার ন্যায় সুদৃঢ়। কিন্তু সেই নিয়ম কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক নহে; শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেবল কতকগুলি আনুষ্ঠানিক নিয়ম-পালনে ব্যস্ত থাকেন নাই। বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা স্বাভাবিক সেবা-নিয়ম-রূপে তাঁহার বাহ্য আচরণে ব্যক্ত হইয়াছিল।

দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন ও সৎসঙ্গসেবায় নিষ্ঠার জন্যই নিয়মের আবশ্যকতা। কিন্তু সেই নিয়ম যদি সৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্যই নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহাই নিয়মাগ্রহ বা নাস্তিকতা ছাড়া আর কি? ঠাকুর শ্রীল হরিদাস নির্ব্বন্ধ করিয়া তিনলক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। যখন মায়াদেবী বা রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যা ঠাকুর শ্রীহরিদাসের গোঁফায় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি বেশ্যার গ্রাম্যকথা-নিরোধ বা অসৎসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্য তাঁহার নাম-নির্ব্বন্ধনের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মোর।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসে' শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ॥

ঠাকুর শ্রীল হরিদাস বেশ্যার গ্রাম্যকথা ও ভোগপর প্রস্তাব নিরোধের জন্য নিয়মের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন বৈষ্ণব বা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন না যে, 'আপনারা আমার নিয়মসেবা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বারে অপেক্ষা করুন'। কারণ, যেখানে স্বয়ং নামী ও নাম-ভজনের সাধ্যই স্বয়ং উপস্থিত অথবা যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বদা প্রকাশিত, তাঁহারাই সমুপস্থিত, সেখানে সাক্ষাদ্‌বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ-সঙ্গকে নামনির্ব্বন্ধের সহিত ভেদবুদ্ধি করিয়া আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে নিষ্ঠার অভিনয় আত্মভোগপর চেষ্টামাত্র। যাহাদের সেবানিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বাহ্য-অনুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগ অত্যধিক, সেইসকল কর্ম্মমার্গীয় বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের

চেষ্টার নামই নিয়মাগ্রহ। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গের জন্য "ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িলেন তৃণপ্রায়" প্রভৃতি বিচারের আদর্শ নিয়মাগ্রহ-পরিবর্জ্জনের নিদর্শন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় সেবানিষ্ঠা বা প্রেমনিষ্ঠার বিচার প্রবল, নিয়মাগ্রহের বিচার বিশেষ শিথিল। আস্তিকতার পরিমাণ যেখানে যতদূর সমৃদ্ধ, নিয়মাগ্রহের বিচার সেখানে ততদূর শিথিল—এতদূর শিথিল যে, তাঁহারা মুক্তাবস্থায় আর্য্যপথ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া একান্ত সেবায় পরিনিষ্ঠিত। তবে নিয়মাগ্রহের ন্যায় নিয়ম-আগ্রহও ভক্তির প্রতিকূল। নিয়মাগ্রহ ও নিয়ম-আগ্রহ—উভয়কে নিয়মিত করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে "নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে"-শ্লোকের অবতারণা।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

কায়-শাঠ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবপ্রবর মহাভাগবতবর শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ এই মনুষ্যদেহটার কি কার্য্য, তাহা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বাচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চ-কারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাময়া যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

অর্থাৎ, শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয়বাক্য—বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, করদ্বয়—শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, কর্ণ—কৃষ্ণকথোদয়ে, চক্ষুদ্বয়—কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে, অঙ্গ—কৃষ্ণদাসগণের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সৌরভ আঘ্রাণে, রসনা—শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পাদদ্বয়—কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক—হৃষীকেষের শ্রীচরণে প্রণতি-কার্য্যে, আর কাম—কাম-রহিত দাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হইয়াছিল।

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

—অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি) শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্!
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৮)

অর্থাৎ, জীব স্বীয় কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'শ্রীভগবানেরই কৃপা'—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার-বিধানপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়স্বরূপ ঐ পাদপদ্মলাভের অধিকারী।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জানাইতেছেন,—

"নরতনু ভজনের মূল।
হরি! হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া-শুনিয়া বিষ খাইনু॥
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

হে সজ্জনবৃন্দ! সর্ব্বোপরি কলিযুগে পাবনাবতারী সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রত্যেক আচার-বিচার ও শিক্ষা, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত-ভাগবত, গ্রন্থ-ভাগবত ও সাত্বতশাস্ত্রের উপরি-উক্ত বাক্যসমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে আমরা কি বুঝিতে পারি? এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহটার একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন শ্রেষ্ঠ কৃত্য বা কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম কি? মানব দেহের সমস্ত অংশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মন, বুদ্ধি, বাক্য, এমনকি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি যাহাদিগকে আমরা রিপু বা শত্রু বলি, সেই রিপুগণের পর্য্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন কৃত্য নির্দ্দিষ্টহ হইয়াছে কি?

হায়! হায়! আমি কি দুর্ভাগা! বহু জন্মের পর এই দুর্ল্লভ মানবদেহ পাইয়াছি। জানিনা, কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে সদ্‌গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব-মহাজনগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইয়া সর্ব্বক্ষণ পরম মঙ্গলের কথা শ্রবণ—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনের—

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বা শ্রীহরিভজনে কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার পূর্ণতম সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছি; কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ এত বড় সুযোগটিও হেলায় হারাইয়া ফেলিতেছি!

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছা পরিপূরণ বা তাঁহারা যাহাতে প্রীতিলাভ করেন সেই কথাগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত জানিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তত্তৎকার্য্যে নিষ্কপট ভাবে কায়মনো-বাক্যকে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত না রাখিলে কায়শাঠ্য, মনঃশাঠ্য বা বাক্‌শাঠ্য দোষ ঘটে। ইহা আমাদের ভজন বা সেবার পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। এইজন্য শ্রীগৌরকরুণাশক্তি, মহাবদান্য-অবতার, পরদুঃখদুঃখী, শ্রীরূপানুগবর পতিতপাবনশিরোমণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুকী কৃপা-গুণে সর্ব্বক্ষণ ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের নাম-ধাম ও কামসেবায় আমাদের কায়মনো-বাক্যকে নিযুক্ত রাখিবার জন্য স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক অহর্নিশ কতভাবে কত উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বহস্তে শ্রীধামের সেবা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাগানের সেবা, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয় গো-পালন-সেবা, গৌড়ীয়-মিশনরূপী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর-কেশবেরও সেবার জন্য অহর্নিশ কায়মনবাক্যে এত চেষ্টা, এত ভাবনা-চিন্তা, এত শিক্ষা-উপদেশ কি ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না? হায়! আমি উলুক-সদৃশ, তাই আজ আমি "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুক না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥" এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমরা ত' সকলেই একমাত্র কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীর বেশে একান্তভাবে গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিয়া হরিভজন করিতেছি; কেহ কেহ গৃহস্থ অবস্থায় থাকিয়া হরিভজন করিতেছি বলিয়া সকলকে জানাইতেছি; শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একান্ত অনুগত শিষ্য, সেবক প্রভৃতি নামও আমরা ধারণ করিয়াছি; আবার উপদেশকরূপে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদিতে জগতের সমস্ত লোককে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছি,—"হে পুরুষসকল, হে মহিলাগণ, কৃষ্ণভজন ছাড়া মনুষ্যজীবনের আর কোন কৃত্য নাই; আপনারা সকলে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করুন।" কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে কি মনে হয় যে, আমাদের নিজেদের দেহটাকে, দেহের ইন্দ্রিয়গণকে মন-বুদ্ধি-বাক্যকে আমরা সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণসেবায় লাগাইবার জন্য আন্তরিক যত্নগ্রহণ প্রদর্শন করিতেছি?

এই দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহটা একমাত্র কৃষ্ণভজনের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ—যাহা কিছু, সমস্তেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণ-ভোগ্য, আত্মা, সূক্ষ্ম-দেহ-মন ও পাঞ্চভৌতিক দেহটা আমি কি ষোল-আনা সেই একমাত্র কৃষ্ণের ভোগে প্রদানের জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ও যত্নবিশিষ্ট আছি? আমি পরকে উপদেশ-প্রদানের বেলায় বেশ পণ্ডিতের মত উপদেশ প্রদান করিতেছি; কিন্তু অপরকে যাহা উপদেশ করি, তাহা নিজের জীবনে কতদূর পালন করিতেছি, সে-বিষয়ে কিছু লক্ষ্য রাখি কি?

শ্রীশ্রীল আচার্যদেব আমার সেবা-বিমুখতা, সেবা-শৈথিল্য, সেবায় জড়তা, অলসতা, উদাসীনতা প্রভৃতি দুর্দ্দৈব দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রায়ই উপদেশ করিয়া থাকেন,—কায়মনোবাক্যকে ষোল-আনা শ্রীগুরুসেবায়, শ্রীকৃষ্ণচিন্তায়, শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখিলে কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা পাওয়া যাইবে —কৃষ্ণ-সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবেন। যিনি কায়মনোবাক্যকে এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণসেবায় লাগাইবেন, তিনি এক-আনা পরিমাণ কৃষ্ণের কৃপা পাইবেন। এইভাবে যিনি দুই-আনা পরিমাণ বা ততোধিক, অথবা এক-আনা অপেক্ষাও কম, অর্থাৎ যিনি যত পরিমাণ আত্মা ও স্থূল-সূক্ষ্মদেহকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবেন, তিনি তত পরিমাণই কৃষ্ণ-কৃপালাভের অধিকারী ও তত অধিক লাভবান্ হইবেন বা ততোধিক ভজনোন্নতি লাভ করিবেন। আর এই কার্য্য যিনি যত কম করিবেন। তিনি ততই ক্ষতিগ্রস্থ ও অধোগামী হইবেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা ও দুর্দ্দৈবগ্রস্থ, তাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের এইসব আত্মমঙ্গলময়ী বাণী অবজ্ঞা করিয়া নিজের দেহ, মন ও বাক্যকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় ও তাঁহাদের নাম-গুণাদির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে যত কম লাগাইয়া নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে জমা রাখিতে পারি—নিজের ব্যক্তিগত সুখভোগ-আরামে নিয়োগ করিতে পারি, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে এইরূপ চেষ্টা করিতেছি অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলকে অমঙ্গল, অধিক লাভকে অধিক ক্ষতি ও পরম হিতৈষী বন্ধুকে পরম-অহিতকারী শত্রুজ্ঞান করিতেছি! ইহা অপেক্ষা আমার পাষণ্ডতা ও অপরাধের কার্য্য আর কি আছে? -ইহা অপেক্ষা আমার মহাদুর্ভাগ্য বা মহাদুর্দ্দৈবের লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য *

স্মার্ত্ত ও পরমার্থ-ভেদে শাস্ত্র দ্বিবিধ

'স্মার্ত্ত', 'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য্য-শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত নন। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা—বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি সে'-উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে, পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্ত পথই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক-পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বিধিবিধান—কর্ম্মপর

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইঁহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

অধিমাস সৎকর্ম্ম-হীন, ইহার নামান্তর মলমাস

বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত্ত-শাস্ত্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-গত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন **'অধিমাস'** কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। **অধিমাসে কোন সৎকর্ম্ম নাই।** চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া

---

* জগদ্গুরু সচ্ছিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জননোষণীর ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে দংগ্রীহিত।—**প্রকাশক**

মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিমাস। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে **মলমাস** বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। **মলিম্লুচ** (চোর), মলিন-মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থশাস্ত্রে অধিমাস শ্রেষ্ঠ ও হরি-ভজনোপযোগী

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরি-ভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরি-ভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্ গোলোকনাথ কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। **এমত কি কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।** এই মাসে বিশেষ ভজন বিধির সহিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

অধিমাসের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য এবং ইহার 'পুরুষোত্তম' আখ্যা প্রাপ্তি

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজদুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ-পতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ** ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো** ভবেৎ ॥

---

* শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে—ষড়বহ্নি-ত্রিহুতাশাঙ্কাতিথয়শ্চাধিমাসকাঃ। খচতুষ্ক সমুদ্রাষ্ট কুপঞ্চ রবিমাসকাঃ ॥ অর্থাৎ এক মহাযুগে অধিমাস ১৫৯৩৩৩৬ ও রবিমাস ৫১৮৪০০০। **অতএব রবিমাসে মাসাদি ৩২।১৬।৪ অন্তর একটী একটী অধিমাস হয়।**

জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তনামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥
য এতস্মিন্মহা মূঢ়া জপ-দানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সৎকর্ম্ম-স্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোকবাসভাক্॥

ইহার অর্থ এই যে—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে **পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে**। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই **অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি** হইল। এই মাস জগৎপূজ্য জগদ্বন্দ্য। অন্য সকলমাস সকাম। **এই মাসটী নিষ্কাম**। যিনি অকাম হইয়া বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকলকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহা মূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সৎকর্ম্ম ও স্নানাদি-রহিত এবং দেব-তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবি হইয়া স্বপ্নেও কিছু-মাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি-সুখ-ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর ইতিহাস বর্ণন

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসা প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে-জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ

দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম-মাস-ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা—

এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তম-মাসাখ্য-ব্রতং চেরুর্ব্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গতকণ্টকম্।
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে।

পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে বাল্মীকি-কথিত দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্তও পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য বিশেষ-রূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধি

শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে—

সমুদ্রগা নদী-স্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।
গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া—

সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।
আচম্য তিলকং কুর্য্যাদ্গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য্যং গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তমমাস-কৃত্য

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্ত্তব্য, যথা—

পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥

বাল্মীকি কহিলেন—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা! অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে

ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—

ষোড়শোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তম্।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য, যথা—

আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম।

পুরুষোত্তমমাসে অকরণীয়

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব্ব বর্ণধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন—

ভারতে জন্তুরাসাদ্য পুরুষোত্তমমুত্তমং।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গত্বাগতং ভজন্ত্যেইত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ॥
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রান্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ন ব্রূয়ান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥

ভারতে জন্ম-লাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্ম জন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-লকত্র ও নিজ-জনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভাগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্নভোজন ও পরকার্য্য করিবে না।

পুরুষোত্তমমাসে করণীয়

বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দত্ত্বাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ॥
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমং।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণং।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ং॥
কৌণ্ডিন্যেন পুরাপ্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ॥
ধ্যায়েন্নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরং।
লসৎ পীত-পটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমং॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমং।
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্ঠং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম আরাধনা করিয়া ভগবৎ সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম-সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধনধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্ব্বে কৌণ্ডিণ্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ পরমার্থীর কৃত্য

পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল **স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর** পক্ষে বিধেয়। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী** স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস ব্রত পালন' নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম ব্রতপালন করিতে অধিকারী। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ** ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন' নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরি-নাম শ্রবণ কীর্ত্তন' দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুরহস্য বাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ॥

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা। সর্ব্ব সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

একান্তীদিগের স্বাভাবিক রুচি ও করণীয়

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরম-প্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছ্যষাং স্বতন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ॥

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালন করণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্যকৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রি সেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন না থাকায় অধিমাস ভক্তের প্রিয়

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

(সজ্জনতোষনী ১০ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নির্য্যাণ সংবাদ

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত দোল পূর্ণিমা ১৬ই ফাল্গুন ইং ২৯।২।৭২ মঙ্গলবার জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণাশ্রিত আমাদের গুরুভ্রাতা মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার (হলদিয়া) অন্তর্গত আসদতল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী "সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য" প্রভু সজ্ঞানে শ্রীহরি-নাম করিতে করিতে আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের মেদিনীপুর জেলার আদি ও প্রবীণ শিষ্য ছিলেন।

তিনি একান্ত গুরুনিষ্ঠ, সরল, নম্র, নিরহঙ্কারী এবং বৈষ্ণবের যাবতীয় গুণসম্পন্ন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-পাদগণকে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আহ্বান করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাভক্তি, শ্রীহরিনাম প্রচার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছেন।

শুদ্ধ শ্রীহরিনাম প্রচারে ৯ বৎসর বয়স হইতেই তিনি বিভিন্ন পল্লীগ্রামে পদব্রজে যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ একজন নিরপেক্ষ একনিষ্ঠ সেবক এবং আমাদের পরম বান্ধবকে হারাইলাম। বর্ত্তমানে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত প্রবীণ ভক্তগণ একে একে অপ্রকট হইতেছেন। 'একে একে নিভিল দেউটী।" এই আদর্শ গুরু-নিষ্ঠ গুরুভ্রাতার শ্রীপাদপদ্মে আমার একান্ত প্রার্থনা যেন তিনি পরলোক হইতেও আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন যাহাতে আমারা শ্রীল প্রভু-পাদের নিত্যসেবা লাভ করিতে পারি।

তাঁহার পুত্রগণ সাত্বত বৈষ্ণব স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধি অনুসারে শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রীর-পৌরহিত্যে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব এবং পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

—শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত-তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ-সুযোগ

"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"

শুদ্ধভক্তির অঙ্গরূপে তীর্থদর্শন বিশেষ আবশ্যক, তদুপরি সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তীর্থভ্রমণছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান প্রকৃত তীর্থযাত্রার ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যে দৃষ্ট হয়—"যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু তীর্থভ্রমণ কোম্পানী নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তসঙ্গব্যতীত তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

আমাদের এই তীর্থভ্রমণের সুদুর্লভ বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। মঠবাসী ভক্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের মুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন।

২। সাধুগণ দর্শনীয় তীর্থের মাহাত্ম্য যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেন।

৩। চলন্ত ট্রেণে থাকাকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-পূজন, আরতি ও ভোগরাগাদি দর্শন।

৪। প্রত্যহ দুই বেলাতেই শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।

৫। সঙ্কীর্ত্তনমুখে যাবতীয় তীর্থ পরিদর্শন ও পরিক্রমা।

৬। রিজার্ভ টুরিষ্টকার যোগে আরামপ্রদ রেলযাত্রা।

সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির **সভাপতি-আচার্য্য মহারাজ** কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও সন্ন্যাসিগণ যাবতীয় পরিচালনার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করিবেন।

অতি অল্পসংখ্যক আসন সংরক্ষিত হইতে অবশিষ্ট আছে, সুতরাং যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বরেই আসন সংরক্ষণ না করিলে বিলম্বে হতাশ হইবেন।

দর্শনীয়স্থান ঃ—

১। পুরী, ২। সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), ৩। মঙ্গলগিরি (পানা নৃসিংহ), ৪। তিরুপতি বালাজী, ৫। বিষ্ণুকাঞ্চী, ৬। শিবকাঞ্চী, ৭। পক্ষীতীর্থ, ৮। চিদাম্বরম্ (নটরাজ শিব), ৯। কুম্ভকোণম্, ১০। তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর শিব), ১১। ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), ১২। রামেশ্বর, ১৩। মাদুরা, ১৪। কন্যাকুমারী, ১৫। মাদ্রাজ।

যাত্রাদিবস— ২৬শে ভাদ্র সন ১৩৭৯, ইং ১২।৯।৭২, মঙ্গলবার।

প্রত্যাবর্ত্তন দিবস (আনুমানিক)— ১৭ই আশ্বিন ১৩৭৯, ইং ৪।১০।৭২, সোমবার।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ২৬ ভাদ্র, ইং ১২।৯।৭২, মঙ্গলবার, রাত্র ৮-৫ (২০-৫) সময়ে হাওড়া ৯ নং প্লাটফর্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায় আনুমানিক ২৫ দিন সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলীভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৪৫৫-০০ চারিশত পঞ্চান্ন টাকা ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসর পর্য্যন্ত) জন্য ২৫০-০০ দুইশত পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। ৮ই ভাদ্র, ইং ২৫।৮।৭২ মধ্যে অগ্রিম ১৫০-০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ জমা দিতে হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে। যাত্রীগণ একটি করিয়া হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানাপত্র সংক্ষেপ করিয়া আনা আবশ্যক; শীতোপযোগী বিছানার প্রয়োজন নাই।

পত্রালাপ করিতে হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় পত্র প্রেরিতব্য। ইতি—

সভ্যবৃন্দ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— অনিবার্য্য কারণে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ ; ইং ৮।৬।৭২

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ২৬শে আষাঢ়, ১৩৭৯ (ইং ১০ই জুলাই, ১৯৭২) সোমবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৭৯ (ইং২০শে জুলাই, ১৯৭২) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২৬শে আষাঢ়**, ১০ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।**

২। **২৭শে আষাঢ়**, ১১ই জুলাই, মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৮শে আষাঢ়**, ১২ই জুলাই, বুধবার— **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।**

৪। **২৯শে আষাঢ়**, ১৩ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হইতে **৩১শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **৩২শে আষাঢ়**, ১৬ই জুলাই, রবিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ।**

৬। **১লা শ্রাবণ**, ১৭ই জুলাই, সোমবার হইতে **৩রা শ্রাবণ** ১৯শে জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭॥ পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০ পর্য্যন্ত ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৪ঠা শ্রাবণ**, ২০শে জুলাই, বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা** পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

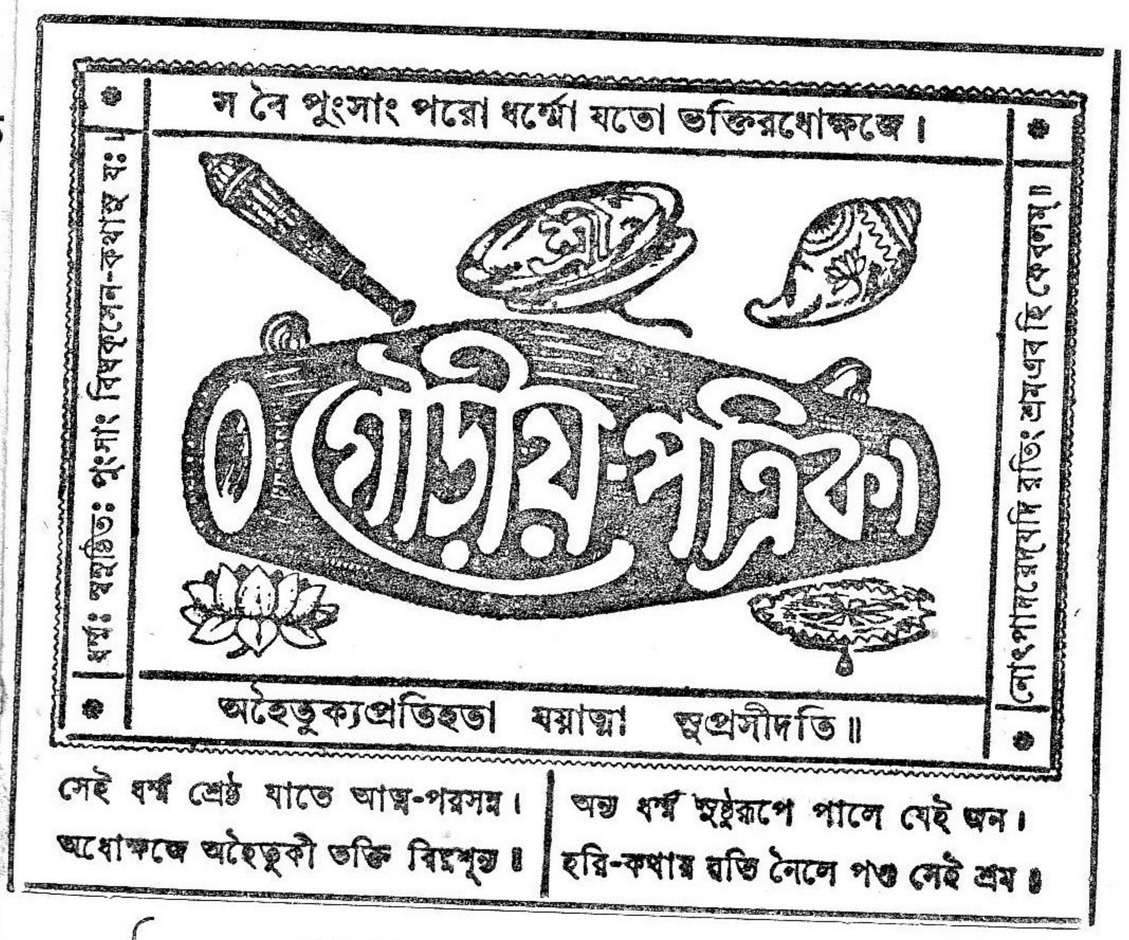

৪শ বর্ষ { বাসুদেব, ২০ বামন, ৪৮৬ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৯ ; ইং ১৬।৭।১৯৭২ } ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ-বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৩ পৃষ্ঠার পর)

গান্ধর্ব্বাদ্ভুতগান্ধর্ব্বা রাধা বাধাপহারিণী।
চন্দ্রকান্তিশ্চলাপাঙ্গী রাধিকা বন্ধু-রাধিকা॥ ২৯॥

গান্ধর্ব্বিকা স্বগন্ধাতি সুগন্ধীকৃত গোকুলা।
ইপিঞ্চভিরাহূতা নামভির্গোকুলে জনৈঃ॥ ৩০॥

গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্য গান নিমিত্ত যিনি গান্ধর্ব্বা ১। রাধা অর্থাৎ দুঃখের অপহারিণী এবং ক্লেশ নাশার্থ যাঁহাকে আরাধনা করা যায় এই অর্থে যিনি রাধা ২। যাঁহারা নিমিত্ত চঞ্চল চকোরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ চঞ্চল এই অর্থে যিনি চন্দ্রকান্তি। ৩। বন্ধু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আরাধিকা এই অর্থে

যিনি রাধিকা। ৪। এবং গন্ধর্ব্বকুলোৎপন্নত্ব হেতুক গন্ধশালিনী হইয়া স্বীয় গন্ধদ্বারা যিনি সমস্ত গোকুলকে অতিশয় গন্ধযুক্ত করিয়াছেন এই অর্থে যাঁহার নাম গান্ধর্ব্বিকা। ৫। এই পাঁচটী নাম দ্বারা গোকুলবাসী জন কর্ত্তৃক যিনি আহূতা হইয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০ ॥

হরিণী হরিণীনেত্রা রঙ্গিণী রঙ্গিণীপ্রিয়া।
রঙ্গিণীধ্বনিনাগচ্ছৎ সুরঙ্গধ্বনি হাসিনী ॥ ৩১ ॥

হরিণী অর্থাৎ যিনি সুবর্ণ প্রতিমা সদৃশ, এবং হরিণীলোচনা এবং রঙ্গিণী নামক সখীর প্রিয়তমা' তথা স্বয়ংও রঙ্গিণী, এবং যিনি সুরঙ্গ নামক শ্রীকৃষ্ণের হরিণের শব্দকে উপহাস পূর্ব্বক স্বীয় রঙ্গিণী হরিণীর শব্দ শ্রবণে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বদ্ধনন্দীশ্বরোৎকণ্ঠা কান্তকৃষ্ণৈককাঙ্ক্ষয়া।
নবানুরাগ-সম্বন্ধ-মদিরোন্মত্তমনসা ॥ ৩২ ॥

স্বীয় কান্ত শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষায় যিনি নন্দীশ্বর গ্রাম গমনার্থ উৎকণ্ঠাবদ্ধ হইয়াছেন এবং নবানুরাগের সম্বন্ধরূপ মদিরায় যাঁহার মানস উন্মত্ত ॥ ৩২ ॥

মদনোন্মাদি-গোবিন্দমকস্মাৎ প্রেক্ষ্য হাসিনী।
লপন্তী রুদতী কম্প্রা রুষ্টা দষ্টাধরাতুরা ॥ ৩৩ ॥

মদনোন্মত্ত গোবিন্দকে অকস্মাৎ দর্শন করিয়া যিনি সহাস্যবাক্য কথন পূর্ব্বক রোদন করিয়া কম্পিতা হয়েন এবং যিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া ওষ্ঠ দংশন করেন ॥ ৩৩ ॥

বিলোকয়তি গোবিন্দে স্মিত্বাচারুমুখাম্বুজং।
পুষ্পাকৃষ্টিমিষাদূর্দ্ধে ধৃতদোর্মূলচালনা ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সুচারু মুখপদ্ম অবলোকন করিলে যিনি পুষ্পাকর্ষণচ্ছলে উর্দ্ধদেশে বাহুমূলের সঞ্চালন করেন ॥ ৩৪ ॥

সমক্ষমপি গোবিন্দমবিলোক্যৈবভাবতঃ।
দলে বিলিখ্য তন্মূর্ত্তিং পশ্যন্তী তদ্বিলোকিতাং ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই কোন বিশেষ ভাব বশতঃ কৃষ্ণ দর্শন না করিয়াই যেন পুষ্পদলে কৃষ্ণমূর্ত্তি লিখিয়া কৃষ্ণবিলোকিতা সেই প্রকৃতিকে যিনি দর্শন করিতে থাকেন ॥ ৩৫ ॥

লীলয়া যাচকং কৃষ্ণমবধীর্য্যেব ভামিনী।
গিরীন্দ্রগহ্বরং ভঙ্গ্যা পশ্যন্তি বিকসদ্দৃশা ॥ ৩৬ ॥

কোপবতী শ্রীরাধিকা লীলা বশতঃ যাচক কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াই যেন ভঙ্গী পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গহ্বরকে প্রফুল্ল নেত্রে দর্শন করেন ॥ ৩৬ ॥

সুবলস্কন্ধ-বিন্যস্ত-বাহৌ পশ্যতি মাধবে।
স্মেরা স্মেরারবিন্দেন তমালং তাড়য়ন্ত্যথ ॥ ৩৭ ॥

মাধব সুবলের স্কন্ধে বাহু বিন্যস্ত করিয়া দর্শন করিলে যিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তমালবৃক্ষকে তাড়ন করেন ॥ ৩৭ ॥

লীলয়া কেলিপাথোজং স্মিত্বা চুম্বিত-মাধবে।
স্মিত্বা ভালাত্তকস্তূরী-রসং ঘ্রাতবতী সকৃৎ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিলাসবশতঃ হাস্যসহকারে লীলাপদ্ম চুম্বন করিলে যিনি হাস্য করিয়া ললাট হইতে কস্তূরীরস গ্রহণপূর্ব্বক একবার মাত্র আঘ্রাণ করেন ॥৩৮॥

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্ত্য-রত্নোদ্ভাবিত-বিগ্রহা।
সখী-প্রণয়-সদগন্ধ বরোদ্বর্ত্তন সুপ্রভা ॥ ৩৯ ॥

মহাভাবস্বরূপ উজ্জ্বল চিন্তার দ্বারা যাঁহার শরীর অতি পবিত্র এবং সখীগণের প্রণয়রূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ কুঙ্কুমাদি দ্বারা যাঁহার কান্তি সুন্দর হইয়াছে ॥ ৩৯॥

কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতা প্লপিতেন্দিরা ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতারূপ অমৃত তরঙ্গ, মধ্যাহ্নে তারুণ্য অর্থাৎ যৌবনরূপ অমৃত-ধারা এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তিরূপ অমৃতের বন্যা দ্বারা যিনি স্নান পূর্ব্বক ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীকেও গ্লানি যুক্ত করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

হ্রীপট্টবস্ত্র-গুপ্তাঙ্গী সৌন্দর্য্যঘুস্থণার্চ্চিতা।
শ্যামলোজ্জ্বল-কস্তূরী-বিচিত্রিত-কলেবরা ॥ ৪১ ॥

লজ্জারূপ পট্টবস্ত্র দ্বারাই যাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি সৌন্দর্য্য রূপ মসৃণ অর্থাৎ কুঙ্কুম দ্বারা শোভিত, তথা শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গারস্বরূপ যে কস্তূরী তদ্দ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥　　(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ-বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠার পর।)

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্ত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রেছিল তা'তে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হ'লো! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পেছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিষয়িণী শিক্ষাকে—আত্ম-ধর্ম্মের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়! নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচার স্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে অদৃষ্ট-ফলে যেসকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন-যৌবন উৎসর্গ কর্‌ছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন ক'রেছিলেন—এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হ'তে যাতে পাশ্চাত্ত্যদেশ রক্ষা পায়--মানুষগুলোকে মেরে' ফেলে' সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়—একথা মানুষকে বুঝাবার যত্ন করে ছিলেন। কিন্তু তাঁ'র যত্ন সত্ত্বেও এ সকল কথা শুন্‌তে শুন্‌তেও তা'দের ৩।৪ বছর কেটে গেল! যখন বহু লোকের ক্ষয় হলো, তখন তা'দের উত্তেজনা-স্রোতে একটুকু ভাঁটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকল।

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্ম-শিক্ষা বর্জ্জিত হ'য়ে কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যদিও চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরম সীমায় উঠে—তর্ককে অস্ত্র ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। নীতি-শাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য বলে মনে করেন না। চার্ব্বাকনীতি, এপিকিউরাসের নীতি, ইউটিলি-টেরিয়্যানদের নীতি ব্যক্তি-বিশেষের প্রীতি উৎপাদন ক'রতে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ মনুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটি চিরকালই প্রচলিত র'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক্ হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় অহিংসা নীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁ'রা হিংসানীতির অনু-

মোদন করেন নাই—যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হ'চ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেলছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষ গুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বানর ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে—পশু, পক্ষী, তির্য্যক্ জাতিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। এরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্ত্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হ'চ্ছে!

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাঙ্কর্য্যপ্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হ'চ্ছে। কেউ বল্‌ছেন,—ঋষিনীতি প্রবর্ত্তিত হো'ক কেউ বল্‌ছেন—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন তা' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হ'লে শিক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে। শিক্ষা ত' বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী মনে না করায়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যেও ত' বি, ডি; ডি, ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে, তাঁরা থিওলজিকে একেবারে বাদ দেন নাই। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা' তথাকথিত ইউটিলিটেরিয়্যানদের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান কর্‌তে পারে; কিন্তু তা' দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না। বর্ত্তমানে মিশনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলেই ন্যূনাধিক Material basis এর জড়ের (ভূমিকায়) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। তবে মিশনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হতে কতটা পৃথক হতে পেরেছে, তাও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legislative Assemblyতেও religious questionকে বাদ দেওয়া হচ্ছে! Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্ম্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্ম্মিক হয়ে যাচ্ছেন। Materialistic বিচারস্রোতে ভরপূর মস্তিষ্কসমূহের ভোটে Theistic education (ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষা) কে চিরনির্ব্বাসিত কর্‌বার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্ম্মিক, তাঁরা এ সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ যাঁরা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতও কুশিক্ষারই পূর্ব্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হ'য়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুরদাদার আমলের গল্প বা 'তাতস্থ কূপঃ'-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমান যে nationality বলে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্থ কূপঃ'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কূপে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কএক পুরুষ পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ করা

হয়, তা' হলে কতকগুলি ব্যাঙ্ ও পাঁকসংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য্য বস্তুই গ্রহণ করা হ'বে। এ' দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হ'বে না। আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমানন ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল ব'ল্‌ব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন ব'লে, যেহেতু আমি সে বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হ'বে, এরূপ সেকেলে অসদ্ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাশানেলিটির অঙ্গ হতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময় শ্রীযুত হরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুত প্রফুল্লবাবুর সহিত ট্রেণে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা উভয়েই শিক্ষাবিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুত প্রফুল্ল বাবুর নিকট শুন্‌লাম,—পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে ব'ল্লেন—আমাদের দেশের ওঝারা পর্য্যন্ত কাউকে কোন সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র শিখাবে না—কামার তার নিজের ছেলে বা বংশ ছাড়া কাউকে কারুকার্য্যের কৌশল শিখাবে না'! আমি তার উত্তরে আমাদের বাল্যকালে পড়া একটী উদাহরণ উল্লেখ ক'রে ব'ল্লাম,—পিটার রুশিয়া হ'তে জার্ম্মাণীতে Ship building (জাহাজ নির্ম্মাণ) শিখ্‌তে গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে প্রাশিয়ার লোকেরা অপর দেশের লোককে তা' শিক্ষা দিত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে Trade Secret' (বাণিজ্যের গোপনীয়তা) বলে একটা কথা বল্‌লেন। আমি বল্লাম,—'আপনারা পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাতেই উদারতা লক্ষ্য করেছেন। এ দেশেরও যাঁরা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁদেরও উদারতা কম নয়। যে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা কম, তার মধ্যেই ঐ প্রকার অনুদারতা লক্ষিত হয়।' তাঁরা আমার কথার অধিক প্রতিবাদ না ক'রে উদার লোকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, স্বীকার করলেন। যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ কর্‌তে পারেন, তা' হলে তাঁ'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, জগতে বহু লোক ঐরূপ ভাবে শিক্ষিত হোক। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ একটা ভ্রাতৃ-প্রীতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে, তা হলে তাঁদের মধ্যে আরও নীতিবিরুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাই বলে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হোক।

অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা খুব বড় বড় University degree-holder—খুব ভাল লেখা পড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বল্‌লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন করে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হয়ে যাতে আত্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হতে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত। নীতিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা —'যেমন করে হোক, দৌরাত্ম্য ক'রে খাব দাব, থাকব'—এই যে কুশিক্ষা, তা হ'তে বর্ত্তমান সমাজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন কর্‌বার আবশ্যক হ'য়েছে। যা'তে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যাতে Comparative study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষ ভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক-শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত মঙ্গল দ্রষ্টা মনে করে,—"এখন যেমন তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা করা যা'ক, মরণের পরে সবই মিবে যাবে, তখন আপাত সুখটুকু হতে বঞ্চিত কেন হই?" "পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র"—এরূপ বিচার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক কালে আমদানি হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য কর্‌বার কৌশল-শিক্ষার ন্যায়াবলম্বনে যে সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হতে বিরতিকেই নীতি ব'লে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটায় সরলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। আকুমারিকা-হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ কর্‌লাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য করেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা, কল-কৌশল অনেকেই আয়ত্ত কর্‌ছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদ পঞ্চরাত্র বলেছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম॥"*

তাৎকালিক-তপস্যা বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধন যদি নিত্য-ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে কুফল ফল্‌বেই ফল্‌বে,—ইহা জানি না ব'লেই আমরা হিমালয়ে গিয়ে রেচক, পূরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন তপস্যা করা যায়, তখন লোকের নিকটে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, বহু লোকের তপস্যা নষ্ট হ'য়ে গেছে,—বিশ্বামিত্র ও মেনকার উদাহরণই তা'র সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, হাজার হাজার তপস্বী পতিত হয়ে গেছেন। মানুষের এরূপ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিচার উপস্থিত হ'য়েছে যে, ধার্ম্মিক-নামধারী লোকমাত্রেই ভণ্ড, অসৎ। কোথায়ও গ্রন্থের ত অভাব নেই, কত কত বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটা চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটী হচ্ছে এই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম।"

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা' হ'লে তপস্যা ক'রে কি হ'বে? Different schools thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা হলে জেনে নিতে পারি, কোন্ জিনিষটায় প্রকৃত মঙ্গল, আর কোন্ জিনিষটায় অমঙ্গল হবে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ, হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হয়ে বিপথে পতিত হয়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

---

* যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি তপস্যা দ্বারা হরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

কুশিক্ষা বিকৃত-শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে ও সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি'। এদের চেঁচানো শুনে' যদি বহু দূর থেকে উচ্চ শ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্ন শ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তা'হলে তা'দিকে আদালতে বিচারের অধীন হ'তে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা, 'হিন্দু' বলেই পরিচয় দেব না। তাই তারা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়্ছে। শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে কর্ছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হোক। কেউ আবার বল্ছেন তা'দিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য রাখ্বার জন্য জোর অভিযান হোক; কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষে কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাক্বে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বল প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হ'লে শুধু বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাক্বে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী African, American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ—পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গল বিস্তার কর্বার জন্য পরস্পর সহানুভূতি কর্তে পার্বেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থনীতি-শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল কর্তে পার্বেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হ'বে। কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝ্তে পার্বেন।

শ্রীযুক্ত বিড়্লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাশালী বৈশ্য আছেন, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং অর্থাদি দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট যত্ন ক'রেছেন। স্থানে স্থানে তাঁ'দের কথারও আদর হচ্ছে, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্ শিক্ষক না হ'লে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যাঁ'রা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থ-শিক্ষা লাভ কর্ছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁদের

শিক্ষার সুফল লাভ কর্‌ছেন ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষার সকল কুফল ভোগ করতেই হ'বে। জগতের সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা ব'লেছেন, তা' ন্যূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র **'শিক্ষাষ্টকে'** পরম শিক্ষার কথা ব'লেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরম-শিক্ষা বিস্তারে তাঁর আত্যন্তিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যা'তে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—যা'তে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তা'রই আনুকূল্য-কারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ শব্দশাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হ'তে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছি।

প্রশ্নোত্তর

(যুক্তবৈরাগ্য)

১। যুক্তবৈরাগ্যাচরণ কিরূপে হয়?

"অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—ইহাই যুক্তবৈরাগ্য; ইহার দ্বারাই ভজনের উপকার।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

২। যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

"যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে; অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্যচেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে,—ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য।" —চৈঃ শিঃ ২।৫

৩। কাহার অনুপাতে শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায়?

"ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত (শুদ্ধভাবে উদিত) হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্য বাড়িতে থাকিবে।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

৪। যথাযোগ্য বিষয়স্বীকারের তাৎপর্য্য কি?

"যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর"—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-

প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

৫। জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি আত্মার কি কি কার্য্য সাধন করে?

"ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর-বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির অভাব; সুতরাং তাহাকে 'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। **"বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি** এবং **ভক্তিক্রিয়ায়—ক্ষুন্নিবৃত্তি।"**

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।১১৭

৬। কোন্ ভাবটি যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা?

"কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।"

—'প্রয়োজনবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ছোট হরিদাস-স্মরণে

জয়তু ঠাকুর ছোট হরিদাস, তোমার চরণে নমি,
তুমি যে প্রভুর মরমী ভকত বৈষ্ণব-চূড়ামণি।
বিধাতার কাছে পেলে সুকণ্ঠ প্রভুরে শোনা'তে গান,
হরি-কীর্ত্তন গাহিতে কি তাই, প্রভু-পাশে অবিরাম!
তোমার মধুর কীর্ত্তন-ধ্বনি উঠিত বৈকুণ্ঠ ভেদি',
গোরা রসময় পুলকিত হয়ে আবেশে পড়িত লুটি'।
প্রভুরে আনন্দ প্রদান করিতে তুমি নিয়েছিলে ভার,
তোমার মতন কীর্ত্তনকারী ছিল না সেকালে আর!
একদা তোমার ভাগ্য-গগণে নেমে এল আঁধিয়ার,
প্রভুর বিরহ-উত্তাপ-দাহে হ'লে নিজে ছারখার'।

ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞা পালিলে প্রভুর সেবন লাগি,'
মাধবী দেবীর কাছ হ'তে কিছু আনিলে চাউল মাগি।'
ভোজনের কালে সর্ব্বজ্ঞ প্রভুজী কহে আচার্য্যে ডাকি'—
'এমন চাউল কোথায় পাইলে? কেবা আনি' দিল মাগি'?

* * * * * *

আচার্য্য-পাশে প্রভুজী তখন শুনি' সব বিবরণ,
কহে গোবিন্দে,—'ছোট হরিদাস আসে না'ক হেথা যেন।'
ভাবে বিস্ময়ে ভকতবৃন্দ প্রভুর এ' আদেশ শুনি',...
এমন কঠোর হ'ল কেন হায় প্রভু গোরা গুণমণি!
বিনা মেঘে যেন বজ্র পড়িল, শিহরিল সবে ত্রাসে,
বাতাস যেনরে ভরিয়া উঠিল ব্যাকুল-বেদনা-শ্বাসে।

শুনি 'তুমি হেন নিদারুণ বাণী, ভালে করি' করাঘাত,
প্রভুকৃপা লাগি' আহার-নিদ্রা তেয়াগিলে দিন-রাত।
লোকশিক্ষার লাগি প্রভুজী বুঝি হেন ফাঁদ পেতে,
সে ফাঁদের যূপকাষ্ঠে তোমারে বলি দিলা নিজহাতে?
শ্রীরাধা-গণের সার্দ্ধ তিন জনের সার্দ্ধ মাধবী দেবী,
শিখি মাহিতির ভগিণী বলিয়া জগতে যাঁহার খ্যাতি।

নহে তিনি শুধু সামান্যা নারী বরং বৃদ্ধা তপস্বিণী,
তাঁর কাছেও ভিখ্ মাগিলে কি হয় যতি-মর্য্যাদা হানি?
স্বরূপ প্রভৃতি ভকতগোষ্ঠী প্রভুরে পুছিলা তাই,—
'মরমী ভকত ছোট হরিদাসে কেন ত্যজিলে গো হায়!
প্রভুজী তখন কঠোর ভাষণে কহিলা ভকতগণে,—
'বৈরাগীর ধর্ম্ম যায় না রক্ষণ প্রকৃতি-সম্ভাষণে।
বৈরাগী যেবা প্রকৃতি সম্ভাষে, দেখিতে না পারি তা'কে,
দারু-প্রকৃতিও মুনিরপি মন হরণ করিয়া থাকে।'
বুঝিল তখন ভকতবৃন্দ প্রভুজী বলিতে চাহে,
মাধবী দেবী যে বৈষ্ণবী হয়েও প্রকৃতির পর্য্যায়ে।

ভব-সাগরের পরপারে যেতে যাঁরা তপস্যা-রত,
প্রকৃতিরে তাঁদের এড়াইতে হ'বে কালসর্পের মত।
বিরলে একত্রে বসা অনুচিত মা-বোন-কন্যা-সনে,
জ্ঞানীও যেহেতু বুদ্ধি হারায় ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে।
ইন্দ্রিয়বর্গ সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না'ক বুঝি হায়,
ধাতা বিরিঞ্চি তাই কি একদা দুহিতার প্রতি ধায়!
প্রকৃতি-সংস্রবে ও প্রকৃতি-স্মরণে চঞ্চল হয় মন,
বৈরাগীর ব্রত ভঙ্গ হয় তাহে, হয় বিধিলঙ্ঘন।
তাই ধর্ম্ম বুঝাতে আপনভক্তে দণ্ড দানিলা প্রভু,
তিনি না বুঝালে তাঁহার তত্ত্ব কেহ কি বুঝে তা' কভু?
সুকঠোর লীলা করিলা প্রভুজী লোকশিক্ষার ছলে,
প্রিয় পার্ষদ মরমী ভকতে ত্যজিলেন অবহেলে।
নমস্য প্রভু ছোট হরিদাস, তুমি গৌর-প্রিয়জন,
তব দুঃখ হেরি' বিচলিত হ'ল আবার ভক্তগণ।
যাহাতে তোমার এ' সামান্য ত্রুটি প্রভু করে মার্জ্জনা,
সবে মিলি তাই প্রভুর চরণে জানাইল প্রার্থনা।
কুলিশাপেক্ষা কঠোর প্রভুজী কহিলা সবারে পুনঃ,—
'প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ দেখি না কভুও জেনো।
যা'র যা' কর্ম্ম কর'গে সকলে, ছাড় যত বৃথা কথা,
যদি মোরে পুনঃ করহ ব্যস্ত, রহিব না আর হেথা।'
প্রভুর এমত ভাষণ শুনিয়া বুঝিল ভকতগণ,
প্রভু বুঝি আর ছোট হরিদাসে দিবে না'ক দরশন।
বারে বারে তাঁরা কত অনুরোধ জানাইল প্রভু-পাশে,
তবু হায় প্রভু ক্ষমা নাহি করে প্রিয় ছোট হরিদাসে।
সকল ভক্ত মিলিয়া তখন কহে পুরী গোসাঞিরে,—
তব অনুরোধে প্রভুজীর মন দ্রবীভূত হ'তে পারে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২০)

শ্রীভগবৎপ্রীতি দুই প্রকার—ভগবৎসম্বন্ধি-জ্ঞানরূপা ও ভগবৎসম্বন্ধি-সুখরূপা বলিয়া তাহার গুণাতীতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (ভাঃ ১১।২৫।২৪)

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥

কৈবল্য (শুদ্ধজীব হইতে ভিন্নরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানাই কৈবল্য) সাত্ত্বিক জ্ঞান ; বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদিবিষক জ্ঞান—রাজস ; প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মূক প্রভৃতির জ্ঞান তামস এবং পরমেশ্বরের বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ।

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ (১১।২৫।২৯)

আত্মোত্থ সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্য সমুৎপন্ন সুখ তামস, আর ভগবানে শরণাপত্তি-জনিত সুখ নির্গুণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদের ব্রহ্মানুভবের পর পরম প্রেমোদয় বর্ণিত হইয়াছে। (ভাঃ ৭।৯।৬)

বৃহন্নারসিংহ পুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহদেবকে জিজ্ঞাসা—ভগবন্! আপনাতে আমার ঈদৃশী ভক্তি কিরূপে হইল? আর আমি আপনার এত প্রিয় কিরূপে হইলাম?

শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন,—তুমি পূর্ব্বজন্মে অবন্তী নগরনিবাসী বসুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলে। তোমার মাতাপিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তুমি নিতান্ত পাপপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা মদ্যপানরত ও বেশ্যাসক্ত থাকিতে। একদিন বেশ্যার সহিত কলহ হওয়ায় তুমি সেদিন উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলে। সেদিন নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী থাকায় তোমার ব্রত সম্পন্ন করা হইয়াছিল। তাহার ফলে তুমি আমাকে লাভ করিয়াছ।

শ্রীভগবান্ কপিলদেবও ভগবৎপ্রীতির নির্গুণত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পনম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ (ভাঃ ৩।২৯।৮-১২)

হিংসা দম্ভ বা মাৎসর্য্যভরে ক্রোধী ব্যক্তি ভেদ দৃষ্টিতে আমাকে যে ভক্তি করে তাহা তামসিক ভক্তি। বিষয় যশঃ কিংবা ঐশ্বর্য্য কামনামূলে ভেদ-দৃষ্টিতে যে প্রতিমাদিতে আমার ভক্তি করা হয় তাহা রাজস ভক্তি। পাপক্ষয় মানসে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন-আকাঙ্ক্ষায় ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে ভেদদৃষ্টিতে যে ভক্তি তাহা সাত্ত্বিক ভক্তি। আর সাগরে গঙ্গা-ধারার প্রবেশের ন্যায় আমার গুণ শ্রবণমাত্র ফলানুসন্ধান না করিয়া ভেদদর্শন রহিত অবস্থায় সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিহিত হয় যে-ভক্তি সেই ভক্তি নির্গুণাভক্তির লক্ষণ। অতঃপর বলিতেছেন—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপ-পদ্যতে॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩-১৪)

নির্গুণভক্তিকামী ভক্তদিগকে সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন কিছুই চাহেন না। এই প্রকার ভক্তিকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা হয়। এই যে ভক্তির কথা বলা হইল, ইহাতে ভগবৎপ্রীতির পরমানন্দ রূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে মায়িক-গুণসম্পর্কের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, ইহাতে অন্য উদ্দেশ্য অথবা মনোগতির অন্যত্র স্থিতির অভাব থাকায় ইহাই নির্গুণ প্রেম-ভক্তি। ভগবদর্পিত কর্ম্মাদি স্বরূপে ভক্তি নহে, এজন্য উহাদিগকে আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি বলে; কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি স্বরূপতঃ ভগদ্ভক্তি বলিয়া তাদৃশ ভক্তির নাম স্বরূপ-সিদ্ধা।

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ।
কথং বৃণীতে গুণ-বিক্রিয়াত্মনাম্॥

যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহ ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণায়ুতমেষ মে বরঃ ॥ (ভাঃ ৪।২০।২৩-২৪)

শ্রীপৃথু মহারাজ বলিলেন,—হে বিভো ! আপনি আমাকে বর গ্রহণ করিতে কিরূপে আজ্ঞা করিলেন ? ব্রহ্মাদি দেবগণ বরদাতা—আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর। আপনার নিকট বিজ্ঞ ব্যক্তি কি, দেহাভিমানিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করিতে পারেন ? ঐ সকল ভোগ নারকীও পাইয়া থাকে। হে ঈশ ! হে কৈবল্যপতে ! ঐ সকল বরে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ ! আমি মোক্ষও চাই না ; কারণ উক্ত বরসমূহে হৃদয়মধ্য হইতে মুখ দ্বারা নিঃসৃত আপনার চরণকমলের মকরন্দ (যশ শ্রবণ কবিবার) পাইবার আশা নাই। যাহাতে সাধুমুখনিঃসৃত আপনার যশ প্রাণভরিয়া শ্রবণ করিতে পারি, তজ্জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন।

শ্রীভগবানের সেবকতা প্রাপ্তি কামনা দ্বারা মোক্ষ তিরস্কৃত হয়। ঋষভ-দেবের পুত্র শ্রীভরতের রাজ্য, পুত্র, পত্নী, ধন, জন এমন কি দেবতাদের সঙ্গ প্রার্থণীয়া লক্ষ্মী, যিনি ভরতের দয়া লাভের জন্য দীনভাবে অবলোকন করিতে-ছিলেন, তাঁহাতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? যে-সকল ব্যক্তি মধুসূদনের সেবায় নিযুক্ত তাঁহাদের নিকট মুক্তিও তুচ্ছ।

ভক্তির কারণ সকলমধ্যে মহাভাগবতসঙ্গ দ্বারাও মোক্ষকে তুচ্ছবোধ হয়। শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণের নিকট বলিয়াছেন—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

ভগবৎসঙ্গীর ক্ষণার্দ্ধের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষকে তুল্য গণনা করা যায় না। মরণ-শীল মানবের রাজ্যাদির কথা আর কি বলিব ? অর্থাৎ সে সকলও অতি তুচ্ছ।

যখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই সকল পুরুষার্থের মস্তকোপরি নৃত্য করে ; তখন ভগবৎপাদমূলে প্রবিষ্ট ব্যক্তির যমভয়ে ভীত না হওয়া অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে ?

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতিচ্ছবি

বিষয়-মগ্ন জগতের একটী চিত্র, হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পাঠকগণ অবশ্যই তাহার কাহিনী অবগত আছেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে তাহার গাত্রদাহ হয় এবং সে মহামন্ত্র মনে মনে জপ করিবার উপদেশ প্রদানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া ঠাকুরকে আক্রমণ করে। মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে—শুধু জপ্য, এই প্রকার বিতণ্ডা যাহারা উঠাইতেছে, তাহারাও যে ঐ বিপ্রাধমেরই অধস্তন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহাদের এই কল্পিত ধারণার উপর পদাঘাত করিয়া নির্ভীক-কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, মহামন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, উচ্চ কীর্ত্তনে তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেশী ফল হয়। জপ করিলে মাত্র জপকারী উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিলে অপরে—এমন কি পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি আচ্ছাদিত চেতনগণও উদ্ধার লাভ করে। যে ব্যক্তি মাত্র আপনাকে পোষণ করে, তাহা অপেক্ষা যেমন সহস্র ব্যক্তির পোষণকারীর শ্রেষ্ঠতা আছে, সেই প্রকার শুধু জপকারী অপেক্ষা কীর্ত্তনকারীর শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে। জিহ্বা পাইয়াও একমাত্র মনুষ্যগণ ব্যতীত অপর প্রাণী শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ব্যর্থজন্মা প্রাণিগণেরও কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদের দয়ার তুলনা হয় না।

মর্কট যে প্রকার মুক্তাহারের মূল্য না বুঝিয়া ছিন্নভিন্ন করে, সেই প্রকার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্ত মহামূল্য উপদেশের মূল্য হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইয়া উক্ত বিপ্রাধম অক্ষজজ্ঞানের তাণ্ডব প্রদর্শন করিতে লাগিল। নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের বাণী হৃদয়ঙ্গমের সৌভাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মৎসরতাক্রমে জনগণ ইতর বিচারেরই আদর করিয়া থাকেন। তাই দুর্জ্জনটি ষড়্‌দর্শনের বিচারের ছল উঠাইয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা অস্বীকারপূর্ব্বক ঠাকুরকে অপমান করিতে ত্রুটি করিল না। তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী ঠাকুর হরিদাস তজ্জন্য কিছু প্রত্যুত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বৈষ্ণব কাহারও অপরাধ না লইলেও শ্রীভগবান্ ভক্ত-নিন্দা কখনই সহ্য করেন না। উক্ত বিপ্র বসন্তে আক্রান্ত হইল এবং তাহার নাসিকা খসিয়া পড়িল। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"এ সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ' নাম মাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পূণ্য যায় ক্ষয়॥
হরিদাস ঠাকুরের বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শাস্তি করিলেন তেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার আরও বলিয়াছেন যে—

"বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি' হরিদাস।
দুঃখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥"

জগৎ প্রাকৃত বিষয়ে মগ্ন হওয়ায় কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বৈরাগ্যের স্বগত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই উক্তির মর্ম্মানুবাদ এতৎসহ সন্নিবেশিত করিতেছি। বৈরাগ্য তখন মনে মনে বলিতেছেন—

"অহো, জগৎ অসংখ্য ভগবদ্‌বহির্ম্মুখজনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কি আশ্চর্য্য, এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই। আমার সেই নিষ্কপট প্রেমময় সুহৃদ্‌গণ কি কলিহত মানবগণের দ্বারা দূরীভূত হইয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন? হায়, তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসই বা কিরূপে সম্ভব? তদ্রূপ উপযুক্ত স্থান ত' কোথাও দেখিতেছি না। যেহেতু দ্বিজগণ একমাত্র সূত্রচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ কর্ম্মেই নিবিষ্টচিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ কেবল নামে মাত্র লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বর বৌদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া গুরুরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উৎসুক। হায়, কলিকর্ত্তৃকই বর্ণসমূহের ঈদৃশী দুর্গতি সাধিত হইয়াছে।

আবার দেখিতেছি—বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থগণ কেবলমাত্র স্ত্রী-পুত্রাদির উদরভরণেই ব্যস্ত, বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র শ্রুতিমধুররূপে পরিণত এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষায়বেষ-ধারণ দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন।

"আর এই যে তার্কিকগণ, ইহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবলমাত্র অনুশীলন করায় ইহাদের নিকট ভগবদ্‌বার্ত্তা-প্রসঙ্গ অতীব সুদূরগত হইয়াছে; কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা যে বিষয়ে অধিক কল্পনাকুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই শাস্ত্র বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"আবার এই যে মায়াবাদিগণ, ইহারা—কেবল চিন্মাত্র, নির্ব্বিশিষ্ট উপাধিরহিত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্কর্ম্ম হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যবেগবশ, এমন কি, সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহে পর্য্যন্ত বদ্ধবৈর। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্ত্যাদি-পরিণত যে-সকল প্রসিদ্ধ অনন্তচিদ্‌বিলাস-সমূহ নিত্য বর্ত্তমান, ইহারা তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অরুচিবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

"আর এই যে কপিল-কণাদ-জৈমিনী-পতঞ্জলি প্রভৃতি আধ্যক্ষিকবাদিগণের মতনিপুণ ব্যক্তিগণ, ইহারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানেন না। * * * এই যে দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া পড়িলাম; এস্থানেও দেখিতেছি,—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ড বর্ত্তমান। আর এই যে পাশুপতগণ, ইঁহারা নির্ম্মূলিত-প্রায় হইলেও মনে হয়, আমাকে বধ করিবেন।

"অহো, ইনি বোধ হয় সাধু হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীর সমীপে এক খণ্ড সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত আসনে সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন অব্যক্তবস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতেছেন। এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রনিঃসৃত অমৃতক্ষরণের পথটি রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ কি! হঠাৎ ইঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল কেন? ওঃ বুঝিলাম,—জলাহরণে প্রবৃত্তা একটি তরুণী রমণীর হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ইহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত। অতএব ইহার এই ধ্যানচেষ্টা কেবলমাত্র শিশ্নোদরপূরণার্থ নাট্যাভিনয় মাত্র।

"অহো, ইনি নিষ্পরিগ্রহের (বিরক্তের) ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; বোধ হয়, কোন তৈর্থিক সন্ন্যাসী হইবেন। (ওঃ ইনি দেখিতেছি নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন—) আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতি বৎসর তিন চারিবার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যন্ত কতশত বৎসর কাটাইলাম। আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে?

"অহো, ইনি বোধ হয়, উত্তম তপস্বী হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি, দেখিতেছি পূর্ব্বোক্ত ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ—এ ব্যক্তি বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠুরবচনে ও ক্রূর দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোক সকলকে দূরীভূত এবং নিজ পদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছেন ; ললাট, বাহুতট, গলদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকালিপ্ত ও করতলে কুশশোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মূর্ত্তিমান দম্ভের ন্যায় আসিতেছেন।

"অতএব বুঝিলাম,—নিরুপাধি, বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা অনাবৃতা বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ, প্রভৃতি যাবতীয় সৎকর্ম্মের কৌশলনিচয় সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর নৈপুণ্যশিক্ষা বিশেষের ন্যায় কেবল নিজ নিজ দগ্ধ উদরভাণ্ড পূরণেরই নানারূপ প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং হে কলি, তুমিই ধন্য ; যেহেতু রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের ন্যায় তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রীভূত হইয়াছে। হায়, হায়! তুমি শমদমাদিকে দূরীভূত করিয়াছ। কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জ্জনার্থ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ। আর ধর্ম্মবৃক্ষের মৈত্রাদি যে-সকল স্কন্ধ ও শাখাপ্রশাখা, তৎসমুদয়ই দেখিতেছি, তোমা কর্ত্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। অতঃপর আমার আর কি কৃত্য আছে? অহো, জগতে সর্ব্বত্রই কলিকলুষজনিত গ্লানি নিবন্ধন মন ও বাক্যের ব্যভিচার সম্পাদনোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তত্তদ্বিষয়ক চেষ্টাদ্বয়ের বিজাতীয় বিশৃঙ্খলতা সমস্তই অদ্য দেখিতে পাইলাম। কিন্তু হায়! সঙ্কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণপ্রীতিসেবানন্দভরে অশ্রু-রোমাঞ্চপরিশোভিত অন্তরে বাহিরে সমান আশয়বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণকে কবে আমি দর্শন করিতে পাইব?"

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্লোক-নির্দ্দিষ্টা উত্তমা ভক্তির আশ্রয় করিলেই আমরা অনিত্যবস্তুর আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যধামে নিত্য সেব্যের নিত্যসেবা লাভ পূর্ব্বক ধন্য হইতে পারিব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ

গৃহী ও সন্ন্যাসী *

(রচিতকাল— ইং ১৫।৮।৪৪)

ধর্ম্ম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ। ভক্তি নিবৃত্তি-পথের পথিকগণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যথা,—

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।"

'আশ্রম' চারিটি, যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ধর্ম্ম-সাধনের জন্যই আশ্রম স্বীকার করিতে হয়। আশ্রমের জন্য আশ্রম স্বীকার করিলে, উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। গৃহীর গুর্ব্বীবৃত্তি ও সন্ন্যাসীর গৃহীবৃত্তি 'ছলধর্ম্ম' বলিয়া উপেক্ষিত হইবার যোগ্য। (ভাঃ ৭।১৫।১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য)। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষসাধক। ভক্তিমার্গে কোনটী কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে—উভয়ই সমান। এই জন্যই, "গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥" (ভাঃ ৭।১৪।১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে নারদের উপদেশ আলোচ্য)। ভাঃ ৭।১৫।৭৪ শ্লোকে এই তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যাত রহিয়াছে।

সন্ন্যাসাশ্রমীর লক্ষণ

সন্ন্যাস ত্রিবিধ, ১। আতুর, ২। বিবিৎসা ও ৩। বিদ্বৎ। (ভাঃ ১।১৩।২৬)

আতুরের লক্ষণ—ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্যহেতু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সুখ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া গন্তব্য পথের সন্ধান না জানিয়াও, আতুর গৃহাশ্রয় ত্যাগ করেন, যেমন ধৃতরাষ্ট্র।

বিবিৎসার লক্ষণ—স্বরূপ সাক্ষাৎকারের অভাবে, বিবিৎসা সন্ন্যাসী মহতের শরণাশ্রয় করতঃ ভোগায়তন দেহে অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক ভোক্তৃ-ভাব

---

* শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত "অসম-বৈষ্ণব-সম্মিলন" এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পরম পূজ্যপাদ **শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ** প্রভু তদীয় শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ ও প্রেরণায় অসমীয়া ভাষায় **"কীর্ত্তন"** নামক একখানি মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা সম্পাদন ও বহু প্রবন্ধাদি বিভিন্ন ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় অন্তিমকালের স্বহস্তলিখিত কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত না হওয়ায় এই পত্রিকায় উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

—প্রকাশক

পরিহার করেন। জীব স্বাতন্ত্র্যবশতঃ মহতের সঙ্গে থাকিয়াও ভোগের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যভিচার ঘটাইতে পারেন। এই প্রকার সন্ন্যাস গ্রহণই লোকে সাধারণতঃ করিয়া থাকেন এবং অনধিকার হেতু বিপরীতকারীও হইয়া থাকেন।

বিদ্বৎসন্ন্যাসের লক্ষণ—বিদ্বৎসন্ন্যাসী পরেশানুভূতির বাধক লিঙ্গদেহ ভঙ্গক্রমে স্বরূপাবস্থানে গোবিন্দকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৃহবাস ত্যাগ করেন। ইনি গৃহত্যাগী মাত্র নহেন, গৃহবাস-ত্যাগীও। ইনি ভিক্ষোপজীবী, আত্মারাম, আশ্রয়হীন, ভূতবান্ধব, শান্ত ও নারায়ণপর (৭।১৩।৩)। ইনি প্রলোভনাদি দ্বারা বহুশিষ্য সংগ্রহ, বহুশাস্ত্রাভ্যাস, গ্রন্থব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা কল্পনা এবং মঠাদি নির্ম্মাণ করিবেন না (ভাঃ ৭।১৩।৮)। গৃহধর্ম্মাদির আশ্রয়ে সন্ন্যাসী বাস্তাশী হয় (ভাঃ ৭।১৫।৩০ ও ৭।১৫।৩৬)।

গৃহী

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও বিবিৎসা-সন্ন্যাসীর আচার একই। কেবল মাত্র গৃহী ঋতুমতী ভার্য্যা গমনকালে অন্য তিন আশ্রমীর গুর্ব্বীবৃত্তি লঙ্ঘন করিবেন, (ভাঃ ৭।১২।১১)। স্বরূপাবস্থানি লাভের পূর্ব্বে সকলেরই অবস্থান গুণময়ী। সাধক সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে ও ঔদাসীন্য দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। গুরুভক্তি দ্বারা এই জয় অনায়াসে সিদ্ধ হয়, (ভাঃ ৭।১৫।২৫)। গৃহস্থের ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রত-ত্যাগ, বানপ্রস্থীর গ্রামে বাস ও ভিক্ষুর (সন্ন্যাসী) ইন্দ্রিয়-লোলুপতা আশ্রমবলঙ্ক বলিয়া উপেক্ষণীয় (ভাঃ ৭।১৫।৩৮-৩৯)। গৃহী ক্রমপন্থায় নির্গুণ ভক্তির সাধনক্রমে স্বরূপাবস্থানের জন্য যত্ন করিবেন। নতুবা ছলধর্ম্মের যাজনক্রমে পতিতাবস্থাকেই বরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ কলিযুগে কোন বিশেষ আশ্রমের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমপন্থায় নিজ নিজ অধিকার সম্প্রসারণ করিতে হইবে। আশ্রমলিঙ্গানুরাগ অপেক্ষা আশ্রমানুষ্ঠেয় ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ কামনীয়। ভক্ত যে কোন আশ্রমীই হউন না কেন, সকলের উপাস্য। বিপরীতকারিগণ অনুশোচ্য। গুর্ব্বীবৃত্তি অবলম্বনকারী অন্য তিন আশ্রমী বাহ্যতঃ গৃহীর প্রণম্য হইলেও ভক্তির তারতম্যে সম্মানের তারতম্য হইবার কথা। কেহ যেন নিজেকে কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিমান না করেন। সকলেই ভক্তসেবাকে উন্নত অধিকার লাভের সোপান বলিয়া গ্রহণ করেন। অবশ্য মধ্যমাধিকারিগণ অধিকারভেদে ভক্তের সেবা করিবেন নিশ্চয়। কিন্তু

এই অধিকার লাভের পূর্ব্বে ভক্তের তারতম্য করিতে গেলে অপরাধ করিয়া বসিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। গৃহস্থ অভিনয়কারী যম, জনক, প্রহ্লাদ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সন্ন্যাসীরও উপদেষ্টা বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৃহত্যাগের অধিকারী—

লোকের নিকট বাহবা পাইবার আশায় বা হুজুগে পড়িয়া কাহারও গৃহত্যাগ করা উচিত নয়। স্বরূপাবস্থানের পূর্ব্বে কাহারও গৃহত্যাগ করা একেবারে অনুচিত। তবে, ভজনের একান্ত প্রতিকূল দেখিলে সাধক অবশ্য সেরূপ গৃহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিবেন। এখানে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আসক্তি ত্যাগ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিকে আরও নূতন বিপদে ফেলিতে পারে। ভজনের অনুকূল গৃহ ও সাধ্বী গৃহিণীকে নিজ ইচ্ছায়, আশ্রম বা অপরের অনুরোধে কখনও ত্যাগ করিবে না, (ভাঃ ৫।১৯।৫ শ্লোকের তথ্য দ্রষ্টব্য)। স্বরূপাবস্থানে গোবিন্দের আকর্ষণে গৃহী 'সন্ন্যাস' করিবেন, ইহা সহজ। সহজ সন্ন্যাস ব্যতিরেকে ক্লেশদায়ক জানিয়া গৃহত্যাগও সুখকর জানিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ অদান্তগো ন্যাসীকে বাস্তাশীর ভূমিকায় পাতিত্য বরণ করাইতে পারে।

আতুর ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস সহজ ও নির্ব্বিঘ্ন হইলেও বিবিৎসা-সন্ন্যাসকারীর প্রচ্ছন্নভোগেচ্ছা মহতের সঙ্গ-প্রভাবকেও ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার পাতিত্য আনিতে পারে। অতএব গৃহীকে বিশেষ অধিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

"প্রভু কহে গৃহে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশে যে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। বিবিৎসাকে নিজের চেষ্টা, সংযমকে কৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষলাভের একমাত্র হেতু বলিয়া বিচার করতঃ সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্ন করিতে হইবে।

"প্রভু কহে তপ করি না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবা কেবল॥"

ভক্তি লাভের জন্যই আশ্রম স্বীকার। আশ্রমী ভক্তিলাভের জন্যই সতত যত্নবান হইবেন। 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইতে পারিলে, আশ্রমলিঙ্গধারণ তাঁহার অহঙ্কার বর্দ্ধনেরই কারণ হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস ভক্তিযুক্ত না হইলে তপঃসাম্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপ আশ্রম গ্রহণ ভক্তির প্রতিকূল। কৃষ্ণানুরাগহেতু ভক্তের স্থান গ্রহণ ও স্থিতি সহজসাধ্য বলিয়া জানিবে।

শ্রীগুরুদেব কি সন্ন্যাসী ?

শ্রীগুরুদেব গৃহীও নহেন ত্যাগীও নহেন। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই তাঁহার সর্ব্বক্ষণ বাস। আমার গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও সন্ন্যাসী ছিলেন না। বহুশিষ্য, বহু মঠ, বহু অর্থের অধিপতি বাহ্যতঃ তিনি ঘোর বিষয়ীই ছিলেন। তাঁহাকে যে বান্তাশীর অপমান স্বীকার করিতে হয় নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিরঙ্কুশ ইচ্ছাকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। 'কনকের দ্বারে' তিনি মাধবের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে মহাপ্রভু চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় রাজভোগ আহার করিয়াছিলেন। তিনি জীবন্ত মৃদঙ্গরূপে যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই জীবন্ত-মৃদঙ্গ শব্দহীন 'চারে' পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল ; যাহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল "আমি কি একটিও সন্ন্যাসী পাইলাম না।" নাক দিয়া অন্ন পান ও হরিতকী খণ্ড সঞ্চয়কারী বাসুঘোষের সঙ্গ বর্জ্জন করতঃ মহাপ্রভু যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন,—মটরারোহী, মঠাধীশ গুরুদেব উহা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হন নাই। রাজবেষধারী ও রাজভোগ আহারী পরম-হংস গুরুদেব 'ভাল না খাইব আর ভাল না পরিব' এই আদর্শ স্থাপন করিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণে পোষাকী ও পরমহংস হইয়া অর্থ সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে শাসন করিতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। তিনি হরিভজন করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার অনুগত ও অনুকরণকারী শিষ্য-সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-নাশ হইল। আজ এই সর্ব্বনাশের প্রতিকার কল্পে অনেকে পরণের কাপড় ছোট করিয়াছেন ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কীর্ত্তনে শতজিহ্ব না হইয়া জিহ্বাহীনতা ও ইন্দ্রিয়সংযমের বদলে বস্ত্রসংযম ভক্তিরাজ্যে নূতন আমদানী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ করাই শিষ্যের একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানি। অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইলে পরমহংস গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা অনুচিত। এক সময়ে সঙ্কর্ষণ সভায় পার্ব্বতীর সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায়-উপবিষ্ট মহাদেবকে দেখিয়া উপহাস করায় পার্ব্বতীশাপে চিত্রকেতুকে বৃত্রাসুররূপে অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যেমন আইন-কানুন মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক হয় না, পশুকে ছদ্মবেশী করিয়া রাখে মাত্র, সেইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া কেবল ধর্ম্ম-নীতির ছাঁচে সন্ন্যাসী গড়িতে বসিলে ভণ্ডামিকে ছদ্মবেষ দেওয়া হয় মাত্র।

নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মের সংরক্ষণ অসম্ভব। নিরপেক্ষ বিচারে যে শ্রীগুরুদেব জগতে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির অনুপাদেয়তা প্রদর্শন করিতে এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, নিজাসনে আসীন তাঁহার একনিষ্ঠ (?) সেবকেরও 'বাণী ও বপু' ও 'অন্তরঙ্গ' প্রবন্ধদ্বয় গৌড়ীয়ে প্রকাশ করাইয়া তিরস্কার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই. যে অধিকারে আমি মৎস্যভোজী ও তাম্রকূটসেবী শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করিতে ইতস্ততঃ করি, সেই অধিকারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে, কেহ গৌড়ীয়-মিশনের-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান অবস্থায় ভাগবতোক্ত তিন সম্প্রদায়ের অতীত চতুর্থ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিলে উহা অন্যায় হইল বলা চলে না। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী উভয়েরই লক্ষ্য ভোগপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন। কৃষ্ণকৃপায় অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা শুদ্ধ হইতে পারে। ইহাই সহজ সাধন। অন্যথায় গৃহীরও সন্ন্যাস লাভের সম্ভাবনা নাই এবং সন্ন্যাসীরও সন্ন্যাস লাভের আশা নাই। ভগবান্ সন্ন্যাসের বশ নন, ভক্তির বশ। সন্ন্যাস হেতু সন্ন্যাস একটি পুণ্য কর্ম্ম মাত্র। কৃষ্ণানুরাগ হেতু সন্ন্যাসই সন্ন্যাস—যে সন্ন্যাস দেখিলে শ্রীগৌর-ভগবান্ তুষ্ট হন।

দাম্ভিকতা

মহাভাগবত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা পবিত্র। জগতের ভাল-মন্দ-বিচার দ্বারা মহাভাগবতের আচরণ বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীগীতোক্ত 'অপি চেৎ' শ্লোকের অর্থ ইহাই যে, মহাভাগবতের আচরণ বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত কদর্য্য বিবেচিত হইলেও তাঁহার প্রতি অসূয়া-প্রদর্শন ভীষণ-অপরাধজনক। যিনি মহাভাগবতের আপাত প্রতীয়মান কদর্য্যশীল আচরণে উৎকৃষ্ট সাধুত্ব দর্শন করেন, তিনিই অতি সত্বর সাধুত্ব লাভের অধিকারী হয়েন। মহা-ভাগবত বাহিরে অত্যন্ত কদর্য্য আচরণ প্রদর্শন করিয়াও কৃষ্ণপাদপদ্ম-হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হয়েন না; ইহা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

অনধিকার-চর্চ্চা দ্বারা ভক্তিমার্গ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। মহাভাগবতের আচরণ একমাত্র মহাভাগবতই প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। মহা-ভাগবত-লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোন প্রকার অবরত্তার সংস্পর্শ সম্ভব নহে। শ্রীগুরুদেবের কৃপালেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিও শ্রীগুরুসেবার সম্যক্

অধিকারী। এতাদৃশ ব্যক্তির অধিকারোচিত সেবার প্রতি অসূয়াপ্রদর্শন দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অপরাধের আবাহন হয়। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার," এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখা গুরুসেবকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুসেবকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনই ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ। একমাত্র শ্রীগুরুসেবকের মর্য্যাদা-পালন-দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ-বিধান সম্ভব। শ্রীগুরুদেবের সেবককে উপেক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষবিধানের চেষ্টার অভিনয় গুরুদ্রোহ। গুরুদ্রোহীর অবৈধ-সঙ্গদ্বারা গুরুপাদপদ্মের সেবাধিকার বিনষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু কে প্রকৃত গুরুদ্রোহী এবং কেই বা যথার্থ গুরুসেবক, ইহা বুঝিতে পারা সহজ নহে। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" তিনি সহজে ধরা দেন না। শ্রীগুরুসেবকের অহৈতুকী কৃপাদ্বারাই প্রকৃত সেবককে চিনিতে পারা যায়। বাহিরে 'সুদুরাচার' অবস্থা লক্ষিত হইলেও একমাত্র ঐকান্তিক গুরুভক্তই পতিতপাবন। বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী না হইয়া নিজের যোগ্যতাদ্বারা বৈষ্ণব চিনিয়া লইবার ধৃষ্টতা সযত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুরুদ্রোহীর সঙ্গ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং এবং তাঁহার ঐকান্তিক সেবকসম্প্রদায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার প্রিয় সেবকগণের কৃপা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় সেবকগণের কৃপাদ্বারাই শ্রীগুরুদেবের সেবকের প্রতি অসূয়াপ্রদর্শনরূপ ভীষণ অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারা যায়।

উত্তম অধিকারীর আচরণের অবৈধ অনুকরণ অপরাধজনক। অনর্থযুক্ত অবস্থায় এই প্রকার অনুকরণের স্পৃহা বলবতী থাকে। দাম্ভিক অনর্থযুক্ত জীব নিজেকে মহাভাগবত বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রকার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সনাতন দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছেন। বহু অনর্থ-যুক্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনদ্বারা ভগবৎসেবা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। বর্ণী ও আশ্রমীর অধিকারোচিত ব্যবহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব নহেন। বৈষ্ণবের আনুগত্যের অভাব হইলে বর্ণাশ্রমীর বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হয়। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম বলা যায় এবং তদ্দ্বারাই সেবাধর্ম্মের উদয়ে বদ্ধজীবের সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত অভিমান সম্পূর্ণ-রূপে নিরস্ত হয়।

আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস-বিধিদ্বারা সন্ন্যাস-আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমান বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবৎসেবার অনুকূল হয়। বৈষ্ণবের আনুগত্যহীন সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমান শ্রেয়োলাভের পরিপন্থী। অন্যান্য আশ্রমসম্বন্ধেও এইরূপ বিচার সঙ্গত। ফলকথা, একমাত্র বৈষ্ণবের আনুগত্যেই দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের আনুগত্যহীন বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম আসুর বর্ণাশ্রম-নামে অভিহিত হয়। সেরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিনয়দ্বারা জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি হয়।

বৈষ্ণবের দাম্ভিকতা-প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান হয় এবং উহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই সৌভাগ্যবান্ অনর্থমুক্ত জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয়-দয়া-প্রদর্শনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবের দণ্ডরূপ কৃপা-দ্বারা অপরাধীর মঙ্গলবিধান হয়। বৈষ্ণবেব শাসন সম্পূর্ণ উপাদেয় এবং মঙ্গলপ্রসূ; কিন্তু গুরুদ্রোহীর দাম্ভিকতা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপরাধময়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া জীব কৃষ্ণ সেবা-লাভের অধিকারী হয়েন। কৃষ্ণেচ্ছায় জীব স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না। জীব সেবোন্মুখ হইলে মৎসরতা-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়েন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় 'কৃষ্ণদাস' অভিমান বিস্মৃত হইয়া জীব মায়ার প্রভু সাজিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়। তাহার কামের তৃপ্তির বাধা হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধদ্বারা জীবের হিতাহিত বিবেক সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লম্পট জীব কপটতাপূর্ব্বক গুরুসেবার ছলনায় গুরুদ্রোহ-আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

অমানী মানদ-ধর্ম্মের তাৎপর্য্যএই যে, জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। বৈষ্ণব কখনও জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি আক্রমণ করেন না। জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি আক্রমণ মৎসরতা এবং অবৈধ দাম্ভিকতা। গুরু-অভিমান সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের দাসের দাসের দাস অভিমান প্রদর্শনপূর্ব্বক জগজ্জীবকে গুর্ব্বাভিমানরূপ অপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের কর্ত্তব্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ।

আত্মা—অমৃত

আমরা চেতনজীব—আত্মা। আমি স্বয়ংই আত্মা, তবে আমার আত্মা বলিয়া যে একটী কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়, তাহা দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে। দেহে যখন আমাদের আত্মবুদ্ধি প্রবল হয় এবং যখন দেহকে 'আমি' মনে করিয়া আমরা দেহ-সুখসাধনে ব্যস্ত হই, তখন এতাদৃশ ভাব বা ভাষার উদয় হয়। দেহকে 'আমি' মনে করিয়া দেহস্থিত আত্মাকে আমার আত্মা বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধু-গুরু-কৃপায় এই বিকৃতবুদ্ধি দূরীভূত হইলে স্বরূপোদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, এই জড়দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন, সেই চেতন আত্মাই আমি; আমি নিত্য, আর স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও মন অনিত্য ও বিনশ্বর। তাই শ্রীগীতা বলেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

আত্মা—অবিনাশী, আত্মা অক্ষোভ্য, অজ, নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয়, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, সনাতন ও অমৃত। এই আত্মার কোন অনুপাদেয়তা নাই, কিন্তু অনাত্ম সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ কালক্ষোভ্য হওয়ায় উহা অনুপাদেয় ও ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। যাঁহাদের দেহাত্মবোধ ও মানসাত্মবোধ প্রবল, তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞানের ও বৈকুণ্ঠপ্রতীতির অভাব হওয়ায় প্রাপঞ্চিক দ্রব্যের সহিত বৈকুণ্ঠ বস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীনাম প্রভৃতি চিন্ময় বস্তু এবং চেতনাত্মার সহিত দেহমনের অভিন্ন বোধ নানাপ্রকার ক্লেশোৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ কথা আলোচনা করেন, সেই ভাগ্যবান্ জনগণ সাধু-গুরু-কৃপায় আত্মানাত্ম-বিবেক লাভ করিয়া এরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়েন না—জড়ে চেতনবুদ্ধি এবং চেতনে জড়বুদ্ধি তাঁহাদের না থাকায় তাঁহারা বাস্তব বস্তুর স্বরূপ সন্ধানে ভ্রান্ত হ'ন না। তাই তাঁহাদের অশান্তিও নাই, তাঁহারা শান্ত।

আত্মা বা 'আমি'-বস্তুটী পূর্ণামৃতস্বরূপ কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হওয়ায় অণুচেতন—অমৃত, মৃত বা মর্ত্ত্য নহেন। সে মায়াতীত বস্তু হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা-হেতু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া মায়া-কবলিত

হইয়াছে এবং তদ্ধেতু নিজেকে ত্রিগুণাত্মক ও জগতের কোন বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। ভগবদিতর দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত অনাত্ম-প্রতীতি হওয়ায় জীবের বদ্ধাভিমান-মাদকতা প্রবল হইয়াছে; তাই সে জগতের পথ অবলম্বন করিয়া—ধর্ম্মার্থকামের ভক্ত হইয়া নিজেকে পরমার্থ বা পারমার্থিকের বিদ্বেষী বলিয়া মনে করিতেছে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধভাব তাহার হৃদয়ে স্থান পাইয়া তাহাকে প্রাকৃত অভিমানে মত্ত করিয়াছে ও করিতেছে। তাই সে আমার জগৎ, আমার পিতা ইত্যাদি অভিমানে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইয়াছে—নিজেকে নিজে ভুলিয়াছে, শান্তির পথে কণ্টক দিয়া অশান্তিকে বরণ করিতেছে এবং অনাত্ম-বস্তুতে আত্মীয়-বোধের প্রাবল্যহেতু নিত্যপূজ্য, প্রাণের দেবতা, হৃদয়ের ধন ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকে পর মনে করতঃ সেই পরম করুণাময় ভগবানকে নিজদেহ ও দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের সেবায় ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছে না। ইহাই তাহার বদ্ধতা, ইহাই তাহার বুদ্ধিভ্রম, ইহারই নাম অনর্থ। এমতাবস্থায় আমাদের আত্মবিৎ সাধুর সঙ্গ করাই বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এমনই আত্মবঞ্চিত ও নির্ব্বোধ যে, বালক যেরূপ না বুঝিয়া অভিজ্ঞ লোকের সহিত কলহ করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করে, আমরাও সেইরূপ সাধুদের সহিত মতভেদ করিয়া পরমার্থে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া আত্মসন্ধানলাভে পরাঙ্মুখ হইতেছি।

হ্রস্ব-বর্গ-ধন-প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীবগণ তুরীয় বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিয়া আত্মসংহারপূর্ব্বক যে পাপ অর্জ্জন করে, তদ্দ্বারা তাহাকে আত্মঘাতী বলা যাইতে পারে, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আত্মা—অবিনাশী; সুতরাং তাহার তাদৃশ চাপল্য ক্ষণিক চাপল্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও—সে ভুলক্রমে অনাত্মীয়কে আত্মীয় বলিয়া মনে করতঃ তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও বা জগৎকে তাহার আবাসস্থল মনে করিলেও সাধুসঙ্গ করিলে তাহার এই ভ্রান্তি অপসারিত হইবেই হইবে।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব ভয়াতুর, শোকাতুর, স্পৃহাশীল, প্রচণ্ড-লোভ-বশ। অভয়চরণারবিন্দের সন্ধান না রাখার দরুণ তাঁহার যে এই বিপত্তি, উহা তাঁহার প্রলাপবিকারেই পরিণত হয়; উহা অনাত্মপ্রতীতিরই ধর্ম্ম। ভক্তিবিবেক উদিত না হইলে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয় না। বিকৃতস্বরূপে তাঁহার স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটে এবং তদনুসারে অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, মানব বা

জীবমাত্রেই ভগবৎপ্রকাশের সহিত যুগপৎ ভেদাভেদধর্ম্মে অবস্থিত এবং প্রাণী মাত্রই ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির অন্যতমা তটস্থাশক্তি হইতে প্রকটিত ব্যাপার বিশেষ। তিনি কালাধীন হইলে তাঁহার কেবল ভেদের উপলব্ধি হয়—ভগবৎ সেবাবঞ্চিত হইলে আপনাকে 'ভোক্তা' বলিয়া অভিমান হয় এবং স্বাভাবিকী আনন্দশক্তির প্রভুত্ব ক্ষীণ হইলে তাহাকে ত্রিতাপে গ্রাস করে।

ভগবদ্‌বিস্মৃতিই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। সেই দুঃখ লাভের এক মাত্র অধিকারী—জীবের আত্মপ্রতীতি হইতে জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরদ্বয়। তাহাতেই সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরদ্বয়ের ভোগপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে শরীরদ্বয়ের মালিক হইয়া আর তাহাকে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয় না—সে নিত্যকাল বিশুদ্ধ পারমার্থিক হইয়া আপনাকে 'গুরুদাস' বলিয়া জানিতে পারে।

তাই বলি, অমৃত হইয়া আমরা নিজেকে মৃত মনে করিতেছি কেন এবং আমার একমাত্র গন্তব্যসরণি শ্রৌতপথকে—সাধু-গুরু-প্রদর্শিত রাস্তাকে কণ্টক পূর্ণ করিয়া কুপথে পতিত হইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি কেন? আর অসুবিধায় পড়িয়া থাকিয়া কাজ কি? মৃতাভিমানী, মানবাভিমানী জগদ্বাসী-অভিমানী ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিয়া লাভ কি? সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা শ্রীগৌড়ীয় পাঠ করা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা এবং সাধুমুখে হরিকথা শুনাই উচিত নহে কি? যদি আচার্য্য-ভৃত্যগণের এই সকল কথা আমরা শুনি এবং তদনুসারে জীবনযাপন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইবে, আত্মোপলব্ধি হৃদয়ে স্থান পাইবে, গ্রাম্যবার্ত্তায় ভোগ প্রণালীর সুখদুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং আমরা পুনরায় নিজস্বরূপ ফিরিয়া পাইব—আমরা অশোক, অভয়, অমৃত হইয়া যাইব।

আত্মা—অমৃতের পুত্র—অমৃত, মর্ত্ত্যের তনয় নহেন বা মর্ত্ত্য নহেন। স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর—দেহ-মন মর্ত্ত্যের তনয়। আত্মা অমৃত পান করেন। ভগবদুচ্ছিষ্টে অমৃত আশ্রিত, ইতর ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অনেক মরণযোগ্য ভোগের বিষ বর্ত্তমান! তাহা বরণ না করিয়া শ্রীভাগবতামৃত—শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত অমৃতধারা নিত্য পান করা উচিত। তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমরা আত্মবস্তু—চেতন বস্তু, কৃষ্ণের বস্তু, এজগতে কাহারও নই এবং এই আত্মা—অমৃত, মৃত নহেন।

—শ্রীভাবভক্তিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রের উত্তর।

মহোদয়, আপনার ৪।৭।৭২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি ঐ পত্রের মাধ্যমে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিরপেক্ষতাদি সম্বন্ধে যেরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটি বিষয় অবগত করাইতে চাই।

[১] উক্ত পত্রে আপনার শাস্ত্রীয়-জ্ঞানের যেরূপ অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দুই একটি শ্লোকের যেরূপ বিপরীত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইল আপনি কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করেন নাই। বিশেষতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গীতাদি শাস্ত্রসমূহ মোটেই অনুশীলন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" কিন্তু আপনি পত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন "কৃষ্ণভক্তির সূক্ষ্মপথ নিজেই আবিষ্কার করতে হবে, অপরে পারে না।" আপনার এই বিচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং মহাজনগণের উপদেশের সর্ব্বথা বিরুদ্ধ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জানাইয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

—অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা প্রবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও এইরূপ কথাই জানাইয়াছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

—অর্থাৎ যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ-নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। অন্যত্রও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই শুদ্ধভক্তি উদিত হন। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৪।৩৩)

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

—তাৎপর্য্য এই যে, পারলৌকিক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের আনুগত্য ব্যতীত শুদ্ধভক্তি কখনও কেহ প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু আপনি নিজেই শুদ্ধাভক্তি আবিষ্কার করিয়া লইবেন বলিয়া জানাইয়াছেন ইহাতে যেরূপ দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণেরও তত্ত্ববিদ্‌গণের বিচার—"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গে।" অতএব আপনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা বৈষ্ণবগণের আনুগত্য গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র অনুশীলন করিবেন, তাহাতেই আপনার প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে।

আপনি জানাইয়াছেন—"আমার আর পত্রিকার প্রয়োজন নাই। কারণ যে উদ্দেশ্যে পত্রিকা নেওয়া মনে করেছিলাম সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। আপনারা নিরপেক্ষ পত্রিকা বলে যে প্রচার করেন তাহা ঠিক নয়। অন্য মতকে আপনারা ঘৃণা করেন।"

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আপনি নিরপেক্ষতার অর্থ অদ্যাবধি ভুল বুঝিয়াছেন। জগতে ভাল এবং মন্দ দুইটি জিনিষ আছে। মন্দের ধারণা না হইলে মানুষ কখনও ভাল সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে অন্বয় ও ব্যতিরেক, বিধি ও নিষেধ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য দুই ভাবেই শিক্ষা দিয়াছেন। যেরূপ "সত্য কথা বলিবে" ইহা বলিলে ইহাতে মিথ্যা কথা বলিও না এই নিষেধের কথাও প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ (গীতা ২।৪৯)

উক্ত শ্লোকে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতা বাধিত হইয়াছে? এতদ্ব্যতীত "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগের যে উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের নিরপেক্ষতার হানি হইয়াছে? আপনি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার (৪।১১)

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

—শ্লোকটির কি অর্থ বুঝিয়াছেন? আপনার পত্রে মনে হইল আপনি বিপরীত অর্থই ধারণা করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার তাৎপর্য্য অনুসারে উক্ত শ্লোকের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আপনার অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ আমি নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করি। আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয়। তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাঁহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাঁহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড় বিধিবাদী, তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্ত হই। যাহারা কর্ম্মী, তাহাদিগের পক্ষে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর রূপে প্রাপ্ত হই। যাহারা যোগী, তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি, অথবা কৈবল্য দান করি। সমস্ত মনুষ্যই আমার প্রাপ্তির বিবিধ বর্ত্মে অনুবর্ত্তমান; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমি সকলেরই চরম প্রাপ্য। ঈশভজন, অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞেশ্বরাদি যজন এ সমুদায়ই আমার প্রাপ্তির বিবিধবর্ত্ম অর্থাৎ পথস্বরূপ। সুবোধ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তত্তদুপাসনাকে 'উপায়' করিয়া মৎস্বরূপ 'উপেয়' লাভ করেন। যাঁহারা সেই সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি না করেন, তাঁহাদের লাভ অসম্পূর্ণ, ইহাই ভগবদ্-বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কতিপয় শ্লোকে' গুহ্যং, 'গুহ্যতরং', 'সর্ব্বগুহ্যতমং' 'পরমং-বচঃ, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য', 'মামেকং শরণং', এবং 'মন্মনা ভব,' ইত্যাদি পদগুলিদ্বারা বিশেষ জোর দিয়া উপদেশ করিতেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি, বিভিন্ন দেব-দেবিগণের উপাসনা, কাম্য ও নিষ্কর্ম্মাদি, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, এবং ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছ, সে সমুদায়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ-স্বরূপ একমাত্র আমারই শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা-হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের সর্বগুহ্যতম এবং চরম উপদেশ। এই উপদেশে শ্রীকৃষ্ণে নিরপেক্ষতা হানি হয় নাই, কেন না সর্ব্বশাস্ত্রের এবং ভগবদ্-রাজ্যের ইহাই একমাত্র নিগূঢ় এবং নিরপেক্ষ সত্য—তাৎপর্য্য।

এই সকল নিরপেক্ষ ভগবদ্-বাক্যগুলির নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুশীলন না করিলেই মুড়ি ও মিছরির এক দর মনে হয়; পতিব্রতা এবং বেশ্যায় কোন প্রভেদ উপলব্ধি হয় না এবং সর্ব্বোপরি ভাল মন্দের কোন প্রকার বিচার করিবার সামর্থ্য থাকে না। আপনিই বিচার করুন—চোরকে সাজা দেওয়া হয় কেন? সজ্জনগণের প্রশংসা করা হয় কেন? এতদ্দ্বারা কি নিরপেক্ষতার হানি হয়? সৎ এবং অসৎ কোন দিন এক হয় না। প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তি নিজ অনুগত জনের কল্যাণার্থে তাহাদের নিকট সৎ এবং অসৎ বিষয়গুলি স্পষ্ট-ভাবে জানাইয়া দেন, তাহাতে যদি অনুগত জনগণ বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া এই সকল বিচার অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিবেন।

জগতে ধনের প্রয়োজন আছে, ধন সাধনে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়; ইহা সত্য হইলেও কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়। শাস্ত্রে যত্রতত্র অর্থের নিন্দা দেখা যায় এবং বিশেষ করিয়া পরমার্থের প্রতিবন্ধক স্বরূপ বর্ণনা দেখা যায়। নিত্যাতিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা' (শ্রীমদ্ভাগবত) 'ন ধনং ন জনং' (শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকম্) এবং 'অর্থকে অনর্থ জান' (মহাজন-পদাবলী) ইত্যাদি অনুশীলন করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

তবে ইহাতে একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, ধনের দ্বারা সৎ-কার্য্য ও অসৎ-কার্য্য করা যেতে পারে, আমাদের পরমগুরুদেব জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের-বাণীর মধ্যে তাহাই পরিস্ফুট আছে।

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

অর্থ দ্বারা ভগবৎসেবা করিলে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয়, আর নিজের ভোগে অর্থ লাগাইলে ভব-বন্ধনের কারণ হয়। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র-লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' এবং ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ-ভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

সুতরাং কোন্‌টী ধর্ম্ম, কোন্‌টী অধর্ম্ম এইগুলির যদি নিজের বিচার করিবার মত ক্ষমতা থাকিত; তাহা হইলে শাস্ত্রাদির প্রয়োজন হইত না, ধর্ম্ম প্রচারেরও প্রয়োজন হইত না। আমরা পত্রিকার জন্য যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহা অতি সামান্য এবং যে সমস্ত বিষয় তাহাতে প্রকাশ করা হয় তাহা অমূল্য, এই সমস্ত বিষয়বোধ থাকিলে আপনি কোন দিনই এই ভাবে পত্র লিখিতেন না।

আপনি পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজের নিকট এই সমস্ত কথা লিখিয়া বিশেষ উত্তর জানিবেন।

আপনি যোগমায়া এবং মহামায়ার কোন বৈশিষ্ট্যাদি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পড়ার পূর্ব্বে কখনও অবগত হন নাই। যাহা জানাইয়াছেন, উহাতে আমাদের কোন আশ্চর্য্য বোধ হইল না; কারণ আপনি কোন সৎ-শাস্ত্র অনুশীলন বা সৎসঙ্গই করেন নাই। সকল শাস্ত্রেই ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা, যোগমায়া ও মহামায়া, চিৎ-শক্তি ও জড়শক্তি, পরা ও অপরাশক্তি ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের বহুবিধ শক্তির মধ্যে এই দুই প্রকার শক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। গীতায় ৭।৫ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াই পরা ও অপরা শক্তির উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাঃ—স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা-গৃহীতম। (৩।২।১২)—'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া'। (২।৫।১৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—যোগমায়া চিৎশক্তি বিশুদ্ধশক্তি পরিণতি। (মঃ ২১।১০৩)

এবং মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে,
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ (আঃ ৪।৯)

ইত্যাদি শ্লোক এবং পদে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গাশক্তি বা পরাশক্তিকেই যোগমায়া বলা হইয়াছে। এই যোগমায়া ভগবানের যাবতীয় চিল্লীলার প্রকাশিকা এবং পোষিকা; এই যোগমায়ারই ছায়া বা বিকারই জড়মায়া বা মহামায়া। অতএব জড়মায়া বা মহামায়া যোগমায়ার পরিচারিকা। নিত্যধামে গোপী-সকল যেভাব অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রসবিলাস পুষ্টি করেন, তাহা যোগমায়া প্রদত্ত। কংসবিমোহিনী ভগবন্মায়াই মহামায়া, তিনি চণ্ডিকা এবং দুর্গা ইত্যাদি। তিনিই ভগবদ্বিমুখ জীবগণকে ত্রিতাপে দগ্ধ করিয়া শোধন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা জীব ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে— বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥

এবং ব্রহ্মসংহিতায়—'ছায়েব-যস্য-ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা'—ইত্যাদি পয়ারে এবং শ্লোকে যে মায়া এবং দুর্গার উল্লেখ দেখা যায়, তিনিই মহামায়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণের বিবিধ শক্তির বর্ণনা রহিয়াছে—

'কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তা'তে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥'

অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রে শক্তির বৈশিষ্ট্য থাকিলেও যাঁহারা যোগমায়া ও মহামায়াকে অজ্ঞতাবশতঃ এক করিয়া ফেলেন, তাঁহারা পরমার্থ হইতে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি আপনি এই সকল বিচার অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেই "**শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিরপেক্ষতা**" উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ইতি—

আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২; বুধবার শ্রীশ্রীগৌর জন্ম-বাসরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত (শ্রীনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত) শ্রীপাদ গজেন্দ্র মোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য, ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডী যতিবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ নামে সর্ব্বজন সমক্ষে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মহারাজ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ-পাদের অভিন্নস্বরূপে গৌড়ীয় বেদান্তধারা পৃথিবীতে যেরূপ প্রবলভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার আনুগত্যে বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য মহারাজও উক্ত যতিদ্বয়ের নামের পূর্ব্বে **ভক্তিবেদান্ত** সংযোগ করিয়া ঐ ধারা সর্ব্বতো-ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। 'গৌড়ীয় বেদান্ত' শব্দের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্ম-সূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য পারমহংসী-সংহিতা-শ্রীমদ্ভাগবতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই গূঢ় তৎপর্য্য জগতে প্রচার-উদ্দেশ্যেই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার স্থাপিত সমিতির নাম ও তাঁহার আশ্রিত যতি-বৃন্দের **'ভক্তিবেদান্ত'** নাম প্রচলন করিয়াছেন। অতএব নির্ম্মৎসর সার-গ্রাহী অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ইহাতে পরম আনন্দ-প্রকাশ করিয়া থাকেন।

উপরি উক্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজগণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব স্বভাবসুলভ দৈন্যে কায়-মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীভগবৎ সেবায় চিরতরে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা পরম সৌভাগ্যবান্।



ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন ভক্তগণ প্রাতঃকাল হইতেই উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী তিথি-বাসর আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। ঐদিবস অহোরাত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেই উক্ত মহাত্মগণের সন্ন্যাসগ্রহণ উপলক্ষ্যে বৈষ্ণব-স্মৃতি সংস্কার-দীপিকার

বিধানানুযায়ী যজ্ঞ-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের আচার্য্যত্বে, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পৌরোহিত্যে ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থীমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের বিবিধ প্রকার সহযোগিতায় বিপুল সংঙ্কীর্ত্তন ও জয়-ধ্বনিতে যখন দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত ও নিনাদিত, সেইকালে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে পূর্ব্বোক্ত মহাত্ম্যদ্বয় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র ও অষ্টোত্তরশত-যতিনামের অন্তর্গত ভক্তিসূচক নামপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী-যতিবেশ ধারণ করেন। পরে তাহারা শ্রীগুরুদেবের অনুমোদনে সন্ন্যাসোচিত ভিক্ষাবিধানে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় ভিক্ষুকাশ্রমোচিত বৃত্তির মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন।

সন্ধ্যায় উক্ত ত্রিদণ্ডী মহোদয়গণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সাধারণ অধিবেশনে অগণিত শ্রদ্ধালুজনগণের সম্মুখে পৃথক পৃথক বক্তৃতা মুখে সারগর্ভ তত্ত্বের আলোচনা করেন এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানান, যেন তাঁরা এই মুকুন্দ-সেবাব্রতে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে তৎপর হইতে পারেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়া বিপুল জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত করিয়া হর্ষ-প্রকাশ করেন। —প্রকাশক

সংবাদ-সমীক্ষা

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিশেষ করিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী "শ্রীল প্রভুপাদের" অনুসরণে নিজে যেরূপ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিয়াছেন এবং অনুগত জনের দ্বারা পালন করাইয়াছেন, সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে

সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদন্তর্গত ভারত-ব্যাপী সকল শাখা মঠ সমূহে বর্ত্তমান বৎসরও ১লা বৈশাখ ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার হইতে ৩০ বৈশাখ, ১৩মে, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত বিশেষভাবে পালন করিয়াছেন। ইহাতে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যারতি, ভোগরাগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রীমন্দিরে ও শ্রীতুলসীতলায় ঘৃত-প্রদীপ দান, শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমা এবং কার্ত্তিকব্রতের যে সমস্ত বিধি এবং নিষেধ রহিয়াছে, এই ব্রতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি সেই সমস্ত গ্রহণপুর্ব্বক সর্ব্বত্রই এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছেন।

অক্ষয়-তৃতীয়া

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস

গত ১৮ মধুসূদন, ২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে, মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত মূলমঠ এবং শাখামঠসমূহে অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস বিপুল আড়ম্বরের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে। ঐদিবস উষঃ-কালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী জীউর মঙ্গল-আরাত্রিকান্তে পূর্ব্বাহ্নে মহাজন পদাবলী, সংকীর্ত্তন, শ্রীব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যানুশীলন, মধ্যাহ্নে বিশেষভাবে ভোগরাগ ও শ্রদ্ধালুজনগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত ধারা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃগণের ভাষণ এবং কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় বিশেষভাবে আরা-ত্রিক, শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসী-পরিক্রমাদি হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ অক্ষয়-তৃতীয়ায় বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকারগণ, শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য এবং বিশেষ করিয়া পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ও গৌড়ীয়-বেদান্ত-ধারা সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ঐদিনে সত্যযুগের প্রারম্ভ হয়, বদ্রী-নারায়ণে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়, এবং পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণের পক্ষে ঐ তিথির একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে যে, উক্ত দিবসেই পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কলিকাতাস্থ বোসপাড়া লেনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্রই

শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধারা—শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীগৌরবাণী-বিনোদধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করিয়া বৈদান্তিক চূড়ামণি শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ও গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর বৈদান্তিকধারা নির্ভিকতা সহকারে সর্ব্বত্রই প্রবাহিত করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি এবং অমোঘ শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ মায়াবাদিগণকে ভীষণভাবে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এতৎ-প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত **"বৈষ্ণব-বিজয় বা মায়াবাদের জীবনী"** বৈদান্তিক ক্ষেত্রে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। উক্ত দিবসে বিভিন্ন বক্তৃগণ এই সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

চন্দননগরে শ্রীল আচার্য্যদেব

চন্দননগর নিবাসী পরম শ্রদ্ধালু শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর পাল মহোদয়ের সাগ্রহ আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, শ্রীকানাই লাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীদাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুবর ব্রহ্মচারী, ও শ্রীজয়দেব ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীপুরুষোত্তম ও বৈশাখ মাস উপলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে ১৯ বৈশাখ হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়া পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল যাবৎ বিশেষ সমারোহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ২৮ বৈশাখ সমিতির **সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ,** সমিতির উপ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-নারায়ণ মহারাজ, সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশশাঙ্কবাবুর গৃহে শুভবিজয় করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ঐদিনেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্বভাব-সুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

শ্রীযুত পাল মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধভক্তি-প্রচারে বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ হইয়া সমিতির বহুবিধ সেবা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি সমিতির প্রচারার্থে একটি নূতন পূর্ণসেট্ মাইক প্রদান করিয়াছেন। সমিতির সদস্যবর্গ তাঁহার এইরূপ সেবাপ্রচেষ্টায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গল কামনা করেন।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ২২ শ্রীধর, ৪৮৬ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৭৯ ; ইং ১৭।৮।১৯৭২ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদঃ

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শবর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ স্বেদ-গদ্গদ-রক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥ ৪২॥

ক্লপ্তালঙ্কৃতি সংশ্লিষ্টা গুণালী-পুষ্পমালিনী।
ধীরাধীরাত্ব-সদ্বাসঃ-পটবাসৈঃ পরিষ্কৃতা॥ ৪৩॥

কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, গদ্গদ অর্থাৎ অস্ফুট ধ্বনি, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা, এই নয়টী উত্তম রত্নদ্বারা যিনি অলঙ্কার রচনা করিয়া পরিধান করিয়াছেন তথা সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি গুণসমূহই যাহার পুষ্পমালাস্বরূপ এবং ধীরাধীরত্ব ভাবরূপ সদ্গন্ধকেই যিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদিরূপে ব্যবহার করিতেছেন॥ ৪২-৪৩॥

প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লা সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা ।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাব-বতংসোল্লাসি-কর্ণিকা ॥ ৪৪ ॥

প্রচ্ছন্ন মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ সম্বন্ধ কেশপাশ, যিনি সৌভাগ্যরূপ **তিলকে উজ্জ্বল** এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম ও যশঃ শ্রবণই যাঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ ॥৪৪।

রাগতাম্বুলরক্তৌষ্ঠী প্রেমকৌটিল্যকজ্জলা ।
নর্ম্মভাষিত-নিস্যন্দ-স্মিতকর্পূরবাসিতা ॥ ৪৫ ॥

অনুরাগরূপ তাম্বুলের রক্তিমায় যাঁহার ওষ্ঠ রঞ্জিত, প্রেম-কৌটিল্যই যাঁহার কজ্জল, শ্রীকৃষ্ণের ও সখীগণের উপহাস বাক্য শ্রবণে সমুৎপন্ন মধুরহাস্য-রূপ কর্পূর দ্বারা যিনি সুবাসিত হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া ।
নিবিষ্টা প্রেমবৈচিত্ত্য-বিচলত্তরলাঞ্চিতা ॥ ৪৬ ॥

সৌরভ অর্থাৎ কীর্ত্তিস্বরূপ অন্তঃপুর মধ্যে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে আনন্দে শয়ান হইয়া প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ বিপ্রলম্ভরূপ চঞ্চল তরল (হারমধ্যস্থিত মণি) দ্বারা শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৬ ॥

প্রণয়ক্রোধ-সচ্চোলীবন্ধ-গুপ্তীকৃতস্তনী ।
সপত্নী-বক্ত্র হৃচ্ছোষি-যশঃশ্রীকচ্ছপীরবা ॥ ৪৭ ॥

সপ্রণয় ক্রোধসম্ভূত রক্তিমারূপ সচ্চোলী-বন্ধনে অর্থাৎ কাঁচুলী দ্বারা যিনি স্তনযুগলকে আবৃত করিয়াছেন এবং সপত্নীগণের কুটিলতম মুখ ও হৃদয়ের শোষণকারিণী যশঃশ্রী অর্থাৎ যশঃ-সম্পত্তিই যাঁহার উৎকৃষ্ট কচ্ছপী অর্থাৎ বীণাস্বর হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজা ।
শ্যামা শ্যামস্মরামোদমধূলী-পরিবেষিকা ॥ ৪৮ ॥

মধ্যতা অর্থাৎ যৌবনরূপ স্বীয় সখীর স্কন্ধদেশে যিনি আপনার লীলারূপ করপদ্ম অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি শ্যামা অর্থাৎ বিশেষ গুণযুক্তা স্ত্রী তথা যিনি শৃঙ্গাররস দ্বারা কন্দর্পমত্ততারূপ মধু পরিবেশন করিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

সুভগা-বল্গুবিজ্ঞোলী-মৌলীভূষণ-মঞ্জরী ।
আবৈকুণ্ঠমজাণ্ডালি-বতংসীকৃত-সদ্যশাঃ ॥ ৪৯ ॥

যিনি সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণের মস্তকস্থিত ভূষণমঞ্জরী স্বরূপা, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যশকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

বৈদগ্ধ্যৈক-সুধাসিন্ধুশ্চাতুর্য্যৈক-সুধাপুরী।
মাধুর্য্যৈক-সুধাবল্লী গুণরত্নৈক-পেটিকা ॥ ৫০ ॥

যিনি বৈদগ্ধ্য অর্থাৎ রসিকতার সুধাসিন্ধু, চতুরতারূপ অমৃতের একমাত্র পুরী অর্থাৎ বাসস্থান, মাধুর্য্যামৃতের লতা এবং গুণরত্নের পেটিকা ॥ ৫০ ॥

গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানুশ্রীর্বার্ষভানবী।
কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ ॥ ৫১ ॥

গোবিন্দস্থিত মন্মথপদ্মের সম্বন্ধে যে বৃষভানুনন্দিনী সূর্য্যের প্রভারূপ অর্থাৎ সূর্য্যদর্শনে যেরূপ পদ্মের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কামোদ্রেক হইয়া থাকে, এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের মানসরূপ কুমুদের উল্লাস বিষয়ে চন্দ্রকিরণস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা।
কৃষ্ণচাতক-জীবাতু-নবাম্ভোদ-পয়ঃস্রুতিঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মানসহংসের সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট মানসগঙ্গা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ চাতক পক্ষীর জীবনৌষধিরূপ নবজলদের জলধারা ॥ ৫২ ॥

সিদ্ধাঞ্জন-সুধাবর্ত্তিঃ কৃষ্ণলোচনয়োর্দ্বয়োঃ।
বিলাসশ্রান্ত-কৃষ্ণাঙ্গে বাতালী মাধবী মতা ॥ ৫৩ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অঞ্জনসুধার বর্ত্তি (বাতি)-স্বরূপ এবং যিনি 'বিলাসশ্রান্ত' শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বসন্তকালীন বায়ুসমূহ ॥ ৫৩ ॥

মুকুন্দ-মত্ত-মাতঙ্গবিহারাপারদীর্ঘিকা।
কৃষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারিধিঃ ॥ ৫৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তমাতঙ্গের বিহারার্থ অপার দীর্ঘিকাস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরূপ মহামৎস্যের সম্বন্ধে যিনি ক্রীড়া নিমিত্ত আনন্দসমুদ্র ॥ ৫৪ ॥

গিরীন্দ্রধারি-রোলম্ব-রসাল-নব-মঞ্জরী।
কৃষ্ণকোকিলসন্মোদি-মন্দারোদ্যান-বিস্তৃতিঃ ॥ ৫৫ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের অভিনব রসালমঞ্জরী অর্থাৎ আম্রমুকুল এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ কোকিলের আনন্দপ্রদ মন্দার পর্ব্বতস্থিত বিস্তৃত উপবনস্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণকেলি-বরারাম-বিহারাদ্ভুত-কোকিলা।
নাদাকৃষ্ট-বকদ্বেষি-বীর-ধীর-মনোমৃগা ॥ ৫৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের কেলিরূপ উৎকৃষ্ট উপবনবিহারে অদ্ভুত কোকিলাস্বরূপ এবং যিনি ধ্বনি দ্বারা নিকটে আনিত বীরবর শ্রীকৃষ্ণের সুধীর মনকে অন্বেষণ করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

প্রণয়োদ্রেক-সিদ্ধ্যৌক-বশীকৃত-ধৃতাচলা ।
মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া ॥ ৫৭ ॥

প্রণয়োদ্রেকই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির একতর, তদ্দ্বারা যিনি গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং নিজেও মাধবের অতিশয় বশীভূতা বলিয়া লোকমধ্যে যিনি মাধবী ও মাধবপ্রিয়া নামে অভিহিত হয়েন ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণমঞ্জুলতা-পিঙ্গে বিলসৎস্বর্ণযূথিকা ।
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভুতা ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ তমালবৃক্ষে যিনি বিলাসবতী স্বর্ণযূথিকাস্বরূপ এবং গোবিন্দরূপ নবমেঘে যিনি অদ্ভুত ও সুস্থির বিদ্যুল্লতারূপ ॥ ৫৮ ॥

গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা ।
শীতে শ্যামশুভাঙ্গেষু পীতপট্ট-লসৎপটী ॥ ৫৯ ॥

গ্রীষ্মকালে গোবিন্দে সর্ব্বাঙ্গে যিনি কর্পূর, চন্দন ও চন্দ্রিকাস্বরূপ এবং যিনি শীতকালে শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর শরীর সমুদায়ে মনোহর পীতবর্ণ কৌষেয় পটী অর্থাৎ সর্ব্বাচ্ছাদক বস্ত্রবিশেষ ॥ ৫৯ ॥

মধৌ কৃষ্ণতরুল্লাসে মধুশ্রীর্মধুরাকৃতিঃ ।
মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী ॥ ৬০ ॥

যিনি বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণরূপ তরুর উল্লাসার্থ মধুরাকৃতি বসন্তকালীন শোভা এবং যিনি বর্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষদায়িনী মনোহর মল্লার রাগের শোভাস্বরূপ ॥৬০॥

ঋতৌ শরদি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটং ।
বরীতুং হন্ত রাসশ্রীবিহরন্তী সখীশ্রিতা ॥ ৬১ ॥

যিনি শরৎঋতুতে একান্ত রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টরূপে বরণ করিবার নিমিত্ত সখীকে আশ্রয় করিয়া রাসশ্রীরূপে বিহার করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনং ।
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্ত্তিধারিণী ॥ ৬২ ॥

হেমন্তকালে কামযুদ্ধের নিমিত্ত ভ্রমণকারী রাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় পৌরুষ দ্বারা পরাজয় করিবার নিমিত্ত যিনি মূর্ত্তিধারিণী জয়লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়াছেন ॥৬২॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের উপসংহার-ভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭০ পৃষ্ঠার পর)

সভা-সমাপনের পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই,—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজীর সহিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালনের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হ'তে জেনেছি,—ঐরূপ দুটো জিনিষ কিছু আলাদা নয়, শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" (১)
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২-২৫৩)

সাধারণ লোক শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য অনুশীলন করেন না, তাই তাঁ'দের মধ্যে পরস্পর বিবদমান মতবাদ বিস্তারিত হ'য়েছে; তাঁ'রা ভোগ ও ত্যাগ —এই দু'য়ের কবলে কবলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও তদানুকূল্যময়ী লৌকিকতা বা বৈদিকতা জড় ও চেতনের মত পৃথক্ বস্তু নয়। আমরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত শাস্ত্রীয় উপদেশে দেখিতে পাই,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা"॥ (২)

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁর ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের যে বিচার

১। অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধন-ভক্তির অনুকূলমাত্র-বিষয়-স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহ থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে-ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে।

ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।

২। হে মুনে! জগতে যে-সকল লৌকিক বা বৈদিকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল সেইগুলি মাত্র ভক্তিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্টগুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজনবোধ করিলে যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, এরূপভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর * সাকর মল্লিককে বলেছিলেন, তা'তে আমরা ভোগী ও ত্যাগী-সম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখ্‌তে পাই। 'ঈশাবাস্য' জগতের ঈশসেবার উপকরণগুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্ব্বিশেষবাদি-গণের অসম্পূর্ণ বিচার লক্ষিত হ'লেও শ্রীগৌরসুন্দর তা' বলেন না। যাঁরা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ ক'রে থাকেন। 'কাব্য-প্রকাশ' ও 'সাহিত্য-দর্পণে'র লেখক, তথা ভরতমুনি যে বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা আলোচনা কর্‌তে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নাই। যাঁ'রা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁ'দের বিচার খণ্ডিতধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম" জিনিষটা দশটা পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second. যাঁ'রা মনে করেন—Absolute Truth challen-geable, তাঁদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godhead এর উপাসক—আমরা Impersonalityর উপাসক নই। প্রপন্না-শ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুর উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখতে পারেন—'সত্যোহস্য বরুধাতে' ইহার প্রমাণ। তাঁ'রাই realise কর্‌তে পারেন—তাঁ'রাই "আপনি আচরি" ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" উপনিষন্মন্ত্র তাঁদেরই গান ক'রেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দু'য়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চ'লে যেতে পার্‌ব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তমূলক হ'বে (চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি ও করতালি)। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।৩০-৩১) শ্লোকে বলেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

---

* সাকর মল্লিক—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥" (১)

অভক্ত-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অভক্ত পতিত হ'বে—আর যেখানে কপটভক্তি, সেই ভণ্ড দলও পতিত হ'বে—Mental speculationists (মনোধর্ম্মিগণ) সব প'ড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance (সমতা) রক্ষা করতে পার্‌বে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততো পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (২)
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।২৬)।

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়া বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হাক্ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥ (৩)
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁ'দের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদবুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ (৪)

১। যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া জানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনাবশতঃ' তাঁহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপ-পুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরমশান্তি লাভ করিবেন।

২। হে অরবিন্দাক্ষ! যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

৩। কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুনকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই?

৪। ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃতদোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না।

Ordinary Common people (সাধারণ জনগণ) মনে করেন,—empericismএর (আধ্যক্ষিকতার) পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিক্ নির্ণয়যন্ত্র। কিন্তু empericism প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষ্যকে স্খলিতপদ ক'রে দিচ্ছে —প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth (বাস্তব সত্য) এর deviation (চ্যুতি) নাই। ভগবদ্ভক্তের সহিত সাধারণ কর্ম্মীর পার্থক্য এই যে, কর্ম্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকম্পে সর্ব্বদা ত্রস্ত, ভীত ও সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগৎ-ভক্ত সত্য-ভূমিকার অচলায়তনে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-প্রতিষ্ঠা কিছু কর্ম্মীর মত বাহাদুরীর কার্য্য নয়। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির সাধক-স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্ম কি ক'রে ভক্তির অনুকূল হয়, "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠায় তাহার বীজ নিহিত র'য়েছে। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে"। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"—এই শ্রৌতবাণী "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের নিত্য অধ্যাপন ও পাঠের বিষয়। এদের বিহিস্তা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাদসাহ হ'বার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। বিহিস্তা প্রভৃতির প্রতি বিরক্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইঁহারা অভ্যর্থনা করেন না। যাঁ'রা সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত, তাঁ'রা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান দ্বারা বস্তু মেপে নেয়। তাঁ'দের মধ্যে Personality (সবিশেষত্ব) ও Impersonality (নির্ব্বিশেষত্ব) নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁরা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য্য করুন না কেন কখনও ভগবানের সেবা হ'তে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের সাফল্য নিশ্চয়ই হ'বে; তদ্‌ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই; অসাফল্য কখনই হ'তে পারে না। জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। জীবকে পাপ-পুণ্যের অতীত ক'রে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ মনোধর্ম্মজীবী ন'ন; তর্ক-পন্থীরাই মনোধর্ম্মজীবী, তাই তা'রা সংশয়াত্মা, তাদের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; তা'দের সাফল্য নাই। তা'দের আপাত সাফল্যের প্রতিবিম্বও তাদের পতনেরই পূর্ব্বাভাস। মনোধর্ম্মজীবী—ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী। তা'রা কাল্পনিক প্রদেশে লম্ফ প্রদান বা অজ্ঞাত নিরাকার প্রভৃতি ভূমিকা রচনা করে। তা'রা লাফিয়ে গিয়ে কোন্ জায়গায় পড়বে তা'র ঠিকানা নাই —'লাগে তা'ক্, না লাগে তুক্' বিচার ক'রে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা' নই, আমরা Transcendental positivists (পারমার্থিক

আস্তিক্যবাদী)—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পা'ব—জোর ক'রে তাঁদের অনুগ্রহ লাভে দাবী কর্‌ব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব বাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে জানিয়ে দেব—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হ'বে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা। সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হউক। জগতে যুক্তবৈরাগ্যের বিচার প্রচারিত হউক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার. লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্ভক্তির কৈঙ্কর্য্য করুক, তা' হ'লেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হ'বে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এত আছে, আমি যদি দশ দিন দশ রাত্রি এক মুহূর্ত্তও বিরত না হয়ে এ সকল কথা আপনাদের কাছে ব'লে যাই, তা' হ'লেও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হ'বে না। আমি একটা ভোগী—আমি ত্যাগীর পোষাক পরা একটা যথেচ্ছাচারী ; আমার মুখে এত বড় কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমার আশা আছে, আমার কাজ পিয়নের মত ; পিয়ন যেরূপ বহু মূল্যবান্ ইন্‌সিওর্ড দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মণিঅর্ডার নিজে মালিক না হ'লেও তা' বহন কর্‌তে পারে, সেই সকল মুদ্রার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পিয়নসূত্রে আপনাদের উর্ব্বরক্ষেত্রে—পরমোন্নতক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তব সত্যের কথা পৌছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁ'র আধার আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ কর্‌বেন। যাঁদের অন্য বিচার, তাঁ'রা বল্‌বেন্.—আমরা ঐরূপ ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না। তাঁ'দের ওরূপ বল্‌বার অধিকার আছে। তাঁ'রা ঐ কথা যত বল্‌বেন, ততই চেতনের কথা বল্‌বার জন্য আমাদের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। চেতনধর্ম্মের যে সকল কথা অমিশ্রভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাহা যেন কীর্ত্তনমুখে বল্‌বার যোগ্যতা লাভ হয়,—আপনারা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভাষাজ্ঞান নাই—কিন্তু এ সকল কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমার আশা আছে,—আপনাদের কৃতিত্বের কাছে এ সকল কথা পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চয়ই সুফল ফল্‌বে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, জড়ের কীর্ত্তন নয়—চৈতন্য কীর্ত্তন। হরিকথার দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে—মানবসমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস কর্‌ছে, তা'তে অনায়াসে কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কীর্ত্তন-ভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই। মায়া প্রবল

হ'লে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা মেপে' নেবার চেষ্টা করি। বাল্যকাল হ'তে এ সকল বস্তুর আলোচনা হ'লে অদ্বিতীয় বস্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর সেবাকে অধিকতর আদরণীয় মনে না ক'র্‌বার অনেকটা সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিদ্বদ্রূঢ়ির কথা ছেলেদের কাছে ব'লেছেন, সেই শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি লৌকিক ভাষার মধ্য হ'তে আকর্ষণ ক'রে সুকুমারমতি বালকদের নিকট ধারাবাহিকভাবে আচারবন্ত পারমার্থিক শিক্ষকগণের দ্বারা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যাঁরা মনে করেন, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে কিরূপে পারমার্থিকতার কথা সংরক্ষিত হ'তে পারে, তাঁ'দেরও "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষা-প্রণালী যথেষ্ট আলোক দান ক'র্‌বে। আমার এ বিষয়ে অনেক কথা বল্‌বার আছে। সময় অধিক হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আমি মাত্র দু' একটি দিক্ দিয়ে সামান্য একটুকু কৈফিয়ৎ দিলাম। অসংখ্য বিচারের দ্বারা এই বাস্তব-সত্যের কথা বলা যেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

(দৈন্য)

১। ভজনকারিমাত্রের কোন্ ভাবটি অত্যাবশ্যক ?

"সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই।"

—'ভক্ত্যানুকূল্য-বিচার',

২। কিরূপ ভক্তিকার্য্যকে দৈন্য বলে ?

"আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য।" —জৈঃ ধঃ, ৮ম অঃ

৩। কিরূপ ভক্তি প্রবলা হইলে অন্বয়ানুশীলনে উন্নতি হয় ?

"দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা (ভারবাহিত্বরূপ 'ধেনুকাসুর' ও স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ পূজা, প্রতিষ্ঠাশা'রূপ 'প্রলম্বাসুর') ক্ষণেকেই (ক্ষণমধ্যেই) নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন্বয় অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ় এবং সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।" —চৈঃ শিঃ ৬।৬

৪। কিরূপ বিচারে যথার্থ দৈন্য প্রকাশ পায় ?

"আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ডের (দণ্ডপ্রাপ্তির) উপযুক্ত পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া

তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ। আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সকল অপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৫। দৈন্যময় ভক্তজীবনে নিজ বলভরসার কোন দাম্ভিকতা থাকে কি?

"কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা—বেদের বিচার॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী)—২, কঃ কঃ

৬। শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা সহজ নহে কি?

"বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাকৃত বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী)—৩, কঃ কঃ

৭। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের নিকট শুদ্ধভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা কিরূপ?

"শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥"

—'প্রার্থনা' (দৈন্যময়ী) ১০৪, কঃ কঃ

৮। আত্মমঙ্গলেচ্ছুর বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট কিরূপ নিষ্কপট দৈন্য আবশ্যক?

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥"

—'প্রার্থনা', (দৈন্যময়ী) ১০১ কঃ কঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২১)

ভগবান্ বেদব্যাস জীবগণের বাস্তব কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ভাগবতের শ্রবণফল—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥ (ভাঃ ১।৭।৭)

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে জীবগণের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্ন হয়। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণভক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের পরম ফলরূপে বর্ণিত। সর্ব্বোত্তম বস্তু প্রতিপাদন করাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত। এস্থলে ভক্তিকে পরমফলরূপে কীর্ত্তন করিয়া ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব নিশ্চয় করা হইল। গুণময় বস্তুর বিকার আছে, সুতরাং তাহার ফল সর্ব্বোত্তম হইতে পারে না। ভক্তির সর্ব্বোত্তমতা গুণাতীতত্বের পরিচায়ক।

শ্রীমদ্ভাগবতে আত্মারামগণের ভক্তিসুখ শ্রবণহেতু ভক্তির পরমস্বরূপতা, গুণাতীতত্ব ও নিত্যত্ব দৃঢ় হইয়াছে। শ্রীভগবানের চরণমাধুর্য্য আস্বাদনকারী ভক্তগণ গুণপরিনাম-ভূত বস্তু বাঞ্ছা করেন না। তাঁহারা আনন্দময় মোক্ষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি প্রার্থনা করায় ভক্তি যে মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট—"প্রত্যানীতাঃ পরম ভবতা ত্রায়তা নঃ স্বভাগা। (ভাঃ ৭।৮।৩৯) শ্লোকে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যকে কালগ্রস্ত বলিয়া মুক্তি ও ভক্তি উভয়বস্তু কালগ্রস্ত না হইলেও ভক্তির আনন্দপ্রাচুর্য্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তি"। ইত্যাদি (৩।১৫।৪৮-৪৯) শ্লোকে সনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠদেবের নিকট মোক্ষাপেক্ষা ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৭)

এই শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠদেব দুর্ব্বাসার নিকট সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎসেবারই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বালক ধ্রুবও কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ (ভাঃ ৪।৯।১০)

হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া অথবা আপনার ভক্তগণের শ্রীমুখে আপনার কথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণ যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্মানুভবেও নাই। সুতরাং কালের অসিদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গ হইতে পতিত জীবের যে সে সুখের প্রাপ্তিসম্ভাবনা নাই, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধং বৃজিনসংসার-পরিতাপোপতপ্য মানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তৈরেব পরয়া নিত্যা হৃপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নৈবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্ত সর্ব্বার্থাঃ। (ভাঃ ৫।৬।১৭)

কবিগণ নানাবিধ অনর্থরূপ সংসার-সন্তাপে সতত পরিতপ্ত আত্মাকে ভক্তিরূপ অমৃতপ্রবাহে অবিরত স্নান করাইয়া পরমানন্দ হেতু চরম ও পরম মোক্ষ স্বয়ং আগত হইলেও আদর করেন না। কারণ তাঁহারা ভগবানের নিজজন বলিয়া সম্যক্‌রূপে সকল পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই গদ্যে পরমানন্দপদে সাক্ষাৎ ভাবেই ভক্তির পরমানন্দরূপতা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

যৎপ্রীণনাদ্‌বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্-
মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চ্যাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ সহবিশ্বজীবঃ
প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্‌গয়স্য ॥ (ভাঃ ৫।১৫।১৩)

যে ভগবান্ প্রীত হইলে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, লতা প্রভৃতি আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই তৎক্ষণাৎ প্রীতি লাভ করে, সেই প্রীতিস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং গয় রাজার যজ্ঞে প্রীতি লাভ করিতেন।

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ (ভাঃ ৯।৪।৬৩)

যেমন অস্বতন্ত্র জীব পরাধীন হয়, সেই প্রকার পরমস্বতন্ত্র আমি ভক্তপরাধীন; তাহার হেতু—ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ সাধুগণ—যাঁহারা মুক্তিবাসনা পর্য্যন্ত যাবতীয় কৈতবরহিত, তাঁহাদিগের দ্বারা আমার হৃদয় গ্রস্ত—তাঁহাদের ভক্তিদ্বারা আমি অত্যন্ত বশীভূত। তাহার হেতু আমি ভক্তজন সকলের প্রিয়, ভক্তগণের ভালবাসা পাইলে আমি অত্যন্ত সুখী হই।

ভগবানের আনন্দ দুই প্রকার—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দও দুই প্রকার—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ। এখানে মানসানন্দের মধ্যে ভক্ত্যানন্দের প্রাধান্য প্রদর্শিত।

ঈশ্বর নিরপেক্ষ, তিনি স্বতঃ পূর্ণ, কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। জীব সাপেক্ষ স্বতঃ অপূর্ণ, ঈশ্বরের শক্তিতে প্রকাশমান ও আশ্রিত। এজন্য জীবকে সর্ব্বদা অপেক্ষা রাখিতে হয়। শ্রীভগবান্ স্বাধীন হইলেও ভক্তা-পরাধীন। ইহা অন্যবস্তুর অপেক্ষা নিমিত্ত নহে। তিনি ভালবাসার অভিলাষী বলিয়া ভক্তের ভালবাসার অধীন হন। তবে সকল ভক্তের প্রীতিতে বশীভূত হন না; যে সকল ভক্ত মুক্তি বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রেমপরবশ হইয়া ভগবানের ভজন করেন তাঁহাদের প্রেমেই শ্রীভগবান্ বশীভূত হন।

এই প্রেমভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিদ্রূপা। তাঁহার শক্তি ত্রিবিধ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। হ্লাদিনী —আনন্দশক্তি, সন্ধিনী—সত্তাশক্তি ও সম্বিৎ—জ্ঞানশক্তি। ভক্তি গাঢ় আনন্দের সহিত মিলিত জ্ঞান। কোন বস্তুকে জানাই জ্ঞান, যে বস্তুকে জানা যায়, উহা যদি আপনার একান্ত অভীষ্ট হয়, তবে সেই জানার সঙ্গে আনন্দ বর্ত্তমান থাকে। শ্রীভগবানকে একান্ত আপনার বলিয়া জানা এবং এই অনুভব হেতু যে আনন্দ, তাহাই ভক্তির স্বরূপ।

শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ বলিয়া জীবের শক্তিতে তাঁহাকে জানা যায় না। স্বরূপশক্তির দ্বারাই তদীয় অনুভব ও আনন্দ লাভ করা যায়। সেই স্বরূপ শক্তি—সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা।

আনন্দমূর্ত্তি বলিয়া তিনি স্বরূপ হইতে এক একার আস্বাদ প্রাপ্ত হন। তাহা স্বরূপানন্দ। স্বরূপশক্তি হইতে ধাম, পরিকর-লীলাদির আবির্ভাব। সকল হইতে শ্রীভগবানের যে আনন্দ লাভ হয়, তাহা স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। কারুণ্যাদি গুণ প্রকট করিয়া তিনি যে চিত্ত প্রসাদ লাভ করেন, তাহা তাঁহার মানসানন্দ। মানসানন্দকে স্বরূপশক্ত্যানন্দ বলা হইয়াছে। ভক্তগণের ভক্তিতে তিনি যে আনন্দ লাভ করেন, অন্য কিছুতে তদ্রূপ হন না। যে হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা তিনি আনন্দিত হন, ভক্তি তাহার সারস্বরূপা, এজন্য তাঁহার যাবতীয় মানসানন্দ ভক্ত্যানন্দের অধীন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান। শ্রীভগবানের হৃদয় ভক্তের অধীন। এজন্য সাধু-ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়কে গ্রাস

করিয়াছেন। 'হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছেন' বলায় ভক্তির নিকট তাঁহার মনের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তাহা হইলে তাঁহার মানসানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য জানা হইল।

শ্রীভগবান্ স্বরূপানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ সকলেও ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যের কথা বলিয়াছেন। যথা—

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৪)

হে ব্রহ্মন্! আমি যাহাদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত নিজেকে ও নিজের আত্যন্তিকী সম্পত্তিকেও অভিলাষ করি না। নিজেকে অভিলাষ করি না বলায় স্বরূপানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যও কথিত হইল।

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট স্বরূপানন্দের ও ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতে ভক্ত্যানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৫)

আপনি আমার যে প্রকার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ বা লক্ষ্মী, এমনকি নিজস্বরূপও তেমন প্রিয়তম নহে। আপনি পরম ভক্ত বলিয়া যেমন প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্রত্ব দ্বারা, শঙ্কর গুণাবতার হইয়াও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও কিম্বা লক্ষ্মী প্রিয়া হইলেও তত প্রিয়তম নহে।

মাঠর শ্রুতিতে ভক্ত্যানন্দের অতিশয়ত্ব শ্রুত হয়—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।

ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায়—ভক্তিই ভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকে। শ্রীভগবান ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন।

এসকল প্রমাণে ভক্তিতে যে প্রচুর আনন্দ বর্ত্তমান, তাহা প্রমাণিত হইল। তাহা হইলে যে ভক্তি ভগবানকে এ প্রকার উন্মাদিত করিতে পারে, তাহা কি লক্ষণবিশিষ্টা, তাহা বিচার্য্য। তাহা সাংখ্যমতাবলম্বীর প্রাকৃত সত্ত্বময় মায়িক আনন্দের মত নহে। কারণ ভগবান কখনও মায়াবশ নহেন। তিনি স্বতঃতৃপ্ত।

প্রীতিসুখ হেতু ভক্ত ও ভগবানে পরস্পর আবেশের কথা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধুগণের সহিত নিজের সামান্যাধিকরণের কারণ বলিলেন—তাহারা আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও জানি না। আপনার হৃদয়ের সহিত সাধুর হৃদয়ের অভেদ নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য—সাধুর হৃদয়ে যেমন শ্রীভগবান ছাড়া অন্য কিছুরই স্থান নাই, শ্রীভগবানের হৃদয়েও তদ্রূপ সাধু ছাড়া অন্য কিছুরই স্থান নাই। যদি বলিতেন—আমি সাধুর হৃদয়ে থাকি, সাধুরাও আমার হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যেরও স্থান আছে—এই অনুমানের অবকাশ হইত। তাহা নিষেধ করিয়া ষোল আনা হৃদয় অধিকার করিয়া উভয়ে বর্ত্তমান, ইহা জ্ঞাপন করা হইল। অভেদ নির্দ্দেশ করিলেও একত্বপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এক খণ্ড লৌহ অগ্নিময় হইলেও—তাহার প্রতি পরমাণুতে আত্মধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও লৌহ অগ্নি কাহারও স্বরূপের হানি ঘটে না, স্বরূপগত পার্থক্য বর্ত্তমান থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। তবে নিরন্তর প্রীতিসহকারে চিন্তন হেতু উভয়ে উভয়ের হৃদয় ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। অন্য বস্তুর স্মৃতি দূরে থাকুক, স্মৃতিস্থান হৃদয়েরও অনুসন্ধান থাকে না, থাকে ভক্ত ভগবান পরস্পর পরস্পরে তন্ময়তা। স্বতন্ত্র স্বতঃপূর্ণ শ্রীভগবান কেবল প্রীতিসুখে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তে একান্ত আবিষ্ট থাকেন—আত্মহারা হইয়া যান। ইহাই প্রেমভক্তির আনন্দাতিশর্য্যের পরিচায়ক।

অত্যন্ত আবেশ দ্বারা ভক্ত ভগবান উভয়ে উভয়ের বশবর্ত্তী হন, ইহা শ্রীচিত্রকেতু ভগবান সঙ্কর্ষণকে বলিয়াছেন—

অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ ॥
(ভাঃ ৬।১৬।৩০)

হে অজিত! আপনি অন্য কর্ত্তৃক অপরাজিত হইলেও ভক্তগণ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন—তাঁহারা আপনাকে নিজেদের অধীন করিয়াছেন। যেহেতু আপনি অতি করুণ। তাঁহারাও আপনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনাকে নিষ্কামভাবে ভজন করিলেও আপনি তাঁহাদিগকে আত্মদান করেন।

হরিভক্তি-সুধোদয়ে শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—

সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ।
নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্।
নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥
সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তানাং স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহন্তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোচ্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ॥
(১৪ অঃ ১৭।৩০)

হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করাতে তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ কর। ভক্তগণের এবম্বিধ গৌরবযুক্ত ব্যবহার আমার প্রিয় নহে। তুমি স্বাধীনভাবে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ কর। নিঃশঙ্ক প্রণয়সহকারে ভক্ত আমাকে দর্শন করে ও কথা বলে। আমি পূর্ণ-মনোরথ হইলেও তাহা আমার নিকট নূতন হইতে নূতন প্রিয় বোধ হয়। নিত্যমুক্ত হইলেও আমি ভক্তের স্নেহবন্ধন দ্বারা বদ্ধ। অজিত হইলেও আমি ভক্তের নিকট পরাজিত। আমি অন্যের বশীভূত না হইলেও ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বন্ধুজনে স্নেহ ত্যাগ করিয়া আমাতেই রতি বিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার, সে ব্যক্তিই আমার। আমাদের উভয়ের অন্য বান্ধব নাই।

সুতরাং ভগবৎ-প্রীতিরূপা বৃত্তি মায়াময় নহে। তাহা স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা—শ্রীভগবানও সেই আনন্দের অধীন হন।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।

অর্থাৎ বিজ্ঞানমূর্ত্তি আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দৈকস্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত আছেন।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সফল জীবন হইবে কখন ?

হে কৃষ্ণ দয়াময় !

তব নিজজন, চরণ-কমল,
আমি দীনজন, পতিত অধম,
হ'য়ে নিষ্কিঞ্চন, সেবি অনুক্ষণ,
সফল জীবন, হইবে কখন ?

হয়ে অনুকূল, ত্যজি প্রতিকূল
করিয়া যতন, কুসঙ্গ বর্জ্জন
অনর্থ বিদূরণ ভক্তি-বিনোদন,
সফল জীবন, হইবে কখন ?

ভক্ত-কৃপাকণ, লভিব যখন,
শ্রীনাম-কীর্ত্তন, করি সর্ব্বক্ষণ,
ভব-বিমোচন, পাব আত্মধন,
সফল জীবন, হইবে কখন ?

তব কৃপা-গুণ, লভিব যখন,
আত্ম-বিমোচন, ভক্তি-বিলোচন,
স্বরূপ-দর্শন, লভি সেবাধন,
সফল জীবন, হইবে কখন ?

ভক্তিপরশন হইবে যখন,
কৃত কর্ম্ম-গুণ, মায়ার বন্ধন
ঘুচে নিরন্তন থাকে না তখন,
সফল জীবন হইবে কখন ?

দুর্লভ জনম, লভিয়া অধম,
হেলে অকারণ না ভজি জনার্দ্দন,
স্বাগত মরণ, উপায়বিহীন,
সফল জীবন, হইবে কখন ?

হে ! পতিতপাবন, নিত্যনিরঞ্জন,
জগৎ কারণ, কংস নিসূদন

পুতনা-ঘাতন,　　অরিষ্ট-নাশন,
নন্দের নন্দন,　　যামুন-জীবন,
গোপী-প্রাণধন,　　মদনমোহন,
যশোদাজীবন,　　কেলিপরায়ণ,
'রমাপতি' অধম,　　করয়ে ক্রন্দন,
সফল জীবন,　　হইবে কখন ?

—শ্রীরমাপতি ভক্ত-সুহৃদ
খারবোজা, গোয়ালপাড়া (আসাম)।

ভক্তি-বিবেক

(রচনাকাল—ইং ১৮।৮।৪৪)

সাধ্য-সাধন

ভক্তিরাজ্যে সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে উদাসীন হইলে দৃঢ়তার সহিত ভক্তি-রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। ভক্তিই জীবের স্বরূপ-বৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে প্রকীর্ত্তিত রহিয়াছে। ভক্তির বিষয় বিষ্ণু না হইয়া অন্য দেবতা হইলে, উহা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, উচ্চাবচ লোক-প্রাপ্তি অথবা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-প্রাপক হইয়া থাকে। ভক্তি ব্যতীত ভক্তির সাধ্য অন্য কিছু হইলে উহা জীব-স্বরূপের উদ্বোধনক্রমে সংসারপ্রবৃত্তির বিনাশক হয় না। ভক্তিই সাধন এবং ভক্তিই সাধ্য।

উপাস্য-তত্ত্ব

উপাস্যগণের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বগণের অংশী-তত্ত্ব হইলেও সকলকেই বিষ্ণু এবং তাঁহাদের উপাসকগণকে 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রামভক্ত হনুমান, নারায়ণভক্ত কুমার-চতুষ্টয়, নৃসিংহভক্ত প্রহ্লাদ এবং কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব সকলেই বৈষ্ণব। প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু ব্যতীত জীবের ভিতরে অন্য দেবতা শুদ্ধাভক্তির উদ্বোধন করিতে পারেন না।

ভক্তি

শুদ্ধা আর বিদ্ধা হিসাবে ভক্তি দ্বিবিধ। ভক্তির লক্ষ্য যখন 'ভক্তি' হয়, তখন উহা শুদ্ধা, যখন অন্য কামনা হয়, তখন বিদ্ধা। কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারাই

কি ভক্তি বিদ্ধা হয়। কর্ম্মী বিষ্ণুসকাশে সেবাপ্রার্থী না হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মের ফলদাতা স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানীও বিষ্ণুর আকার অস্বীকারক্রমে তাঁহার সেবাকে প্রকারান্তরে অনাদর করতঃ মোক্ষাভিলাষী হন। শ্রবণাদি সাধনক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধীকৃত চিত্তে কৃষ্ণকৃপা শুদ্ধভক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এই শুদ্ধভক্তিই সংসার-প্রবৃত্তির হেতু ও পরেশানুভূতির বাধক লিঙ্গদেহ-ভঙ্গের একমাত্র কারণ। কর্ম্ম ও জ্ঞান সংসার-নিবর্ত্তক হয় না। উভয় ক্ষেত্রে লিঙ্গদেহ বিদ্যমান থাকে। পরেশানুভূতি (১) সাধন-ভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যদিও সাধন-ক্রিয়ার বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য শুদ্ধাচার গ্রহণের প্রয়োজন আছে, তথাপি উহা 'কৃষ্ণকৃপা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ভক্তিপ্রকাশের কারণ হয় না। অন্য দিকে কৃষ্ণকৃপা নিরপেক্ষ। উহা যখন তখন যে কোন অবস্থায় জীবকে পরেশানুভূতি দান করাইয়া ধন্য করিতে পারেন। এইরূপ কৃপালাভ অতি বিরল ব্যাপার; আবার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিবশতঃ সাধকও আগ্রহ-নিগ্রহ প্রদর্শনক্রমে কৃষ্ণকৃপা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনে তৎপর হন। তাঁহার এই পথ সরল করিয়া ভগবান তাঁহাকে অলক্ষিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধনই সাধকের প্রাণ।

সরল সাধনেচ্ছু জীবের নিকট ভগবানের কৃপাই গুরুরূপে আবির্ভূত হন। গুরুপাদাশ্রয় করিয়া সাধক অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত সানন্দে কোটিকণ্টক-রুদ্ধ এই ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। শ্রীগুরু-তত্ত্ব মধ্যমাধিকার গ্রহণ করত ভক্তি প্রচার করিতে থাকেন। মধ্যমাধিকারের লক্ষণ—ভক্তের সহিত মৈত্রী, অভক্তকে উপেক্ষা, অজ্ঞকে কৃপা, ভক্তদ্বেষীকে শাসন করা। শ্রীকৃষ্ণকৃপা অহৈতুকী বা নিরপেক্ষ হইলেও শ্রীগুরু কৃপার অনুগামী। শ্রীগুরু যাঁহাকে কৃপা করিবেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে কৃপা করেন। ইহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তাধীন। তিনি ভক্তাধীন হইয়াও শ্রীগুরুর সেবককে কৃপা করিয়া থাকেন, ইহাই সাধারণ পন্থা। শিষ্য শ্রীগুরুর কৃপা অর্জ্জনে বিমুখ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য যত্নপর হইলে তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা ফলবতী হয় না। তাহারা সাধারণ পন্থা গ্রহণ করিয়াই কৃষ্ণকৃপা লাভের জন্য যত্নশীল হইতে হইবে।

সিদ্ধগুরুবরণের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মধ্যমাধিকারী ভাগবতকে সিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে 'সিদ্ধগুরু' শব্দ অর্থহীন হইয়া পড়ে। সিদ্ধগুরুর পরিচয় শাস্ত্রজ্ঞান ও আচরণ। শ্রীগুরু আচারবান হইয়া শাস্ত্রমুখে শিষ্যকে পরিচালনা করেন।

শ্রীগুরু যে কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকিতে পারেন। তথাপি ভক্তির বিচারে অনগ্রসর শিষ্য ত্যাগীকে গুরুবরণ করা উচিত। শ্রীগুরু সরল হইবেন। ঢং সাজিবেন না। ঢঙের আকর্ষণী-শক্তি তাৎকালিকী মাত্র। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কপটাচারী হইলে বর্জ্জনীয়। গুরুসেবাতে তন্ময় থাকিয়া সাধক কৃষ্ণকৃপাকেও উপেক্ষা করে না। এইরূপ তন্ময় শিষ্যের সকাশে কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

গুরু নিরপেক্ষ-তত্ত্ব হইলেও শিষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক ভক্তি প্রচার করিতে মনন করিলে তাঁহাকে কার্য্যতঃ মধ্যমাধিকারই গ্রহণ করিতে হয়। এই অধিকারে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা রূপেই শিষ্যের নিকট প্রতিভাত হন। কেহ তাঁহাকে স্বীকার করুন আর নাই করুন, শিষ্য তাঁহাকে সেবা করুন আর নাই করুন, তিনি নিরন্তর সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তনক্রমে তাঁহার নিজের কৃষ্ণান্বেষণ-ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই অধিকারে কৃষ্ণান্বেষণ-বৃত্তিই গুরু-তত্ত্বের ভিতরে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। লব্ধকাম ভক্তাপেক্ষা ভক্তিকামী ভক্ত জীবের পরমবান্ধব হইয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের সন্নিধানে শিষ্য তাঁহার কৃষ্ণান্বেষণ অভিযানে নানাভাবে সাহায্য করিতে অবসর পায় এবং তাঁহার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেও সেইরূপ আচরণে দীক্ষিত হয়। এইরূপ অভিযানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান, কাল বা পাত্র না থাকিলেও মূঢ় শিষ্যের নিকট ত্যাগের আদর্শই প্রশস্ত। ভোগীর পক্ষে ত্যাগীর ভাণ করা এবং ত্যাগীর পক্ষে ভোগী সাজা বড়ই অশুভজনক। বিনা আড়ম্বরে গুরু যে কোন আশ্রমে অবস্থিত ও নিজ ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া শিষ্যের ভিতরে সাধন-প্রবৃত্তি উন্মেস করিবেন। সাধনের সরলতা যদি শিষ্যের চিত্ত বিমোহিত না করে, তবে আর কিসে করিবে?

গুরু কৃষ্ণকে দেন না, তাঁহাকে লাভের উপায় ভক্তির বীজ দান করেন মাত্র। শিষ্য গুরুসেবার দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করতঃ কৃষ্ণভজনে আগ্রহশীল থাকিবেন। সেবা ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা গুরুসেবাতে যুক্ত থাকিলে ঐরূপ সেবা কপটাচার হইয়া অভীপ্সিত ফল প্রদান করে না। কপটের সেবায় সরল গুরু তৃপ্ত থাকিলেও কৃষ্ণ সেই কপটতা সহ্য করেন না। এইহেতু কপটের ভক্তির অভিনয় কৃষ্ণকৃপা লাভের অধিকারী হয় না। গুরুকে নরবুদ্ধি—গুরুতে আত্মসমর্পণের অন্তরায়। সমর্পিতাত্মা না হইলে নিষ্কপটে গুরুসেবা সম্পাদন করিতে পারা যায় না। গুরুকে সেবা করিতে হয় বলিয়া,

কর্ত্তব্যানুরোধে যে সেবা অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে শিষ্যেরও বিচার আছে। সেবার তারতম্যে চিত্ত-শুদ্ধিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অহঙ্কারী শিষ্যের বহু সময়ে পাতিত্যই ঘটিয়া থাকে।

শ্রীনাম-দীক্ষা

কলিতে পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষা-বিধানের দ্বারাই শিষ্যকে শ্রীনাম-মন্ত্র দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। শ্রীভগবান্ এই বিধানের অপেক্ষা না করিয়াও অনেককে কৃপা করিয়াছেন দেখা যায়। তথাপি, শাস্ত্রাচার প্রবর্ত্তন করিতে বসিয়া গুরু এই বিধানকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। পাঞ্চরাত্রিক যদি এই বিধানকেই হরিতোষণের একমাত্র উপায় মনে করিয়া অন্যকে কটাক্ষ করেন, তবে উহা তাঁহার অহঙ্কার বর্দ্ধনের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। ভক্তের আর্ত্তিই কোন বিধানের ধার না ধারিয়াও শ্রীভগবানের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে সমর্থ। অজামিলের কৃষ্ণকৃপা লাভ বিষ্ণুভক্তগণের মধ্যে কম আন্দোলন সৃষ্টি করে নাই। অনেকে অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী 'তার ডাক কৃষ্ণ শুনিয়াছেন' এইমাত্র বলিয়া কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাকেই তাঁহার উদ্ধারের একমাত্র হেতু নির্ণয় করিয়াছেন।

কলিতে বত্রিশাক্ষরী তারকব্রহ্ম নামই প্রচারিত রহিয়াছে। মহাপ্রভু এই নামই প্রবর্ত্তন করেন। তথাপি ইহা বলা চলে না যে, অন্য নামে ভগবান্ উপাসিত হইবেন না। তবে প্রভেদ এই যে, অন্য নামের 'তারকত্ব' থাকিলেও পরিকরত্ব নাও থাকিতে পারে। আবার যেখানে বিধি ধরিয়াই ভজনের কথা উঠে, সেখানে গুরু উহার ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ বিধি-নিষেধের অতীত বলিয়া তিনি আর্ত্তের যেকোন ডাকই শুনিতে প্রস্তুত থাকেন।

দশ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া নাম গ্রহণের বিধান শাস্ত্রে আছে। এই দশটি অপরাধ যথা,—(১) নামপরায়ণ সাধুকে নিন্দা, (২) স্বতন্ত্রজ্ঞানে শিবাদিপূজা, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রীনামের মহিমাজ্ঞাপক শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) নামের মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র অর্থ করা, (৬) ভগবানের নামকে কল্পিত মাত্র জ্ঞান, (৭) নামের বলে পাপানুষ্ঠান, (৮)দান-ব্রত-ধর্ম্মের সহিত নামকে সমান জ্ঞান করা, (৯) শ্রদ্ধাহীনকে নাম উপদেশ ও (১০) নামের-মাহাত্ম্য জানিয়াও উহাকে প্রীতি না করা। এই দশ অপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের একনিষ্ঠ সেবকই এই নাম গ্রহণে প্রবৃত্তিলাভ ও উৎসাহবোধ করিতে পারেন।

নাম গ্রহণকারীর আর্ত্তি দেখিয়াই শ্রীনাম সপ্রেমে তাঁহা দ্বারা কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। শ্রীভগবান্ এই ডাকই শুনেন। ইহাকেই ডাকার মত ডাক বলে। ডাকে আর্ত্তিই বড় বস্তু। আর্ত্ত ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে পালক বলিয়া বরণ করেন, আত্মবলের এতটুকুও অপেক্ষা রাখেন না। দ্রৌপদী যতক্ষণ একহাতে বস্ত্র ধরিয়া অন্য হাতে কৃষ্ণকে ডাকিতেছিলেন, ততক্ষণ কৃষ্ণ তাঁহার সেই ডাক শুনেন নাই। অবশ্য এই বিধি ধরিয়া ডাকাই সাধারণ বিধি হইলেও বিধি-নিষেধের অতীত স্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ এই বিধির বিনানুবর্ত্তনেও জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। যার-তার ডাকই তিনি শুনিতে পারেন, শুনিলেই জীবের মঙ্গল হইল জানিতে হইবে, তথাপি সাধক অপ্রত্যাশিত পথে ভগবানের কৃপাপ্রার্থী না হইয়া প্রত্যাশিত পথে তাঁহার কৃপালাভের যত্ন করিবেন।

মহামন্ত্র জপ্য না কীর্ত্তনীয়, এই লইয়া বর্ত্তমানে অনেক আলোচনা চলিতেছে। একদল বলেন ইহা কীর্ত্তনীয় নহে জপ্য, আর একদল বলেন ইহা জপ্য ও কীর্ত্তনীয়ও। এই আলোচনা অসার ও নিরর্থক। তবে উভয়েই ওষ্ঠ স্পন্দন করিয়াই ডাকিতে হয়, সেই স্পন্দন সুর-তাল-মান-যোগে বড় হইয়া উঠিলে হয় কীর্ত্তন। আর তৎ বিবর্জ্জিত হইলে হয় জপ। জপই করুন আর কীর্ত্তনই করুন, উহাতে কিছুই আসে যায় না। ডাকা চাই, ডাকার মত ডাকা চাই। তবে উচ্চ কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারী নিজেও কৃতার্থ হন এবং তৎসহ শ্রবণকারীকেও কৃতার্থ করেন। সুতরাং কীর্ত্তনের দ্বারা উভয়েরই মঙ্গল সুনিশ্চিত।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

হতভাগ্য ভারত

হে ভারত! তুমি ধন্যা, তুমি পবিত্রা, তুমি মহা-ভাগ্যবতী। মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতাগণও তোমার এই ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তোমার বক্ষে ভগবান্ ও ভগবজ্জনগণ বিচরণ করেন বলিয়াই আজ তোমার এত গৌরব, আজ তুমি এত ভাগ্যবতী! কিন্তু তোমার ন্যায় চির ধন্যা, পরম পবিত্রা ও গৌর-গৌরজনসেবাপরা জননীর পুত্র হইয়া ভারত-বাসী আজ ভোগত্যাগের তাণ্ডবনৃত্য চালাইতেছে, ভগবানের সেবাকে চির-তরে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে যথাসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে, আসন্ন মৃত্যুর কথা একবিন্দুও চিন্তা না করিয়া শতকরা প্রায়

শতজন ইন্দ্রিয়তর্পণস্রোতের অবাধগতিতে নরকের যাত্রী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সকলকে সেই পথের যাত্রী করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছে। তাহাদের এই পাপপঙ্কিল হৃদয়ের কুচিন্তাস্রোতকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রবল করিয়া অভক্তির পথে ধাবমান হইয়া নিজদিগকে পণ্ডিত বা বুঝদার বলিয়া মনে করিতেছে। তাই আজ আমরা তাহাদের এই ভীষণ পরিণাম বা দুঃখের কথা অল্পবিস্তর অবগত হইতে পারিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া 'হতভাগ্য ভারত' শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা না ভাবিয়া পারিতেছি না।

* * * *

ভারতবাসী! ভগবান্ ও ভগবজ্জনের সেবার জন্যই তোমাদের গৌরব এবং এইজন্যই এই ভারতভূমি ধন্যা, পবিত্রা; কিন্তু তোমরা সেই ভারত-জননীর পুত্র হইয়া—সতীর পুত্র হইয়া জননীবক্ষোবিলাসী নিত্যপিতা ভগবানের সেবা কি চিরকাল ভুলিয়া রহিবে? তোমরা কি এই ভগবৎসেবাপ্রগতির কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণপূর্ব্বক—

'ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

—এই বাণীর সার্থকতা করিবে না? তোমরা কি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকেই প্রয়োজন বোধে জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভের একমাত্র উপায় মহৎ-পাদ-রজে অভিষিক্ত হইবে না? তোমাদের ঐ জড়বিষয়প্রমত্ত গর্ব্বিত শির কি গৌরজনপাদপদ্মে নত হইয়া এই পুণ্যময় ভারতের সম্মানরক্ষা করিবে না? ভগবান্ আজ তোমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেও—নররূপে, নরোত্তমরূপে অল্প কিছু ভিক্ষার ছলে সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও কি তোমরা বলি মহারাজের অনুগমনে তোমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া তোমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবে না? তোমরা কি অসুরের মধ্যে পরিগণিত হইয়া

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥" (গীতা ৯।১১)

—এই ভগবদ্বাণীর অর্থ বুঝিবে না? ভগবানের নররূপ বা গুরুরূপ দেখিয়াও কি তোমরা অসুরের ন্যায় বঞ্চিতই থাকিবে, বৈকুণ্ঠাভিমানের কথা কি তোমাদের হৃদয়ে একদিনও জাগিবে না? তোমাদের অনিত্য বাসস্থলীকেই

কি তোমরা নিত্যবাসস্থলী মনে করতঃ নিত্য নূতন মাটীর ঘর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইবে ? বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়া জীবের পক্ষে অসাধ্য, একথা ধ্রুবসত্য কিন্তু তোমাদের হৃদয়-বন্ধু কোন্ বৈকুণ্ঠজন তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এত অনুরোধ করিলেও—তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমাদের জন্য ক্রন্দন করিলেও, তোমরা একজনও কি সত্য সত্য তাঁহার কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিবে না বা এক জনও কি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে না ? এই কি তোমাদের কৃতজ্ঞতা ? এই কি তোমাদের অনন্তকালের গবেষণার ফল ? এই কি তোমাদের বুদ্ধির বাহাদুরী ? তাই বলি, তোমরা কি কপটতার চরম সীমায় উঠিয়া ভগবানের সঙ্গেও কপটতা করিতে ছাড়িবে না ? ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি কি তোমাদের হৃদয় হইতে কখনও যাইবে না ? দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ভারত ! এখনও সময় আছে, তোমরা এ বিষয় চিন্তা কর। তাই আজ গৌর-গৌরজনোচ্ছিষ্টভোজী আমাদের এত চীৎকার। পাছে নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া দয়াময় ভগবানের ঘাড়ে নিষ্ঠুর বলিয়া দোষ চাপাইয়া অসুবিধায় পড়, এই ভয়ে গুরুদাস আমরা আজ ভ্রাতৃসূত্রে বা বন্ধুসূত্রে তেমাদিগকে সাবধান করিবার ক্ষীণা চেষ্টা দেখাইতেছি।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ভগবান্ ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষী দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য পরজগৎ হইতে নামিয়া আসেন—অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রের নিখুঁত সত্য কথা জানিবার সৌভাগ্য যে একেবারেই আমাদের হয় নাই তাহা নয়, এসব কথা জানিবার সৌভাগ্য ভগবান্ গুরুরূপে আজ আমাদিগকে দিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে অল্পবিস্তর উপকৃত হইয়াছি বলিয়াই আজ সেই জগন্মঙ্গলময়ী অমৃতকথা তোমাদের কাছে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই যে আমাদের বলিবার চেষ্টা বা যত্ন, তাহাও আমাদের স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত নহে, পরন্তু গৌরজনের পাদত্রাণবাহিসূত্রে ভগবান্ শ্রীগৌরের আদেশ পালনের জন্য সমুদ্রবন্ধনে কাঠবিড়ালীগণের সেবার ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ কতকটা প্রয়াস।

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥"

তাই মহাপ্রভুর এই বাণী শিরে ধারণ করিয়া বলিতে বসিয়াছি—

"প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

হে ভারতবাসী ! তোমরা যাঁহার, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কেহ নাই, সেই জগৎপিতা ভগবানের সন্ধান করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। আচার্য্যের আহ্বান আসিয়াছে--বৈকুণ্ঠদূত আবার আসিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া গুরু-গম্ভীরস্বরে চেতনবাণী বা শব্দ-ব্রহ্মের আনুগত্য করিবার কথা বলিতেছে। সুতরাং সেই বৈকুণ্ঠাগত মহাজনের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া গুরুরূপী ভগবানের আনুগত্যে শব্দরূপী ভগবানের সেবা করিবার জন্য তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোনদিন না কোনদিন মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইয়া পাগল হইবে আর বলিবে—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

ভারতবাসী, আজ পৃথিবী গৌরকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছে দেখিয়াও কি তোমরা ঘুমাইবে ? গুরুরূপী ভগবানের অলৌকিক শক্তিমত্তায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ও বশীভূত হইতেছে দেখিয়াও কি তোমরা আপন মনে কুবিষয়ভোগে মাতোয়ারা থাকিবে ? তাই বলি, সমস্ত আশার মুখে ছাই দিয়া পরজগদাগত মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর। যদি গুরুরূপী ভগবানের বাণী শ্রবণ করিবার সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ কর, তাহা হইলে এই বিশ্বাসঘাতক বিশ্বের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে—এই দুঃখময় বিশ্বে আর থাকিতে হইবে না। কিন্তু তোমাদের সেই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য পূতিগন্ধময় দেহ বা অন্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তাঁহাকে না দিয়া যদি কিঞ্চিৎও রাখিবার প্রয়াস কর, এজগতে আচার্য্য ও আচার্য্য-প্রেষ্ঠগণের সহিত পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে না পারিয়া অপর কাহাকেও যদি স্বপ্নেও বন্ধু বলিয়া মনে কর তাহা হইলে এ জন্মে আর স্বদেশে যাওয়া হইবে না। ঐ কিঞ্চনতাটুকুর জন্যই এ জগতে পুনরায় বাস করিয়া অশেষ দুঃখ বরণ করিতে হইবে। সুতরাং আর অবুঝের মত কাজ না করিয়া একটুকু বুদ্ধিমানের মত কাজ কর, সময় বুঝিয়া চল এবং আমাদের এই নিম্নলিখিত মহাজন-গীতিটি মন দিয়া শুন। আমাদের কাজ আমরা করিলাম, তোমাদের কাজ তোমরা করিও—ইহাই তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত শেষ প্রার্থনা। দেখিও শেষে যেন আমাদিগকে দোষ না দাও, এই কথাটি বলিয়াই অদ্যকারমত বিদায়।

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে।
রহিবে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখনও ভকতি-বলে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুজলে॥
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

দুর্ব্বলতা ও কপটতা

দুর্ব্বলতা ও কপটতা বাহ্যতঃ দেখিতে প্রায় একরকম হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কপটতা বা কুটিলতা শূদ্রত্বের জ্ঞাপক আর সরলতা ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। কপটতা ও দুর্ব্বলতা পরস্পর স্বতন্ত্র জিনিষ। কপটতা থাকিলে জীবের মঙ্গল হয় না—গুণজাত বস্তুর হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না। কপটতা-রহিত ব্যক্তিগণেরই মঙ্গল হয়। যে আচার্য্যদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণ-পণে সতত চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভবরোগের সদ্বৈদ্যের চোখে ধূলি দিয়া আমার অসৎ-প্রবৃত্তিগুলিকে কপটতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিব, আমার হৃদয়ের দুষ্টামি বা ভগবৎ-সেবায় অরুচির কথা কাহাকেও জানিতে দিব না, লোকের নিকট সাধু বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গোপনে যত্ন করিব, গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া নিজের বাহাদুরী চালাইব, সেবার ছলনায় মনের কু-উদ্দেশ্য পরিপূরণের অসতী বাসনা বা প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীকে সঙ্গিনীরূপে বরণ করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিব, অথচ এসকল কথা অল্পবুদ্ধি কাহাকেও জানিতে [দিব না—এতাদৃশী বুদ্ধি দুর্ব্বলতা নহে,] পরন্তু ভীষণ কপটতা। এই দুর্ব্বুদ্ধি জীব-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে কোন কালেই মঙ্গল হয় না। সরলতার আশ্রয়গ্রহণ না করিয়া—বাস্তবিকই সত্যবস্তুর সন্ধানলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত না হইয়া কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক যদি মঙ্গলের পথকে আমরা প্রথম-মুখেই বন্ধ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আর আশা কোথায়?

আমরা যদি ধৃষ্টা শ্বপচরমণীসদৃশা কপটতাকে আলিঙ্গন করিতে না গিয়া নিষ্কপটহৃদয়ে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ করি, বিনীতভাবে সাধুদের মুখবিগলিত কথা-শ্রবণে দৃঢ়সংকল্প হই ও আগ্রহান্বিত হইয়া সেগুলি পালন করি, সাধুর হৃদয়-মেঘ হইতে গুরুগম্ভীর নিনাদে কীর্ত্তনমুখে বর্ষিত কৃপা-বারিধারা গ্রহণ করিয়া যদি তাহা পান করি, তাহা হইলে ক্রমপন্থায় আমাদের মঙ্গল লাভ হয়; কিন্তু আমরা যদি লোকদেখান সাধুসঙ্গ করি, কৃপাপূর্ব্বক আগত সাধুর উপদেশবাণীকে যথাযোগ্য সম্মান না দিয়া তাঁহার অবমাননা করি, তাহা হইলে আমাদের নরকপ্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ ভবরোগী আমাদের মঙ্গলের জন্য বিনাদর্শনীতে রোগনিবারণার্থ যখন প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমাদিগকে কপটতা ছাড়িয়া সরল হইবার জন্য উপদেশ দেন তখন যদি আমরা সেই সদ্বৈদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মিত্র না ভাবিয়া শত্রু ভাবি, তাঁহাকে স্বার্থপর মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখি, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত হরিকথা-মহৌষধে আমাদের কোন মঙ্গল হইবে না; পরন্তু নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা হইবে, যে শাখায় বসিয়া আছি সেই একমাত্র অবলম্বনীয় শাখাটীকে কাটিয়া দিয়া ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

আমরা প্রায় শতকরা শতজনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চাই। তাই যে যত পরিমাণে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সাহায্য করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তিই আমাদের নিকট তত প্রিয় হয়। আমরা আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় শ্রেয়োবস্তুর সন্ধানে উদাসীন থাকিয়া আশুপ্রয়োজনীয় বা আপাতরমণীয় বিষয়কে যদি আদর করি, তাহা হইলে বিষয়সুখের দ্বারা জীবনযাপন করিবার বুদ্ধি আমাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিবে। তৎফলে আমরা দিন দিন বিমুখতার দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইব।

বৈকুণ্ঠ-বস্তু শব্দরূপে দয়াপরবশ হইয়া যদি এজগতে না আসেন, তাহা হইলে মঙ্গল লাভ করা যায় না। শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের কর্ণে সেই সকল কথা যদি প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন শ্রীগুরুমুখবিগলিত শব্দ শ্রুতিপথে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের চেতনতা প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। এই শব্দ, এই শ্রীনাম বা এই শ্রীহরিকথার জন্ম এ জগতে হয় নাই। তাই এই শব্দ বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া চতুর্দ্দশভুবনে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ভাগ্যহীন ও কপট আমরা

পরম কৃপাময়ের এই কৃপা-বাণী শুনিয়াও শুনিতেছি না, কাছে পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা যোষিৎ-সঙ্গ, যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ বা বিষয়ীর সঙ্গ করিবার জন্য লোলুপ বলিয়া এসব কথায় আমাদের রুচি হইতেছে না ; সাধুর বাণী শ্রবণ করিবার কাণ প্রস্তুত হইতেছে না ; সাধুর প্রত্যেক শিক্ষা বা উপদেশ প্রতিবর্ণে-বর্ণে পালন করিবার জন্য যত্ন না থাকায় আমাদের অসুবিধা ঘুচিতেছে না। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের ন্যায় হত-ভাগ্যের সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ভাগ্যহীন ; তাই হরিকথা শ্রবণ করিতেছি মনে করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদের শ্রবণ হইতেছে না—আমরা বঞ্চিত হইয়া জগদ্বাসীর সঙ্গ করিতে ধাবিত হইতেছি কিন্তু সাধুসঙ্গফলে সৌভাগ্যক্রমে কোন দিন যদি শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই তাহা হইলেই এসব কথা আমাদের কাণে যাইবে—আমরা তাহা শুনিতে বা ধরিতে পারিব।

আমরা যে যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থা হইতেই উন্নতি করিতে চেষ্টান্বিত হইতে হইবে—ভাল হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। দুদিন পরে মরিয়া যাইব, বোকা সাজিলে যম ছাড়িবে না, যে মুহূর্ত্তে ভগবানের সেবা হইতে বিরত হইব, সেই মুহূর্ত্তে মায়া আমাদিগকে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পাঁচটীর যে কোনও একটী টোপ দেখাইয়া আমাদিগকে আকর্ষণ বা বিদ্ধ করিবে, স্ত্রী-হাতীর দ্বারা বনের পুরুষ হাতী ধরিবার ন্যায় মায়া যোষিৎ-সঙ্গাদির লোভ দেখাইয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিবে, মন বা মায়া আমাদের মঙ্গলের পথে সর্ব্বক্ষণ প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এসব কথা বুঝিতে না পারিলেও, সেই প্রধান শত্রুগণের কথায় উদাসীন হইতে না পারিলে বা তাহাতে কর্ণপাত না করিবার বল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে লাভ করিতে না পারিলে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বা গুরু-সেবার সম্ভাবনা কোথায় ?

রক্ষাকর্ত্তার অভাব যেখানে, সেইখানেই শত্রুবর্গের প্রবল অভিযান পরিদৃষ্ট হয়। এই জগৎ কাপট্য-পরিপূর্ণ বলিয়া এখানে কপটের আদর বেশী, সেই জন্য কপটতা অবলম্বনে বঞ্চিত হওয়াটাই বর্ত্তমান কালে একটা যুগধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণবিমুখ আমরা মায়ার অবৈতনিক ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি। তাই মায়া আমাদের ন্যায় অবৈতনিক ভৃত্যগণকে ছাড়িতে চাহে না, খাঁটী

সাধুর কাছ হইতে দূরে রাখে। সুতরাং এতাদৃশী দুর্দ্দৈবগ্রস্তাবস্থায় বা মায়া-রাক্ষসীর করাল কবলে পতিতাবস্থায় মায়াধীশ গুরুদেবের ন্যায় রক্ষাকর্ত্তার বিশেষ প্রয়োজন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, নিষ্কপটে সাধুর সেবা করিব না, সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পাইয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু বা মায়া আমাদের শত্রু হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবেই করিবে।

গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবার মহতী ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু পারিতেছি না, ইহার নাম দুর্ব্বলতা। কিন্তু সেবেচ্ছার পরিবর্ত্তে সেবার ছলনা যেখানে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে পরিস্ফুট সেই খানেই কপটতা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে কপটতার আদৌ স্থান নাই; কিন্তু ছোট হরিদাস ও ত্রিদণ্ডিব্রুব রাবণের আদর্শ কপটতার উদাহরণস্থল। আমরা যদি সাধুর বেশ ধারণ করিয়া ভগবৎসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া যাই, ত্রিদণ্ডগ্রহণ পূর্ব্বক রাবণের ন্যায় সীতা-হরণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হই, তাহা হইলে নিজের গলে নিজেই ছুরি দিলাম, হরিভজনের নামে অন্য কিছু করিয়া বসিলাম। আমরা যদি গুরুদেবের শুদ্ধ-সেবা-লাভের সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্ব্বলতা জানাই, শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয়স্থল জানিয়া তাঁহার সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে গুরুকৃপায় আমাদের সমস্ত অসুবিধা অনায়াসে বিদূরিত হইবে ও সেই নিষ্কপট আর্ত্তির ফলে আমরা নিশ্চয়ই গুরুকৃপাধনে ধনী হইয়া—নিজের পরমাত্মীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে চিনিয়া তাঁহার নিত্য ভৃত্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইব। জীব দুর্ব্বল থাকে থাকুক, জীবের অনর্থ বা অসুবিধা থাকে থাকুক, তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু প্রার্থনার মধ্যে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতা প্রবেশ করিলে জীবের মঙ্গলাশা নাই। তাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীল প্রভুপাদ গুরুগম্ভীরস্বরে আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন—"লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি আমাদের দুর্ব্বলতা থাকে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু একবার যদি কপটতা আশ্রয় করি, সাধুর বেশ, সাধুর নাম নিয়ে সীতাহরণে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হই, তা'হলে অসুবিধা-সর্পীকে চিরতরে গলায় জড়িয়ে ফেল্‌লাম। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা বরং ভাল কিন্তু তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে।"

কপটের প্রতি কখনও গৌরের কৃপা হয় না। সরল ব্যক্তিগণই তাঁহার কৃপাপাত্র। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহাদিগকে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য দিয়াছেন তাঁহারা যদি কপটতারহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়া তাঁহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সরল না হইলে কৃষ্ণ-কৃপালাভ অসম্ভব; কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

"কুটিনাটি ছাড় মন করহ সরল।
গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥
হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥
গুরুপদে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুই নায়ে নদী পারের দুর্দ্দশা লভিবে॥"

আমরা দুর্ব্বল তাই সকল সময়ে গুরুবর্গের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতে না পারিয়া তৎপালনের সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি মাত্র। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব বা গুরুকৃপা প্রাপ্ত বলবান্ সাধুগণের কৃপাশক্তি তাঁহাদের আনুগত্য-প্রভাবে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আমাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী সুতরাং দুর্ব্বলের বল গুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাভিক্ষা ছাড়া আমাদের আর কোনও সম্বল নাই। কপটতা-রাক্ষসী যেন আমাদিগকে আশ্রয় না করে, আমরা যেন দিন দিন সেবায় উৎসাহ বিশিষ্ট হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত বিদায় লইতেছি।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, (ব্যাকরণতীর্থ)

নিউ-জলপাইগুড়িতে হরিকথা

গত জুন মাসে ১০ তাং-এ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ নিউ-জলপাইগুড়িতে উপস্থিত কতিপয় সজ্জনের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় এরিয়া অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীরাধাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের নিকট বলেন যে, আমার বাড়ীতে নারায়ণের নিত্যসেবা হয় এবং আমি সাধ্যমত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করি। তবে আমার বাস্তবিক কল্যাণ কিরূপে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ পাইবার বাঞ্ছা করি।

উত্তর—বর্ত্তমান কলিযুগের জীবসকল অধিকাংশই পাপপ্রবণ। তাহার হেতু কলিতে অধর্ম্মেরই প্রাধান্য। পুণ্যমাত্র একপাদ, আর পাপ ত্রিপাদ। তজ্জন্য সকলের মতি ভগবৎ পাদপদ্মে না গিয়া ভোগের দিকে চলিয়াছে, যুগের প্রভাবে এইরূপ অবস্থা।

বর্ত্তমানে পুরোহিতগণ যে-সমস্ত কল্যাণজনক কার্য্য করাইয়া থাকেন, তাহাতে বাস্তব কল্যাণ হয় কিনা—সে-বিষয়ে মানুষের আলোচনা বা চিন্তা নাই। একজন পুরোহিত এক গ্রামে হয়ত পঞ্চাশ বাড়ীতে কার্য্য করাইবেন সেক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্য সংক্ষেপে করাইতে বাধ্য হন, কিন্তু বেদাঙ্গের অন্যতম "শিক্ষা" নামক গ্রন্থে উক্ত আছে :—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তং ন তমর্থমাহ।
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি॥

অর্থাৎ মন্ত্রহীন হইলে পূজাঙ্গের সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার না করিলে—উচ্চারণের বা বর্ণের ভ্রান্তি হইলে যে উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না। সাধারণ অর্চ্চণাদি ব্যাপারে একজনের গৃহে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতে হয়, কিন্তু যদি একজন মাত্র ব্রাহ্মণকে পঞ্চাশ জন যজমানের গৃহে কার্য্য করিতে হয় তবে অগত্যা সংক্ষেপ করিতে হইবে। তাদৃশ অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহা ছাড়া মন্ত্রের উচ্চারণে ভুল হইলে বিপরীত কার্য্য হয়। একজন ব্রাহ্মণ (ত্বষ্ঠঋষি) ইন্দ্রকে বিনাশ করার বাসনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তিনি "ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব" মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উচ্চারণের ব্যতিক্রম হওয়ায় ষষ্ঠীতৎপুরুষের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাস হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রকে মারিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু ইন্দ্রের হস্তে যজ্ঞের

উদ্দিষ্ট প্রাণীর প্রাণনাশ হইয়াছিল। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্র যদি কিছু বাদ দেওয়া হয়, বর্ণের ভুল বা উচ্চারণের ব্যতিক্রম হয়, তবে তাদৃশ কার্য্য যজমানের হিত সাধন না করিয়া তাহার বিনাশের কারণ হইয়া পড়ে।

বিশেষতঃ আজকালের ধর্ম্মানুষ্ঠান একটী গৌণ ব্যাপার। যে কোন প্রকারে উহা সমাধা করিলেই হয়। ফলাফলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ আমরা করি না। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দিনে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বাস্তব কল্যাণের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর হইয়াও জীবের প্রকৃত মঙ্গল কি প্রকারে হইবে, তজ্জন্য সাধক-ভক্তের বেষে দ্বারে দ্বারে ভগবদ্বাণী প্রচার করিয়াছেন। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই ছিল—

প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

এই বাণী তিনি তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ প্রিয়তম নিত্যানন্দ প্রভুকে ও ভক্ত হরিদাসকে প্রচারের জন্য প্রথম আদেশ করেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে অধম পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য এই কথাই কীর্ত্তন করিয়া জগাই মাধাই দস্যুসর্দ্দারাদি বহু জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি, তাহাই উপদেশ করুন।

উত্তর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কাশীধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন ইচ্ছায় কহ কর্ত্তব্য আমার॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি' পুছে সাধুর স্বভাব ॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সরল বাংলাতে শাস্ত্রের সারকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা ভগবান্‌কে বাদ দিয়া নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া সংসারে দুঃখ ভোগ করি। সুখ এখানে নাই, আছে কেবল দুঃখ। আমরা যেটাকে সুখ মনে করি, সেটা কেবল দুঃখের অভাব মাত্র। ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—

কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী।

আমরা দুঃখ তাড়াইবার চেষ্টা করিয়া যদি দুই-চার দিন দুঃখ না পাই তবে ঐ অবস্থাকেই সুখ মনে করি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিও—

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।

দুঃখের প্রতিকার কি? তাহা একমাত্র সাধুসঙ্গ। পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"সাধু শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।" অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ শাস্ত্রের কথা—কৃষ্ণের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উন্মুখ করিয়া দেন, তখন সেই জীব তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া ভোগবাঞ্ছা ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। ভক্তগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই জীব প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে পারে।

এখন সাধনতত্ত্ব জানা প্রয়োজন। কলি-জীবের পক্ষে সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে বা পর্ব্বত-গুহার আশ্রয়ে যোগাদি সাধন করা অসম্ভব। বিশেষতঃ কলিকালের একমাত্র ধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন।

প্রশ্ন—ভগবানের ধ্যান-ধারণা না করিয়া নামকীর্ত্তন করিলে কি ফল হইবে?

উত্তর—অন্যান্য যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাধন থাকিলেও কলিতে একমাত্র নাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। মনে মনে ধ্যান করিলে অসংযতচিত্ত ব্যক্তির চিত্ত

বিষয়ের দিকে চলিয়া যায়, কিন্তু সংকীর্ত্তন করিলে চিত্তবৃত্তি অন্যত্র যাইতে পারে না আপনা-আপনি সংযত হয় অর্থাৎ উচ্চ কীর্ত্তনে চিত্তের অন্যত্র বিক্ষেপ হওয়ার সুযোগ হয় না। এইরূপে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন করিলে জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কীর্ত্তনের ক্রম এইরূপ—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোনিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা হওয়া দরকার! শ্রদ্ধা অর্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্ম কৃত হইয়া যায়। সেই ভক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার। সর্ব্বাগ্রে সাধু-মুখে ভগবৎ কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যতটা শ্রবণ করিবে, ততটা চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হইবে এজন্য বলিতেছেন—

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধার্থমপেক্ষ্যম্।
শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি॥

সাধুর (শুদ্ধবৈষ্ণবের) শ্রীমুখে ভগবন্নাম শ্রবণেই অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপের কথা শ্রবণ ও হৃদয়ে রূপের উদয় যোগ্যতা লাভ হয়, এই ক্রমে গুণলীলাদিরও স্ফুরণ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনসম্বন্ধেও এই ক্রম।

বৈষ্ণবের মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভজন-স্পৃহা হয়, তৎপরে ভজনকার্য্য আরম্ভ হইলে সর্ব্বাগ্রে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ।

স্বতত্ত্ব (জীবতত্ত্ব), পরতত্ত্ব (ভগবত্তত্ত্ব), সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ও বিরোধী-তত্ত্ব, এই চারিটি তত্ত্ব যে-সকল ভুল ধারণা আছে, তাহা শ্রবণের দ্বারা নাশ হইবে। তৎপরে ইহলোকে সুখভোগবাঞ্ছা, স্বর্গাদিতে ভোগবাঞ্ছা, যোগের বিভূতি বাঞ্ছা আবার মোক্ষ বাঞ্ছা (জ্ঞানমার্গের সাধ্য)—এই চারি প্রকার অসৎতৃষ্ণা নামের প্রভাবে নাশ হইবে।

হৃদয়দৌর্ব্বল্যও চার প্রকার—তুচ্ছাসক্তি, তুচ্ছ জড় বিষয়ে আসক্তি, কুটিনাটি (কপটতা, সত্য গোপন চেষ্টা), মাৎসর্য্য ও স্বপ্রতিষ্ঠতা (নিজেকে

ভক্ত বা পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞানী প্রভৃতি অভিমান করা)। এ সকলেরও নাশের অপেক্ষা আছে।

তৎপরে অপরাধ চতুর্ব্বিধ—কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণ-স্বরূপে তদীয় বস্তুতে ও জীবে অপরাধ। নামে দশবিধ অপরাধ আছে—সাধুনিন্দা, শ্রীকৃষ্ণসহ অন্যান্য দেবতার সমান জ্ঞান, শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা অর্থাৎ গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, কিম্বা তাঁহার আজ্ঞা পালন না করা, নাম মাহিমাযুক্ত শাস্ত্রাদির নিন্দা, নামে অর্থবাদ কল্পনা অর্থাৎ বর্ত্তমানে নামে কোন শক্তি নাই অন্যকালে ছিল ইত্যাকার বিচার, নামবলে পাপবুদ্ধি, অন্যান্য ধর্ম্মকে (যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বা তৎ অনুষ্ঠান) নামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবোধ করা বা নামের সমান জ্ঞান করা (কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞও এক নামের শতাংশের সমান হয় না)। শ্রদ্ধারহিত ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ দেওয়া কিম্বা হরিবিমুখ ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা আর নামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধা না করিয়া অহং মম বিচারে সংসারে আসক্ত থাকা। এই সকল অপরাধ নামের প্রভাবে নাশ হইবে। নামেরনিষ্ঠা হইতে ক্রমে তাহাতে রুচি আসক্তি ও সর্ব্বান্তে ভাব অর্থাৎ ভগবৎ-পাদপদ্ম ক্ষণিকের জন্য একবার দর্শন হইবে। তখন উহাতে চিত্তবৃত্তি আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর দর্শনের জন্য আকুলতা আসিলে দৃঢ়ভাবে ভজন করিতে করিতে জীবের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

আপনি লক্ষ্য করিবেন যে পুরোহিতগণ যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করেন সর্ব্বান্তে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ আমার এই কর্ম্ম জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞনতঃ যদি অসাঙ্গ হয় তবে শ্রীহরিনামের প্রভাবে তাহা সাঙ্গ হউক। এই বলিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন তিনবার করিয়া থাকেন। অতএব অন্য অনুষ্ঠানেও নামের সাহায্য গ্রহণকরিলে নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারীর আর কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি হইতে পারে ? শ্রীনামই সর্ব্বকর্ম্ম সাধন করিয়া দেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

মেঘালয়, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরা রাজ্যে বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা-প্রচার

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বাণী প্রচারার্থে সমিতির বিশিষ্ট প্রচারকদ্বয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ সঙ্গে শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী, শ্রীপাদ শ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী প্রভুকে লইয়া বিগত ইং ৮।৩।৭২ তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে সর্ব্বাগ্রে মেঘালয়াভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা তিন মাসকাল মেঘালয়, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন শহরে বিপুলভাবে হরিকথা প্রচারান্তে গত ১৭।৬।৭২ তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রচারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূজ্যপাদ স্বামীজীগণ গৌহাটী হইয়া ১১।৩।৭২ তারিখে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং শহরে পদার্পণ করেন। তৎপর তাঁহারা উক্ত স্থানে ১১।৩।৭২ তারিখ হইতে ২২।৩।৭২ তারিখ পর্য্যন্ত স্থানীয় উম্‌প্লীং মহল্লা নিবাসী শ্রীযুত কেতকীরঞ্জন গুপ্ত, জি. এম, রোডস্থ শ্রীযুত মোহিতমোহন দে, পুলিশ বাজারস্থ জয়গুরু ষ্টোর্সের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত কেতকীরঞ্জন কর, জি. এম রোডস্থ শ্রীযুত শ্রীকেদারচন্দ্র দাস ও ময়দান লাবানস্থ শ্রীযুত শ্রীনীরোদবরণ সেন প্রমুখ মহোদয়গণের বাসভবনে এবং গাড়ীখানাস্থিত শ্রীহনুমানজীউ মন্দিরে তথা শহরের বিভিন্ন পাব্লিক প্লেসে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনযোগে সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্বসমূহ বিপুলভাবে প্রচার করতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হন। শিলং শহরে সমিতির এই প্রচারে পুলিশবাজারস্থ জয়গুরু ষ্টোর্সের-প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত কেতকীরঞ্জন কর মহোদয় বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

শিলং শহরে প্রচার সমাপন করিয়া শ্রীল স্বামীজীবৃন্দ তথা হইতে দ্বিশতাধিক কিলোমিটার দূরবর্ত্তী আসামের করিমগঞ্জ শহরে উপস্থিত হন। সেখানে ২৩।৩।৭২ হইতে ৪।৪।৭২ তারিখ পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ মহারাজগণ স্থানীয় বাজারস্থ খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত মধুসূদন সেন, শ্রীযুত প্রমোদবিহারী রায়, সুপ্রসিদ্ধ

চিকিৎসক শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দে, ডাকবাংলা রোড্‌স্থ শ্রীযুত নিকুঞ্জবিহারী সাহা প্রভৃতি মহোদয়গণের গৃহে তথা শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ তথা ছায়াচিত্র-যোগে ভক্ত প্রহ্লাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতাদানমুখে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য কি এবং কিরূপে তাহা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবে উহার উপায়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

করিমগঞ্জ শহরের পরমশ্রদ্ধালু পূর্ব্বোল্লিখিত সগোষ্ঠী শ্রীযুত মধুসূদন সেন, শ্রীযুত প্রমোদবিহারী রায় মহাশয়ের সমিতির প্রতি সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পূজ্যপাদ স্বামীজীগণ তথা হইতে সদলবলে ৫।৪।৭২ তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী **আগরতলা** শহরে পদার্পণ করেন। সেখানে স্থানীয় বনমালিপুরস্থ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে কন্‌ট্রাক্টর মহোদয়ের বাসভবনে ১০ দিন তথা ধলেশ্বরস্থ শ্রীযুত অমূল্যচন্দ্র দেবনাথ, আসাম রোডস্থ শ্রীপাদ প্রমথনাথ দাসাধিকারী, কলেজ রোড্‌ শিবনগরস্থ শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ধর, শ্রীযুত প্রমথ কুমার ধর এবং বনমালিপুরস্থ শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ মহাশয়গণের বাসভবনে পাঠ, বক্তৃতা-মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, দশমূল-শিক্ষা ও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা ও তৎপ্রদত্ত বিবিধ শিক্ষাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

আগরতলা বনমালিপুরস্থ পরমশ্রদ্ধালু সগোষ্ঠী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে (কন্‌ট্রাক্টর) মহোদয়ের শ্রীহরিকথা-প্রচারে উৎসাহ ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

তথাকার প্রচার সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা সদলবলে ২১।৪।৭২ তারিখে ত্রিপুরায় **উদয়পুর** শহরে শুভাগমন করেন। শ্রীল স্বামীজীবৃন্দ সেখানে ২১।৪।৭২ তারিখ হইতে ৭।৫।৭২তারিখ পর্য্যন্ত স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ দীঘির পূর্ব্বপাড়স্থ শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এ াডভোকেট্‌, শ্রীযুত দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিধারী পল্লীস্থ শ্রীযুত রঞ্জিতকুমার সিংহরায়, তদ্ব্যতীত শ্রীযুত মণ্টু রায়, শ্রীযুত চারুচন্দ্র সাহা ও শ্রীযুত ননীগোপাল বৈষ্ণব প্রভৃতি মহোদয়গণের বাসভবনে এবং শ্রীধর্ম্মাশ্রম ও শ্রীশিববাটীতে শ্রীগৌর-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, শ্রীরাধ -তত্ত্ব-শ্রীনাম-তত্ত্ব তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রদৃষ্টান্ত

দ্বারা ওজস্বিণী ভাষায় পাঠ, ভাষণদানপূর্ব্বক বিপুলভাবে শ্রীরূপরঘুনাথ-বাণী প্রচার করেন।

উদয়পুরবাসী জনগণ এবম্প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মই যে জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত সগোষ্ঠী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এ্যাডভোকেট্ মহোদয় সমিতির এই প্রচারে বিশেষভাবে সহায় ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ ইং ৮।৫।৭২ তাং ত্রিপুরার অন্যতম মহকুমা শহর **ধর্ম্মনগরে** উপস্থিত হন। সেখানে ৩।৪ দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-মুখে ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করতঃ ধর্ম্মনগরবাসীর ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি করেন। তথা হইতে পরে শিলচর হইয়া শ্রীল স্বামীজীবৃন্দ সদলবলে পার্ব্বত্য দুর্গমাঞ্চল বিধায় প্লেনযোগে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল শহরে পদার্পণ করেন। সেখানে তাঁহারা ইং ১৩।৫।৭২ হইতে ২৯।৫।৭২ তারিখ পর্য্যন্ত পক্ষাধিক কালব্যাপী স্থানীয় ঠাকুরবাড়ী তথা শ্রীযুত রমণীমোহন দাস, ধর্ম্মশালা রোডস্থ শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস, শ্রীহৃদয়রঞ্জন দাস, শ্রীযুত ভবেশরঞ্জন দাস, শ্রীযুত মনোরঞ্জন দাস, উরীপোক বিসাসী শ্রীযুত পরেশচন্দ্র দেব, মন্ত্রীপুখরী নিবাসী শ্রীযুত রবীন্দ্র কুমার দাস ও শ্রীযুত রাধাবিনোদ বণিক প্রমুখ মহোদয়গণের বাসভবনে ও দোকানগদীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ তথা ছায়াচিত্রে শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র, শ্রীশ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শন-মুখে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব এবং শ্রীহরিনাম-মহিমা ও নামাপরাধ সম্বন্ধে বিপুলভাবে প্রচার করতঃ ইম্ফলবাসীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির **ইম্ফল** প্রচারে থাঙ্গাল বাজারস্থ পরম শ্রদ্ধালু শ্রীযুত রমণীমোহন দাস এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীযুত রবীন্দ্রকুমার দাস ও শ্রীযুত রণধীর দাস তথা তৎপরিবারবর্গ এবং ধর্ম্মশালা রোডস্থ সগোষ্ঠী শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস মহোদয় প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ ও সেবানুকূল্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামীজীদ্বয় সদলবলে ইম্ফলে প্রচারকার্য্য সমাপনান্তে নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা হইয়া ৩০।৫।৭২ তারিখ ডিমাপুর শহরে উপস্থিত

হন। সেখানে সপ্তাহকালব্যাপী স্থানীয় শ্রীকালিবাড়ীতে, রেল-কলোনীস্থ শ্রীযুত সুকুমার চক্রবর্ত্তী, নিউ-মার্কেটস্থ শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে তথা ইম্ফলের শ্রীযুত রমণী বাবুর ডিমাপুরস্থ গদীতে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতামুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-স্থাপন অশুদ্ধ নিরাকার-নির্ব্বিশেষপর মায়াবাদাদি দুষ্টমত খণ্ডন করেন। ডিমাপুরে পরমশ্রদ্ধালু শ্রীযুত বিদ্যুৎকুমার দাস মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তদনন্তর পূজ্যপাদ বৈষ্ণববৃন্দ গৌহাটী হইয়া আসামের গোলকগঞ্জস্থ গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে সদলবলে আগমন করেন এবং তদঞ্চলেও কিছুদিন প্রচারকার্য্য করেন।

এবম্প্রকারে মেঘালয়, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যের অধিবাসিগণকে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারায় স্নাত করাইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল স্বামীজীদ্বয় সদলবলে গত ইং ১৭।৬।৭২ তারিখে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—বিশেষ সংবাদদাতা

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

বিগত ৫ই বৈশাখ, ১৩৭৯, মঙ্গলবার শেষরাত্র ৪-৩০ মিঃ সময়ে ইং ১৯ শে এপ্রিল তারিখে আমাদিগের গুরুভগ্নী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকুমারী দেবী তাঁহার পিত্রালয়ে বর্দ্ধমান জিলাস্থ মিরহাট গ্রামে পরলোক গমন করেন। তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা, স্বধর্ম্মানুরাগ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে মঠবাসিগণ বিশেষ মুগ্ধ। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের বিশেষ যত্নে ও অনুগ্রহে বিগত ৩০ বৈশাখ ইং ১৩ মে শনিবার দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলোদ্দেশ্যে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা সাত্বত বিধানানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে তাঁহার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় হইতে আত্মীয় ও আত্মীয়গণের অনেকে যোগদান করেন। মঠস্থ ও সমাগত বৈষ্ণবগণ ও তাঁহার আত্মীয়গণ সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা সেবিত হইয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গল লাভ হউক—ইহাই আমরা কামনা করি।

—নিজস্ব সংবাদদাতা



২৪শ বর্ষ { বাসুদেব, ২৪ হৃষীকেশ, ৪৮৬ গৌরাব্দ / রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৯ ; ইং ১৭।৯।১৯৭২ } ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ. ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৪ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বতঃ সকল স্তব্য বস্তুতো যত্নতশ্চিরাৎ।
সারানাকৃষ্য তৈ র্যুক্তা নির্ম্মায়াদ্ভুতশোভয়া॥ ৬৩॥
স্বশ্লাঘাং কুর্ব্বতা ফুল্লবিধিনা শ্লাঘিতা মুহুঃ।
গৌরী-শ্রী-মৃগ্যসৌন্দর্য্য বন্দিত শ্রী নখপ্রভা॥ ৬৪॥

সুদীর্ঘকালে নিখিল প্রশংসনীয় বস্তু সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে সারাকর্ষণ পূর্ব্বক একত্র যোগ করত বিধাতা আশ্চর্য্য শোভার সহিত যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া, বারম্বার আত্মশ্লাঘা করত পূজা করিয়াছেন এবং গৌরী ও লক্ষ্মীরও যে সৌন্দর্য্য অন্বেষণীয় তদ্দ্বারা যাঁহার পাদপদ্মের নখকান্তি বন্দিত হইতেছে॥ ৬৩, ৬৪॥

শরৎসরোজ শুভ্রাংশু মণিদর্পণ মালয়া ।
নির্ম্মঞ্ছিত মুখাম্ভোজ বিলসৎ সুষমা কণা ॥ ৬৫ ॥

শরৎঋতু জাত পদ্ম, শারদ চন্দ্র ও মণি-দর্পণ প্রভৃতি যাঁহার মুখ-পদ্মস্থিত পরম শোভার লেশমাত্রকে স্তব করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

স্থায়ী সঞ্চারী সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকৈরনুভাবকৈঃ ।
বিভাবাদ্যৈ র্বিভাবোঽপি স্বয়ং শ্রীরসতাং গতা ॥ ৬৬ ॥

অপর । স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবে সুন্দর উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই বিভাবাদি অনুভাবের সহিত বিভাব অর্থাৎ ভাবনাবিষয়ভূতা হইলেও স্বয়ং শ্রীরাধা শ্রী-রসতা অর্থাৎ শৃঙ্গার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

সৌভাগ্যদুন্দুভিপ্রোদ্যদ্ধ্বনি কোলাহলৈঃ সদা ।
বিত্রস্তীকৃত গর্ব্বিষ্ঠ বিপক্ষাখিল গোপিকা ॥ ৬৭ ॥

যিনি সৌভাগ্যরূপ দুন্দুভির সমুন্নত ধ্বনি কোলাহলদ্বারা সর্ব্বক্ষণ প্রচুর অহঙ্কার সম্পন্ন নিখিল বিপক্ষ গোপীদিগকে অতিশয় ত্রাসযুক্ত করিতেছেন ॥৬৭॥

বিপক্ষ লক্ষ হৃৎকম্প সম্পাদক মুখশ্রিয়া ।
বশীকৃত বকারাতি মানসা মদনালসা ॥ ৬৮ ॥

যিনি মদনভরে আলস্যযুক্ত এবং যিনি লক্ষ লক্ষ বিপক্ষদিগের হৃৎকম্প সম্পাদক স্বীয় মুখশ্রীদ্বারা বকবিনাশী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন ॥৬৮॥

কন্দর্পকোটি রম্য শ্রীজয়ি শ্রীগিরিধারিণা ।
চঞ্চলাপাঙ্গ ভঙ্গেন বিস্মারিত সতীব্রতা ॥ ৬৯ ॥

অপর । যাঁহার শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের রমণীয় শোভারও জয়-কারিণী, সেই গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা যাঁহার পাতিব্রত্য বিস্মারিত হইয়াছে । ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণেতি বর্ণ যুগ্মোরুমোহমন্ত্রেণ মোহিতা ।
কৃষ্ণদেহ বরামোদ হৃদ্য মাদন মাদিতা ॥ ৭০ ॥

"কৃষ্ণ" এই বর্ণ যুগলরূপ মোহমন্ত্র দ্বারা যিনি মোহিতা এবং কৃষ্ণাঙ্গের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ রূপ মনোজ্ঞ মাদন অর্থাৎ মহাভাবের পরাকাষ্ঠা দ্বারা যিনি উন্মত্তা ॥ ৭০ ॥

কুটিল ভ্রূচলচ্চণ্ড কন্দর্পোদ্দণ্ড কার্ম্মুকে ।
ন্যস্তাপাঙ্গ শরক্ষেপৈ র্বিহ্বলীকৃত মাধবা ॥ ৭১ ॥

কুটিল ভ্রূরূপ প্রচণ্ড কন্দর্পের উদ্দণ্ড ধনুতে যিনি অপাঙ্গ রূপ শরবিক্ষেপ দ্বারা মাধবকে বিহ্বল করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

নিজাঙ্গ সৌরভোদ্গার মাদকৌষধি বাত্যয়া ।
উন্মদীকৃত সর্ব্বৈক মাদক প্রবরাচ্যুতা ॥ ৭২ ॥

নিজাঙ্গ সৌরভের উদ্গাররূপ মাদকৌষধির বায়ুপ্রবাহ দ্বারা যিনি সর্ব্বজনের একমাত্র উন্মাদকারী শ্রীকৃষ্ণকেও উন্মত্ত করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥

দৈবাচ্ছ্রুতিপথায়ত নাম নীহার বায়ুনা ।
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চ শীৎকার কম্পিকৃষ্ণ মনোহরা ॥ ৭৩ ॥

দৈবাৎ শ্রুতিপথে সমাগত রাধা নামরূপ নীহার-বায়ু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিপুল পুলক ও শীৎকার পূর্ব্বক কম্পান্বিত হইতে থাকিলে যিনি তাঁহার মন হরণ করেন ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণনেত্র লসজ্জিহ্বা লেহ্যবক্ত্র প্রভামৃতা ।
কৃষ্ণান্য তৃষ্ণা সংহারী সুধাসারৈক ঝর্ঝরী ॥ ৭৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষবতী রসনা দ্বারা যাঁহার বদনপ্রভারূপ অমৃত লেহনীয় হইতেছে এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র যে তৃষ্ণা তাহার সংহারী অমৃতসারের এক মাত্র জলাধার (ঝারি) বিশেষ অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বাসনাও পূরণ করেন ॥ ৭৪ ॥

রাসলাস্য রসোল্লাস বশীকৃত বলানুজা ।
গান ফুল্লীকৃতোপেন্দ্রা পিকোরু মধুর স্বরা ॥ ৭৫ ॥

যিনি রাসনৃত্য রূপ রসোল্লাস দ্বারা বলানুজ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহার কোকিল তুল্য সুমধুর স্বর সুতরাং যিনি স্বীয় গানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রফুল্লিত করিয়াছেন । ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণকেলি সুধাসিন্ধু মকরী মকরধ্বজং ।
বর্দ্ধয়ন্তী স্ফুটং তস্য নর্ম্মাস্ফালন খেলয়া ॥ ৭৬ ॥

যিনি কৃষ্ণকেলি রূপ সুধাসিন্ধুর মকরী স্বরূপা হইয়া পরিহাস জন্য আস্ফালন ক্রীড়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মকরধ্বজ অর্থাৎ কাম বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৭৬

গতি র্মত্তগজঃ কুম্ভৌ কুচৌ গন্ধমদোদ্ধুরৌ ।
মধ্যমুদ্দাম সিংহোঽয়ং ত্রিবল্যো দুর্গভিত্তয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

যাঁহার গমন মত্তগজ, কুচকুম্ভ যুগল গন্ধমদ দ্বারা শ্রেষ্ঠ, মধ্যদেশ দুর্দ্দান্ত সিংহ সদৃশ এবং ত্রিবলি সকল দুর্গের ভিত্তি স্বরূপ ॥ ৭৭ ॥

রোমালী নাগপাশশ্রী র্নিতম্বোরথ উল্বণঃ ।
দন্তা দুর্দ্দান্ত সামন্তাঃ পদাঙ্গুল্যঃ পদাতয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অপর । যাঁহার লোমাবলী নাগপাশতুল্য শোভাসম্পন্ন, নিতম্বদেশ সুবিশাল রথ, দন্ত সকল দুর্দ্দান্ত সামন্ত অর্থাৎ স্বরাজ্যের অন্তবর্ত্তী রাজা এবং পদাঙ্গুলী সমূহ পদাতিক সৈন্য ॥ ৭৮ ॥

পাদৌ পদাতিকাধ্যক্ষৌ পুলকাঃ পৃথুকঙ্কটাঃ ।
ঊরূ জয়মণিস্তম্ভৌ বাহূ পাশবরৌ দৃঢ়ৌ ॥ ৭৯ ॥

পদদ্বয় দুইটী পদাতিক সৈন্যাধ্যক্ষ, পুলক সকল বিস্তৃত কবচ, ঊরুযুগল দুইটী মণি-নির্ম্মিত জয় স্তম্ভ, বাহু যুগল দুইটী শ্রেষ্ঠ সুদৃঢ় নাগপাশ ॥ ৭৯ ॥

ভ্রূদ্বন্দ্বং কার্ম্মুকং ক্রূরং কটাক্ষাঃ শাণিতাঃ শরাঃ ।
ভালমর্দ্ধেন্দু দিব্যাস্ত্রমঙ্কুশানি নখাঙ্কুরাঃ ॥ ৮০ ॥

ভ্রূদ্বয় বক্র কার্ম্মুক, কটাক্ষ সকল শাণিত শর, কপাল অর্দ্ধচন্দ্র নামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র, নখাঙ্কুর সমুদায় অঙ্কুশ ॥ ৮০ ॥

স্বর্ণেন্দুফলকং বক্ত্রং কৃপাণী করয়োর্দ্যুতিঃ ।
ভল্লভারাঃ করাঙ্গুল্যো গণ্ডৌ কনকদর্পণৌ ॥ ৮১ ॥

মুখমণ্ডল স্বর্ণেন্দু ফলক (চর্ম্ম) করদ্বয়ের কান্তি দুইটী খড়্গ, করাঙ্গুলি সকল বল্লাভার নামক প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিশেষ, গণ্ডযুগল দুইটী স্বর্ণ দর্পণ ॥ ৮১ ॥

কেশপাশঃ কটুক্রোধঃ কর্ণৌ মৌর্ব্বগুণোত্তমৌ ।
বন্ধূকাধররাগোঽতি প্রতাপঃ করকম্পকঃ ॥ ৮২ ॥

কেশপাশ তীব্র ক্রোধ, কর্ণদ্বয় উত্তম ধনুর্গুণ, বন্ধূক অর্থাৎ বাঁধুলী পুষ্প তুল্য অধরস্থ রক্তিমাই করকম্পসম্পাদক অতিশয় প্রতাপ ॥ ৮২ ॥

দুন্দুভ্যাদি রবাশ্চূড়া কিঙ্কিণী নূপুরস্বনাঃ ।
চিবুকং স্বস্তিকং শস্তং কণ্ঠঃ শঙ্খো জয়প্রদঃ ॥ ৮৩ ॥

চূড়া, কিঙ্কিণী ও নূপুরের শব্দসকল দুন্দুভি প্রভৃতির রণবাদ্য, চিবুক (ওষ্ঠের অধোভাগ) প্রশস্ত মঙ্গল দ্রব্য কণ্ঠ জয়প্রদ শঙ্খ ॥ ৮৩ ॥

(ক্রমশঃ)

গৃহপ্রবেশ

[২৭শে চৈত্র (১৩৩৭), ১০ই এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার প্রাতে শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষের নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ।]

পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা অনুক্ষণ অভিন্ন-বিচারে শ্রীমদ্ভক্তভাগবত ও শ্রীমদ্ গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনা না করেন, তাঁহারা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ভাগবতের কৃপায় অনুক্ষণ সঞ্জীবিত না থাকেন, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিম্নোদ্ধৃত দুইটী কথার অর্থই বুঝিতে পারেন না, যে দুইটী কথা পারমার্থিক জীবনের ধ্রুবতারা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয়; গৃহব্রতধর্ম্মে তাহা হয় না। 'কৃষ্ণসেবা করিব' সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ. ফল্গু মর্কটবৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অতুলিত-গুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গু-বৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃসাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেই-রূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয়; আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের Gymnastic feat (ব্যায়াম কৌশল) দেখাইবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহপরিত্যাগ কখনই শ্রেয়ঃ নহে। ঐরূপ অপক্ক বৈরাগী দুই দিন পরেই পতিত হইয়া যায়। পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নাই; কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ-প্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহ-প্রবেশের সহিত যেন মুড়িমিশ্রি এক করিয়া ফেলা না হয়। গৃহব্রতসম্প্রদায় একথা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা কেবল বহির্জ্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহারা গৃহব্রত ধর্ম্মেই অধিকতর নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ ভগবদ্ ভক্তের গৃহস্থাশ্রমগ্রহণ এবং গৃহপ্রবেশও পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের গৃহ-প্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহে প্রবেশ

করিলে জানিতে হইবে, তিনি মঠপ্রবেশই করিয়াছেন। অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্যই গৃহপ্রবেশ করিতে হইবে। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ইহা হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ, স্ত্রৈণভাবাবলম্বন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অভক্তের দুঃসঙ্গত্যাগ, পৃথু অম্বরীষাদি সাধু আচরিত মহাজনগণের সদাচারানুষ্ঠান, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান, বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকিলে গৃহপ্রবিষ্ট পুরুষ পশু প্রকৃতিতে উপনীত হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রতধর্ম্মে অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রতধর্ম্ম' বা ফল্গুবৈরাগ্য গ্রহণ না করিয়া হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিব, কৃষ্ণের প্রহরীরূপে কৃষ্ণভজনের অনুকূল শুক্লবিত্ত সঞ্চয় করিব—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হ'ন। দুর্নৈতিক হইলে হরিভজন হয় না, বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপকার্য্য সংগ্রহ করিলে ত' হরিভজন হইবেই না, পুণ্য-সংগ্রহেচ্ছা থাকিলেও হরিভজন হইবে না। পুণ্যকে শেষসীমা মনে করিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্ম্মবীর হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহাদের সেই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করিলে মঙ্গল হইবে। নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-অগ্রহ থাকিলে গৃহব্রত হইয়া যাইতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘর-দরজা দিয়া মালা জপ (?) করিলেই ত' মঙ্গল হইবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিব; কিন্তু কয়েকদিন এইরূপ মালা নিতে নিতেই কুবিষয়ান্ধকূপে পতিত হইতে হইবে। পরমহংসকুলের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কথার যদি অনুকীর্ত্তন না করি, তদনুরূপ জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে গৃহব্রত-ধর্ম্মে পতিত হইয়া যাইতেই হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থ ভক্ত

অনুক্ষণ চেষ্টা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে যে-কার্য্য করিতেছেন—নিখিল মানবজাতির যাহাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন—বহু বহু গ্যালন রক্ত খরচ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সেবা-কার্য্যের সুযোগ প্রদানে যিনি যতটা উদাসীন থাকিবেন, তিনি ততটা গৃহব্রতধর্ম্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানিতে হইবে; আর যাঁহারা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁহারা নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করিতেছেন জানিলে তাহাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল জানিয়া তফাৎ হইয়া যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট—সর্ব্বক্ষণ রকমে রকমে হরিসেবা করিতেছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিকেই বহুমানন করেন, লৌকিকী নীতির প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ বা রাগ নাই। সমস্ত নীতিই তাঁহাদের সেবাময়ী বুদ্ধিতে পারমার্থিকী নীতিতে পর্য্যবসিত হয়।

তোণ্ডারড়িপ্‌পড়ি আলোয়ার কাল্লুর-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভক্তি প্রচার করিতে করিতেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি ডাকাতি করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও হরিসেবার অনুকূলে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত পরিশ্রম হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল ভগবদ্ভক্তগণই জানেন। যেমন জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বহু পরিশ্রম-লব্ধ—যেরূপভাবেই হউক, সংগৃহীত অর্থ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল,— অনন্তকোটি জীবের মধ্যে একটিরও সে সুবুদ্ধি হওয়া কঠিন, অকস্মাৎ তাঁহার সেই সুবুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি সমস্ত হরিসেবায় সমর্পণ করিয়া গেলেন। তাঁহার সংসারের লোকেরা যদি হরিসেবা করেন, তবে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন—এইরূপ তাঁহার বিচার হইয়াছিল। এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার লাভ লোকসান সমস্তই হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া গেল; তিনি নিজে কোন প্রকার পাপ-পুণ্যের ভাগী হইলেন না। পরমেশ্বর বস্তুকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করিতেই হইবে।

কিন্তু পরমেশ্বর বস্তু সমস্ত ফল পাইলে জীবের ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগী হইতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে— নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ডাকাতির ফলভোগ করিতে হইল না। অর্থার্জ্জন করিতে গিয়া জগবন্ধু বাবুর যে অপরিহার্য্য অন্যায়াদি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত অসুবিধার পূরণ হইয়া গেল যখন সমস্ত ন্যায় অন্যায়ের ফল পরমেশ্বর বস্তুর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইল। তাই বলিয়া নাম-বলে পাপাচার করিতে হইবে না। যেহেতু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু সকলেই ডাকাতি করিয়া হরিসেবা করিবেন— এইরূপ বিচার নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। জগবন্ধু বাবুর বিষয়-কার্য্য দৈবাৎ হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বে বিষয়ী হইয়া তৎপরে হরিসেবক হইতে হইবে—এরূপ বিচার ভক্তির প্রতিকূল। যদি দৈবক্রমে কাহারও কোন পূর্ব্বসংস্কারজাত আচরণ হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি, নিয়ম বা আদর্শ হইতে পারে না। যদিও তোণ্ডারড়িপ্‌পড়ি আলোয়ারের পাপ-কার্য্যাদি লইয়া— যদিও মঙ্গলামঙ্গল সব লইয়া জগবন্ধুর সেবা-কার্য্য, তথাপি তাঁহাদের কোন বিশেষ সুকৃতিফলে পরমেশ্বর বস্তুতে সমস্ত নিযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হইয়া গেল।

কর্ম্মাগ্রহিতা—অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চঞ্চল করিয়া তুলে। পাপের কশাঘাত গ্রহণ করিতে করিতে জীবের পুণ্য-প্রবৃত্তি, আবার পুণ্যের আকাশ-কুসুমে প্রতারিত হইতে হইতে পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়; এইজন্য ত্যাগের পন্থা — মোক্ষপর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার যে স্পৃহা, তাহাই ভগবদ্ভক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত।

পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্ব্বদা সাবধান থাকেন; যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর-উপাসনা হয়, তাহা সয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

প্রশ্নোত্তর

(সহিষ্ণুতা)

১। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে সহিষ্ণু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ?

"কেহ যদি তোমাকে অতিবাদ করে, তবে তাহা সহ্য করিবে; কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। **কৃষ্ণ-সেবার কাম—অপ্রাকৃত, তাহার নামই— 'প্রেম'**। ইন্দ্রিয়সেবার কাম— প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান; তাহা অবশ্যই ত্যাগ করিবে।',

—'কলি', সঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২। ভিন্ন প্রণালীতে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন কি স্বধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ ?

"যাঁহারা ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৩। কাম্যভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কি সহিষ্ণু হইতে পারে ?

"যাঁহাদের কাম্যভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না; কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৪। নামকীর্ত্তনকারীর সহিষ্ণুতা কিরূপ হইবে ?

"বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥"

—'শিক্ষাষ্টক'.—৩, গীঃ

৫। 'তরু হইতেও সহিষ্ণু' কথা দ্বারা কিরূপ দয়া সূচিত হয় ?

"তরোরপি সহিষ্ণুনা ইতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালক্ষণং দয়ারূপং দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি।" —শ্রীশিঃ, —সঃ ভাঃ ৩

৬। ধৈর্য্যহীনের হরিভজন হয় কি?

"ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্য-গুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ধীর। ধৈর্য্যগুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধীর, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্যগুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।"

'—ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২২)

এক্ষণে ভগবৎপ্রীতির তটস্থলক্ষণ বলা হইতেছে— শ্রীহরিকথা-শ্রবণাদি সময়ে অশ্রুপুলকাদির উদ্গম ভগবৎপ্রীতির তটস্থলক্ষণ। নিমিরাজের প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

ভাঃ ১১।৩।৩১

ভক্তগণ সর্ব্বপাপনাশন হরিকে স্মরণ করিয়া পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া সাধনভক্তিসঞ্জাতা প্রীতিভক্তিদ্বারা পুলকিত তনু ধারণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ [ভাঃ ১১।১৪।২৩]

চিত্তের দ্রবতা বিনা রোমহর্ষ হয় কিরূপে? রোমহর্ষ ভিন্ন আনন্দাশ্রু-কলা প্রকাশ পায় কিরূপে? আর আনন্দাশ্রুকলা ভিন্ন আশয়শুদ্ধি হয় কিরূপে? রোমহর্ষ, চিত্তের আর্দ্রতা ও আনন্দাশ্রুকলা ব্যতিরেকে ভক্তির আবির্ভাব কিরূপে জানা যাইবে, আর ভক্তি ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হইবেই বা কিরূপে? তাহা হইলে প্রীতির লক্ষণ চিত্তদ্রবতা, তাহার লক্ষণ রোমাঞ্চাদি; চিত্তদ্রবতা বা রোমহর্ষাদি কিয়ৎ পরিমাণে উপস্থিত হইলে

যদি চিত্তশুদ্ধি না ঘটে, তবে ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় নাই ইহা জ্ঞাপিত হইল।

আশয়শুদ্ধি বলিতে অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ এবং প্রীতি-তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

অতএব শ্রীকপিলদেব ভগবৎপ্রীতির অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী এই দুইটি বিশেষণ যোজনা করিয়াছেন। শ্রীশুকদেবও অক্রূরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন।—

দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচং।
সন্দেশাদ্ যো হরে লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ [ভাঃ ১০।৩৮।২৭]

কংস অক্রূরকে আজ্ঞা করিল— ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরের শোভা দর্শন করাইবার ছলে রামকৃষ্ণকে এখানে লইয়া আইস। কংসের আজ্ঞায় অক্রূর রথারোহণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। ভাবি শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দের সম্ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পথে জল্পনা ও বারংবার তাঁহার মাধুর্য্য স্মরণ করিতে করিতে সূর্য্যাস্তকালে তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ দর্শন করিলেন। সেই দর্শনে অক্রূরের আনন্দজনিত সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল। প্রেমপুলকে অঙ্গ ব্যাপ্ত এবং অশ্রুতে নয়নদ্বয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া— অহো! আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার দুর্লভ লাভ হইল বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণচরণধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীহরির মূর্ত্তির দর্শন ও শ্রবণাদিদ্বারা দম্ভ, ভয় ও শোকবর্জ্জন-পূর্ব্বক অক্রূর যে অবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেহধারিগণের তাহাই পরমার্থ।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, অক্রূর ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন কেন? তদুত্তর— উহা অক্রূরের প্রেমবিহ্বলতার পরিচায়ক। প্রেম-বিহ্বলতায় কোন ফলোদ্দেশ থাকে না, তাহাই নিখিলসাধ্যমুকুটমণি অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ।

শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারে কিম্বা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অশ্রুপুলকাদির উদ্গম প্রেমভক্তির তটস্থ লক্ষণ, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপন্ন করার জন্য অক্রূরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল। অক্রূরের তৎকালীন চেষ্টা অন্যতাৎপর্য্যবিহীনা ও প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী।

অক্রূরের এই চেষ্টাকে প্রেমচেষ্টা অর্থাৎ প্রীতিতাৎপর্য্যময়ী— একথা বলিবার পক্ষে তিনটী আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। (১) উহা অক্রূরের

দম্ভ, (২) তাঁহার অন্তরের অন্য সুখ তাৎপর্য্য লক্ষণ সুখ এবং (৩) নিজ দুঃখ হানি-অভিলাষে তাহাই কষ্টপ্রকাশ দম্ভ— কপটতা। অক্রূর কপটভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাহারও কপট ব্যবহার করার সাধ্য নাই। কারণ তিনি সকলেরই ভিতর-বাহির সতত দেখিতেছেন। অক্রূর ইহা জানিতেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণনিকটে কাপট্য প্রকাশ অসম্ভব। অক্রূর যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত ছিলেন, তাহা তদীয় স্বগতোক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে—

ন ময্যুপৈষ্যতরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্ব্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা॥

যদিও আমি কংস প্রেরিত হইয়া যাইতেছি, অতএব তাহার দূত, তথাপি ভগবান্ অচ্যুত আমাকে শত্রুবুদ্ধি করিবেন না। যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অন্তর্য্যামী, অতএব নির্ম্মল জ্ঞানযোগে আমার অন্তর বাহিরের সকল চেষ্টা তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(২) অক্রূরের চেষ্টা হৃদয়ের অন্য তাৎপর্য্যলক্ষণ কপটতা নহে। তাঁহার সেই অন্যসুখ— অক্রূরের বন্ধুবর্গের কেহ কেহ কংসকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে বা হইবার আশঙ্কা আছে— এমতাবস্থায় যদুবংশ রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এজন্য অক্রূরের হৃদয়ে উল্লাস আর উৎপীড়ক কংসের নিধনে শ্রীকৃষ্ণকে সত্বর প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বাহিরে শোক ও ভয় প্রকাশ এরূপ কপটতাও তাঁহার উক্ত আবেশের হেতু নহে। তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়—

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্নোর্দ্ধিরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥ [ভাঃ ১০।৩৮।২৬]

যঃ কৃষ্ণপাদাঙ্কিতমার্গপাংসু
ষ্বচেষ্টত প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ। [ভাঃ ৩।১।৩২]

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল দর্শনে অক্রূরের যে আনন্দ জন্মিল, তাহাতে তাঁহার সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল, প্রেমহেতু গাত্রলোমসকল উত্থিত হইল।

অশ্রুকলায় নয়নযুগল আকুল হইল। অতএব তিনি রথ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া অহো! আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমি পরম দুর্লভ বস্তু পাইলাম। এ সকল আমার প্রভুর শ্রীচরণধুলি— ইহা বলিতে বলিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

যে অক্রূর নন্দগ্রাম প্রবেশসময়ে প্রেমে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাঙ্কিত পথের ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন।

অক্রূর প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তাদৃশ চেষ্টা করিয়াছিলেন— একথা উক্ত শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত থাকায় তিনি নিজ দুঃখহানির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কোন চেষ্টা প্রকাশ করেন নাই, ইহাও জানা গেল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে এবং তাঁহার কথাশ্রবণে অক্রূরের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা প্রেমের কার্য্য। প্রীতির অন্য তাৎপর্য্যরাহিত্যও এস্থলে প্রতিপাদিত হইল।

প্রীতিতেই যে প্রেমচেষ্টার তাৎপর্য্য, তাহা লৌকিক শুদ্ধ প্রীতির নিদর্শন দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন— তিনি ব্রজদেবি-গণকে বলিয়াছেন—

মিথো ভজন্তি যে সখঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহিতে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা॥
ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণঃ পিতরো যথা।
ধর্ম্মো নিরাপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

হে সখিগণ! যাহারা উপকার ও প্রত্যুপকারের জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভজন করে, তাহারা অন্যকে ভজন করে না, আপনাকেই ভজন করে; কারণ তাহাদের সেই চেষ্টা কেবল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, তাহাতে সৌহৃদ্য নাই, ইহার অন্যথা হয় না।

হে সুন্দরীগণ! যাহারা ভজন করে না— এমন লোকদিগকে দুই প্রকারের লোক ভজন করে— একপ্রকার দয়ালু, অন্য প্রকার মাতাপিতার মত স্নেহশীল ব্যক্তি। ঐ অর্থ দ্বারা দয়ালু ব্যক্তি ধর্ম্ম, স্নেহশীল ব্যক্তি সৌহৃদ্য লাভ করে।

যে প্রীতিতে অন্য কিছুর মিশ্রণ নাই, স্বার্থাভিসন্ধি নাই, তাহা শুদ্ধ প্রীতি। ভালবাসার জন্য ভালবাসা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ভালবাসা, তাহা ভালবাসা নহে। নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে স্থানে পরস্পরের ভালবাসা দেখা যায়, সেখানে কেহই কাহাকে ভালবাসে না। উভয়ে নিজেকেই ভালবাসে। অন্যের দ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য কেবল

ভালবাসার ভাণ করে। এইরূপ ভাণ করিয়া উভয়ে যে উভয়ের আনুকূল্য করে, তাহাতে প্রীতিও নাই ধর্ম্মও নাই।

দয়ালু ব্যক্তিরা ধর্ম্মলাভের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অন্যের আনুকূল্য করে, আর স্নেহশীল ব্যক্তিরা প্রীতির বশে স্নেহভাজন জনগণের আনুকূল্য করে। সুতরাং যেস্থলে স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ নাই. অথচ পরস্পর পরস্পরকে আনুকূল্য করিতেছে, তথায় প্রীতি বর্ত্তমান আছে। এজন্য প্রীতি অন্য-তাৎপর্য্যবর্জ্জিতা। প্রীতিতেই প্রীতির তাৎপর্য্য। মানবের শুদ্ধপ্রীতিতেই এই লক্ষণ বর্ত্তমান।

তৎপরে লৌকিক শুদ্ধা প্রীতি হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বৈশিষ্ট্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ব্রজদেবিগণকে বলিয়াছেন—

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥ [ভাঃ ১০।৩২।২০]

হে সখিগণ! আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই নহি। যাহারা আমাকে ভজন করে, আমি যে তাহাদিগকে ভজন করি না, তাহার হেতু—ভজনকারিগণ যেন আমাকে নিরন্তর চিন্তা করে, আমার এই অভিপ্রায়। যেমন ধনহীন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া তাহা হারাইলে নিরন্তর সেই ধনের চিন্তা করে, অন্য কিছু জানিতে পারে না। আমিও ভজনকারিগণকে তদ্রূপ করিবার জন্য তাহাদিগকে ভজন করি না।

দীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু ব্যক্তি যখন প্রীতি করেন, তখন কৃপাযোগ্য ব্যক্তি আমার এই কৃপা আস্বাদন করুক, কৃপালুর এই অপেক্ষা থাকে না। তিনি কৃপা প্রকাশ করিয়াই সুখী। অপরদিকে দীন ব্যক্তির কৃপালু ব্যক্তির প্রতি যে প্রীতি থাকে, তাহার মূল কৃপালুর আনুকূল্য। আনুকূল্য না করিলে প্রীতি করিবে না। এস্থলে দয়ালুর প্রীতি আস্বাদ করাইবার ইচ্ছা থাকে না। সুতরাং নিজ বিষয়ক প্রীতি বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছাও তাঁহার থাকে না। আর দয়াযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে থাকে না আনুকূল্যকারীর প্রতি প্রীতি। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের এই চেষ্টাই থাকে যে, ভক্তগণ তাঁহাকে যে প্রীতি করেন, সেই প্রীতি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য ভক্তগণে প্রেমের আবির্ভাব মাত্র সেই প্রেম আস্বাদন করিবার জন্য তিনি ভক্তের নিকট উপস্থিত হন না। যখন

প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তখন আস্বাদন করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করেন।

ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতি করেন, তিনিও তদ্রূপ ভক্তগণকে প্রীতি করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তদের যে প্রীতি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন আর ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়ালম্বন, আর ভক্ত বিষয়ালম্বন। ভক্ত যে প্রেমের বিষয়ালম্বন, তাহা ভক্তবিষয়ক প্রেম।

ভক্তের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাবমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যদি আস্বাদন করেন, তবে ভক্তবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি যে কত চমৎকার, তাহা বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। ভক্তের হৃদয়স্থিত প্রেমরস আস্বাদনের জন্য তিনি অত্যন্ত লোলুপ, অত্যন্ত ব্যগ্র। তথাপি পরাবধিপ্রাপ্ত প্রেমরস আস্বাদনের জন্য বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করেন, যাহাতে সেই প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার চেষ্টা করেন। ইহাই ভক্তবিষয়ক প্রেমের চমৎকারিতা।

কোন ব্যক্তি একটী সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন। যখন ফল ধরিল, তখনও তিনি উহা আস্বাদন করিলেন না। যখন ফল পাকিল, তখন তিনি তাহা ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ। ভক্তবিষয়ে তাঁহার প্রীতি আছে বলিয়া তিনি ভক্তকে যথেষ্ট প্রেম-সমৃদ্ধ করার জন্য অপেক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন উদাসীনের মত চেষ্টা প্রকাশ করেন, ভক্তের প্রেমও তখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দরিদ্র প্রাপ্তনিধি হারাইলে যেমন সর্ব্বদা সেই চিন্তায় বিভোর থাকে, তেমনি ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উদাসীনতায় ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃপালুর ঔদাসীন্যে দয়নীয় ব্যক্তির প্রীতি ধ্বংস হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যে ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি হয়। ইহাই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রীতির বৈশিষ্ট্য।

শ্রীবৃত্রাসুরে এই প্রকার প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—হে হরে! আপনার চরণযুগল যাঁহাদের আশ্রয়, আমি যেন সেই দাসগণের অনুদাস হই। আমার মন আপনার গুণ স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণ কীর্ত্তন করুক, আর শরীর আপনার কর্ম্ম

করুক, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর সাম্রাজ্য রসাতলের প্রভুত্ব যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুই চাই না।

হে কমলনয়ন! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যেমন স্তন্যের, আর বিষণ্ণাপ্রিয়া যেমন প্রিয়ের দর্শন আকাঙ্খা করে, আমার মনও তদ্রূপ আপনাকে দেখিতে উৎকণ্ঠিত। আমি নিজকর্ম্মফলে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যেন আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সখ্য হয়। আমার চিত্ত আপনার মায়াবশে দেহ, পত্নী, পুত্র ও গৃহে আসক্ত আছে, ঐ সকলে যেন আসক্তি না থাকে।

অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক বলায় তাৎপর্য্য— তাহার মাতা ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। মাতার সঙ্গে যাইবার সামর্থ্য নাই। তাহার একমাত্র নির্ভরতা ও অক্ষমতা, আর মাতার অসাধারণ দয়ার আধিক্য এখানে প্রকাশিত। এজন্য পক্ষিশাবকের মাতৃদর্শনেচ্ছার ন্যায় বৃত্রাসুরের ভগবদ্দর্শন বাসনার দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া অন্য দৃষ্টান্ত বলিলেন। পক্ষিশাবকের মাতার প্রতি যে অভিলাষ তাহা কেবল খাদ্যের জন্য। তজ্জন্য তাহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া গোবৎসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন— ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যেমন মাতার স্তনের প্রতি ব্যাকুল— এখানেও বৎসের ব্যাকুলতা স্তন্য পানের জন্য। বৎসতর নিতান্ত অল্পবয়স্ক বৎস (যে ঘাস খাইতে শিখে নাই) কেবল স্তন্যের উপর নির্ভর করে বলিয়া স্তন্যপ্রতি তাহার আকর্ষণ— উভয় দৃষ্টান্তই অনুপযুক্ত, কেবল নিজের স্বার্থযুক্ত বলিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিদেশগত প্রিয়ের জন্য প্রিয়ার যেমন ব্যাকুলতা, তদ্রূপ আমার চিত্ত আপনার জন্য উৎকণ্ঠিত। এখানে প্রিয় ও প্রিয়া শব্দদ্বারা স্বাভাবিক অব্যভিচারিণী প্রীতি উভয়ে বর্ত্তমান, তাহা বাল্যে হউক, আর বার্দ্ধক্যে হউক প্রিয়া প্রিয়গতজীবনা বলিয়া যেমন প্রিয়ের দর্শন বাঞ্ছা করে, আমার মনও আপনাকে দর্শন করার জন্য তাদৃশ ব্যাকুল।

এখানে বৃত্রাসুরের বাক্যে বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রাসুর বধবৃত্তান্ত একটী উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। "বৃত্রাসুর-বধোপেতং ভদ্ভাগবতমিষ্যতে" মৎস্য পুরাণে "বৃত্রাসুরবধৎপ্রসঙ্গযুক্ত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ" বলিয়া উল্লেখ থাকায় দেবী ভাগবত বা মহাভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থকে নিষেধ করা হইয়াছে।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তি-বিবেক

(রচনাকাল—ইং ১৮।৮।৪৪)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৩ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তির অধিকারী

শ্রীনাম-কীর্ত্তন সর্ব্বযুগেরই ধর্ম্ম হইলেও, কলিতে ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। কলিহত অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি-জীব, ইহা ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন না। স্বয়ং ভগবান্ কলির জীবের জন্য এই ব্যবস্থা শাস্ত্রে করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মের লক্ষ্য ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করা। যদি তিনি ইহাতেই সন্তুষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, তখন কোন্ দুর্ভাগ্য অন্য পথে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? আবার কলিকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিলোপসাধনক্রমে চিত্তশুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটায়। অন্য যুগীয় সাধন যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ব্যভিচারদশা লাভ করিতে বাধ্য। বর্ত্তমানে জাতি থাকিলেও অভিমানে, গুণে নহে। কোন বিশেষ জাতির বিশেষ *গুণ বর্ত্তমানে নাই। এমতাবস্থায় স্বভাবভেদে সাধনার প্রকার ভেদ করা* কেবল অসম্ভবই নয়, অনুচিতও। অতএব বর্ণাবর্ণ সকলেরই অধিকার সাম্যে, হরিনাম গ্রহণেরই ব্যবস্থা সাধু-শাস্ত্র ন্যায়-সঙ্গতভাবেই বিহিত করিয়াছেন। হরিনাম গ্রহণে যাঁহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন তাঁহাদিগকে অবশ্যই ব্যভিচারী বলিতে হইবে। কুলীনের ভিতরে জাতির অহঙ্কার, ধনীর ভিতরে ধনের অহঙ্কার এবং পণ্ডিতের ভিতরে বিদ্যার অহঙ্কার থাকায়, তাহাদিগকে শ্রীনাম গ্রহণের অনধিকারী বলিয়াই সাধু-শাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ নাম-ধারী ব্রাহ্মণের নাম-দীক্ষায় একেবারে অধিকার নাই বলিলেই চলে। অহঙ্কারের সঙ্গে তাঁহাদের জাতির স্বার্থজড়িত। পরতত্ত্ব নিরাকার হইলে, তাঁহারই কল্পিত-রূপ হিসাবে সমস্ত দেবতা এক এবং সমস্পর্দ্ধী বলিয়া বিচারিত হয়। জীবিকার অর্থে দেব-দেবীর পূজার একান্ত প্রয়োজন ব্রাহ্মণ-সমাজ বোধ করেন। পরতত্ত্বকে চিন্ময় সাকাররূপে ধরিয়া অধীনতত্ত্ব হিসাবে দেব-দেবীপূজার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে, ব্রাহ্মণের জীবিকায় হাত পড়ে। সুতরাং অসত্য হইলেও, ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জীবিকার অর্থে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পরতত্ত্বের নিরাকারত্ব কল্পনা, এই দুইটি জিনিষ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, অনেক সময় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করিয়াও তাঁহার এই দুইটি বিচার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছিলেন।

যাঁহারা ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে পাইয়া গৌরবান্বিত বোধ করেন। তাঁহাদের এই প্রতিষ্ঠাকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল বিচার করিতে হইবে। "নীচ জাতি নহে কভু ভজনের অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥" এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করতঃ কোন আচার্য্য যেন বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ না করেন। বর্ণহীন অন্ত্যজকেই নিরহঙ্কারী জানিয়া, বৈষ্ণব-ধর্ম্মে স্বচ্ছন্দে, নির্ভয়ে দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রভাবে এই সমস্ত জাতিকে অতি সত্বর বর্ণাভিমানী জাতির লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসনে প্রতিষ্ঠিত করান যাইবে। কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক যে কোন দিক হইতেই বিচার করা হউক না কেন, বৈষ্ণবধর্ম্মকে বর্ণাভিমানীর মোহ-মুদ্গর এবং অবর্ণ বা হীনবর্ণের মুক্তিদাতা বলিয়া বিচার করিতে হইবে। বর্ণগত অধিকারের বিশেষত্ব না দেখিয়াও যাঁহারা, নিজের অসৎ বর্ণাভিমানহেতু, উচ্চবর্ণাভিমানী হিন্দুর দাসত্ব সমাজে কায়েমী করিতে বা রাখিতে যত্নশীল, তাঁহাদের এই পাপ হিন্দুসমাজকে যে আরও অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিবে, সে দিন কি বেশী দূরে? যে ম্লেচ্ছাচার ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতিষেধকরূপে বৈষ্ণবধর্ম্মই, বর্ণসাম্য ও বাস্তব সত্যবাদ লইয়া, হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইবার যোগ্যতা রাখে। জানিনা, ভগবানের কল্যাণকর এই বিধান কলির পাপহত জীবের চিত্তে তাহার যোগ্য আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে কি না; কিন্তু এই কথা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, মন্ত্র-ব্যবসায়ীর ছল-ধর্ম্মের অভিযান স্তব্ধ করিতে ইহাপেক্ষা উপাদেয় বিধান আর কিছুই হইতে পারে না। কবে হিন্দু এই কথা বুঝিবে?

অর্চ্চনের অধিকারী

আমরা হরিভক্তি প্রচারের গণ্ডী তাড়াতাড়ি বিস্তার করিতে গিয়া অর্চ্চনের প্রকৃত অধিকারী কে, এই বিচার সুষ্ঠুরূপে করিতে পারি নাই। দেখিতেছি দীক্ষিতগণও (পাঞ্চরাত্রিক) পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ সম্পূর্ণরূপে সদাচার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগত্রয় প্রায় সময়েই পাঞ্চরাত্রিক সদাচার হইতে চ্যুত করে।

পাঞ্চরাত্রিকগণ কেবল দীক্ষা বিধানের জোরে, অর্চ্চনের অধিকারী বলিয়া মনে করিলে ভীষণ ভুল করিবেন এবং তাঁহাদের এই ভুলও জাতি-ব্রাহ্মণের ন্যায় কালক্রমে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে দুর্নীতি-দুরাচারকে প্রবেশ করিতে সুযোগ

প্রদান করিবে। তপের বল না করিয়া যদি আমরা এই কথা চিন্তা করিতে পারি—'ভগবান কি আমার হাতে খাইবেন?' তাহা হইলে আমার নিজের অযোগ্য কর্ম্মই আমাকে অর্চ্চনকার্য্য হইতে দূরে থাকিতে প্রেরণা দিবে। হাত-শুদ্ধির অপেক্ষা মন-শুদ্ধিই বস্তু, এই কথা ভুলিলে আমরা সমাজে বৈষ্ণব বলিয়া একটি জাতিমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব। ভগবান তাঁহার সেবকের হাতেই খান। সৌরভ যেমন গোলাপের প্রাণ, প্রণয় সেইরূপ সেবকের প্রাণ। প্রণয়বিহীন ভক্ত সৌরভবিহীন কাঠ গোলাপের ন্যায়। রামানুজাচার্য্য জগন্নাথের সেবায় প্রণয়ের পরিবর্ত্তে পঞ্চরাত্রাচার প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া জগন্নাথ কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিধানের অপেক্ষা প্রাণের প্রয়োজন অধিক।

—শ্রীনিমানন্দ সেবাতীর্থ

নিষ্ঠুরতা

নিষ্ঠুরতা ভীষণ পাপ। দ্বেষ ও হিংসার ফলে চিত্ত কঠিনতম হইলে তাহাদের সহিত নিষ্ঠুরতার যোগ হয়। পঞ্জিকায় দেখিতে পাই, ত্র্যহস্পর্শে "যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি।" দ্বেষ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা একত্র সংযুক্ত হইয়া যাহাকে স্পর্শ করে তাহা দ্বারা কোনও শুভকর্ম্ম খুব কমই হইয়া থাকে। নিষ্ঠুরতা জঘন্য পাশবিক বৃত্তি; অসভ্যতার চরম সীমায় ইহার অবস্থান। বিবেকের ঈষৎ বিকাশেও মানব নিষ্ঠুর হইতে পারে না। বিবেকশূন্য মানব পশুর সমান। তাহাদের দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাকে। প্রতিহিংসা-চরিতার্থতা, রূপের নেশায় মত্ততা, সিংহাসন নিষ্কণ্টক করা প্রভৃতির জন্য শোণিত-লোলুপ নৃপতি ও বাদসাহগণের নিষ্ঠুর আচরণ আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই। সামান্য অর্থ ও অলঙ্কারাদির লোভে নীচাশয়গণকর্ত্তৃক নিষ্ঠুর হত্যা-কাণ্ডের কাহিনী আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। ভীতি-প্রদর্শনের জন্যও ঐ জঘন্য প্রবৃত্তি কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবার পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি ধূলি-সমূহদ্বারা অধিকতররূপে আবিলতা প্রাপ্তির ফলে নিষ্ঠুরতার জন্ম হইয়া থাকে। জ্ঞানের ফলে নিষ্ঠুরতার জন্ম কি-প্রকারে হইতে পারে তাহা হয় ত'

অনেকেরই প্রশ্নের বিষয় হইবে। শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচারে সাধারণ নিষ্ঠুরগণ অপেক্ষা জ্ঞানী নিষ্ঠুরগণ আরও ভীষণ। সাধারণ নিষ্ঠুরগণ তাহাদের নিষ্ঠুরতাদ্বারা অপরের নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ ব্রহ্মে বিলীন হইবার চেষ্টায় অবিনশ্বর জীবাত্মার বিলোপ-সাধন প্রয়াসী।

জগতে অপরের উপকারের নামে যে-সকল কার্য্য কৃত হয়, তাহাও অনেক সময় নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাকে। একটী উদাহরণ দিলেই বিষয়টী সকলেরই সহজে বোধগম্য হইবে। একজন দুষ্টপ্রকৃতির দরিদ্র লোক ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কোনও চিকিৎসকের নিকট আসিল। দয়ার্দ্রচিত্ত চিকিৎসক অতিশয় পরিশ্রম করিয়া তাহাকে নিরাময় করিল। শরীরে বেশ বল লাভ করিয়া লোকটির কুক্রিয়ার বৃত্তি জাগিয়া উঠিল এবং সে তাহার পাশবিক বৃত্তি পরিচালনা করিয়া নিষ্ঠুরতম কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উক্ত সদাশয় চিকিৎসকের কি গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেওয়া হইল না? বস্তুতঃপক্ষে মন্দোদয়াদয়া নিষ্ঠুরতার প্রতিষেধক অতিশয় অল্পই হইয়া থাকে। কাহাকেও নিষ্ঠুরবৃত্তির কবল হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে হইলে তাহার চিত্ত যাহাতে নির্ম্মল হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে আত্মা অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত মদনমোহনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছেন—যে আত্মা অপ্রাকৃত দিব্য বৃন্দারণ্যের কল্পদ্রুমনিম্নে অবস্থিত রত্নময়-সিংহাসনে আসীন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা তাঁহাদের প্রেষ্ঠজনগণের আনুগত্যে লাভ করিয়াছেন—যে আত্মা বংশীবটতটস্থিত গোপীনাথের বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী সেই আত্মাই সম্পূর্ণ নির্ম্মল। এহেন নির্ম্মল আত্মা নিজে ত' নিষ্ঠুরতা হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত তদ্ব্যতীত এই আত্মার প্রভাবেই নিষ্ঠুরতা অপরের অন্তঃকরণ হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ জনগণ কেহই নিষ্ঠুরতা ভালবাসেন না।

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।"

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, (ব্যাকরণতীর্থ)

উদার ধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম শব্দদ্বয় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা, অনুদারতা, শিষ্টতার ভাব, অকর্ম্মণ্যতা, প্রভৃতি দোষসমূহ ইহাতে আরোপ করিতে উদ্যত হন।

অক্ষজজ্ঞানের ধারণায় আমরা শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকি। ইহাতে অনেক সময় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হই। যেমন 'ইন্দ্র' শব্দে তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকার ধারণা ক'রে থাকেন— অজ্ঞ লোকের এক প্রকার ধারণা, সাধারণ লোকের এক প্রকার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির অন্য প্রকার। 'ইন্দ্র' শব্দটী ইন্দ + র নিষ্পন্ন। 'ইন্দ্' সৌন্দর্য্যার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুগণ, যাহারা শাস্ত্রবিদ্ নহে, তাহারা 'ইন্দ্র' শব্দটী শ্রবণ করিয়া মনে করিবে, তাহার সহপাঠী ইন্দ্রের কথা। তার ঐশ্বর্য্য হয় ত' মোটেই নাই। হয় ত' সে এমন দরিদ্র যে, পরিধানে শতছিদ্রযুক্ত বস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মনে করিবেন, 'ইন্দ্র' শব্দে' দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর যিনি শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত, তিনি মনে কর্‌বেন, দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সাময়িক। কিন্তু পরব্রহ্ম পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুতরাং তাঁহাকে ইন্দ্রশব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সেই পরম-পুরুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট ক্ষীণদৃষ্টি-সম্পন্ন হয়। সুতরাং অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা যাহা আলোচনা করি, তাহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

শ্রৌতপথে আলোচনা করিলে 'বৈষ্ণব' শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বিষ্ণু'—'বিষ্ + নুক্'। 'বিষ্' 'ব্যাপ্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার যতদূর ব্যাপ্তি, আমরা তা'র ঠিক ততদূর ধারণা করিতে পারি। ব্যাপ্তি ৩ প্রকার— (১) স্থানগত, (২) কালগত (৩) পাত্রগত। যেমন মনে করুন, একটী ঘড়ি যাদব বাবুর টেবিলের উপর রহিয়াছে। ইহার স্থানগত ব্যাপ্তি এই যে, ঘড়িটী যাদব বাবুর গৃহে, কালগত ব্যাপ্তি—ইহাতে যতটা বাজিয়াছে এবং পাত্রগত ব্যাপ্তি— ইহা টেবিলের উপর। ঘড়ির ব্যাপ্তি অনিত্য কারণ, ইহার ত্রিবিধ ব্যাপ্তিই অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু 'বিষ্ণু'-বস্তু তদ্রূপ নয়। বিষ্ণু যিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই— "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" সূরিগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া থাকেন।

তাঁহার স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্তির নিত্যত্ব আছে! তিনি অখণ্ড-কালে বিরাজমান এবং তিনি যে ধামে বিরাজিত সে ধামও নিত্য। সুতরাং 'বিষ্ণু' শব্দটী উদারতা বাচক। 'বিষ্ণু'র সহিত যাঁহার সম্বন্ধ তিনিই "বৈষ্ণব"! বিষ্ণু+ষ্ণ করিয়াই 'বৈষ্ণব'-পদ সাধিত হইয়াছে।

ধৃ+মন্=ধর্ম্ম। সোজা কথায় আমাদিগকে যে জিনিষ ধরিয়া রাখে সেটাই হইল আমাদের ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা। তরলতা বাদ দিয়ে জল থাকে না। যদি প্রশ্ন হয়— জল যদি বরফ হয়, তবে কাঠিন্য তাহার ধর্ম্ম হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তরলতা। কিন্তু কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ উহা বরফ হইয়া যায়। বরফ জলের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, ইহা কৃত্রিম স্বভাব। যে স্বভাব নিত্যকাল কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম. যে জিনিষ নিত্যকাল আমাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে সেটাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। যখন দেহটাকে আমি বলিয়া মনে করি, তখন দেহের স্বভাবই (অর্থাৎ কর্ম্ম করাই) আমার ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার যখন মনকে কেন্দ্র করি তখন মনের ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম মনে হয়। মনের পিপাসাই হইল জ্ঞান আহরণ। আবার যখন আমি আত্ম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আত্মার যে ধর্ম্ম পরমাত্মার কাছে ছুটিয়া যাওয়া এবং তাঁহার নিত্য সেবা, তাহাই আমার ধর্ম্ম হয়।

এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ছোটকে আকর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছেন। মায়ার ব্যবধান না থাকিলে আত্মা পরমাত্মার সেবা করিতেই প্রধাবিত হয়। যখন জাহ্নবী কুলুকুলুনাদে সাগরের দিকে প্রধাবিত হয় তখন যেমন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়ার ব্যবধান যখন সাধুর কৃপায় কাটিয়া যায়, তখন আত্মা পরমেশ্বরের দিকে সেবার জন্য এমনই বেগে ছুটিয়া যায় যে, কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, অনন্ত বিশ্ব তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইলেও কিছুই করিতে পারে না। যাঁহারা ঐ প্রকার অপ্রতিহত-গতিতে বিষ্ণুর সেবা করেন. সেই সকল মহাত্মগণই বৈষ্ণব। স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্ত ধর্ম্মের ধর্ম্মী সেই বিষ্ণুর উপাসক যাঁহারা তাঁহাদের উদারতা স্বাভাবিক। তিনি উদার, তিনি বদান্য, সহিষ্ণু, সুন্দর, মহান্, সরল ও পরম সৌন্দর্য্যবান্। বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচারিত। দক্ষিণ-দেশে আচার্য্যচতুষ্টয়— শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী—

বৈষ্ণবগণের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব, শুদ্ধদ্বৈত, শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈত এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রচারক। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদের দার্শনিক বিচারের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥"

একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীল দামোদরস্বরূপ ব'লেছিলেন—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

—এই জগতের যত কিছু দয়া সমস্তই মন্দোদয়দয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া। যেমন আমি মিষ্টি খুব ভালবাসি, আত্মীয় স্বজন আমাকে খুব মিষ্টি দিলেন। পরিশেষে আমি উদরাময়ে বা কৃমিরোগে আক্রান্ত হইলাম। এই প্রকারে পরিশেষে মন্দের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই জাগতিক দয়া মন্দোদয়দয়া। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ায় পরিণামে মন্দ উদয় করাইবার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে নিরন্তর সেবা-সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ যে-ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্মের কথা কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন কি?

ক্রমশঃ—

শ্রীজয়দেব দাস ব্রহ্মচারী

জীবহিংসা

জীবহিংসা যে অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি, ইহা একটু সদসদ্-বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন। একদিকে বেদ বলিতেছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" অর্থাৎ প্রাণিমাত্রেরই হিংসা করিবে না। আবার অন্যদিকে যাহারা বেদ মানেন না বা নাস্তিক সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ বলিতেছেন 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ইত্যাদি। জৈনদিগের অহিংসার কথা কাহারও অবিদিত নাই। নিরীশ্বর নৈতিকগণও অহিংসা-ধর্ম্মের আদর করিয়া থাকেন। মনুসংহিতাদি স্মৃতি-শাস্ত্রও প্রবৃত্তিমূলা হিংসা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি-সাধনই শ্রেয়— ইহা উচ্চকণ্ঠে বলেন। "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" মনুসংহিতা আমিষভক্ষণ বিচারে বলেন :—

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৫।১৫
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥ ৫।৫১
স্ব-মাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
০ ০ ০ ততোঽন্য নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ। ৫।৫২
মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫।৫৫

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এই শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় বলেন— 'ইহলোকে যস্য মাংসমহমশ্নামি পরলোকে মাং স ভক্ষয়িষ্যতীতি এতন্মাংসশব্দস্য নিরুক্তং পণ্ডিতাঃ প্রবদন্তি।'

অর্থাৎ যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাকে কেবলমাত্র সেই মাংসখাদক বলা হয়। কিন্তু যে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে সর্ব্বমাংস-ভোজী অর্থাৎ তার মধ্যে বেদনিষিদ্ধ অমেধ্যও বাদ যায় না। সুতরাং সে অনার্য্য বা ভোগপরায়ণ জিহ্বোদর-লম্পট পদবাচ্য হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কেবল মৎস্য বা মাংস-খাদকই বুঝি ঘাতক, অন্য কেহ ঘাতক নহে। যেমন অনেকস্থলে দেখা যায় হিন্দু বিধবাগণের কেহ কেহ মৎস্যাদি ভক্ষণ করেন না বটে, কিন্তু সন্তানগণের জন্য মৎস্যাদি রন্ধন বা পরিবেশন করিয়া থাকেন। কিন্তু মনু বলিতেছেন—

"অনুমোদনকারী, হতজীবের মাংস-বিভাগকারী, হন্তা. ক্রেতা, বিক্রেতা পাচক, পরিবেশক ও খাদক ইহারা সকলেই ঘাতকের মধ্যে গণ্য।

যে ব্যক্তি স্ব-মাংসকে পরমাংসের দ্বারা পুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইতে অধিক পাপী ব্যক্তি আর নাই।

আমি যাঁহার মাংস ইহকালে ভক্ষণ করিব, সে পরকালে আবার আমার মাংস খাইবে, ইহাই মাংসের মাংসত্ব— পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন।

কুল্লুক ভট্ট টীকায় বলেন যে, সংস্কৃত "মাং" শব্দের অর্থ "আমাকে" আর "সঃ" শব্দের অর্থ "সে" অর্থাৎ সে আমাকে পরকালে খাইবে। 'মাংস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পণ্ডিতগণ এইরূপই করিয়া থাকেন। এই গেল নাস্তিক, নৈতিক ও স্মৃতির বিধান। বেদ ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী ভাগবতগণও বলেন— যথা. শ্রীনারদ বাক্য—

অতস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাং।
লঘূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥

জীবহিংসা পশু-বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্য ১৯ শ পঃ—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসন।"

অর্থাৎ জীবহিংসা-প্রবৃত্তি একটি ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম। ভক্তিলতার উপ-শাখা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দোষ জন্মে, ইহা তাহার অন্যতম। বেদের "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" দ্বারা পশুহিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডে অর্থাৎ যজ্ঞাদিতে পশুবধের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল তামস ও রাজস ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য বেদের কৌশল-জালমাত্র। কণ্টকদ্বারা কণ্টক তুলিয়া উভয় কণ্টকই ফেলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি এক কণ্টক তুলিতে গিয়া আরও কণ্টক ফুটাইয়া বসে।

এইজন্যই ভাগবতগণের বিচার স্বতন্ত্র। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য-উপাসক। তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীভগবানের প্রীতিতাৎপর্য্যের যাহা প্রতিকূল, তাঁহারা তাহাই ত্যাগ করেন ও যাহা অনুকূল, তাহা আনন্দের সহিত স্বীকার করেন। শ্রী ভগবানের প্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি। সুতরাং তাঁহাদের জীবহিংসা গ্রহণ-প্রণালী বৌদ্ধগণের "অহিংসা পরমধর্ম্মে"র ন্যায় নহে বা জৈনদিগের "খটমল খিলান" প্রথার

(অর্থাৎ জৈনগণ মানুষ ভাড়া করিয়া খাটে শোয়াইয়া মানুষের রক্ত ছার-পোকাকে খাওয়াইয়া থাকে) ন্যায়ও নহে বা নৈতিকদিগের-শুষ্ক ন্যায়অন্যায়-বিচারের ন্যায় নহে, অথবা মুক্তিসিদ্ধি-কামীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে কিংবা কর্ম্মিগণের দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের ন্যায় নহে। মনোধর্ম্মিগণ অনেকে অনেক বিচার করেন; কারণ মনোধর্ম্মের স্বভাবই—"এই ভাল, এই মন্দ"। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিবেন 'দেশ-কাল-ভেদে মানুষ বদলায়, সুতরাং শাস্ত্রও বদলায়। সেকেলে শাস্ত্র কি আর একালে চলে? তখন মানুষের পরমায়ু ছিল হাজার বৎসর, আর খাওয়া দাওয়া ভাল মিলিত।' কেহ বলিবে 'আমিষ না খাইলে চোখে কম দেখা যায়'। কেহ বলিবেন, 'আগে শরীর, তারপর ধর্ম্ম' "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। কেহ বলিবেন, 'শাক-সব্জীতে লিভারের দোষ হয়।' কেহ বলিবেন, 'খাদ্য-পরিবর্ত্তন জন্য মাঝে মাঝে আমিষ ত্যাগ করা যাইতে পারে। আবার কেহ বলিবেন, 'আমিষ খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, কারণ, জীবজন্তুর ব্যারাম দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।' আবার কেহ বলিবেন, 'মৎস্যের বীর্য্য বাঙ্গালীর ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত, সুতরাং আমিষ-ত্যাগ অহিতকর।' কেহ বলিবেন, নিরামিষ-ভোজনে জীবহিংসা নিবারিত হয়, অধিকন্তু সাত্ত্বিকভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়।'

এইরূপ জগতে যে কত মনোধর্ম্মের প্রলাপ আছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। ভাগবতগণ এইরূপ মনোধর্ম্মের দ্বারা কখনও চালিত হন না। তাঁহারা নিরন্তকুহক আত্মধর্ম্মের উপাসক। তাঁহারা জানেন, পরম সত্য— ত্রিকালেই সত্য। সেখানে দেশ-কাল-পাত্রের অধিকার নাই। যেখানে নিজের সুবিধা-অসুবিধা-বিচার, সেখানেই মনোধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন মনের ভিন্ন ভিন্ন বাসনা, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত। যেখানে ভগবৎ-প্রীতি বিচার, সেখানে মনোধর্ম্ম নাই। সুতরাং ভাগবতগণ জানেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং॥"

অর্থাৎ জগতের যাহা কিছু সব ভগবৎ-সত্তায় পূর্ণ, সুতরাং ভগবদ্-উচ্ছিষ্টই গ্রহণ করিবে। ভোক্তা ভগবান্ সাজিয়া গ্রহণ করিবার লোভ করিও না।

যদি সমস্ত বস্তুই ভগবৎ-সত্তায় পূর্ণ হয়, তবেত সকলই চেতন। মৎস্য, ছাগল, ভেড়া, যে প্রকার চেতন, কুমড়া বা লাউএর ডগাটাও সেই প্রকারই চেতন। এইজন্যই ভাগবতগণের বিচারে প্রাকৃত আমিষ বা নিরামিষ উভয়-

বস্তু-গ্রহণেই জীবহিংসা হয়। ভোগবুদ্ধি লইয়া গৃহীত বস্তুমাত্রেই প্রকৃতিগুণ-জাত বলিয়া দর্শন হয়। একমাত্র ভগবৎ-প্রাসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলেই বস্তুর নির্গুণতা উপলব্ধ হয়। সুতরাং ভোগিগণ নিজের সুবিধা বিচার করে ও তজ্জন্য জীবহিংসা-পাপে লিপ্ত হয়; আর ভগবৎ-সত্তা দর্শন করিতে পাইয়া প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া তদীয় বস্তুর সেবা বা সম্মান করেন, এই জন্যই তাহাদের সেবাবৃত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। কেবল আহার্য্য বস্তু কেন, আমরা যাহা কিছু ভোক্তা সাজিয়া গ্রহণ করিতে যাই তাহাতেই জীবহিংসা হয়। ভগবৎপূজার উদ্দেশ্যে যে ফুল চয়ন করা হয়, তাহা দ্বারা আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, আবার ফুলের তোড়া বাঁধিয়া টেবিলে রাখিয়া নিজে সৌরভ লইব—এই বুদ্ধিতে ফুল সংগৃহীত হইলে সেই ফুলচয়নক্রিয়াদ্বারাই জীবহিংসা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধবিমুখ হইয়া আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে কত কত জীবহিংসা করিতেছি। আমাদের প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে কত শত জীব হিংসা হইতেছে, কিন্তু শ্রীভগবানের মন্দিরে বা শ্রীভগবানের সেবা-কার্য্য-উদ্দেশ্যে গমনাগমনে আমাদের সেবাই হয়। উদ্দেশ্য লইয়া কথা। যেমন লাঠি দ্বারা সর্প মারিলে লাঠিকে জীবহত্যা পাপ স্পর্শ করে না, তদ্রূপ ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীব যন্ত্ররূপে যে যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার কোনও পাপে লিপ্ত হইতে হয় না, অধিকন্তু তাহাদ্বারাই সেবা হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন :—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরাভবেৎ॥"

হে নারদ, শাস্ত্রে হরিকে উদ্দেশ্যপূর্ব্বক যে সকল কার্য্যের বিধান আছে, তাহাই বৈধীভক্তি। ইহারই প্রপক্ক অবস্থা প্রেমভক্তি। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্প্যতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎপ্রভাবতঃ॥

নৈতিক বিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত, তাহাও আমার ভগবৎ-সেবার জন্য কৃত হইলে ধর্ম্ম হয়। আর নৈতিক বিচারের পুণ্য বা ধর্ম্মও যদি আমাকে অনাদর পূর্ব্বক যাজন করা হয় তাহাও আমার প্রভাবে পাপ হইয়া থাকে।

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন মৎস্য, ছাগল, ভেড়া বা বৃক্ষ লতা শাক শব্জী সকলেই জীব তবে কি যে কোন বস্তু ভগবানে নিবেদিত হইতে

পারে ? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভগবৎ সুখতাৎপর্য্যতা বা ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ত্তিরূপ আরাধনাই সেবা। সেবা নিজ ইচ্ছা মত হইবে না। সেব্যের ইচ্ছা বা প্রীতিতেই সেবকের প্রীতি। এইজন্যই পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে— "শাস্ত্রে বিহিতা হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া" অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত হরি-উদ্দেশ্যে কার্য্যই ভক্তি। শাস্ত্র অর্থে শাসনবাক্য। শাস্ত্র বলেন যথা—হারীত স্মৃতিতে।

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে-ভক্ষেষ্বপ্যজামহিষীক্ষীরং পঞ্চনখামৎস্যাশ্চ।

অর্থাৎ অভক্ষ্য দ্রব্য নৈবেদ্যে দিবে না। ভক্ষ্যদ্রব্য মধ্যেও ছাগীদুগ্ধ, মহিষী-দুগ্ধ, পঞ্চনখজন্তু ও মৎস্য প্রদান করিবে না।

কূর্ম্ম পুরানে— পলাণ্ডুং লশুনং শুক্লং নির্য্যাসঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ। অর্থাৎ পেঁয়াজ রশুন, কাঞ্চি বা নির্য্যাস বর্জ্জন করিবে। যামলে—

যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাকমূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ॥

যে স্থানে মদ্য, মাংস, বার্ত্তাকু ও মূলক নিবেদিত হয়, সে স্থানে হরির ঐকান্তিকী প্রীতি নাই।

শ্রুতি বলিতেছেন জগতের যাবতীয় বস্তুই শ্রীভগবানের সেবার জন্য সৃষ্ট। তিনিই একমাত্র একচ্ছত্র ভোক্তা। আর সব ভোগ্য। সমস্ত বস্তুই বিভিন্নভাবে তাঁহাকে সেবা করিতেছে। যে বস্তু যে সেবার জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে, বিশ্বস্ত ভক্তগণ তাহা জানিয়া তাহাদের দ্বারা সেই সেই সেবা করিয়া লন। মৎস্যাদি জলপরিষ্কারাদি কার্য্যে থাকিয়া শ্রীভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের সেবা করিতেছে। ছাগলাদির রোম দ্বারা পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে; ইহারা এইরূপেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতিতে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা ভগবান ও ভক্তগণের সেবোপকরণ নহে।

জীবহিংসা বহুবিধ। প্রাণীহননমাত্রই জীবহিংসা— এই প্রাণী হনন বহু প্রকারে হইতে পারে। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি দ্বারা জীবহিংসা হয়। আবার বৈধ স্ত্রীসঙ্গও যদি শাস্ত্র বিধান (যথা— ঋতৌ ভার্য্যাং উপেয়াৎ " অর্থাৎ ঋতুকালে মাত্র ভার্য্যাতে উপগত হইবে) উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বা শ্রীভগবানের সেবক কামনা ব্যতীত নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা 'পুত্রদ্বারা আমার উদ্ধার হইবে' ইত্যাদি অবান্তর কামনা থাকিলে তাহাও জীবহিংসা। অসময়ে পশূচিত স্ত্রীসঙ্গাদির দ্বারা রেতঃপাতক্রমে বহু বহু জীবাণু অযথা বিনষ্ট হয়। মোটকথা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামাত্রই কাম।

ভগবদ্ভক্তি প্রচারে কৃপণতা বা কুণ্ঠা প্রকাশ।

নাস্তিক সম্প্রদায় ও পাষণ্ডগণ কোমলশ্রদ্ধ জীবগণকে বিপথগামী করিয়া তাহাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবহিংসা পাপে লিপ্ত করিতেছে। ঐ সকল লোকদিগকে প্রশ্রয় দিলে জীবহিংসা করা হয়। পাষণ্ডীগণ ভক্তগণের ভজনে বিঘ্নোৎপাদন করিয়া থাকে। উহাদিগকে দমন করিয়া ভক্তগণের ভজনের সহায়তা না করিলে জীবহিংসা হয়। ভক্তদ্বেষিজনে তৃণাদপি সুনীচের ভান দেখাইয়া আলস্য বা কপটতা করিলে জীবহিংসা করা হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের চরণ আশ্রয় করিলেই একমাত্র জীবহিংসা পাপ হইতে নিস্তার পাইয়া পরমানন্দময় সেবা লাভ করিতে পারেন। নতুবা পঞ্চসূনা যজ্ঞ প্রভৃতি স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা জীবহিংসা পাপ নিবারিত হইতে পারে না। ঐসব বিধান হস্তিস্নানবৎ। একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় দ্বারাই সর্ব্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। এই জন্যই প্রিয়তম অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের গুহ্যতম চরম উপদেশ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

শ্রীগুরুদাসের মৃত্যু-ভয় নাই

শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুদাস উভয়েই চেতন। শ্রীগুরুদেব যেমন অধোক্ষজ, শ্রীগুরুদাসও সেইরূপ অধোক্ষজ; সুতরাং অধোক্ষজ চিন্ময়-দেহবিশিষ্ট শ্রীগুরুদাসকে— সতত সেবারত চেতনাত্মাকে জড়েন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না। আমরা বর্ত্তমানে চক্ষুদ্বারা সচ্চিদানন্দময়তনু শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অনুসচ্চিদানন্দস্বরূপ দাসগণকে যেভাবে দেখি, তাঁহারা তাদৃশ কোনও জড় বা মায়িক বস্তু নহেন। এই গুরুদাসগণ তাঁহাদের হৃদয়দেবতা ও নিত্যোপাস্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যকালের প্রভু জানিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশরহিত বলিয়া— সেব্যসেবকভাবের অভাব তাঁহাদের হৃদয়ে পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া তাঁহারা সতত ভগবৎস্মৃতিযুক্ত থাকায় অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা গুরুভগবানের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। যেখানে দাস্যভাবের

কথা আবৃত, এরূপ স্থান বা এরূপ ধরণের কোন জিনিষের প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট নহেন ; এমন কি সেব্যসেবকভাব-বিনাশকারী মোক্ষকেও তাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা সেবকাভিমানী বলিয়া নিত্য সেব্যের— নিত্যকাল স্থায়ী, অজড়, অশোক, অভয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য জন্ম-জন্মান্তরে নিত্যকাল ব্যস্ত থাকেন। সেবকের সেবা ছাড়া কোন কাজ নাই, তাই সেবাই তাঁহাদের বিশ্রাম, সেবাই তাঁহাদের আনন্দ এবং সেবার সুষ্ঠুতার জন্যই তাঁহাদের শয়ন, ভোজন ও জীবন-ধারণ। সেবা-চিন্তা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন চিন্তা নাই। তাই বলিতেছিলাম, আনন্দ-ময়ী সেবাচিন্তায় যাঁহারা ভরপুর, তাঁহাদের আবার অন্য চিন্তা কোথায়— *মৃত্যুচিন্তা কোথায় ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন— (ভাঃ ১১।২।৩৫)*

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

হরিবিমুখজনের ভগবানের মায়াদ্বারাই আত্মভিন্ন স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধির ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতিভ্রংশ উদিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া দ্বিতীয় অভিনিবেশক্রমে ভেদবুদ্ধি হইতে ভয়ের উৎপত্তি। এইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেই অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানলব্ধ শিষ্য মিশ্রভক্তি বর্জ্জন করিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিকে অভিধেয় জানিয়া ভগবানের ভজন করেন। এই গুরুদাসগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহাদের নিত্য রক্ষক বা সহায় জানিয়া নিজেকে অসহায় বা অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন না, সতত তদানুগত্যে জীবন-যাপনে ব্রতী হন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছাতেই ইচ্ছা মিশাইয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা জানেন, জন্ম মৃত্যু, রোগ, শোক, উন্নতি, অবনতি, সুখ বা দুঃখ কিছুই কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। আবার এই কৃষ্ণ গুরুদেবের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া কৃষ্ণের কোন ইচ্ছাই গুরুদেবের অজ্ঞাত নাই। কৃষ্ণের মনোঽভীষ্ট পূরণমুখে আমাদিগকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং আমাদের ন্যায় অযোগ্য পুত্রের জন্য তাঁহার আর চিন্তার শেষ নাই। তাই বলিতেছিলাম, তিনি ব্যতীত আমাদের আর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কে ? তাঁহার ন্যায় হাতে ধরিয়া কৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার নিত্যসঙ্গী আর কে ? তিনি ব্যতীত কৃষ্ণকে জানাইবেন আর কে, তাঁহার চেয়ে কৃষ্ণের ভালবাসার পাত্রই বা আর কে, তিনি ব্যতীত কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তির জন্য সতত ব্যগ্র আর কে, তিনি ব্যতীত সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণের হৃদয়ের বার্ত্তা বা সংবাদ রাখেন

আর কে, তিনি ব্যতীত কৃষ্ণের অতি গোপ্য অন্তরের কথা জানিয়া তাহা পূরণের জন্য সচেষ্ট আর কে, সর্ব্বান্তর্যামী কৃষ্ণেরও অন্তর্যামী— শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কে, অজেয় কৃষ্ণকে সেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট বা জয় করিতে সমর্থ আর কে ?

কৃষ্ণেচ্ছাতেই জন্ম, মৃত্যু, প্রভৃতি হয়, ইহা বাস্তবসত্য কথা। আবার এই কৃষ্ণের ইচ্ছা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা হইতে পৃথক নহে, এক। সুতরাং আমার নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুপিতার ইচ্ছার উপরেই যে আমার জন্মমৃত্যু নির্ভর করে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? গুর্ব্বনুগত গুরুদাসগণ সতত গুর্ব্বাদেশ পালনে ব্যস্ত। এ জগতে থাকাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে যাহাই আদেশ করুন না কেন, তাঁহারা তাহা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া গুর্ব্বাজ্ঞা পালনে ক্ষিপ্রহস্ত। তাই তাঁহাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের আদেশ করিলে তাঁহারা এই দেহ লইয়াই তথায় গমন করেন। কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন তাঁহাদিগকে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে আদেশ দেন তখন তাঁহারা এই দেহ-ত্যাগান্তে গুরু-নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেবার জন্য আনন্দে গমন করিয়া থাকেন বলিয়া, যে মৃত্যু-ভয়ের জন্য আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই ব্যাকুল সেই মৃত্যুর জন্য তাঁহারা একটুও চিন্তা করেন না। মৃত্যু কাহাকে বলে একথা তাঁহাদের চিন্তনীয় বিষয়ও হয় না। তাই বলিতেছিলাম, গুরুদেবের নিত্য সেবাভিলাষী গুরুদাসগণের আবার মৃত্যুভয় কোথায়, ভয়েরও ভয় যিনি তাঁহার শরণাগত হওয়ায় তাঁহারা নির্ভীক নিশ্চিন্ত। গুরুদাসের কিন্তু আমাদের ন্যায় মাটিয়া দেহ নাই, গুরুকৃপায় তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা মায়ানির্ম্মুক্ত। তাঁহাদের সেবাময় চিন্ময়দেহ কখনও পরিত্যাজ্য নহে ; তবে উদাহরণ স্বরূপে কথাটি ব্যক্ত করিবার জন্য এই দেহত্যাগের কথাটি বলা হইয়াছে। তাঁহাদের এই দেহ-ত্যাগ লীলাটী অসুরবঞ্চনাময়ী একথাটি আমার বন্ধুবর্গ সতত মনে রাখিবেন। তাঁহাদের চিন্ময়দেহ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥

আমরা জানি, চেতন আত্মা অজ ও অমর ; তাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই। দেহত্যাগেরই নাম মৃত্যু ; কিন্তু এই জড়দেহই যাঁহাদের নাই, যাঁহাদের দেহ

সেবাগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ায় সেবাদেহ বা স্বরূপদেহ গুরুদেবের অচিন্ত্যপ্রভাবে প্রকাশিত, তাঁহাদের আবার মৃত্যু কোথায় ? এই ত' গেল গুরুর পূর্ণকৃপা-পাত্র ভাগ্যবান্ জনগণের কথা। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা গুরুর পূর্ণ-কৃপালাভের জন্য, নিরন্তর ভগবানের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব ও আর্ত্ত তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি না হইলেও বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সচ্চিদানন্দময় শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিত্যযুক্ত না হইতে পারিলেও তাঁহারা শ্রীগুরুদেবেরই অনুগত বলিয়া এবং তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যু তাঁহাদের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাধীন বলিয়া তাঁহারাও নিশ্চিন্ত। মঙ্গলময়, দয়াময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও অযোগ্য পুত্র-গণকে মৃত্যুর কবলে বা সংসার-দাবাগ্নিতে ফেলিয়া দিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের ভরসা— ইহাই নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার। গুরুপাদপদ্মের সুখেই তাঁহাদের সুখ বলিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহাদের আনন্দোল্লাস। তাই তাঁহারা ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃত এবং আর্ত্ত হইয়া সতত এই আশাপোষণ-কারী 'ভরসা আমার এই মাত্র নাথ তুমি ত করুণাময়'

'সম্পদে-বিপদে জীবনে-মরণে
দায় মম গেলা তুয়া শ্রীপদ-বরণে।'

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীহরিনাম কি ?

পরমেশ্বরের যাবতীয় ঈশ্বিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ; সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু'-নামে কথিত। কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ্ নিবারণ-কল্পে যে সকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না— শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব-হরিনাম-কীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপা-প্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপার বিমিশ্রিত হরিকীর্ত্তনের ছল থাকে থাকুক, তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবা-ভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকটে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুণ।

শ্রীল প্রভুপাদ্

"ছোট হরিদাস স্মরণে"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

কত অনুরোধ করিলা পুরীজী, প্রভুর দু'হাত ধরি',
কহিলা,—ক্ষমহ ছোট হরিদাসে বারেক করুণা করি'।
প্রভুজীর মন ফিরিল না তবু পুরীজীর অনুরোধে,
কহে,— আজ্ঞা দেহ একাকী যাইয়া রহিব 'আলালনাথে'।
গোসাঞি কহিলা,—'তোমা' পরে কথা বলিবে না কেহ আর,
বুঝেছি এখন লোকহিত লাগি' তব সব ব্যবহার'।
প্রভুর পরমগুরুর শিষ্য পুরীজীর নিবেদনে,
নড়িল না হায় হুকুম তাঁহার, কৃপা না হইল মনে।

ভকত সকলে জানয়ে কিন্তু প্রভুজী কৃপালু বড়,
দু'দিন পরেও দ্রবীভূত হ'বে প্রভুজীর অন্তর।
স্বরূপজী কহে,— 'ছোট হরিদাস, জেদ্ ধরিও না ভাই,
স্নান-ভোজন করি' মানসে প্রভুরে ভজহ সর্ব্বদাই।'
তবে হে ঠাকুর, উপবাস ত্যজি' নিতি ব্যথা ভরা চিতে,
জগন্নাথ-দর্শন-পথে প্রভুরে দূরে রহি' প্রণমিতে।
হে গৌর-পার্ষদ ছোট হরিদাস, কে বুঝে মহিমা তব,
তোমার এ দণ্ডে প্রভুর ধর্ম্ম হইল চমৎকৃত।
ভকতগণের ত্রাস উপজিল তোমার এ দণ্ড দেখি'
স্বপনেও না করে স্ত্রী-সম্ভাষণ কভু কোনও বৈরাগী।

নেড়া-নেড়ীদলের কাণ্ড দেখিয়া বৈষ্ণবে নিন্দয়ে যারা,
প্রভুর ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য নেহারি' স্তম্ভিত হইল তা'রা।
একটি বছর কাটাইলে হেন প্রভুর সঙ্গ ছাড়ি',
তবু হায় প্রভু চাহিল না ফিরে বারেক করুণা করি'।
ভাবিলে বুঝি বা পাবে না জীবনে প্রভু-সেবা অধিকার,
সঙ্কল্প তাই করিলে গ্রহণ নরবপু ত্যজিবার।
প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম জানায়ে উঠি' এক ভোর বেলা,
ছুটিয়া চলিলে প্রয়াগের পানে জুড়াতে প্রাণের জ্বালা'।

প্রভু-পদ-প্রাপ্তি কামনা করিয়া গঙ্গার স্নেহ-কোলে,
বহুদিনকার লালিত তনুটী চিরতরে সঁপে দিলে।
শ্রীগৌর-স্মরণ ও গঙ্গা-পরশে লভিয়া পরমা গতি,
দিব্য দেহ ধরি' প্রভু-কাছে আসি' শোনালে কত না গীতি।
একদা প্রভুজী কহেন সবারে,— 'ডেকে আন হরিদাসে,
জানা'ল সকলে 'তব দয়া বিনে সে কোথায় চলে গেছে!'
ঈষৎ হাসিয়া প্রভুজী তখন মৌন ধরিয়া রহে,
সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর হেন লীলা হেরি' ভাবে সবে বিস্ময়ে।
শ্রীগুরুদেবের দণ্ড পেয়ে যে অনুতাপে কেঁদে ফিরে,
প্রতীক্ষারত তাহারে অবশ্য শ্রীগুরু করুণা করে।
স্বরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতি একদা চলেছে সমুদ্র-স্নানে,
কীর্ত্তন-ধ্বনি ভাসিল সহসা তাঁদের সবার কাণে।
থমকি' দাঁড়ায়ে শুনি' সবে ভাবে এ মধু-কণ্ঠ কার;
ছোট হরিদাসের কণ্ঠের বুঝি এই সুর-ঝঙ্কার!
মনুষ্য বিনা গীতি শুনি তথা গোবিন্দাদি সবে কহে,—
'হরিদাস হ'ল কি ব্রহ্মরাক্ষস? মরেছে কি বিষ খেয়ে?
স্বরূপ জানা'ল 'গৌর-পার্ষদের হয় কি এ' পরিণতি?
দুর্গতি তার হয় না কভুও, হয় বরং সদ্‌গতি।
প্রভুই সবার সন্দেহ যত করিবেন নিরসন,
দৃঢ় বিশ্বাসে একনিষ্ঠ মনে ভজ তাঁর শ্রীচরণ।'
কিছুদিন পরে প্রয়াগের এক বৈষ্ণব আসি' শ্রীধামে,
ছোট হরিদাসের বার্ত্তা কহিল সবার সন্নিধানে।
শুনি সে-বার্ত্তা শ্রীবাস ভাবিল হয়ে অতি বিস্মিত,
ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহ ত্যাগ তা'র হয়েছে কি সমুচিত?
পরে বৎসরান্তে নীলাচলধামে রথযাত্রার কালে,
শ্রীবাসাদি সবে নীলাচলে গিয়া মিলে প্রভু-পদতলে।
ছল করি' সেথা শ্রীবাস পুছিল প্রভুর বিদ্যমানে,
'সবাই আসিয়া মিলিল হেথায় হরিদাস কোন্‌খানে?

প্রভু হাসি কহে,— 'যার যা কর্ম্ম তেমনি সে ফল পায়,
প্রকৃতি-দর্শনজনিত পাপের ঐছে প্রায়শ্চিত্ত হয়।'
ক'দিন পূর্ব্বে হরিদাসে খুঁজি না পেয়ে হাসিলা যিনি,
আজি তাঁর হাসিতে হ'ল সমাপ্ত সেই হাস্যের ধ্বনি।
পূজ্যবুদ্ধি ত্যজি' ভোগবুদ্ধি লয়ে যে চাহে প্রকৃতি পানে,
ভজন তাহার হয় বিনষ্ট জ্বলি' হেন পাপাগুনে।
দুর্ব্বল-কপট সম কভু নহে, দুর্ব্বল ক্ষমার্হ হয়।
কপটীরে ক্ষমা নাহি করে প্রভু, বর্জ্জ্য-দণ্ড্য সর্ব্বথায়।
সাধু সাবধান,— সাধু সাবধান,— এ হেন মর্ম্মবাণী,
ছোট হরিদাস বর্জ্জনলীলায় সতত উঠিছে ধ্বনি'।

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**, কবিভূষণ

উৎসব-সমাচার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক বিগত ২৯শে ত্রিবিক্রম, ১২ই আষাঢ়, শুক্রবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও তদধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের-স্নানযাত্রা মহোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-বিহীন জীবন অশৌচ ও মৃত্যুতুল্য সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকেলিদিবসে আত্যন্তিক মঙ্গলার্থিগণ ইহা উদ্‌যাপন করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মামৃতধারায় আত্মশোধনকরতঃ পবিত্র হন।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসবের সহিত উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবও জড়িত। সুতরাং উক্তমঠে এই মহোৎসব অধিকতর সমারোহ-সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারমার্থিক রাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদস্পর্শে এই পিছলদা গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত স্থানে উক্ত সেবাসূচী অনুষ্ঠিত হওয়ায় নামসুধারসে প্রমত্ত ভক্তগণ এক অপূর্ব্ব আনন্দবন্যা প্রবাহিত করিয়া তত্রস্থ জনসাধারণের মনে আত্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত কীর্ত্তন ও হরিকথা পঠন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে থাকে। অপর-দিকে ১০৮টি কুম্ভের জলদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করান হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টি-ফল-মূলাদি দ্বারা ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সমাগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যায় এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ গভীর তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, তৎপরে সভাপতি মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করেন।

এই উৎসব-সম্পাদনায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তথা তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।৭২) রবিবার হইতে ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স্থানাভাবে এ স্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে।

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসবরূপে প্রতি বৎসরেই বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলন-

যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ২রা ভাদ্র হইতে বিবিধ পুষ্প-পত্র-কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবস সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্ত্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীঝুলন-যাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বিগত ৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।৭২) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপনান্তে কীর্ত্তনমুখে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর সু-সজ্জিত হিন্দোলদোলায় আরোহণলীলা ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তি লাভ করেন। প্রকাশ যে, ৩রা হইতে ৭ই ভাদ্র (ইং ২৪।৮।৭২) শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চম দিবসব্যাপী যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তন-আরাত্রিকাদির পর সন্ধ্যায় প্রথম দুই দিন ও শেষের দিন ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত সভা-গুলির বিষয়বস্তু ছিল—মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব। এই তিন দিনের সভায় সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদুপরি অবশিষ্ট দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনকালে সূক্ষ্মশব্দ-শ্রবণ-যন্ত্র (Microphone) সাহায্যে যথাক্রমে সেই সেই বিষয়গুলি দর্শকমণ্ডলীকে শ্রবণ করান হইয়াছে

বলাবাহুল্য ৮ই ভাদ্র শুক্রবারে উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদনন্তর সন্ধ্যারতির পর সমাপ্তি-দিবস উপলক্ষ্যে ধর্ম্মসভার আয়োজন করিলে বিভিন্ন বক্তৃমহোদয়গণের ভাষণান্তে স্থানীয় ভক্তগণ ও সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে যোগদান এবং বিভিন্ন ভাবে সহায়তা-সহানুভূতি করতঃ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করায় শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ও শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারীর ঐকান্তিক সেবা-নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীহলায়ুধদাস ব্রজবাসী, শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ দাস প্রভৃতির সেবাগ্রহও ধন্যবাদার্হ।

--বিশেষ সংবাদদাতা

হিমাদ্রিশিখরে তীর্থ-পরিক্রমা

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ-গোপিকাকান্ত-রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে॥

যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক বাক্‌চতুর হয়, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি এই তীর্থ-পরিক্রমা ও তাঁর বিভূতি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তবুও অন্তঃকরণে তিনি বিরাজিত আছেন বলিয়া, আড়ম্বরহীন পুষ্পাঞ্জলি কোন ভক্তকে আকৃষ্ট করিলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় কয়েকজন ভক্তবৃন্দসহ গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৯ সাল) হাওড়া হইতে দেরাদুন এক্সপ্রেসে স্লিপিং কোচে যাত্রা করিয়া দেরাদুনে পৌঁছিলাম। তৎপরে সেখানে প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রামান্তে বাসযোগে হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করি। পরদিবস প্রাতে হৃষীকেশে ভরতজী মন্দির, গঙ্গার তীরবর্ত্তী তপোভূমি, লক্ষ্মণঝোলায় (এখানে গঙ্গার উপরে লৌহ ও সিমেণ্ট নির্ম্মিত ঝুলন্ত পুল আছে) ভরতজীর মন্দির, স্বর্গাশ্রমে মুনিকেরেতি, মুনি-যোগীদের বসবাসস্থল, নীলকণ্ঠ পাহাড়ের পাদদেশে গীতাভবন, পরমার্থ-নিকেতন ও বনরাজিশোভিত পর্ব্বতমালায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গঙ্গার অপরূপ দৃশ্য দর্শনান্তে লঞ্চযোগে গঙ্গা পার হ'য়ে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

হৃষীকেশ হইতে বদ্রীনারায়ণ ও কেদারনাথ যথাক্রমে ১৮২ ও ১৬৮ মাইল দূর। আমরা হৃষীকেশ হইতে বাসযোগে কেদার-বদ্রী যাত্রা করি। লক্ষ্মণ-ঝোলা হইতে দেবপ্রয়াগ ও শোন্‌প্রয়াগ পর্য্যন্ত বরাবর আকাঁ-বাঁক, চড়াই পথ, একদিকে পাহাড়ের দেওয়াল, অন্যদিকে সুগভীর খাদ। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থান, এখানে শ্রীরামচন্দ্রেরমূর্ত্তি দর্শনীয়। এই স্থান বিশেষ মনোরম। উক্ত জনপদের শোভা হৃদয়গ্রাহিণী ও মনোরঞ্জনকারিণী তৎপর ক্রমান্বয়ে কীর্ত্তিনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছিলাম। এখান হইতে একদিকে কেদারবদ্রীর পথ, অন্যদিকে বদ্রীনারায়ণের পথ। রুদ্রপ্রয়াগে পাহাড়ের পাদদেশে দুই নদী অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম। এই দুরন্ত

পাহাড়ী নদীর কলোচ্ছ্বাস, অগণিত যাত্রীর ভীড়, বাস, চটী, ধর্ম্মশালা, হোটেল ইত্যাদির সরগরম ভাব। এবার পুল ও পর্ব্বতগহ্বর পার হ'য়ে কেদারের পথে— অগস্ত্য মুনি, চন্দ্রাপুরী, গুপ্তকাশী, ফাটা, রামপুর হইয়া শোন্ প্রয়াগে পৌঁছিলাম। তীর্থ-যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য রাজ্যসরকার যথারীতি পরিবহণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তথায় বেসরকারী চটিতে আশ্রয় লইয়া, রাত্রিতে প্রসাদাদি পাইলাম। শোন্‌প্রয়াগ বাসুকী ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থল, সেখানে স্নান ও তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ঐ স্থানে একটী পথ ত্রিযুগী নারায়ণের দিকে ও অপরটি ঝুলন্ত সেতু পার হইয়া কেদারের দিকে।

পরদিবস সকালে প্রায় চারি মাইল পদব্রজে পাহাড়োপরি ত্রিযুগী নারায়ণ-মন্দিরে যাই। সেখানে সত্যযুগে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহে যে হোম হইয়াছিল, সেই হোমাগ্নি এখনও সেখানে বর্ত্তমান এবং ত্রিযুগধুনী নামে খ্যাত। শ্রীনারায়ণের নাভিকমলনিঃসৃত জলধারা বাহির হইয়া কুণ্ডে গিয়া পড়ে। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও সরস্বতী নামে চারটী কুণ্ড আছে। তাহার কোনটীতে স্নান ও কোনটীতে তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বৈকালে কেদারের পথে যাত্রা শুরু হ'ল। ওখানে যাওয়ার জন্য ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঘোড়া ও কুলী পাওয়া যায়। সাগরপৃষ্ঠ হইতে এগার হাজার সাড়ে পাঁচশত ফুট উচ্চ পাহাড়োপরি কেদারনাথ অবস্থিত এবং ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই পদব্রজে ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা ও আধ্যাত্মিক শান্তির সুযোগ আনিয়া দেয়। এই পদব্রজের ভ্রমণপথ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম মনোরম। কতকগুলি তরুলতা-গুল্মাবৃত বনরাজিশোভিত পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা পথ গিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। পথিমধ্যে প্রথমে মুণ্ডকাটা গণেশ মূর্ত্তি আছে। শনিদেবের দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, ইহাই এখানকার পৌরাণিক অভিমত। তদনন্তর গৌরী-কুণ্ডে যাত্রীনিবাসে পৌঁছিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম ও প্রসাদ পাই। ওখানকার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি তপ্ত কুণ্ড আছে। কুণ্ডের জল গরম। তাহাতে অবগাহন করিয়া স্নান করা যায়। কিয়দ্দূরে গৌরীকুণ্ড নামে একটি গৈরিকবর্ণ সমন্বিত জলরাশির হ্রদ এবং পার্ব্বতী দেবীর মন্দির আছে। কথিত আছে দেবী পার্ব্বতী এই কুণ্ডে ঋতুস্নান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এই তীর্থ গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত।　　(ক্রমশঃ)

—শ্রীপরেশনাথ বৈদ্য

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহামহোৎসব বিরাট আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই বামন, ২৭শে আষাঢ় নবদ্বীপ সহরের ফাঁসিতলা ঘাটস্থিত শ্রীযুক্ত সমর প্রামাণিক মহাশয়ের ভবনে গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তথায় সমিতির সহ-সভাপতি প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের তাৎপর্য্য সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বিশদ-ভাবে বর্ণন করেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ও বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। পরন্তু গভীর ভাবব্যঞ্জক ব্যাখ্যা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

পরদিবস বিকাল ৩ ঘটিকায় বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত রথে নবসাজে বিভূষিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচাভবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। যাত্রা-কালে সহস্র সহস্র নর-নারীর আনন্দ কোলাহলে সুপ্তা নগরীর প্রাণে যেন সাড়া জাগাইয়া ছিল। উল্ল সতা নারীবৃন্দের হুলুধ্বনিতে চতুর্দ্দিক ভূমিকম্পের ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। এইরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উল্লাসস্রোতের মধ্য দিয়া ধীরগমনে চলিতে চলিতে অবশেষে গুণ্ডিচাভবনে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহ-সভাপতি প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবের ইতিবৃত্ত ও তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সুমধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

২০ বামন, ৩২ আষাঢ় রবিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীদেবীরগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দ্বন্দ্ব-কলহ করিয়াও সফলকাম হন নাই। অতঃপর ২৪ বামন, ৪ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও অসংখ্য নর-নারী সমভিব্যবহারে ও নৃত্য-গীত বাদ্যসহকারে আনন্দমগ্ন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তৎপরে অগণিত নর-নারী শ্রীজগন্নাথদেবের অধরামৃত মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



২৪শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ২৪ পদ্মনাভ, ৪৮৬ গৌরাব্দ / মঙ্গলবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৯ ; ইং ১৭।১০।১৯৭২ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

পরিষ্বঙ্গো হি বিধ্যস্ত্রং সৌরভং মাদকৌষধং।
বাণী মোহনমন্ত্রশ্রী র্দেহবুদ্ধি বিমোহিনী ॥৮৪॥

আলিঙ্গনক্রিয়া ব্রহ্মাস্ত্র, সৌরভ মত্ততাজনক ঔষধ, বাণী অর্থাৎ বাক্য দেহ বুদ্ধির বিমোহন কারিণী মোহন-মন্ত্র সম্পত্তি॥ ৮৪ ॥

নাভী রত্নাদি ভাণ্ডারং নাসাশ্রীঃ সকলোন্নতা।
স্মিতলেশোঽপ্যচিন্ত্যাদি বশীকরণতন্ত্রকঃ ॥৮৫॥

নাভী রত্নাদির ভাণ্ডার, নাসাশ্রী সকলশোভা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, স্মিত-লেশ ও অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় বশীকরণ ঔষধ বিশেষ॥ ৮৫ ॥

অলকানাং কুলং ভীষ্মং ভৃঙ্গাস্ত্রং ভঙ্গদায়কং।
মূর্ত্তিঃ কন্দর্পযুদ্ধশ্রী র্বেণী সঞ্জয়িনী ধ্বজা ॥৮৬॥

চূর্ণকুন্তল সকল রণভঙ্গপ্রদ ভয়ঙ্কর ভৃঙ্গাস্ত্র, মূর্ত্তিটী কন্দর্প যুদ্ধের মুর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী এবং বেণী জয়শালিনী ধ্বজা ॥ ৮৬ ॥

ইতি তে কামসংগ্রাম সামগ্রো দুর্ঘটাঃ পরৈঃ।
ঈদৃশ্যো ললিতাদীনাং সেনানীনাঞ্চ রাধিকে ॥৮৭॥

হে রাধিকে, এই প্রকার তোমার কামসংগ্রামের সামগ্রী সকল, অন্যের সম্বন্ধে এ সমুদায় দুর্ঘট, অর্থাৎ তোমাভিন্ন অন্য ব্যক্তি এতাদৃশ কাম অস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু সেনাপতিস্বরূপ ললিতাদি সখীগণেরও কাম সংগ্রাম সামগ্রী তোমার সদৃশ ॥ ৮৭ ॥

অতো দর্পমদাদযূয়ং দানীন্দ্রমবধীর্য্য মাং।
মহামার মহারাজ নিযুক্তং প্রথিতং ব্রজে ॥৮৮॥

আমি মহারাজ কন্দর্প কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এই ব্রজে দানীন্দ্ররূপে বিখ্যাত আছি। অতএব তোমরা অহঙ্কারমদে আমাকে অবজ্ঞা করিও না।।৮৮॥

সুষ্ঠু সীমন্ত সিন্দূর তিলকানাং বরত্বিষাং।
হারাঙ্গদাদিচোলীনাং নাসামৌক্তিক বাসসাং ॥৮৯॥
কেয়ূর মুদ্রিকাদীনাং কজ্জলোদ্ভবতংসয়োঃ।
এতাবদযুদ্ধ বস্তূনাং পরার্দ্ধ্যানাং পরার্দ্ধিতঃ ॥৯০॥

শোভন সীমন্তের অর্থাৎ সীঁতির সিন্দূর তিলক, উত্তম কান্তিবিশিষ্ট হার, অঙ্গদ, কঞ্চুলিকা (কাঁচুলী), নাসমৌক্তিক, বস্ত্র, কেয়ূর, অঙ্গুরী এবং কজ্জল শোভিত কর্ণ ভূষণদ্বয়, এইসকলের যুদ্ধ সামগ্রীর পরার্দ্ধ অপেক্ষাও মূল্য অধিক ॥ ৮৯-৯০ ॥

তথা দধ্যাদি গব্যানামমূল্যানাং ব্রজোদ্ভবাৎ।
অদত্ত্বা মে করং ন্যায্যং খেলন্ত্যো ভ্রমেতেহ যৎ ॥৯১॥
ততো ময়া সমং যুদ্ধং কর্ত্তুমিচ্ছত বুধ্যতে।
কিঞ্চৈকোঽহং শতং যূয়ং কুরুধ্বং ক্রমশস্ততঃ ॥৯২॥

তথা ব্রজোৎপন্ন প্রযুক্ত মূল্যবান্ দধি গব্যাদির উপযুক্ত কর আমাকে না দিয়া তোমরা ক্রীড়া করিতে করিতে যে ভ্রমণ করিতেছ ইহাতে

বোধ হয় তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমি একাকী তোমরা শত শত, অতএব ক্রম করিয়া যুদ্ধ কর ॥৯১-৯২॥

প্রথমং ললিতোচ্চণ্ডা চরতাচ্চণ্ড সঙ্গরং ।
ততস্ত্বং তদনুপ্রেষ্ঠসঙ্গরাঃ সকলাঃ ক্রমাৎ ॥৯৩॥

যথাক্রমে প্রথমতঃ অতিকোপনা ললিতা প্রচুররূপে যুদ্ধ করুন, তৎপরে তুমি, তাহারপর যুদ্ধপ্রিয় অন্যান্য গোপীসকল যুদ্ধ করুন ॥ ৯৩ ॥

অথ চেন্মিলিতাঃ কর্ত্তুং কাময়ধ্বে রণং মদাৎ ।
অগ্রে সরত তদ্দোর্ভ্যাং পিনষ্মি সকলাঃ ক্ষণাৎ ॥৯৪॥

আর যদি অহঙ্কার বশতঃ সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্রে আইস, আমি দুই বাহুদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে তোমাদিগকে চূর্ণ করিব ॥ ৯৪ ॥

ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সাটোপং নর্ম্ম নির্ম্মিতং ।
সানন্দং মদনাক্রান্তমানসা লিকুলান্বিতা ॥৯৫॥

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার পরিহাসরচিত সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ সমভিব্যহারে আনন্দাতিশয় প্রযুক্ত শ্রীরাধার মানস মদন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল ।। ৯৫ ॥

স্মিত্বা নেত্রান্তবাণৈ স্তং স্তব্ধীকৃত্য মদোদ্ধতং ।
গচ্ছন্তী হংসবদ্ভঙ্গ্যা স্মিত্বা তেন ধৃতাঞ্চলা ॥৯৬॥

তদনন্তর শ্রীরাধা ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কটাক্ষ বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব্ধীকৃত করিয়া হংস তুল্য ভঙ্গীতে গমন করিতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তদীয় বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন ॥ ৯৬ ॥

লীলয়াঞ্চলমাকৃষ্য চলন্তী চারু হেলয়া ।
পুরো রুদ্ধপথং তন্তু পশ্যন্তি রুষ্টয়া দৃশা ॥৯৭॥

তখন শ্রীরাধা অনায়াসে বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া মনোহর হেলা নামক ভাববিশেষ প্রকাশ পূরঃসর গমন করিতে করিতে পূরোবর্ত্তী পথরোধক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥৯৭॥

(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২১শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত হইয়া এই দিবস সায়ংকালে 'লাউইস্ জুবিলি স্যানেটোরিয়ামে'র পরিচালক ও অধ্যক্ষ ডাঃ শিশিরকুমার পাল ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকটে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরিপ্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত হরিকথা কহিয়াছিলেন।]

কার্য্য-কারণ-অনুসন্ধান আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বর্ত্তমানে উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু কার্য্য-কারণের অনুসন্ধান mediumএর (মাধ্যমের) অপেক্ষা করে। mediumদ্বারা শুদ্ধচেতন অভিঘাত-যোগ্য। দেহ ও দেহীর পার্থক্য উপলব্ধি ক'র্‌তে না পারায় এইরূপ কতকগুলি তথাকথিত কর্ত্তব্য উপস্থিত হ'য়েছে।

আটটি প্রকৃতি ছাড়া আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহার সংজ্ঞা 'জীব'। এই আটটির সঙ্গে meddle (সংশ্রব) করা জীবের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বহির্জ্জগতের দর্শনে প্রবৃত্ত হ'লে অনেকগুলি কথা উপস্থিত হয়। সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে প্রশ্ন তাদেরই অন্যতম।

ইহার অনেকগুলি উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'য়েছে। কেহ কেহ বলেন, চেতন particular material conditionsএর effect (নির্দ্দিষ্ট জড়ীয় অবস্থাসমূহের ক্রিয়া)— 'চেতন' ব'লে জড় হইতে আলাদা কোন জিনিষের কল্পনা ক'র্‌বার আবশ্যক নাই। ইহা সাধারণ জড় বৈজ্ঞানিক-দিগের ধারণার অনুরূপ কথা। তাঁ'রা বলেন,— "যা বুঝতে (?) পেরেছি, তা'রই আলোচনা করা যাক্।" এই মতের প্রতিবাদী চিন্মাত্রবাদী বলেন,— "চেতনই একমাত্র বস্তু। অচেতন অবস্তু বা অচেতনানুভূতিরূপ বিবর্ত্ত সরিয়ে দিলে অমিশ্র-চেতনে পৌঁছান যায়। সুতরাং 'কেবল অচিৎ-মত' স্বীকার না ক'রে 'কেবল-চেতন মত' স্বীকার করাই সঙ্গত।" সৃষ্টির সন্ধান ক'র্‌তে গিয়ে এইরূপ পরস্পর বিবদমান মতসমূহ সৃষ্ট হ'য়েছে।

এই সমুদয় আলোচনাকারীর ভূমিকাই বিবাদের কারণ। তাঁ'রা এক ভূমিকা হ'তে অন্য ভূমিকার বিচার ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হওয়ায় এইরূপ অকৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য হ'ন। এখান থেকে (প্রত্যক্ষ জড়-ভূমিকা হ'তে)

যাত্রা করার দরুণ তাঁদের বিচারে ভ্রম উপস্থিত হয়। এই জন্য শ্রৌতপথে এই সকল অভিজ্ঞতাবাদের ছলনাময়ী ধারণা ও কল্পনা স্বীকৃত হয় না। শ্রৌতপথের বিচার — সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যদর্শন কর্‌তে হ'বে। আমার অন্যরূপ বিচারদ্বারা সূর্য্য বিপর্য্যস্ত বা অন্য বস্তু হ'য়ে যা'বে না, কিংবা কৃত্রিম আলোকসমূহের দ্বারাও বাস্তবসূর্য্য দর্শন হ'বে না। বাস্তব নিত্য-বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক স্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'য়ে বস্তুর নিকটে উপনীত হ'বার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। আমার আবৃত স্বরূপের ধারণা সম্বন্ধে খণ্ডত্ব বা অসম্পূর্ণত্বের আরোপ হ'তে পারে, কিন্তু পূর্ণ নিত্য বাস্তব-বস্তু সম্বন্ধে তা' হ'তে পারে না। যাঁ'র সাক্ষাৎ লাগ পাই না, তাঁ'র সম্বন্ধে তর্ক বৃথা। অভিজ্ঞতা বা আরোহচেষ্টার দ্বারা বস্তুদর্শনের প্রয়াসমুখে যে বিশেষ ধারণা, তা' স্বভাবতঃই বিবাদময়ী ও বহু; কারণ তা'তে non-deviating principle (বাস্তবসত্যে চ্যুতিরহিত নিষ্ঠা) নাই।

কেবল অপ্রাকৃত শব্দাবতারের দ্বারাই তুরীয় এবং অনন্তমানের কথা এই তৃতীয়মানের রাজ্যে— সান্তজগতে আস্‌তে পারে। সুদূরস্থ জিনিষ শব্দের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী হ'তে পারে; সে শব্দ যখন উপস্থিত হয়, তখন অন্য কোন প্রকার চেষ্টা আমরা স্বীকার করি না। কি জিনিষ আস্‌ছে, তা' না বুঝতে পার্‌লে শুন্‌বার দরকার নাই, এ কথা আমরা বলি না। যদি না শুনি, তা' হলে এই স্থূলসূক্ষ্ম প্রকৃতির মধ্যেই থাকা হ'য়ে যায়।

জড়ের নানাত্ব-বহুত্বের বিচারে কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'তে হ'বে। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", "নিত্যো নিত্যানাং" প্রভৃতি শ্রুতি-মন্ত্রে "তস্য" একবচন। তিনি বহু নিত্য পদার্থের মধ্যে পরম নিত্য। তিনি বহু অনিত্য পদার্থের অন্যতম বা বহু নিত্য পদার্থের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত নহেন। তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম নিত্যবস্তু। "ন তৎ সমশ্চাভ্য-ধিকশ্চ দৃশ্যতে"। তাঁ'র অধিক ত' কেহ নাই-ই, তাঁহার সমানও কেহই নাই। তিনি অদ্বয়বস্তু, তাঁ'রই অন্তর্ভুক্ত অন্য সকল জিনিষ। অর্থাৎ তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হ'লেও তাঁ'র শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রুতি ব'ল্‌ছেন,— "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" আমরা প্রপত্তি দ্বারা বহুত্ব হতে একমাত্র অসমোর্দ্ধ অদ্বয়বস্তুর অনুশীলন করি। সেই অনন্ত শক্তিমানের অনুশীলন বিচিত্রতা অদ্বয়জ্ঞানের অবিরোধী।

শক্তির মোটামুটি তিন ভাগ। অঙ্গের তিন ভাগ। অঙ্গের অন্তর্গত ১, ২, ৩ ইত্যাদি। অঙ্গের তিন ভাগের সংজ্ঞা— অন্তঃ অঙ্গ, বহিঃ অঙ্গ,

তটাঙ্গ,। এখন আমরা বহিরঙ্গের সংস্পর্শে আছি। অন্তরঙ্গ এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট প্রকটিত হয় নাই। বহিরঙ্গা শক্তিতে বহির্জ্জগতের সৃষ্টি ; বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগতে বিচিত্রতা দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সেই বিচিত্রতা অদ্বয়ের বিরোধী, অনিত্য, হেয়, অনুপাদেয়, ছলনাময়। তাই ব'লে অন্তরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জগত বিচিত্রতা-বিহীন নহে। সেখানেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অনন্ত, অফুরন্ত, পরমোপাদেয়, নিত্য বিচিত্রতা আছে। সেই বিচিত্রতা অদ্বয়-জ্ঞানের সহিত সুসমন্বিত— অদ্বয়জ্ঞানের পরিপোষক। সেখানকার বিচিত্রতা মানসিক গবেষণার দ্বারা কল্পিত নয়, অবাস্তব নয়, অনিত্য নয়। সেই অন্তরঙ্গা-শক্তি সৃষ্ট নিত্য, অনন্ত বিচিত্রতারই খণ্ড, হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বই বহিরঙ্গা-শক্তি-সৃষ্ট জড়-বিচিত্রতা।

বহির্জ্জগতের সমুদয় বস্তু কার্য্য ও কারণজাতীয়। কার্য্যকারণে পর্য্য-বসিত হওয়া নির্ব্বিশেষ-বিচার। এই সমুদয় কেবল 'অঘ', 'অসুবিধা'। কেবলমাত্র— "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

সাক্ষাৎ 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ যখন সেবোন্মুখ কর্ণে অবতরণ করেন, তখন তিনি অনায়াসে সকল অঘ অপসারিত ক'রে দেন। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠ-শব্দের শব্দীর অভিজ্ঞানের জন্য অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য-গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না। 'পূর্ণ' শব্দ দ্বারা খণ্ডিত-শব্দকে লক্ষ্য কর্‌তে বলা হচ্ছে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বা ভগবদ্‌বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বিচারের ক্রীড়নক নহেন যে, তাঁকে যে কাতে রাখ্‌ব, তিনি সেই কাতে থাক্‌বেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতা-পিতা, জন্ম-তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা হচ্ছে, তা' এই ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে। যে ভূমিকা হ'তে বলা হ'চ্ছে, তা'র সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভূমিকাকে গোলমাল বা একাকার কর্‌তে হ'বে না। তা'হলে এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ফেলা হ'বে ; বর্ত্তমান কালে প্রাকৃতসহজিয়া সমাজে যা' হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির উৎপন্ন কোনও বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদীর জ্ঞানগম্য ন'ন— সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন, শুদ্ধস্বরূপের নিকট স্বপ্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান প্রদান ক'রেছেন। কৃষ্ণেতর দেবতার কথা— অচৈতন্য দেবতার কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন নাই। গয়ায় দীক্ষা-লীলাভিনয়ের

পরে শব্দমাত্রের ব্যাখ্যা ক'র্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, শব্দের 'কৃষ্ণ' ছাড়া ব্যাখ্যা নাই। শব্দের দ্বিবিধ দ্যোতক-বৃত্তি; এক প্রকার দ্যোতক বৃত্তি কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে, অন্য প্রকার বৃত্তি অজ্ঞতা প্রসব করে অর্থাৎ শব্দের বাহ্য আবরণ প্রকাশ ক'রে কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে।

বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'বে। নচেৎ অভ্যুদয়বাদী কিংবা নির্ব্বাণবাদী হ'য়ে যে'তে হ'বে। দীক্ষাগ্রহণ জিনিষটা— নামগ্রহণ। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দিব্যজ্ঞান লাভ। বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রমরূপ অভিজ্ঞতা-প্রসূত বুদ্ধির দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাবিচার-রূপ বিপৎপাত হ'তে শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাবধান ক'রেছেন। তুমি বৈষ্ণব; কিন্তু তোমার ঐ বহির্ম্মুখ-বিচারগ্রস্ত শরীরটা বৈষ্ণব নয়। তোমার ঐ শরীর যদি বৈষ্ণবের অকৃত্রিম সেবায় লাগাও, তা' হ'লে ঐ শরীর শরীরীর তাৎপর্য্যের সহিত এক হ'য়ে যা'বে।

প্রতিকূল অনুশীলন-দ্বারা অসুবিধা হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের ব্যবহার পাওয়া যায় না-- জীবন্মৃত অবস্থামাত্র লাভ হয়। শুষ্ক বৈরাগ্য কিছুক্ষণ পরে চেতনকে পর্য্যন্ত শুকিয়ে মেরে ফেলে। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। যা'রা নিজেরাই recipient (গৃহীতা) হ'তে চাচ্ছে, তাঁ'দের জীবন কিছুক্ষণ পরে থেমে যা'বে। তা'রা মৃতই আছে। বাস্তব-বস্তুবস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে জীব বহিরঙ্গা শক্তির অধীন হ'য়েছে, সে জীবিতম্মন্য হ'লেও 'জীব'-শব্দ বাচ্য নহে। তা'র তথা-কথিত জীবন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় ভেসে যাওয়া মাত্র। পুত্তলকে সকল লোকেই আক্রমণ করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর ভূমিকার উপর অস্বাভাবিকভাবে পরস্পর মারামারি কর্‌ছে।

অমুক্তের কথার দ্বারা কখনও সত্য নিরূপিত হয় না। কেবল চেতনময় বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টার দ্বারা বিপর্য্যস্ত ধারণামাত্র সম্ভব। নিত্যানিত্যবিবেক উদিত না হওয়ায় জীবের এইরূপ অমঙ্গল হ'চ্ছে। এজেণ্ট মানবকে ফাঁকি দিচ্ছে। phenomenal worldএ (জড়জগতে) meddle (সংশ্রব) করার জন্য মনকে powers delegate (শক্তি প্রদান) করা হ'য়েছে। শারীরিক এবং মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হ'বার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম

নয়। জগতের বাদসা-গিরি, স্বর্গের ইন্দ্র-গিরি— কেবল মুখোস্‌পরা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র— 'মুখোস প'রে অন্য ভূমিকায় থাকার বুদ্ধি— যা' ইন্দ্রিয়রুচিকর প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বুঝি, তা'র মধ্যে থাকার বুদ্ধিমাত্র। কিন্তু তা'তে থাক্‌তে পারি না। অর্জ্জিত বস্তু চলে যাচ্ছে। তেমন বস্তুসংগ্রহ ক'র্‌ব, যেটা চ'লে যায় না।

জাগতিক অপূর্ণতা পরিত্যাগ ক'রে নিজের বুদ্ধিতে পূর্ণতার পক্ষপাতী হবার পক্ষপাতিত্ব ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার এবং আর একটি দুর্ব্বুদ্ধি। ঘটাকাশ ভেঙ্গে ফেলে কি মহাকাশ হওয়া যায়?—উহা প্রলাপ মাত্র। খুব বেশী পরিমাণে অনূচানমানিতা বা আত্মম্ভরিতার দ্বারা যে সেই জিনিষের কাছে পৌঁছাব, ইহাও কল্পনা-স্রোতমাত্র; ইহা বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত।

কেহ নাক টিপে সমাধি (?) লাভ ক'রে নিজের সুবিধা (?) ক'রে নিলেই বা কি হ'ল? তিনি আমার কি উপকার ক'র্‌লেন? তাঁ'র নিজেরই বা লাভ কি? "আপনি এখানে মাটি কাট্‌বেন, আর আমি ব্রহ্ম (?) হ'য়ে যাব!"— এটা হ'চ্ছে অত্যন্ত হেয় রকমের অপস্বার্থ-পরতা। বর্ত্তমান সুবিধা, যা' দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হ'চ্ছে, তা' আমার লভ্য হবে! মুক্ত ব্যক্তি মুক্তি কামনা করেন না।

চৈতন্যচন্দ্রের কথা এই সব জাতীয় জাগতিক দোলো কথা নয়। শ্রীচৈতন্য-দেব ইহ জগতের কোন দোলো কথা অবলম্বন ক'রে অমঙ্গলজনক কথা বলেন নাই— তিনি ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত প্রতিকূলতা ক'র্‌তে বলেন নাই।

ক্রমশঃ—

প্রশ্নোত্তর

(অমানিত্ব)

১। অমানী কিরূপে হওয়া যায়?

"আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক সুনীচ বলিয়া জানিব।"

জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কিরূপে দীন হইবেন ?

"তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥"

—শিক্ষাষ্টক, ৩ [গী

৩। নিজকে কিরূপে অমানী করা যায় ?

"আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৪। দেহধারী মানব নিজকে কিরূপ জ্ঞান করিবে ?

"মানবদেহ—কেবল কারাগার মাত্র। ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ, অতএব ইহাতে যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃন অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন।"　　—তঃ সূঃ ২৩সূ

৫। বিরূপগ্রস্তের পক্ষে তৃণাধিক সুনীচ হওয়া কি সঙ্গত নহে ?

"তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানো ন ন্যায়বিরুদ্ধঃ কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানো ন সুন্দর ইতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

৬। 'অমানী' শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

"'অমানিনা' শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপং তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্ বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধয়োর্গৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধনরূপ-জাতিবর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতো যদভিমানো তন্মিথ্যা— জীবস্বরূপবিরোধধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা হি মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যঃ, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ৩

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২৩)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বৃত্রাসুরের ভগবদ্দর্শনের উৎকণ্ঠা তিনটী দৃষ্টান্তের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অজাতপক্ষ পক্ষি-শাবকের পক্ষি-মাতার প্রতি যে আগ্রহ, তাহা কেবল মাতার সংগৃহীত খাদ্যের জন্য; গোবৎসেরও মাতৃস্তন্যপানের জন্য আকুলতা, কিন্তু প্রিয়ার যে বিদেশস্থ প্রিয়ের জন্য ব্যাকুলতা, সে কেবল প্রিয়দর্শনের জন্য। এখানে পতি-পত্নী বা স্বামী-স্ত্রী শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রিয়-প্রিয়া শব্দের উল্লেখ থাকার কারণ— তাহাদের প্রীতির কখনও ব্যভিচার নাই। প্রিয়ের বিদেশ গমনে প্রিয়ার যেমন প্রিয়-দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়, বৃত্রাসুরের মনও ভগবানকে দর্শন করার জন্য তাদৃশ উৎকণ্ঠিত। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিলেন। তাঁহার মন অন্য কিছুই চাহে না, কেবল তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে চায়।

সুতরাং কেবল মাধুর্য্য আস্বাদনেই প্রীতির তাৎপর্য্য সিদ্ধ হওয়ায়, যে-স্থলে অন্য তাৎপর্য্য থাকে, তথায় প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব জানিতে হইবে। সেই অসম্পূর্ণ আবির্ভাব দুই প্রকার— প্রীত্যাভাসের উদয় আর প্রীতির ঈষৎ উদ্গম। ঈষৎ উদ্গমও দুই প্রকার— প্রীতিচ্ছবির সাময়িক উদ্গম এবং প্রীতির উদয়-অবস্থ। যেখানে প্রীতি-তাৎপর্য্যের অভাব অথচ অন্য তাৎপর্য্য নাই, তথায় প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব; আর যে-স্থলে প্রীতিতেই তাৎপর্য্য আছে, দৈবাৎ অন্যাসক্তি ঘটিয়াছে, তথায় প্রীতির উদয়াবস্থা। এস্থলে প্রীতির মুখ্যত্ব, অন্যাসক্তির গৌণত্ব। সেই অন্যাসক্তিও দুই প্রকার— নষ্টপ্রায় অন্যাসক্তি ও অন্যাসক্তির আভাসত্ব মাত্র। এ দুই অবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত স্থলে প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থা, আর শেষোক্ত স্থলে প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থা। সুতরাং প্রথমোদয় পর্য্যন্তই প্রীতির অসম্পূর্ণ আবির্ভাব। প্রকটোদয়াবস্থাতেই প্রীতির সম্পূর্ণ আবির্ভাব। যেস্থলে অন্যাসক্তি নাই, তথায় দর্শিতপ্রভাব নামক আবির্ভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে ভক্তি-নামক অপবর্গে প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থা হইতে তৎপরবর্ত্তী সকল অবস্থাতেই সাধকগণ জীবন্মুক্ত; যাঁহারা পার্ষদতা প্রাপ্ত, তাঁহারা পরম মুক্ত; আর নিত্য-পার্ষদগণ নিত্যমুক্ত। এই ত্রিবিধ ভক্তে প্রীতির দর্শিতপ্রভাব নামক আবির্ভাবের স্থিতি। প্রীতির দ্বিবিধ অসম্পূর্ণ আবির্ভাব-মধ্যে প্রীত্যাভাসের কথা শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥　　ভাঃ ৩।২৮।৩৪

যোগিব্যক্তি ইহা ছাড়া (যোগনিষ্ঠ ভক্ত্যনুষ্ঠান দ্বারা) হরিতে প্রেম লাভ করেন। ভক্তিবশতঃ তাহার হৃদয় দ্রবীভূত, আনন্দে অঙ্গ পুলকিত এবং ঔৎসুক্যজনিত আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জিত হয়। তাঁহার সেই চিত্তবড়িশও ভগবদ্ধারণে শিথিল প্রযত্ন হয়। যে যোগিব্যক্তি শ্রীহরির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রেমে যাঁহার তাদৃশ চিত্তদ্রবাদি অবস্থা হইয়াছে, তাঁহার চিত্তও ক্রমশঃ বিযুক্ত হয়। যেহেতু সেই ব্যক্তি যোগাঙ্গরূপেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সুতরাং কৈবল্যেচ্ছারূপ কপটতা তাঁহাতে ছিল, এজন্য চিত্ত বিযুক্ত হয়। অতএব বড়িশ-শব্দে কাঠিন্য, কুটিলতা, অরসিকত্ব, দাম্ভিকতা এবং কেবল স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্য ব্যঞ্জিত। শুদ্ধ-ভক্ত কখনও ধ্যেয় পরম মধুর শ্রীহরিকে তদ্রূপ ত্যাগ করেন না। এস্থলে প্রীত্যাভাস জানিতে হইবে। তাহাতে প্রীতির সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহা যথার্থ প্রীতি নহে। প্রীতির চিহ্ন চিত্তদ্রব, অশ্রু-পুলকাদি।

ভক্তিমার্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সর্ব্বাধিক মহিমা ঘোষিত হইলেও যোগিগণের ধ্যানে রুচি থাকাহেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাঁহারা আদর প্রকাশ করেন না। ধ্যানের সাদৃশ্য থাকাহেতু স্মরণাঙ্গেই তাঁহাদের আদর বেশী। শ্রীহরির স্মরণপ্রভাবে চিত্ত দ্রব হইলেও তাহা প্রেম ভক্তির লক্ষণ নহে — প্রেমের ছায়ামাত্র। প্রেমের আবির্ভাবে শ্রীহরিতে চিত্তের গাঢ় আবেশ ঘটিবে। তখন মন সকলবস্তু ছাড়িয়া শ্রীহরির মাধুর্য্যসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিবে, আর যোগী শ্রীহরির মাধুর্য্য অনুভব করিয়া তাহার মন ক্রমশঃ শ্রীহরি হইতে সরিয়া যায়। তাহার কারণ তিনি ভক্ত্যঙ্গরূপে স্মরণ অনুষ্ঠান করেন নাই, যোগাঙ্গরূপে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করার জন্য উদ্দেশ্য হইল কৈবল্যপ্রাপ্তি— ইহা কপটতা। এ জন্যই যোগীর চিত্তকে 'বড়িশ' বলা হইয়াছে। বড়িশে মাংসখণ্ড গাঁথিয়া জলে ফেলা হয়, খাদ্যলোভে মৎস্য বড়িশে আবদ্ধ হয়। বড়িশ লৌহনির্ম্মিত, মৎস্যের খাদ্য তাহাতে গাঁথা থাকিলেও খাদ্যের আস্বাদ বড়িশ পায় না। মৎস্যকে আকর্ষণ করে বলিয়া স্বার্থসাধনপটু। যোগীর চিত্তেও এই দোষ আছে। তাহা কঠিন,

ধ্যেয় শ্রীহরিতে প্রীতিশূন্য, অরসিক, মাধুর্য্য আস্বাদনে বিমুখ, সাধনের লক্ষ্য গোপনকারী, কপট। সাধন করিতেছে এক, আর সাধনাঙ্গ অন্য। ভক্তির অঙ্গ-সাধনদ্বারা উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। মুক্তি পাইবার জন্য যত্নশীল অথচ যাঁহার স্মরণে মুক্তি হইল তাঁহার প্রতি উদাসীন। এজন্য যোগীর চিত্তকে 'বড়িশ' বলা হইয়াছে।

ভক্তগণ ধ্যেয় শ্রীহরিকে ত্যাগ করেন না। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিয়াছেন—

ধৌতাত্মাপুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥ (ভাঃ ২।৮।৬)

শ্রীভগবদ্বাণী শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে চিত্ত রাগদ্বেষাদি মুক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পরিত্যাগ করেন না। দৃষ্টান্ত— পথ-ভ্রান্ত পথিক যেমন নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে তাহা ত্যাগ করে না তদ্রূপ। শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে
মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহণং পুন
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১৯)

মুকুন্দসেবিজন অন্যের মত সংসার প্রাপ্ত হন না। কারণ রসগ্রহ হওয়ায় মুকুন্দচরণালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাদ্বারা যাহারা রসগ্রহ নহে, তাহারা ত্যাগ করে। তাহাদের লৌহ-পাষাণতুল্যত্ব সূচিত হইয়াছে। লৌহ-পাষাণাদি প্রাণহীন বস্তু। এ সকল বস্তু যেমন প্রাকৃত রস গ্রহণ করে না, যোগীর চিত্তও তদ্রূপ। শ্রীহরিকে পাইয়াও পরিত্যাগ করে, এজন্যই তাহাদের চিত্তকে লৌহময় বড়িশের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

রসগ্রহ জন যেরূপ শ্রীভগবানের চরণকমল ত্যাগ করেন না, শ্রীভগবানও তদ্রূপ রসগ্রহ জনকে (ভক্তকে) ত্যাগ করেন না, শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া রাখেন। শ্রীব্রহ্মার উক্তি—

ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্। (ভাঃ ৩।৯।৫)

হে নাথ! যাঁহারা পরম ভক্তিসহকারে আপনার চরণকমলকে পুরুষার্থ-সার বলিয়া গ্রহণ করেন, আপনি তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে কখনও দূরে

যান না. হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকেন। যোগীন্দ্র শ্রীআবির্হোত্রও বলিয়াছেন—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥　　(ভাঃ ১১।২।৫৫)

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, সেই শ্রীহরি প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, তিনি ভাগবত-প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্যেও প্রীত্যাভাসের উদাহরণ দেখা যায়—

ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াদ-
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভি র্যোগমার্গৈঃ॥　　(ভাঃ ৩।২৫।২৬)

জীব ভক্তিসহকারে আমার সৃষ্ট্যাদিলীলা চিন্তা করিতে করিতে ঐহিক পারত্রিক ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত সুখে বিরক্ত হইয়া ভক্তিপ্রধান যোগমার্গ অবলম্বন করতঃ চিত্তবশীকরণে যত্নবান্ হয়।

অন্যান্য সাধনের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভক্তির উদ্দেশ্য তাহা নহে। ভক্তি মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠা এবং ভক্তিরসিক মুক্তিবাঞ্ছা করেন না।

কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে "জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ভাঃ ৩।২৫।৩৩ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের বাক্য— ভক্তি লিঙ্গশরীরকে সত্বর দগ্ধ করিয়া ফেলে। একথা বলার তাৎপর্য্য কি? মায়াকোষ-ধ্বংসই মুক্তি। তদুত্তরে বলিতেছেন— মায়াকোষ-ধ্বংশকে ভক্তির আনুসঙ্গিক গুণরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "ভক্ত্যা পুমান্" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির আভাসমাত্র প্রথমতঃ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভাঃ ৬।৯।৩০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

দৃষ্ট্বা তমবনৌ সর্ব্ব ঈক্ষণাহ্লাদ বিক্লবাঃ।
দণ্ডবৎ পতিতা রাজন্ শনৈরুত্থায় তুষ্টুবুঃ॥

হে রাজন! দেবগণ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

২৭৪

এখানে দেবগণের ভক্ত্যাভাস প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃত্রাসুরের নাশে স্বর্গপ্রাপ্তিতেই দেবগণের তাৎপর্য্য ছিল। শ্রীহরির মাধুর্য্য-তৎপর হইয়া ঐরূপ নমস্কারাদি করেন নাই।

এখানে প্রীত্যাভাসের কথা বলা হইল। এখন ঈষদুদ্গমের কথা বলা হইতেছে। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো—
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্‌ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥ (ভাঃ ৬।১।১৯)

শ্রীকৃষ্ণগুণানুরাগী যাঁহারা মনকে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে নিবেশিত করেন, তাঁহারা যম বা পাশধারী যমকিঙ্করগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না। কারণ তাঁহাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোনিবেশহেতু)। গুণানুরাগী-পদে যে রাগ শব্দ আছে, তাহার অর্থ রঞ্জন। রাগ শব্দ প্রীতি ও রঞ্জনবাচক হইলেও এস্থলে প্রীতি-অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন বস্তুর উপর রং করা হইলে সেই বস্তুর উপরে মাত্র রং লাগে, ভিতরে প্রবেশ করে না। এস্থলে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ তাহাদের মনকে সামান্য স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। তাহারা গুণের সন্ধান পাইয়াছে, উপলব্ধি করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারা আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। এস্থলে যাঁহাদের কথা বলা হইল, তাঁহারা তাদৃশ স্মরণপরায়ণ নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে "একবার মাত্র" স্মরণের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তবে প্রেম ভিন্ন একবারও শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোনিবেশ ঘটিতে পারে না বলিয়া যখন মনোনিবেশ ঘটে, তৎকালের জন্য প্রেমের কিঞ্চিত আবির্ভাব হয়। এজন্য ইহা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবেরও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অজামিল প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রমাণ— যম বা যমকিঙ্কর তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অজামিল যমকিঙ্কর কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল পাতকী বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিয়াছিলেন—

অথ এনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ। (ভাঃ ৬।২।১৩)

এ ব্যক্তিকে পাপমার্গে লইয়া যাইও না। মৃত্যুসময়ে নারায়ণ নাম সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করায় ইঁহার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তীঠাকুর লিখিয়াছেন—পুত্র নাম করণের সময় প্রথম নাম প্রভাবেই তাঁহার সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার প্রাচীন-নূতন সমুদয় নামাপরাধশূন্যতা জানা যাইতেছে। পাপসত্ত্বে ম্রিয়মাণের জিহ্বায় নামের আবির্ভাব কি প্রকারে হইতে পারে? তাহা হইলে ঈদৃশ নিরপরাধ অথচ সঙ্কেতাদিদ্বারা শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণগুণানুরাগী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে— অজামিল নিষ্পাপ হইয়া থাকিলে যমদূতগণ তাঁহাকে বন্দী করিলেন কেন? উত্তর-- তাহাদের এই কার্য্য অজ্ঞতা-প্রসূত ও অসঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহা উক্ত আছে। অজামিলের মত ব্যক্তির নিকট যম বা যমদূত যাইতে পারেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণগুণানুরাগী জনের নিকট ভ্রম ক্রমেও যাইতে পারেন না।—"ভক্ত্যাভাস সদ্ভাবেন যমাদীনাং তদৃষ্টিপথেঽপি গন্তুমশক্যত্বান্মহা প্রভাবরূপং দর্শিতং" তাঁহাদের ভক্ত্যনুষ্ঠান বর্ত্তমান থাকায় যমাদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথে যাইতে সমর্থ হন না (ক্রমসন্দর্ভ টীকা)।

প্রীতির প্রথমোদয়াবস্থার কথা—

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ॥　　(ভাঃ ১।১৮।২২)

শ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই দেহাদিবস্তুস্থিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। যে অবস্থায় মাৎসর্য্যাদির অভাব-নিবন্ধন ভগবন্নিষ্ঠা স্বভাবসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই শ্লোকে যে দেহাদ্যাসক্তি পরিহারের কথা বলা হইল, তাহাই প্রীতির প্রথমাবস্থার পরিচায়ক। ভগবান্ শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—

প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥　　(ভাঃ ৫।৫।৬)

বাসুদেব-আমাতে যাবৎ প্রীতির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ দেহসম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় না।

—পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**

গৈরিক বসন

গৈরিক বসন ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রমের বেশ। সেই হেতু সর্ব্বত্র দেখা যায় ব্রাহ্মণ বালক উপনয়নের সময় গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী যে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া থাকেন, তাহাও সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণ বলেন—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

অর্থাৎ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কষায় বস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন পরিধানের কথা আছে, যথা—

দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

(ব্রঃ বৈঃ পুরাণ ২।৩৬।৯)

বর্ণাশ্রমাতীত হইয়াও কোন ভক্ত যেমন ভজনানুকূলবোধে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তদুচিত বেশে হরিভজন করেন; তদ্রূপ ত্যক্তগৃহ বৈরাগী ভক্তের পক্ষেও তদপেক্ষা অধিক অনুকূল ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া তদুচিত বেশে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া হরিভজন করা কোন দোষাবহ হইতে পারে না। ভক্তের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করা যদি নিন্দনীয় না হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করা অন্যায় হইবে কেন? হরিভজনই প্রয়োজন। যাহার যে আশ্রমে থাকিয়া হরিভজন করা অনুকূল তিনি সেই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া বর্ণাশ্রমের প্রতি আসক্তি এবং তদুচিত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ জগদগুরু শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন— গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থাশ্রমই হউক বা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রমকে তৎকালে প্রেমরুরুক্ষু (প্রেমলাভ করিতে ইচ্ছুক সাধক ভক্ত) প্রেম সাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৭)

কুলাদি— এখানে আদি বলিতে আশ্রমাদি বুঝায়।

পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৮)

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে লোক-শিক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

বিনা সর্ব্বত্যাগং ভবতি ভজনং ন হ্যস্যুপতে-
রিতি ত্যাগোঽস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া।
অয়ং দণ্ডো ভূয়ান্ প্রবলতরসো মানসপশো-
রিতি বাহং দণ্ডগ্রহণমবিবেশেষাদকরবম্ ॥
(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক ৫।২৯)

সর্ব্বত্যাগী না হইলে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। এই নিমিত্তই আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি অদ্বৈতবাদী মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের ন্যায় ত্যাগী নহি। আর এই অতি চঞ্চল মনরূপ পশুর দণ্ড বিধানের নিমিত্তই সন্ন্যাসাশ্রমের দণ্ড ধারণ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥
(ভাঃ ১১।১৮।২৮)

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি.— বিরক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ বা নিরপেক্ষঃ আমার ভক্ত, ইহারা লিঙ্গ অর্থাৎ বেষ সহিত আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদবিধিরহিত পরমহংসরূপে বিচরণ করিবেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন— 'সলিঙ্গান্ ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্ আশ্রমান্ তদ্ধর্ম্মান্ ত্যক্ত্বা। আসক্তিং ত্যক্ত্বা যথোচিত ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ। ন পুনরত্যন্ততত্যাগ এব বিবক্ষিতঃ"

অর্থাৎ সলিঙ্গ অর্থে ত্রিদণ্ডাদি লিঙ্গ (চিহ্ন) সহিত আশ্রম অর্থাৎ আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যথোচিত (নিজ সাধনোপযোগী) ধর্ম্ম আচরণ করিবেন, ইহাই অর্থ। এখানে ত্যাগ বলিতে আসক্তি ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে, অত্যন্ত ত্যাগের কথা বলা হয় নাই।

জগদ্‌গুরু শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—জগৎ হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভক্ত আশ্রমোচিত চিহ্নসহ আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদবিধিরহিত পরমহংসরূপে বিচরণ করিবেন। প্রেমিক ভক্তই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। প্রেম না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। তাই সাধকভক্ত প্রেম না হওয়া পর্য্যন্ত (সলিঙ্গ আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নহে, নির্লিঙ্গ আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) আশ্রমোচিত চিহ্ন ত্রিদণ্ড গৈরিকাদি ব্যতীত সকল আশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করিবেন। কারণ ভক্তের পক্ষে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই, তবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রেম লাভ না করা পর্য্যন্ত আশ্রমোচিত চিহ্ন ত্রিদণ্ড ও গৈরিক বসনাদি ধারণ করিয়া চলিবেন। আশ্রমের প্রতি আসক্তি বা আশ্রম-অভিমান ভক্তের থাকিবে না।”

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে— তাহা হইলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ প্রেমিক গুরুবর্গ আশ্রমোচিত বেষ গৈরিক বসনাদি ধারণ করিবেন বা করেন কেন ? ইহার উত্তর এই যে— সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও পরম স্বতন্ত্র তাঁহাদের বেষাদি ধারণ প্রচারাদি দ্বারা লোক উদ্ধারার্থ আপেক্ষিক লীলামাত্র। লোক সংগ্রহার্থই (কল্যাণার্থই) তাঁহাদের বাহ্যিক আশ্রমোচিত বেষাদি ধারণ।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে— সাধকভক্ত অনাসক্তভাবে আশ্রমোচিত বেষে থাকিয়া হরিভজন করিবেন। তাহা হইলে ত্যক্তগৃহ সাধকভক্তের ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিত হইয়া তদুচিত বেশ গৈরিক বসনাদি ধারণ করাই বিধেয়। অন্যথা শাস্ত্র ও মহাজনের আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত অমঙ্গলই হইবে।

এখন প্রশ্ন—ত্যক্তগৃহ বৈরাগী ভক্তের পক্ষে গৈরিক বসন পরিধান যদি কোন দোষাবহ না হয়, তাহা হইলে রক্ত বস্ত্র “বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।”— এ কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ১৩।৬৪) কথিত আছে কেন ?

ইহার উত্তর এই যে— এখানে রক্তবস্ত্র বলিতে যদি রক্তের ন্যায় উৎকট লাল বুঝায়, তাহা হইলে তান্ত্রিকগণের ন্যায় ঐরূপ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিধান করা উচিত নয়। অতএব উহা যথার্থই উক্ত হইয়াছে, শ্রীনৃসিংহপুরাণ বলেন—

ন রক্ত মুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।
মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ ॥

আহ্নিকতত্ত্বে শ্রীরঘুনন্দন এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন— ‘উল্বণং উৎকটরক্তবিশেষম্।’

উৎকট রক্ত, নীল, মলাক্ত ও দশাহীন (জীর্ণছিন্ন বস্ত্র) পরিধান করা প্রশস্ত নহে। অতএব বুধ ব্যক্তি ঐরূপ বস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। উশনা তদীয় স্মৃতি-গ্রন্থে বলিয়াছেন—'অভাবে দশাহীন বস্ত্র পরিধান করিয়া কর্ম্ম করিবে।'

কিন্তু উক্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বাক্যের রক্তবস্ত্র বলিতে প্রসঙ্গত গৈরিক বসনকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ইহার যথার্থ অর্থ মীমাংসা করা যাউক—যেখানে যথাশ্রুত অর্থ করিতে গেলে পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি হয়, তথায় সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কদর্থ করিয়া লোক বঞ্চনাই করা হইবে। যেরূপ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" (ভাঃ ১০।৮৮।৮) অর্থাৎ ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকেন। এখানে যথাশ্রুত অর্থ করিতে গেলে শ্রীধ্রুব মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত ভক্তগণের চরিত্রে উহার সঙ্গতি থাকে না। কারণ ভগবান্ তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেও তাঁহাদের ধন ত হরণ করেন নাই, পরন্তু তাঁহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্যই ত ছিল। তাহা হইলে উক্ত ভগবদ্ বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধর-স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করতঃ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—"যো বিষায়ন্ পরিজিহীর্ষুরপি কথঞ্চিদ্ বিদ্যমানেষু বিষয়েষু সজ্জতে ক্লিশ্যতি চ তস্য বিষয়াপহার এব অনুগ্রহঃ॥ যথাশ্রুতত্বে ধ্রুবাদীনামৈশ্বর্য্যবিরোধাৎ।" অর্থাৎ যিনি বিষয়সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও বিষয়ে আসক্তি বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য কষ্ট পাইতেছেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহারই বিষয় অপহরণ করিয়া থাকেন, সকলের নহে। যথাশ্রুত অর্থ করিতে গেলে ধ্রুবাদি ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণের ঐশ্বর্য্য থাকা সম্ভব হয় না। এইরূপভাবে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হয়।

আর একটি কথা—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থলীলা কালে কাজীদমন সময়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—'কলিকালে সন্ন্যাস নাই। (অশ্বামেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥) অথচ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞান-মার্গী আচার্য্যগণ ও শ্রীরামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাদের শিষ্য পারম্পর্য্যে অদ্যাপি সন্ন্যাস গ্রহণ দেখা যায়। পরে স্বয়ং মহাপ্রভু নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহা হইলে উক্ত বাক্যের সঙ্গতি কোথায় এবং তাঁহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন স্বকৃত মলমাস তত্ত্বে উক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন— "শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই সন্ন্যাস গ্রহণ বিধি দৃষ্ট হয়। কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিতে কলিকালে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয় নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন— কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিতে কর্ম্ম সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। সন্ন্যাস ত্রিবিধ, যথা পদ্মপুরাণ বলেন—

জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিদ্বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

—এইরূপভাবে যেমন সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে হয়, তদ্রূপ "বৈষ্ণবের রক্ত বস্ত্র পরিতে না জুয়ায়।"— এই বাক্যেরও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করা কর্ত্তব্য। যথাশ্রুত অর্থ করিতে গেলে সঙ্গতি থাকে না। কারণ রক্ত বস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করা যদি বৈষ্ণবের উচিত না হয়, তাহা হইলে শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য ও তদীয় অনুগত বৈষ্ণববৃন্দ সকলে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া আসিতেছেন কেন? আর কৃষ্ণপ্রেমের মূল মহাজন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ, তদনুকম্পিত শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ ও শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি এবং গৌড়ীয় সম্রাট্ শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন কেন? এ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করাই সমীচীন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্ বাক্য ও উহার শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীস্বামিপাদের টীকার অনুসরণে এবং মহাজনগণের ব্যাখ্যাবলম্বনে উহার সঙ্গতি-পূর্ণ অর্থ করিতে হইবে। তাহা এই—বৈষ্ণবগণ গৈরিক বসনাদি বর্ণাশ্রমোচিত বেষের প্রতি আসক্ত থাকেন না। যাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বৈষ্ণব, তাঁহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রমে অবস্থান বা তদুচিত বেষ গৈরিক বসনাদি ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা নাই। অস্মদীয় পরমারাধ্য জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত পয়ারের স্বকীয় অনুভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন; সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিক বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দ্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না। বিশেষতঃ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেষ স্বীকার করায় তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তদ্দাসাভিমানে অপ্রাকৃত

চিদ্‌বিলাস ভেদবুদ্ধিতে বেষগ্রহণ বিষয়ে তাঁহার সহিত সামা ব্যবহারযোগ্য বা বিধেয় বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া পরমহংস বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণবদাসগণ আপনাদিগকে পরমহংস বৈষ্ণবাসনে অধিষ্ঠিত বলিবার অযোগ্যজ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্য্যাশ্রমোচিত গৈরিক (কাষায়) বসনাদি পরিয়াও থাকেন।"

প্রাকৃত সহজিয়াগণ গৈরিক বসন ধারণ বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া নিজেদের শাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কেবল অপরাধের আবাহন করেন। গৈরিক বসন যদি অশুদ্ধ হয় বা তাহা পরিধান ভক্তের পক্ষে যদি অবৈধই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ তাহা ধারণ করিলেন বা করেন কেন? আর শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থ (পূর্ব্বচম্পু, ৩য় পূরণ ৬৪) পাঠে আমরা দেখিতে পাই শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী সাধিকোচিত লীলা করতঃ ব্রজধামে কাষায় (গৈরিক) বসন পরিধান করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুও স্বকৃত শ্রীবিদগ্ধ-মাধব নাটকে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর কাষায় বসন ধারণের কথা বলিয়াছেন। যথা—

বহন্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ
সবিত্রী সাবিত্রী সমরুচিরলং পাণ্ডরকষা।
সুরর্ষে শিষ্যেয়ং পরিজনবতী নন্দভবনা-
দিতো মন্দং মন্দং স্ফুটমুটজবীথিং প্রবিশতি॥
(শ্রীবিদগ্ধ মাধব ১।১৮)

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু হরিবংশের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে— 'নরক কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাজকন্যাগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণপদ-প্রাপ্তির আশায় কাষায়বসন পরিধান করিয়া সাধিকোচিত ব্রতপরায়ণা ছিলেন। যথা— সর্ব্বাঃ কাষায়বাসিন্যঃ সর্ব্বাশ্চ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।
ব্রতোপবাসতত্ত্বজ্ঞাঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদর্শনম্॥
(গোপালচম্পু উত্তরচম্পু ১৮।৫০ ধৃত শ্রীহরিবংশ বাক্য)

অতএব হরিভজনপরায়ণ ত্যক্তগৃহ ভক্তগণের পক্ষে গৈরিক বসন পরিধান দোষাবহ নহে। পরন্তু ত্যক্তগৃহ সাধক ভক্তগণের গৈরিক বসন পরিধান না করাই অশাস্ত্রীয় বা অবৈধ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

"ছোট হরিদাস স্মরণে"

[গত আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "ছোট হরিদাস স্মরণে" শীর্ষক কবিতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়' (সাপ্তাহিক) পত্রের ১১।৪ সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনা।]

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রদর্শন করাইয়া পারমার্থিক শিক্ষার একটি নূতন কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, মাঘ মাসে ঢাকায় যে সমস্ত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে (১৮নং) ছোট হরিদাসের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৮। (বিষয়) মহাপ্রভুর জন্য ছোট হরিদাসের ভিক্ষার ছলনা।
শিক্ষা—কপটতা—বৈষ্ণবধর্ম্ম বা মহাপ্রভুর সেবা নহে।

১৯। (বিষয়) ছোট হরিদাস-বর্জ্জন।
শিক্ষা— "লোক দেখান গৌরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

২০। প্রয়াগের ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ।
শিক্ষা—কপটতার প্রায়শ্চিত্ত—আত্মহত্যা।

(চৈঃ চঃ, অঃ ২য় পঃ)

ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে সাক্ষাদ্‌ভাবে (directly) ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস?" কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস? মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,— "বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ! দেখিতে না পাঁরো আমি তাহার বদন॥" দুই-একটি প্রাকৃত সহজিয়া বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ উক্তি ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে সাক্ষাদ্‌ভাবে বলা হয় নাই, সাধারণভাবেই ইহা বলা হইয়াছে। যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন,— রামবাবু কি অপরাধ করিয়াছেন? তিনি কি জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন?" এই প্রশ্নের অব্যবহিত পরেই

যদি উত্তরদাতা বলেন,— "নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অপরের দ্রব্য হরণ করা উচিত নহে। ঐরূপ অপহরণকারী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়," তাহা হইলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় না যে, রামবাবু একজন পরের দ্রব্য অপহরণকারী এবং সেই অপরাধে তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত? অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধির লোকও এই স্পষ্ট কথাটি বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় দুষ্ট অভিসন্ধিমূলে "ছোট হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছেন,— কি জন্য তাঁহার দ্বারমানা এবং কি জন্য উপবাস করিতেছেন?"— এইসকল প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু "ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন,— ইহাই তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ; প্রকৃতি-সম্ভাষণকারী ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন করিতে না হয় এই জন্যই তাঁহার দ্বারমানা"— ইহা স্পষ্টভাবে বলা সত্ত্বেও কোনও অভিসন্ধিমূলে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় ছোট হরিদাসের স্তাবক হইয়াছেন। ভক্তগণ যখন দ্বিতীয়বার মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন,— "আমার মন প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন।" অধিক কি, ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহা যখন মহাপ্রভু শুনিলেন, তখন তাহাতে তিনি দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— "প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত;

"শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

মহাপ্রভু কি এখানে কপট হাসি হাসিয়াছিলেন? এবং অন্তরে তিনি দুঃখিত হইয়া থাকিলেও লোক দেখাইবার জন্য তখন সুপ্রসন্নচিত্তের কৃত্রিমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন? প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার গ্রহণ করিলে এরূপ ব্যবহারে মহাপ্রভুকে কপট, নির্দ্দয় এবং মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্যতম মাধবী মাতাকে একজন প্রাকৃত কামিনী বলিতে হয়। একটি লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল— চিরতরে একটি ব্যক্তি এই ধরাধাম হইতে চলিয়া গেল, আর মহাপ্রভুর তাহাতে চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল, হাসির উদ্রেক হইল এবং তাহার ঐরূপ শাস্তি পাওয়াই উচিত হইয়াছে, মহাপ্রভু ইহা দৃঢ়স্বরে জানাইলেন,— এই সকল ব্যাপার কি প্রমাণ করিয়া দেয় না যে, ছোট হরিদাস কিরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল? কপটতাই

এই গুরুতর অপরাধ। ছোট হরিদাস বাহিরে সাধারণলোককে একরূপ দেখাইয়া ছিল, আর তাহার অন্তরে অন্যরূপ অসৎ অভিসন্ধি ছিল। সাধারণ লোক বাহ্য দর্শনে প্রতারিত হয়। কিন্তু মহাপ্রভু অন্তর্যামী বলিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। কালাকৃষ্ণদাস ভট্টথারি স্ত্রীলোকের কবলে পড়িয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগী কালাকৃষ্ণদাসকে স্ত্রীসঙ্গের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই। পরন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর অনুরোধে কালা-কৃষ্ণদাসকে সংশোধন করিয়া পুনরায় দূরবর্ত্তী স্থানে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট হরিদাসকে শুধু বর্জ্জন নহে, তাঁহার আত্মহত্যার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বরূপাদি ভক্তগণের অধিক কি, গুরুস্থানীয় পরমানন্দপুরীর অনুরোধেও ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হন নাই, তাহার কারণ,— ছোট হরিদাস ছিল কপট, আর কালা কৃষ্ণদাস কপট নহেন,— দুর্ব্বল-মাত্র। কপটতা করিয়া মহাপ্রভুর সেবার অভিনয়কারী ব্যক্তিগণকে মহাপ্রভু কখনও গ্রহণ করেন না। কিন্তু হৃদয়দৌর্ব্বল্যযুক্ত ব্যক্তি যদি পুনরায় অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অসৎকার্য্য হইতে চিরতরে বিরত হন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ— কপট স্ত্রী-সম্ভাষণকারী। তাহারা লোকদেখান গৌরভজা এবং গোপনে ছোট হরিদাসেরই আদর্শে স্ত্রী-সম্ভাষণকারী। এই জন্য ছোট হরিদাসের প্রতি তাহাদের এত সহানুভূতি— ছোট হরিদাস তাহাদের এত স্তুতির পাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,— স্তাবকের চরিত্র দেখিয়া স্তবনীয় বস্তুর চরিত্র খুব সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহা যেন একটি কষ্টিপাথর। কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উট, গর্দ্দভ প্রভৃতি স্তুতির পাত্রের কথা যেমন শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, তেমনি প্রাকৃত সহজিয়াগণের স্তুতির পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন—ছোট হরিদাস। ইহার মধ্যে যে দুরভিসন্ধিটি আছে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিজজনগণই বুঝিতে পারেন এবং লোককে তাহা জানাইয়া দেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,— প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে ছোট হরিদাসের স্তাবক হইয়াছেন তাঁহার কারণ, এই যে, যদি ছোট হরিদাসকে যে-কোন উপায়েই হউক মর্কট বৈরাগী সম্প্রদায় বা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোক দেখান

গৌরভজা ও গোপনে ব্যভিচার— যাহা বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহজিকগণের একমাত্র ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা হইয়া প'ড়য়াছে, তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যাইবে না।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিকট যখন বলা হয় যে, যদি স্ত্রীদর্শনকারী বৈরাগীমাত্রকেই মহাপ্রভু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা করিতেন বা চিরতরে বর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস ত' কতবার রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বেশ্যার অঙ্গ ভঙ্গী দর্শন করিয়াছিলেন, সেই হরিদাসকে মহাপ্রভু স্ত্রীসম্ভাষণকারী বিচারে পরিত্যাগ করেন নাই কেন? কূটবুদ্ধি প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঠাকুর হরিদাস নিজে ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট গমন করেন নাই। কিন্তু ছোট হরিদাস স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের এইরূপ উক্তি কিন্তু তাহাদের পক্ষ সমর্থন না করিয়া ছোট হরিদাসের কপটতার মাত্রাই অধিকতর প্রকাশ করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ কোন বৈরাগী-বেশীর নিকট প্রকৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে তিনি প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন না,— ইহাই বা কি প্রকারের যুক্তি? এই যুক্তিও কিন্তু আচার্য্যের বাক্যের সত্যতাই প্রমাণিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ যখন কোন প্রকৃতি বৈরাগীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উপস্থিত হয় এবং বৈরাগী তাহাতে প্রলুব্ধ হয়, তখন তাহার মূলে বৈরাগীর দিক্ হইতে কপটতা অপেক্ষা হৃদয়দৌর্ব্বল্যই অধিক। কিন্তু, ছোট হরিদাসের আদর্শ তাহা নহে। বাহ্য দর্শনে ছোট হরিদাসের এমন কোন অপরাধই দেখা যায় না, যাহাতে ছোট হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করা মহাপ্রভুর উচিত হইতে পারে। ছোট হরিদাস স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া মাধবী-মাতার গৃহে চাউল ভিক্ষা করিবার আদর্শও বাহিরে দেখান নাই। তিনি ভগবান আচার্য্য বা কোন বৈষ্ণবের আদেশেই মহাপ্রভুর সেবার জন্য মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গী ভক্ত বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট— যাঁহাতে ছোট হরিদাসের ন্যায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তির কোনরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয়ই হইতে পারে না,— এইরূপ বাহ্য অভিনয়ে তিনি মাধবী মাতার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার সেবকের প্রতি প্রাণদণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন,— ইহা অপূর্ব্ব যুক্তি বটে।

ছোট হরিদাস ভগবান আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবা করিতে গিয়াছিলেন,— এই ক্ষেত্রে ছোট হরিদাসের কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে

ছোট হরিদাস কোন ক্রমেই নিন্দিত হইতে পারেন না। তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডের প্রায়শ্চিত্তে দণ্ডিত করা ত' দূরের কথা, বরং প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচার করিলে ভগবান্ আচার্য্য— যিনি ছোট হরিদাসকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিই মহাপ্রভুর দণ্ড বিহিত হওয়া উচিত, কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভগবান আচার্য্যকে কিছু না বলিয়া তাঁহার গৃহে মাধবী মাতার প্রদত্ত তণ্ডুলের অন্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। কারণ, মহাপ্রভু ভক্তের জিনিষই গ্রহণ করেন; অভক্তের কোন দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাধবী মাতাকে কোন ক্রমে মহাপ্রভু প্রকৃতি বা স্ত্রী বলেন নাই। মাধবী মাতা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ'যাষিৎ। কিন্তু ছোট হরিদাস কপট, তাঁহার হৃদয়ে অন্য দুরভিসন্ধি ছিল। গৌর পার্ষদ-প্রবর পণ্ডিত জগদানন্দও এই কপটতার কথা বলিয়াছেন,—

"লোক দেখান গৌরভজা তিলক-মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

ভগবানের মোহিনীরূপ দর্শনে রুদ্রের সতীকে পরিত্যাগ করিয়া মোহিনী মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবনের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত আছে। লীলাপুরুষোত্তম শক্তিমদ্-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তিরূপিণী স্ত্রী মূর্ত্তিতে দর্শন করিতে চাহিলে জীবগণের আরাধ্য শিবের পর্য্যন্ত কি দশা হইতে পারে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পরম সত্য বা শাস্ত্রের বিচার বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রুচিপ্রদ নহে অর্থাৎ অভ্রান্ত সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থা ভ্রান্তরোগীর রুচিপ্রদ নহে বলিয়া পরম মঙ্গলপ্রদ সত্যকথা জগতে প্রচারিত হইবে না,— এরূপ আশা করা বৃথা। "বহু লোকের রুচি-প্রদ কথাই সত্যকথা"— সমগ্র বহির্ম্মুখজনপ্রিয় এই মত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ সমাজের এই অন্যায় গোঁড়ামি অনাবিল সত্য কখনই গ্রহণ করিবে না। ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক নির্ম্মৎসর সাধুগণ উচ্চ-কীর্ত্তনের দ্বারা— অর্চ্চামূর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বদা বহির্ম্মুখগণের ঐ সকল কপটতা ধরাইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম।

কুটিলতা

অসরল ব্যবহারের নাম কুটিলতা। বিশেষ উদ্বেগজনক কুটিলতা 'ক্রূরতা' সংজ্ঞায় অভিহিত। নীতি-শাস্ত্রের বিচারে ইহা ভীষণ পাপ। বৈষ্ণবগণের সহিত কুটিল ব্যবহারে ভীষণ অপরাধের আবাহন করা হয় মাত্র।

অপস্বার্থের জন্যই সাধারণতঃ মানবগণ কুটিল হইয়া থাকে। কেহ কেহ কৌতুক দেখিবার জন্যও কৌটিল্যের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। কিন্তু যে ভাবেই ব্যবহৃত হউক কুটিলতা সুফল প্রসব করে না। যাঁহারা বাস্তব-সত্যের প্রচারক তাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা কখনও স্থান পায় না। "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—কুটিলতাই শিক্ষা দিতেছে। অন্তরে শত্রুভাব পোষণ করিয়া বাহিরে মিত্রতার ভাণও কুটিলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় (?) ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। অন্তরে জনসাধারণের সহানুভূতি, তথা তাহাদের নিকট হইতে উদর-ভরণের জন্য অর্থলাভের নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তের বেষগ্রহণ, কুটিলতার আর একটী উদাহরণ। অক্ষজজ্ঞানে ভগবানের কোনও সন্ধান না পাইয়া সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির 'বাহবা' কুড়াইবার জন্য চিজ্জড়সমন্বয়-প্রয়াস—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, অপর কথায় অপ্রাকৃত ভগদ্বস্তু-লাভের উপায় সম্বন্ধে "যত মত তত পথ" বলিয়া ঘোষণা করা কৌটিল্যের চরম অবস্থা।

কুটিলতার ভঁাজকে আমরা বুদ্ধিমত্তা বলিয়া মনে করি এবং তদ্দ্বারা সাধুগণকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার অন্যায় কার্য্যগুলি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ যখন আমাকে সংশোধিত হইবার জন্য ইঙ্গিত করেন, তখন কথার "মারপ্যাচে" আমার সাধুতা ও সেবাপরায়ণতা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই। শাসন-বাণী তিক্ত বোধ হওয়ায় মনের রুচিপ্রদ-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার জন্যই ঐ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ প্রকার কুটিল চেষ্টায় যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় না। কখনও একটু চিন্তার বিষয় হইলেও প্রতিষ্ঠাশার প্রবল তরঙ্গ তাহা কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহার কিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ অন্তর্য্যামী; তাঁহাদের নিকট আমাদের অন্তরের ভাব পরিজ্ঞাত নহে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত কুটিল ব্যবহারে ঐহিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়েই অসুবিধা ব্যতীত সুবিধা হয় না।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনে কখনও অসরলতার লেশমাত্রও পাওয়া যায় না। মনযোগান কথার প্রতি তিনি সর্ব্বদাই বিরক্ত। বিশ্বের শতকরা প্রায় শত জনই বাস্তব-সত্য পথের পথিক নহে জানিয়াও তিনি কিঞ্চিমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া নির্ভীক-ভাবে বাস্তব-সত্যের বাণীই স্পষ্টভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে কীর্ত্তন করেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মা-দ্যনাবৃতম" শ্লোকে সরলতার বিগ্রহরূপে স্পষ্টবক্তা।

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত সরলতার বিগ্রহ তিনি প্রেম-বিবর্ত্তে স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—

"গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা ভজ ভাই।
গোরা বিনা এজগতে গুরু আর নাই॥
যদি ভজিবে গোরা, সরল কর নিজমন।
কুটীনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
লোক-দেখান গোরাভজা তিলক-মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
অধঃ পতন হ'বে ভাই কৈলে কুটীনাটি।
নাম অপরাধে তোমার ভজন হবে মাটি॥

আমরা আচার্য্যপাদপদ্মে আসিয়াছি সরল হইবার জন্য। চিত্তদর্পণ সুষ্ঠুরূপে মার্জ্জিত হইলেই সরলতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তখন কুটিলতা, কপটতা প্রভৃতি হৃদয়ে আর স্থান পায় না। কুটিলতা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া মন খুলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট নিজের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করাই ভজননিষ্ঠের কার্য্য। অসুবিধা বলিতে সাংসারিক অসুবিধার কথা উদ্দিষ্ট হয় নাই। অন্তরে যে-সকল অশুচি ভাব রহিয়াছে তাহাই লক্ষিতব্য। কুটিলতা সহজে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া গুরুবর্গের শাসনবাণীরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা নিরন্তর তাড়া করিতে হইবে এবং গুরু বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশমত সর্ব্বদাই সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে উহা আর ভজন-বিঘ্ন করিতে না পারিয়া দূরে পলায়ন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক (ব্যাকরণতীর্থ)

সমিতির উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রতোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথি ৮ হৃষীকেশ, ১৫ ভাদ্র (ইং ১।৯।৭২) শুক্রবার দিন বিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সমিতির সমস্ত মঠে এই তিথি পালিত হইলেও সমিতির আকর মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একটু বিশেষত্ব ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত শ্রীনাম কীর্ত্তন-কোলাহলের মধ্য দিয়া উক্ত ব্রত প্রতিপালিত হইয়াছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পরব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব-তিথি এক বিশেষ তাৎপর্য্যের সূচনা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত অন্তর্ম্মুখী জীবকে বৈকুণ্ঠে আকর্ষণ করতঃ বৈকুণ্ঠ-বিরোধী স্বার্থান্ধ কলহপ্রিয় জীবগণকে ধ্বংশ করিয়া ভক্তের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিক্ষা জগতে প্রচার মানসেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নিরন্তর সারস্বত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী পারায়ণ আরম্ভ হইয়া রাত্র ১২ ঘটিকায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা মুহূর্ত্তে সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় একটি মহতী বৈষ্ণব-সভার আয়োজন করা হয়, ঐ সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভা-পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সমিতির সহ-সভাপতি পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ সরল ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী' ও তাঁহার 'আবির্ভাবের কারণ' সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীল সভাপতি মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব' সম্বন্ধে গভীর তত্ত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

তদনন্তর শ্রীহরি-কীর্ত্তন সহযোগে আরাত্রিকান্তে শাস্ত্র-নিয়মানুসারে অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। অন্যত্র এই মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে বিবিধ শস্যাদি-

প্রস্তুত অন্ন প্রসাদাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা কখনই শুদ্ধ বিচার সম্বলিত নহে পরন্তু আচার্য্য-ভাস্কর জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিশুদ্ধ ধারার বিকৃতরূপ মাত্র। শ্রীল ঠাকুরের আচরিত ও প্রচারিত নির্ভিক পদপ্রদর্শক ও তদীয় প্রিয় পার্ষদ-প্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্য স্মরণ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ আচার্য্য প্রবর্ত্তিত বিচার সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

বিগত ২৩ হৃষীকেশ, ৩০ ভাদ্র, শনিবার বৃষভানুনন্দিনী মাধব-দয়িতা শ্রীমতী রাধিকার শুভাবির্ভাব-ব্রতোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠেই যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমিতির মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শাস্ত্রালোচনা নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির মধ্যে বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

পূর্ণশক্তিমত্তত্ত্ব অজ ভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও লীলা আস্বাদন মানসে চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় করতঃ জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক মর্ত্ত্যধামে তাঁহার প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারাণীও সর্ব্বশক্তিমানের লীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবানের অনুগমন করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলানু-গমন খুবই স্বাভাবিক, কারণ পরিপূর্ণকাম স্বয়ংরূপ ভগবানের তিনি স্বরূপ-শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি। ভগবানের সর্ব্বতোভাবে আরাধনা ও তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া তিনি **'রাধা'** নামে অভিহিতা। রাধিকা ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই, আবার কৃষ্ণ ব্যতীত রাধার অস্তিত্বও অসম্ভব—তাই রাধাকৃষ্ণ অঙ্গাঙ্গী।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৪৩তম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

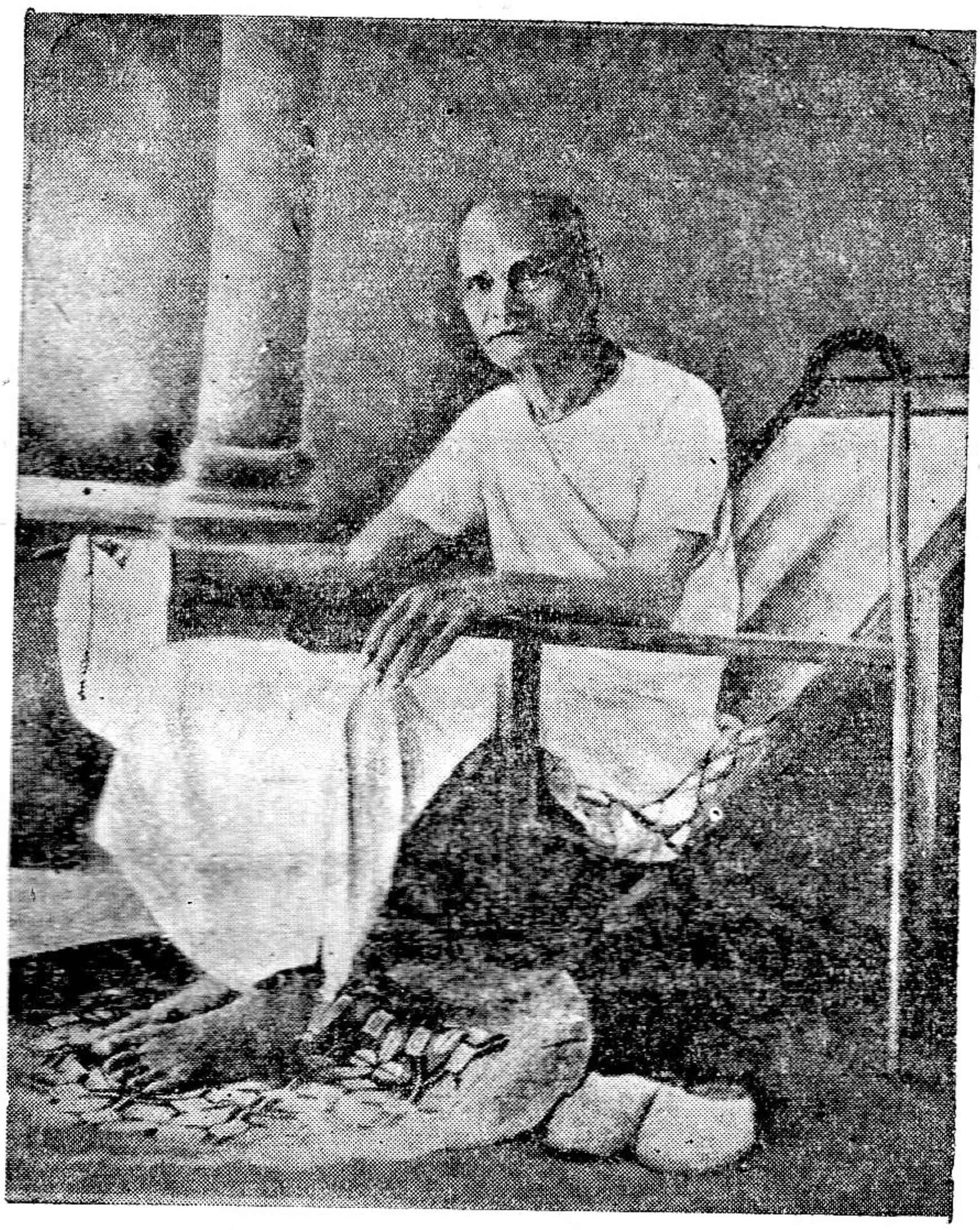

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১৮ আশ্বিন ১৩৭৯ ; ইং ৫।১০।৭২

শ্রীআচার্য্যচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

শ্রীবৈষ্ণব চরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্

আগামী ১লা দামোদর, ৬ই কার্ত্তিক (ইং ২৩।১০।৭২) সোমবার দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা মঠসমূহে অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে চতুর্থ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবা-সূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করতঃ আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন— ইহাই বিনীত প্রার্থনা।
পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপাকেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

৬ই কার্ত্তিক, ইং ২৩।১০।৭২ সোমবার

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ণে—৪'৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরি-পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ২৫ দামোদর, ৪৮৬ গৌরাব্দ / বৃহস্পতিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৯ ; ইং ১৬।১১।৭২ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৩ পৃষ্ঠার পর)

মানসস্বধুনীং তূর্ণমুত্তরীতুং তরিং শ্রিতা।
কম্পিতায়াং তরৌ ভীত্যা স্তুবন্তী কৃষ্ণনাবিকং॥ ৯৮॥

অনন্তর শ্রীরাধা শীঘ্র মানসগঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নৌকার উপর আরোহণ করিলে যখন ঐ নৌকা কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি ভীতিবশতঃ কৃষ্ণ নাবিককে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৯৮॥

নিজকুণ্ডপয়ঃকেলীলীলানির্জ্জিতমচ্যুতং।
হসিতুং যুঞ্জতী ভঙ্গ্যা স্মেরা স্মেরমুখীঃ সখীঃ॥ ৯৯॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকুণ্ডের জলক্রীড়ায় অনায়াসে পরাজিত হয়েন তখন তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত যে শ্রীরাধা স্বয়ং হাস্যবদনে হাস্যমুখী সখীসকলকে নিযুক্ত করেন॥ ৯৯॥

মাকন্দমুকুলস্যন্দি মরন্দস্যন্দি মন্দিরে।
কেলিতল্পে মুকুন্দেন কুন্দবৃন্দেন মণ্ডিতা ॥ ১০০ ॥

যে মন্দিরে আম্রমুকুলের মকরন্দ ক্ষরণ হইতেছে, এতাদৃশ মন্দিরে কেলি-শয়নে যিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কুন্দপুষ্পদ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

নানাপুষ্পমণিব্রাতপিঞ্ছগুঞ্জাফলাদিভিঃ।
কৃষ্ণগুম্ফিতধম্মিল্লোৎফুল্লরোমস্মরাঙ্কুরা ॥ ১০১ ॥

নানা পুষ্প, বিবিধ মণি, ময়ূরপিচ্ছ ও গুঞ্জাফলাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রচিত ধম্মিল্ল অর্থাৎ কেশের খোঁপা দেখিয়া যাঁহার রোমরূপ কামাঙ্কুর প্রফুল্লিত হয় ॥ ১০১ ॥

মঞ্জুকুঞ্জে মুকুন্দস্য কুচৌ চিত্রয়তঃ করং।
ক্ষপয়ন্তী কুচাক্ষেপৈঃ সুসখ্যমধুনোন্মদা ॥ ১০২ ॥

অপর, যিনি সুসখ্যরূপ মধুদ্বারা উন্মত্ত হইয়া মনোহর কুঞ্জমধ্যে কুচ-চিত্রকারী শ্রীকৃষ্ণের করকমলকে কুচবিক্ষেপদ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন ॥১০২॥

বিলাসে যত্নতঃ কৃষ্ণদত্তং তাম্বূলচর্ব্বিতং।
স্মিত্বা বাম্যাদগৃহ্ণানা তত্রারোপিতদূষণং ॥ ১০৩ ॥

বিলাসকালে যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত চর্ব্বিত তাম্বূলে দোষারোপ করতঃ বামতাপ্রযুক্ত যিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন না ॥ ১০৩ ॥

দ্যূতে পণীকৃতাং বংশীং জিত্বা কৃষ্ণসুগোপিতাং।
হসিত্বাচ্ছিদ্য গৃহ্ণাণা স্তুতা স্মেরালিসঙ্ঘয়ৈঃ ॥ ১০৪ ॥

পাশাখেলায় পণীকৃত বংশী যদিচ শ্রীকৃষ্ণ সুন্দররূপে গোপন করিয়াছিলেন, তথাপি বলপূর্ব্বক কৃষ্ণহস্ত হইতে গ্রহণ করায় হাস্যমুখী সখীসকলকর্ত্তৃক যিনি সংস্তুতা হইয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

বিশাখাগূঢ়নর্ম্মোক্তিজিতকৃষ্ণার্পিতস্মিতা।
নর্ম্মাধ্যায়বরাচার্য্যা ভারতীজয়িবাগ্মিতা ॥ ১০৫ ॥

বিশাখাকর্ত্তৃক গূঢ় পরিহাসোক্তি দ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যিনি ঈষৎ হাস্য অর্পণ করিতেছেন, পরিহাস-অধ্যয়ন বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠাধ্যাপিকা এবং যাঁহার বাক্‌পটুতা সরস্বতীকেও পরাজয় করিয়াছে ॥ ১০৫ ॥

বিশাখাগ্রে রহঃকেলী কথোদ্ঘাটকমাধবং।
তাড়য়ন্তী দ্বিরেফেন সভ্রূভঙ্গেন লীলয়া ॥ ১০৬ ॥

বিশাখার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জন-ক্রীড়ার কথা উদ্ঘাটন করায় যিনি ভ্রূভঙ্গী লীলাসহকারে তাঁহাকে পদ্মদ্বারা দুইবার তাড়না করিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

ললিতাদি পুরঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্ভোগলাঞ্ছনে ।
সূচ্যমানে দৃশা দূত্যা স্মিত্বা হুঙ্কুর্ব্বতী রুষা ॥ ১০৭ ॥

ললিতাদি সখীর অগ্রে দূতী নেত্রভঙ্গীদ্বারা কৃষ্ণের সম্ভোগচিহ্ন সূচনা করিয়া দিলে, যিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ক্রোধভরে ঐ দূতীর প্রতি হুঙ্কার করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

ক্বচিৎ প্রণয়মানেন স্মিতমাবৃত্য মৌনিনী ।
ভীতা স্মারশরৈ র্ভঙ্গ্যালিঙ্গন্তী সস্মিতং হরিং ॥ ১০৮ ॥

কখন প্রণয়মানবশতঃ মধুর হাস্য সম্বরণপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করতঃ যিনি কন্দর্প-বাণসমূহে ভীতা হইয়া নিদ্রাচ্ছলে হাস্যবদন মাধবকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥

কূপিতং কৌতুকৈঃ কৃষ্ণং বিহারে বাঢ়মৌনিনং ।
কাতরা পরিরভ্যাশু মানয়ন্তী স্মিতাননং ॥ ১০৯ ॥

বিহারকালে কৌতুকবশতঃ হাস্যমুখ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া অতিশয় মৌনাবলম্বন করিলে যিনি কাতরা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনকরতঃ পূজা করিতেছেন ॥ ১০৯ ॥

মিথঃ প্রণয়মানেন মৌনিনী মৌনিনং হরিং ।
নির্ম্মৌনা স্মরমিত্রেণ নির্ম্মৌনং বীক্ষ্য সস্মিতা ॥ ১১০ ॥

পরস্পর প্রণয়মানে শ্রীরাধা মৌনিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিলেন, পরে কন্দর্প-মিত্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে মৌনশূন্য দেখিয়া নিজেও যিনি মৌনরহিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১১০ ॥

ক্বচিৎ পথি মিলচ্চন্দ্রাবলীসম্ভোগদূষণং ।
শ্রুত্বা ক্রূরসখী বক্ত্রান্মুকুন্দে মানিনী রুষা ॥ ১১১ ॥

কখন পথমধ্যে চন্দ্রাবলী মিলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগে দূষিত হইয়াছেন, এই কথা ক্রূর সখীর প্রমুখাৎ শুনিয়া যিনি ক্রোধভরে মুকুন্দের প্রতি মানাবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥ ১১১ ॥

পাদলাক্ষারসোল্লাসি শিরস্কং কংসবিদ্বিষং ।
কৃতকাকুশতং সাশ্রা পশ্যন্তীর্ষচ্চলদ্দৃশা ॥ ১১২ ॥

পাদযুগলের অলক্তক রসে যাঁহার মস্তক সুশোভিত এবং যিনি শত শত **কাকুবাক্য** প্রয়োগ করিতেছিলেন, সেই কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চললোচনে অবলোকন করিয়া যিনি অশ্রুযুক্তা হইয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

কচিৎ কলিন্দজাতীরে পুষ্পত্রোটনখেলয়া।
বিহরন্তী মুকুন্দেন সার্দ্ধমালীকুলাবৃতা ॥ ১১৩ ॥

যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরে সখীগণ পরিবৃতা হইয়া পুষ্পচ্ছেদনখেলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

তত্র পুষ্পকৃতে কোপাদ্ব্রজন্তী প্রেমকারতাৎ।
ব্যাঘোটিতা মুকুন্দেন স্মিত্বা ধৃত্বা পটাঞ্চলং ॥ ১১৪ ॥

সেই পুষ্পছেদন খেলায় পুষ্পনিমিত্ত প্রেমসম্পাদিত কোপবশতঃ গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া যাঁহাকে পরাবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ১১৪ ॥

বিহারে শ্রান্ততঃ ক্লান্তং ললিতান্যস্তমস্তকং।
বীজয়ন্তী স্বয়ং প্রেম্না কৃষ্ণং রক্তপটাঞ্চলৈঃ ॥ ১১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিহারকালে শ্রমবশতঃ ক্লান্ত হইয়া শ্রমাপনোদন নিমিত্ত ললিতার ক্রোড়ে মস্তক বিন্যস্ত করিলে যিনি তাঁহাকে প্রেমসহকারে রক্তবর্ণ পটাঞ্চলদ্বারা স্বয়ং বীজন করিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

পুষ্পকল্পিত দোলায়াং কলগানকুতূহলৈঃ।
প্রেম্না প্রেষ্ঠসখীবর্গৈর্দোলিতা হরিভূষিতা ॥ ১১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকল্পিত বিবিধ ভূষায় ভূষিত হইয়া যিনি পুষ্পরচিত দোলায় সুমধুর গান-কৌতুকে প্রেমসহকারে প্রিয়তম সখীবৃন্দকর্ত্তৃক দোলিতা হইয়া থাকেন ॥ ১১৬ ॥

কুণ্ডকুঞ্জাঙ্গনে বল্গুগায়দালীগণান্বিতা।
বীণানন্দিতগোবিন্দদত্তচুম্বনে লজ্জিতা ॥ ১১৭ ॥

রাধাকুণ্ড তীরবর্ত্তি কুঞ্জাঙ্গনে গানকারিণী সখীগণে পরিবৃতা হইয়া যিনি বীণাগানে আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত চুম্বনে লজ্জিতা হইয়াছিলেন ॥ ১১৭ ॥

গোবিন্দবদনাম্ভোজে স্মিত্বা তাম্বূলবীটিকাং।
যুঞ্জতি হ মিথো নর্ম্মকেলিকর্পূরবাসিতাং ॥ ১১৮ ॥

যিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া পরস্পরের কেলিরূপ কর্পূর দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল-বীটিকা গোবিন্দের মুখকমলে অর্পণ করিতেছেন ॥ ১১৮ ॥ **(ক্রমশঃ)**

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তি একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। 'আমার সুখ হোক্; বাদবাকী লোকের অসুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চিত ক'রে আমার সুবিধা!' — এরই নাম অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পথ।

আর কা'কেও বঞ্চিত না ক'রে সকলে মিলে হরিকীর্ত্তন করি, ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন করি— এরূপ বিচার কেবলাভক্তি-পথের পথিকের। কেবলা-ভক্তির পথে কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কোনও অবান্তর সাধনের সাহায্য বা মিশ্রণ স্বীকৃত হয় না। কারণ কীর্ত্তনই একমাত্র নিরপেক্ষ অব্যর্থ অস্ত্র। প্রথমে কাণ দিয়ে শুন্‌তে হয়। পরে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুকূল-ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তখন ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য, লীলা-দর্শন হয়। ফুটো হাঁড়িতে তরল পদার্থ রাখার দুর্ব্বুদ্ধিদ্বারা কেবল কাম-ক্রোধাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্-স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি। তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবত-শ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠম্। * (ভাঃ ৭।৫।১৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকা।)

শ্রীচৈতন্য-নিজজনের করুণাকটাক্ষবৈভববিশিষ্ট পুরুষ জগতের যাবতীয় কুবৈভবকে, কুযোগিবৈভবকে ফুৎকার ক'র্‌তে পারেন, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বিচার ক'রে ভুক্তি-মুক্তি হ'তে তফাৎ থাকেন। কৃত্রিম-প্রণালী কোন কাজে লাগে না। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা— পিশাচী ডাইনীস্বরূপা। তা'রা কখনও জীবের মঙ্গল ক'রতে পারে না। কিন্তু এরা কত অসৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছে—

---

* প্রথমতঃ অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য (শ্রীগুরুদেবের নিকটে) নাম-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণের রূপশ্রবণের দ্বারা উক্ত অন্তঃকরণ রূপোদয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণে রূপশ্রবণদ্বারা রূপ উদয় হইতে পারে। রূপ অন্তঃকরণে সম্যগ্‌রূপে উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল শ্রবণদ্বারা অন্তঃকরণে গুণগণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণ-স্ফুরণসম্পন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণে সেই বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি হয়। তদনন্তর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-সকল সম্যগ্‌রূপে স্ফুরিত হইলে লীলাশ্রবণদ্বারা লীলাস্ফুরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

জীবসমষ্টির কত অসুবিধা ক'রেছে! জাগতিক লোক ঐ সকল সাহিত্যে তাঁ'দের প্রেয়ো-রুচির সমর্থন ও ইন্ধন পান ব'লে ঐ সকল সাহিত্যেরই আদর করে থাকেন। শুদ্ধভক্তি-সাহিত্য তাঁদের রুচিকর হয় না, তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না ব'লে উহা তাঁ'দের মাথায় প্রবেশ করে না, তাই তাঁ'রা তা' বুঝ্‌তে পারেন না, এরূপ অভিযোগ করেন।

মনুষ্যজাতির সৃষ্ট পুঁথি বা বিদ্যা-বুদ্ধির উপদেশ ভাগবতের উপদেশ নয়। ভাগবতে একমাত্র পরম ধর্ম্মের কথা আলোচিত হ'য়েছে। তদ্দ্বারা অন্য কথাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা যা'বে। অপস্বার্থপর লোকের কখনও পরম মুক্তি হ'তে পারে না। তা'তে অন্য অপস্বার্থপর লোক বাধা দেয়, দেবতারা বাধা দেন। দেবতাদের পদবী ও আসন সীমাবদ্ধ, সেজন্য তাঁ'দের আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

জল থেকে দই হয় না। ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়ার কল্পনা নাস্তিকতা ও আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধি স্বপ্নসিদ্ধিমাত্র। জীব কখনও ব্রহ্ম হ'তে পারে না। জীব তজ্জাতীয় ব'লে পরব্রহ্মের সেবা ক'র্‌তে পারে, কখনও পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ পদটী গ্রহণ ক'র্‌তে পারে না।

অনন্ত অণুচেতন অদ্বিতীয় পরম চেতনের সেবক। এক ব্যক্তিই সব, অন্যে কিছু নয়,—এরূপ বিচারদ্বারা অন্যলোকের অধিষ্ঠানের প্রতি আক্রমণ করা হয়, মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্যত্বে ব্যাঘাত জন্মান হয়। যেমন Semetic Idea (জড়-ধারণা)— আগে মানুষ ছিল না, পরে ঈশ্বর কতকগুলি উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি ক'র্‌লেন। ইহা ভ্রমপূর্ণ মতবাদ। "জীবাত্মা" সৃষ্ট হ'য়েছে"— এই যে বিচার-প্রণালী, Semetic thought (জড় চিন্তাস্রোত) এর মধ্যে এসে পড়েছে, তা' চালনা ক'র্‌তে ক'র্‌তে নির্ব্বিশেষ-বাদ পাওয়া যায়। আধ্যক্ষিকতা প্রবল হ'য়ে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষবাদের বিস্তার হয়। আবার তা' পরিত্যাগ কর্‌বার জন্য 'অনল্‌হক' বা নির্ব্বিশেষ-বাদ উপস্থিত হয়। এই সমুদয় বিপথ-প্রদর্শক মতবাদগুলিকে সুদার্শনিক বিচার উন্মুলিত ক'রেছেন। ইহাই ভাগবতের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা, কাম-ক্রোধের দাস যা'রা— অমুক্ত যা'রা তা'রা এ সকল কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। সাধুগণ কোন মতবাদের পক্ষে ন'ন; তাঁ'রা নির্ম্মৎসর— তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব সুষ্ঠুভাবে প্রচার ক'রেছেন। যিনি যে পরিমাণে শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় পৌঁছ্‌তে পার্‌বেন, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান হ'তে পার্‌বেন।

ভক্তি অন্ধবৃত্তি নহে। মনুষ্য যতটা বুদ্ধিমত্তার শেষ সীমায় আরোহণ ক'র্‌তে পারেন, ভক্তি-আশ্রয়কারীর তা' অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান হ'তে হ'বে। আমরা মনুষ্যজাতির সৃষ্ট কোন কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'ব না। ইহাই নিরপেক্ষতা। মনুষ্যজাতি, দেবতাজাতি, বা কোন জাতি দেশ-বিদেশের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে যাওয়াই,— দোলো লোক হ'য়ে যাওয়া— অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। নিজ নিজ মনের কল্পনা কিম্বা মনোধর্ম্মের বিকারসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াও— মস্ত দোলো লোক হওয়া—অপেক্ষাযুক্ত হওয়া। আমরা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রলুব্ধ হ'ব না। আমাদের শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। আমরা শ্রুতির উপাসক। কর্ণবেধ ক'রে শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। আচর্য্য কর্ণবেধ কর্‌বেন, আমরা সমিৎপাণি হ'য়ে আচার্য্যের নিকটে অভিগমন ক'র্‌ব।

আমাদিগকে বাস্তব বস্তু জান্‌তে হ'বে— শ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা; নিজের অনূচানমানিতার দ্বারা নহে, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা নহে, তা'তে বাস্তব বস্তু জানা যায় না। বাস্তব বস্তু কি? 'বাস্তব' কা'কে ব'লে? সশক্তিক বস্তুর নাম— বাস্তব বস্তু। সশক্তিক জিনিষ— বাস্তব। বস্তুকে জানা অর্থে—জ্ঞান। নিশঃক্তিকবাদের ঈশ্বর (?)—নাস্তিকতা— Part and parcel of phenomena—পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা ভাব-বিশেষ। শিবদং—যে বস্তু মঙ্গল দান করে, কল্যাণকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচরণ। আর Concocted thought এর pursuit (উদ্ভাবিত চিন্তাধারার অনুসরণ) অমঙ্গল।

ত্রিতাপ কি? আধিদৈবিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে না। আধিভৌতিক—একটা মানুষ আর একটা মানুষের উপর, একটা পশু বা প্রাণী অন্য একটা মনুষ্য বা পশু প্রভৃতি প্রাণীর উপর অত্যাচার ক'র্‌ছে। নাস্তিক জগতের পরোপকার এই শ্রেণীর; সেগুলি পরোপকার নয়—মূলতঃ অত্যাচার। প্রথমতঃ একটা প্রেয়ঃপূর্ণ পরোপকারের মুখোস পরা, চরমে সজ্জিত ময়ূরপুচ্ছগুলো একে একে টেনে ফেল্লেই দেখা যায়— মহা অপকার— অত্যাচার! আধ্যাত্মিক তাপ যত intellectual parade (অক্ষজজ্ঞানের কসরৎ)। Lewis এর History of philosophy তে intellectual parade এর একটা Catalogue (সূচী) আছে। জাগতিক encyclopedia (বিশ্বকোষ) গুলিতে আছে।

ভাগবত পড়্লে ত্রিতাপ থাক্‌তে পারে না। শিবদ বস্তুর অনুশীলন ক'র্‌লে মনুষ্যজাতির ভোগা-দেওয়া ধারণাগুলির অধীন হ'তে হ'বে না।

কৃষ্ণভক্তি বাস্তব বস্তু। ইহা ভাগবতের পরিসমাপ্তিতে বর্ণিত হ'য়েছে,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ * (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

আগে স্মৃতি ছিল, পরে বিস্মৃত হ'য়েছে। জন্মান্তরবাদ, একজন্মবাদ—এরূপ কথা নহে। সত্ত্বের শুদ্ধি হয়। সত্ত্ব—existence, absolute position, তা'তে যে-সকল অসুবিধা প্রবেশ ক'রেছে, সেগুলো হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়।

আত্মাই আত্মার সেবা কর্‌তে পারে। 'বৈরাগ্য'—কৃষ্ণস্মৃতি-বিরোধিনী কথা ত্যাগ। বিজ্ঞান যা গ্রহণ কর্‌তে হ'বে। চিকিৎসক-সম্প্রদায় স্থূলদেহের কথা বলেন; জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদেহের কথা বলেন। অনাত্মভক্তি—আমরা বিমুখ অবস্থায় এখন যা কর্‌ছি অর্থাৎ খণ্ডবস্তুর সেবা অখণ্ড-বস্তুকে সেবা কর্‌লে সকল বস্তুরই যোগ্য পরিচর্য্যা হয়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ‡ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

জোড়া-তাড়া দেওয়া জিনিষ বদল হ'য়ে যায়। Civic things—secular things (অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা) অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা। পরমাত্ম-ভক্তিই একমাত্র আবশ্যক। Speculative literature (মননশীল সাহিত্য) এখন থাক; কারণ, সময় খুব অল্প। কৃষ্ণভক্তি সহজ, Cooked drink (পক্ক পানীয়)। (তা'তে) সঙ্গে সঙ্গে এখনই শং অর্থাৎ মঙ্গল পাওয়া যাবে। মায়াতে অবরুদ্ধ হ'বে না। পরমার্থ ভক্তির মধ্যে সমস্ত অবস্থিত। হরি-কীর্ত্তন সর্ব্বদা করা আবশ্যক—অনন্তকাল করা আবশ্যক—একমাত্র আবশ্যক।

---

* কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলস্মৃতি মানবগণের অশুভ-বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীহরিভক্তি এবং বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

‡ যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্-পৃথক্-ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না) প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্-পৃথক্-ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

প্রশ্নোত্তর

(মানদত্ব)

১। 'মানদ'-শব্দের অর্থ কি ?

"'মানদ'-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থ-লক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতিদ্বিষতি বা; মধুর-বাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি।" —শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৩

২। যথাযোগ্য সম্মানদান বলিতে কি বুঝায় ?

"বৈষ্ণবেরই সম্মান; বৈষ্ণবসন্তান যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তিতারতম্যক্রমেই সম্মানের তারতম্য; আর বৈষ্ণবসন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে; যিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না।" —চৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩। নিজকে গুরুবুদ্ধি করা কি মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে ?

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
—'প্রার্থনা লালসাময়ী' ৮, কঃ কঃ

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি

১। একান্তভক্তের বিশ্বাসটি কি ?

"কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,— একান্তভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন।"
—চৈঃ শিঃ ৬।৩

২। ব্যবহারিক দুঃখ উপস্থিত হইলে নামাশ্রিত ভক্ত কি করেন ?

ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়।
অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়॥
নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা।
গোবিন্দশরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥
—ভঃ রঃ চতুর্থ যামসাধন

৩। পরা মুক্তি ও পরা ভক্তি কি পৃথক্ তত্ত্ব ?

"মুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই,— ইহাই প্রতীত হয়।" —তঃ সূঃ, ১৯ সূঃ

৪। ঐকান্তিকগণ কোন্ কোন্ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন ?

"একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না।"

—'সমালোচনা' সঃ তোঃ ১০।৬

৫। নামসাধকের কোন্ বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক ?

"যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটি বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা; ইহাকে 'নির্ব্বন্ধ' বলা যায়।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৬। 'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ কি ?

"'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে এক-লক্ষ নামের নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিলকাল নামেতেই ব্যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।" —'প্রসাদ', হঃ চিঃ

৭। ব্যবধানদোষ কি পরিত্যাজ্য নহে ?

"নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক,— নামগ্রহণসময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৫

৮। নামগ্রহণকালে সাধকের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত ?

"নাম গ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৬

৯। নামাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ম্মজ্ঞানসম্মত প্রায়শ্চিত্ত করণীয় কি ?

"যাঁহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয় ভক্তিঃ' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।১৭

১০। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ব্যক্তির আচার-বিচার কিরূপ ?

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য— এই ছয়টি চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণসেবামূলক বৈষ্ণবসংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রীসংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না; কৃষ্ণ-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন; সুতরাং পরপীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,— ক্রোধ সে-স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়; কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর পাল খাওয়া-পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না; মোহকে চিদ্‌রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণবচরিত্রে মোহিত হন; ধনজন ও জড়-সুখাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না;— অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। **মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন একেবারে ত্যাগ করেন।** এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়।"

—'নামবলে পাপপ্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ,' সঃ তোঃ ৮।৯

১১। মতবাদের কপটতাশ্রিত নামসাধকক্রব ব্যক্তিগণ কি প্রেম লাভ করেন ?

যেরূপ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও রোগী ফল প্রাপ্ত হয়, সেরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নামফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটত

আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চ ফল আর দেন না।"

—'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তিঃ' শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩।২৪

১২। প্রকৃত ব্রজবাস কিরূপ?

"অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই 'ব্রজবাস'। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা যাহাতে বিরোধী না হয়—এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে।" —জৈঃ ধঃ ৪০ শঃ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২৪)

শ্রীভগবান্ ঋষভদেব বলিয়াছেন—

প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥ (ভাঃ ৫।৫।৬)

বাসুদেব আমাতে যাবৎ প্রীতির আবির্ভাব না হয়, তাবৎ দেহ সম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ হয় না।

জীবস্বরূপ আত্মার কোন দুঃখ নাই, তাহা অণু-আনন্দ-স্বরূপ। দেহে অভিনিবেশ বশতঃ যাবতীয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। স্থূলদেহে সমস্ত জীব প্রায়ই কোন না কোন দুঃখ ভোগ করে; তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে; সূক্ষ্মদেহী দেবগণেরও কখনও কখনও দুঃখ ভোগ উপস্থিত হয়, তাহা পুরাণাদিতে শ্রুত হয়। স্থূলদেহে বা সূক্ষ্মদেহে দুঃখ নাশের যত চেষ্টাই করা যাউক না কেন আত্যন্তিক দুঃখ নাশ ঘটে না। প্রেমভক্তিদ্বারা সেই দেহসম্বন্ধ ঘুচিলে ভগবৎপ্রীতিদ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। শ্রীঋষভদেবের বাক্যে প্রীতির অন্তর ফল দেহাসক্তি পরিহারের কথা বলা হইয়াছে. উহা প্রীতির প্রথমোদয় অবস্থা। তাহাতে ভগবন্নিষ্ঠা বর্ত্তমান থাকায় উহা সাধকগণের পরম-হংস্যাশ্রমের পরাকাষ্ঠা,— সর্ব্বোচ্চাবস্থা।

অধ্যাত্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণকে পরমহংস বলা হয়। আত্মনিষ্ঠা হইতে ভগবন্নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাদ্যাসক্তি-রহিত ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি পরমহংসগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থা প্রিয়ব্রত প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অচলা মতি হয়। গৃহব্রতগণের তাহা কি প্রকারে সম্ভব— শ্রীপরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবের উক্তি— শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলের মকরন্দ আস্বাদনে যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হয়, তাঁহারা ভাগবত পরমহংসগণের প্রিয়তম শ্রীভগবানের কথাকেই পরমমঙ্গলপদবী জ্ঞান করেন। উহা কদাচিৎ কোন প্রকার বিঘ্নদ্বারা প্রতিহতা হইলেও তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করেন না, বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করেন না বলিয়াই শ্রীপৃথু মহারাজের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ॥　(ভাঃ ৪।২০।১২)

সম্পদই উপস্থিত হউক, আর বিপদই উপস্থিত হউক, ভক্তগণ আমাতে সৌহৃদ্যবদ্ধ বলিয়া ভজন হইতে বিচলিত হন না।

যদি তাহাই হয় তবে অগস্ত্যমুনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে অভিশাপ দিলেন কেন?

ইন্দ্রদ্যুম্ন পাণ্ড্যদেশের রাজা ছিলেন। তিনি মলয়াবনে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া মৌনব্রত ধারণপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। সেই সময় অগস্ত্য যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হন। রাজা ভগবদারাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন বলিয়া অগস্ত্যের অভ্যর্থনাদি করেন নাই। তাহাতে অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন— এ দুষ্ট অতিশয় অসাধু। এ ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছে। গজ যেমন স্তব্ধমতি এও সেইরূপ। সুতরাং ইহার হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ হউক।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈষ্ণবাচার লঙ্ঘন করার জন্য অগস্ত্য তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন—ক্রোধহেতু নহে।

শ্রীপরীক্ষিতেরও ব্রাহ্মণাবজ্ঞা ক্রোধাবেশের পরিচায়ক নহে, তাঁহাকে নিজপার্শ্বে আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই পরীক্ষিত ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন— আমি অতি কুকর্ম্মী, পাপাত্মা,

সর্ব্বদা গৃহাসক্ত। আমার নিমিত্ত সর্ব্বেশ্বর বৈরাগ্যের হেতুভূত ব্রহ্মশাপ-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যাহাতে গৃহাসক্ত ব্যক্তির নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে।

যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি প্রকটিত হন, তাঁহাদের অন্য বিষয়ে অভিনিবেশ থাকে না। কদাচিত কোন ভক্তে তাহা দেখা গেলেও তাহা বাস্তব নহে, আভাস মাত্র। উহার মূলে ভক্ত বা ভগবানের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে জানিতে হইবে।

প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার লক্ষণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্যে সূচিত হয়। মহাত্মা প্রহ্লাদ অকিঞ্চন ভক্তগণের সঙ্গে উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবা লাভ করিয়া পরমানন্দ বিস্তার করতঃ অন্য দীনজনের চিত্তকেও শান্ত করিতেন।

প্রীতির প্রকটোদয়াবস্থার লক্ষণ দুইজনের মধ্যেই দেখা যায়—। এক প্রিয়ব্রত, অপর শ্রীপ্রহ্লাদ। ইষ্টে পরমাবেশ এবং ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও সেই আবেশ ভক্তের অভাব প্রিয়ব্রতে দৃষ্ট হয়। আর প্রহ্লাদে পরমানন্দ পূর্ণতা এবং অন্য দুঃখীজনকে সুখপূর্ণ করার যোগ্যতা যাহাতে ভগবৎপ্রীতি প্রকট হয় তাহার মধ্যে এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। প্রীতির দর্শিত প্রভাব আবির্ভাবের কথা শ্রীশুকদেবের চরিত্রে দেখা যায়। শ্রীনারায়ণ পঞ্চরাত্রে মহাদেবের উক্তি—

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥

হরিভাবে উন্মত্ত ব্যক্তি আপনার সুখ দুঃখ কিছুই জানেন না। তিনি সর্ব্বদা পরমানন্দে আপ্লুত থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বরূপদ্বারা ও গুণদ্বারা এই ভক্তির বিষয় কথিত হইয়াছে—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন আমি সকলের উৎপত্তির হেতু। সকলের প্রবৃত্তি আমার অধীন— ইহা নিশ্চয় করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রীতির সহিত আমার ভজন করেন। তাঁহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরে ভগদ্বার্ত্তালাপ করেন, নিয়ত আমার কথা বলিয়া তুষ্টি ও প্রীতি লাভ করেন। যাঁহারা এইরূপে আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করেন, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যে বুদ্ধির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীভগবানে চিত্তের অভিনিবেশ ঘটিলেই প্রীতির আবির্ভাব হয়। ভগবৎসেবাই প্রীতির কার্য্য ; তিনি কিরূপ. তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন— নিখিল পরমানন্দ চান্দ্রকার চন্দ্রমা। চন্দ্র যেমন কিরণদ্বারা জগৎকে আনন্দিত করে, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ পরমানন্দদ্বারা জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন। যেখানে যে আনন্দ আছে, সকলের মূল তাঁহার স্বরূপস্থিত আনন্দ। তিনি কেমন? অসমোর্দ্ধমধুর— যাহা হইতে অধিক মধুর কিছু নাই, যাহার সমান মধুরও নাই, তিনি অসমোর্দ্ধমধুর। তিনি কিরূপে এত মধুর? তাঁহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনবরত উল্লাস, এইজন্য মধুর। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মায়াতীত, অনন্ত বিশালময় প্রাকৃত সত্ত্বগুণের উপজীব্য অর্থাৎ ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত সত্ত্ব রক্ষা পায়, আর তিনি সকল ভুবনের সৌভাগ্য সারসর্ব্বস্ব।

শ্রীভগবানে চিত্তের অভিনিবেশ ঘটার হেতুটী দুর্জ্ঞেয়।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যে ১২শ)

এজন্য বলিলেন কোনরূপে। তবে ভগবদ্ভক্তের কৃপাই ইহার মূল্য হেতু। শ্রীভগবানে মনঃসংযোগ ঘটিলে কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রীতির উদয় হয়। সেই প্রীতির গতি অবাধভাবে শ্রীভগবানের দিকে বলিয়াছে। অন্য কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে খণ্ডিত করিতে পারে না। ভগবৎসেবা ছাড়া অন্য তাৎপর্য্য অন্য ফলাকাঙ্ক্ষা সেখানে থাকিতে পারে না। তাঁহার স্বরূপ হ্লাদিনীসার বৃত্তিবিশেষ। ভগবদানুকূল্যাত্মক আনুকূল্যের অনুগত ভগবৎপ্রাপ্তি-অভিলাষময় জ্ঞান-বিশেষ তাঁহার দেহ, উক্ত জ্ঞান যাঁহার আছে এরূপ ভক্তের মনোবৃত্তিই প্রীতির স্বরূপ।

প্রীতির সবিশেষ পরিচয় প্রদানের জন্য মূর্ত্তিমান বস্তুর মত তাহাকে দর্শন করা হইল। প্রীতিমূলে হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষ— ভক্তের মনোবৃত্তি-বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় এবং উক্ত প্রকারের অভিলাষাদিময় জ্ঞানবিশেষরূপে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

প্রীতি পীযূষপুর হইতেও সরস আপনাদ্বারা নিজদেহ রসযুক্ত করিয়া থাকে। পীযূষ অর্থে সুধা। তাহার মত উপাদেয় বস্তু আর নাই, প্রীতি এই সুধা হইতেও সুস্বাদু-উপাদেয় আপনাদ্বারা নিজদেহকে উপাদেয় করিয়াছেন। প্রীতির অবয়ব ভক্তের মনোবৃত্তিবিশেষ। প্রীতির এই মধুর মূর্ত্তি শ্রীভগবানের উপভোগ্য। তজ্জন্য তিনি সতত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রীতির উপাদেয়তা তাহার রূপ-রস।

রূপ রসবতী রমণী স্বভাবতঃ চিত্তাকর্ষণে সমর্থা। তাহাতে যদি সে অলঙ্কৃতা হয়, তবে আরও চিত্তহারিণী হইয়া থাকে। প্রীতির ভূষণ ভক্তকৃত আত্মসঙ্গোপন-রূপ চন্দ্রহার, অশ্রুবিন্দু-রূপ মুক্তা অর্থাৎ প্রীতির আবির্ভাবে ভক্ত যে আত্মগোপন চেষ্টা করেন আর অশ্রুবিন্দু মোচন করেন, তাহাতে প্রীতির মাধুর্য্য বাড়িয়া যায়।

কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব ও ভূষণের সৌন্দর্য্য কোন রমণীর উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে সে সঙ্গে সদগুণের সমাবেশ চাই। প্রীতিতেই একাধারে সকল সদগুণ নিহিত আছে। নিখিল পুরুষার্থ সম্পত্তি মুক্তি পর্য্যন্ত সকলকে প্রীতিদানী করিয়া রাখিয়াছেন। প্রীতি শ্রীভগবানে পাতিব্রত্য-ব্রতনিষ্ঠা সমাচরণদ্বারা আত্মহারা হইয়া আছেন অর্থাৎ পতিব্রতা রমণীর একমাত্র পতিতে নিষ্ঠা থাকার ন্যায় প্রীতিরও একমাত্র শ্রীভগবানে নিষ্ঠা, তাঁহার সুখসম্পাদনই প্রীতির একমাত্র ব্রত। এই প্রীতির চেষ্টা ভগবানের মনোহরণ করা। পতিব্রতা যেমন নানা সেবা চেষ্টা দ্বারা পতির মনোহরণপূর্ব্বক সেবাপরায়ণা হইয়া পতিসান্নিধ্যে অবস্থান করে। প্রীতিও তদ্রূপ নানা চেষ্টা দ্বারা ভগবানের মনোহরণপূর্ব্বক তাঁহার সেবানিরতা থাকেন।

এই প্রীতি অখণ্ডা হইলেও স্বীয় বিষয়াবলম্বন শ্রীভগবানের আবির্ভাব তারতম্যানুসারে প্রীতিরও তারতম্য হয় অর্থাৎ যে স্বরূপে ভগবত্তার পূর্ণ বিকাশ, তথায় প্রীতিরও পূর্ণাবির্ভাব আর যেখানে ভগবত্তার আংশিক বিকাশ, তথায় প্রীতিরও আংশিক আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের

ভক্তগণ তাঁহাকে যত প্রীতি করেন, অংশাবতারের ভক্তগণ তাঁহাদের ইষ্টকে তত প্রীতি করেন না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই প্রীতির পূর্ণতম আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি অবলম্বন করিয়াই পূর্ণাবির্ভাবের বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

মহামুনিগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আবির্ভাবের পূর্ণতা দেখিয়া প্রীতির পূর্ণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য মদ্গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ। (ভাঃ ১০।৮৪।১১)

সাধুগণের একমাত্র গতি আপনার সঙ্গ লাভ করিয়া অদ্য আমাদের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও চক্ষুসকল ধন্য হইয়াছে— যাহা শ্রেয়ঃ সকলের পরাবধি। —ইহা বশিষ্ঠ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, নারদ, বেদব্যাসাদি মুনিগণের উক্তি। যাঁহারা ভগবদ্‌বিষয়িনী নানা ভক্তিরসবিদ্ এবং নানা ভগবদাবির্ভাব দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের উক্তি।

শ্রীউদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন—

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িক স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গম্॥ (ভাঃ ৩।২।১২)

নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শন কর্ত্তা (শ্রীকৃষ্ণ) মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী যে রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিজেরও বিস্ময়কর, সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা। সেরূপের অঙ্গসকল ভূষণের ভূষণ স্বরূপ। যে-সকল ব্যক্তি তাঁহার বৈভব অবগত আছেন, তাঁহাদের সকলকে বিস্মিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এইরূপ নিজেরও বিস্ময়কর। যেহেতু ইহা সৌভাগ্য (সৌন্দর্য্য) সম্পত্তির পরমপদ — পরমাশ্রয়। তাঁহার সৌভাগ্য হেতু কি ভূষণ আছে? অন্য ভূষণের প্রয়োজন নাই, তাঁহার অঙ্গই ভূষণের ভূষণস্বরূপ। তাহা মর্ত্ত্যলীলায় উপযোগী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বর্ণনা এই প্রকার—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ এবে শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্ব্ব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকাশিলা নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে ওঠে কাম।
সুসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপ তার নিত্যধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বান, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণের মন॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য ২০শ পঃ)

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

চতুর্থ বার্ষিক বিরহতিথি-পূজোপলক্ষ্যে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[৯]

জয় জয় শ্রীরাধাবিনোদের শারদীয়-রাসলীলা।
শ্রীবৃন্দাবনে গোপীসনে নিত্য যাঁর খেলা॥
নবদ্বীপে কীর্ত্তন-রাসে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা।
পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গে লইয়া প্রেমরসে ভোলা॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্রের রাসের ইচ্ছা হয়।
পৌর্ণমাসী যোগমায়া লীলা বিস্তারয়॥
বংশীনাদে সর্ব্বজনে করে আকর্ষণ।
অনঙ্গমোহন-রাগে হয় অচেতন॥
গৃহকুঞ্জ ছাড়ি সবে রাসে আগমন।
নবীনমদনে হেরি ধৈর্য্য নহে মন॥
রাসেশ্বর-রাসেশ্বরী রাস-বিরচয়।
সরস্বতীকুঞ্জে রহি 'কেশব' হেরয়॥
লীলাকুষ্টে মোর প্রভু রহিতে নারিল।
অনঙ্গদহনে কৃষ্ণে প্রাণ সমর্পিল॥
লীলাময়ের লীলার সহায় হইল।
হেথা সর্ব্ব ভক্তগণ বিরহে ভাসিল॥
বাক্যে নাহি স্ফুরে যাহা সে দৃশ্য দেখিল।
ভক্তরূপ মীনগণ শোকেতে মজিল॥
কাণ্ডারী বিহীন হ'য়ে সব ভক্তগণ।
হা হা প্রভো শ্রীকেশব! বলি করেন রোদন॥

অগতির গতি প্রভু কোথায় চলে গেলে।
আশ্রিতজনেরে দুঃখসাগরে ভাসালে ॥
সরস্বতীপ্রেষ্ঠ তুমি 'কৃতিরত্নধারী'।
পূরালে প্রভুর কাম জগত উদ্ধারী ॥
করুণার দৃষ্টে প্রভু (যদি) চাহ একবার।
অনায়াসে পার হব এ' ভব-সংসার ॥
বিরহ-বাসরে আজি তব গুণ গাই।
জনমে জনমে যেন ও' চরণ পাই ॥
তব দাসগণ-মধ্যে চরণসেবন।
প্রার্থনা করয়ে সদা দীন 'হরিজন' ॥

নিত্যসেবাভিলাষী—
শ্রীগুরুসেবাব্রতধৃক্
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু হরিজন

[২]

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

বিরহ-স্মৃতি-কণ্টক আজি হানে মোর মর্ম্মদ্বারে।
বৎসরান্তে হৃদয়-যন্ত্রে গুমরে তোলে ঝঙ্কারে ॥
বেহাগের করুণসুরে স্তব্ধ করে মূর্ছনায়।
বিরহীর বিদগ্ধ প্রাণ শত শত বেদনায় ॥
একে একে ভেসেই ওঠে স্মৃতি-ফুল-পাপড়ীদলে।
স্নিগ্ধ করে জগৎ জুড়ে গন্ধে মাতায় পরিমলে ॥
গুরুনিষ্ঠা-সত্যপ্রাতিষ্ঠা-নির্ভীকতার নিদর্শন।
আদর্শরূপে দীপ্ত মূর্ত্তপ্রতীক বেদান্তদর্শন ॥

মৃদু মন্দ হাস্যমাখা চির রুচিরানন-চন্দ্রিমা।
অপরূপ-নটলাস্যভরা তব গমন-ভঙ্গিমা॥
বৈষ্ণবগগনের তুমি নিত্যনবীন পূর্ণশশী।
গুণগণ-কিরণছটায় উজলিলে দশদিশি॥
তুমি যে অমরা কীর্ত্তি রাখি গেলে জগৎমাঝারে।
স্মরণ-বলে ঘোচায় ভব-চিরঘোর অন্ধকারে॥
তেকারণে প্রভুপাদ তব "কৃতিরত্ন" দিলা নাম।
ধন্য-পুণ্য করি ধরাবাসী চলি গেলা নিত্যধাম॥
অন্তরে কাহারো অভাব যতই জাগে দিনে দিনে।
পাবার মাঝে ততই বাড়ে প্রীতি-ভক্তি অনুক্ষণে॥
ভাগবতে যেই আদর্শ যাজ্ঞিকপত্নী-বিবরণে—
"কৃষ্ণপ্রীতি জাগে হৃদে শ্রবণ-দর্শন-গানে-ধ্যানে"॥
ইহাই যেন কেবল লক্ষ্য হয় জীবন-মরণে।
বিরহমাঝেই দিবে দেখা আনন্দেরি-প্রস্রবণে॥
হে দেব! তব করুণাবারি একমাত্র ভরসায়।
স্মৃতির অর্ঘ্য সমর্পিনু শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনায়॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মাসবলেশপ্রার্থী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উর্দ্ধমন্থী

[৩]

বিরহী-হৃদয় কাঁদিয়া ফিরিছে
তোমার সমাধিতলে,
চলে গেছো প্রভু, ফেলে গেছো মোরে,
বক্ষ ভাসে আঁখিজলে।
ছাড়িয়া গিয়াছ, কিবা সাথে আছো
ভাবিতেছি সদা তাই,
নিত্যকালের তুমি যে শরণ
তবজন মুখে পাই।

দাস ছাড়িলে ছাড়িতে পারে,
প্রভু দাসে নাহি ছাড়ে,
বেদোপনিষদ ফুকারি ফুকারি
কহিতেছে বারে বারে।
"সেবক তারিতে গোলোক হইতে
অবশ্যই আসিব আমি"—
শ্রীমুখকমলে শুনেছিনু মোরা
তোমার অভয় বাণী।
সেই ভরসায় বিরহ-বাসরে
তব কৃপা-কণা চায়,
তব সেবা দানে লহ নিজস্থানে
অভাজন নিরূপায়।

নিত্যদাসাভিলাষী—
"নিকুঞ্জ"

[৪]

বিরহ-সাগরে ডুবায়ে সবারে
এমত কি চলে যেতে হয় ?
হ'ল জর জর সবার হৃদয়
গ্রাসে আজ বুঝি কলি-ভয়।
চন্দ্র মলিন হইল আকাশে,
বাতাস ভরিল বেদনার শ্বাসে,
ভ্রমর-ভ্রমরী নাহি গুঞ্জরে,
বিহগ কুজন ভুলি' রয়!
হাটে-মাঠে-ঘাটে বনবীথি তটে
শুধু হাহাকার ভরি' রয়!
কে জানে তুমিগো মোদের ত্যজিয়া
কতকাল দূরে র'বে আর!

দুর্দ্দিন-মেঘে ঢাকে বসুমতী
ঘনায় বিষাদ-আঁধিয়ার।
বিরহ-গরল ঢালা চৌদিকে,
ময়ূর-ময়ূরী আর নাহি নাচে,
গঙ্গা-বক্ষে উঠে না উজান—
উছল হাস্য নাহি তার।
চকিত-নয়না বনের হরিণী
নীরবে চাহিছে চারিধার!
বিরহের তাপে ফেলিয়া মোদেরে
কোথা গেছ তুমি হে ঠাকুর?
শ্যামেরে তুষিতে ব্রজ-সখী হ'য়ে
গেছ বুঝি তুমি ব্রজপুর!
হের হেথা কাঁদে তোমার নদীয়া,
সান্ত্বনা কেহ না পায় খুঁজিয়া,
মনে কি পড়ে না তব লীলাধাম?
সবই কি ভুলেছ হে নিঠুর?
প্রাণ কি কাঁদে না আমাদের তরে?
কভু কি হও না ব্যথাতুর?
হে প্রাণ-দয়িত, তোমার চরণে
সঁপেছি মোদের প্রাণ-মন,
তব সেবা ছাড়া অন্য কামনা
করি নাই মোরা কোনক্ষণ।
তবু চলে গেলে মোদেরে ফেলিয়া,
থাকিতে পারি না এ জ্বালা সহিয়া,
বিরহ-ব্যাকুল অন্তরে আজি
কেঁদে কেঁদে ফিরি অনুক্ষণ!
ওগো লোক-গুরু, হেথা এসে কভু
আর কি দিবে না দরশন?

সেবকাধম—"চিত্তরঞ্জন

[৫]

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সারদীয়-রাসযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীমতী উজ্জেশ্বরী দেবীর ব্রতারম্ভ-দিবসে যখন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম-বাসিগণ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মগন সেই সন্ধিক্ষণে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবর স্বায়ং-কালীন নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ।

* * *

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান ।
শক্তি দাও করিতে তব গুণ-গান ॥
সারদ রাস-যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ।
সঙ্গী হইলেন ললিতাদি সখী সাথে ॥
গোলোকে আছ তুমি শ্রীকৃষ্ণ-সাথী হয়ে ।
হেথায় মোরা কান্দিতেছি তোমায় না পেয়ে ॥
তোমার বিরহ-ব্যথায় আছন্ন আজ সবে ।
তোমা হেন রতন মিলিবে কি আর এ'ভবে ॥
তব পাদস্পর্শে ধরা লভেছিল শান্তি ।
জীবকুল হয়েছিল পরমানন্দিত ॥
দেখেছি তব উদার স্বভাব সরলতা ।
মিষ্টি-মধুর হাসী-খুসী স্নেহভরা কথা ॥
ইতর প্রজল্পে (রত) দুষ্ট মন সদা ধায় ।
শিখাইলে কৃষ্ণকথা তুমি অমায়ায় ॥

কি অভাব হইয়াছে কাহারে জানাব।
তোমা হারা হ'য়ে বেদন ক'রে বা কহিব ॥
জ্ঞান-কর্ম্মে মত্ত যারা তারা না বুঝিবে।
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-বাণী তথা না স্ফুরিবে ॥
তুমি স্ফুরিছ সদা নিজপ্রেষ্ঠ-মাঝে।
রূপ-কান্তি তেজভিন্ন মনোহর সাজে ॥
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন তদাভিন্ন জানি।
রোধিবারে অধর্ম্ম-কুধর্ম্মের গ্লানি ॥
যিনি শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ।
তব মনোভিষ্ট করেছেন পূরণ ॥
শ্রীভক্তিবেদান্ত যতি ত্রিবিক্রম।
তব আদেশ পালনে রত সর্ব্বক্ষণ ॥
আর যত ত্রিদণ্ডিযতি ব্রহ্মচারিগণ।
সবাই করেন তব মহিমা কীর্ত্তন ॥
সকল বৈষ্ণবপদে করি নমস্কার।
কোন অপরাধ না লইবে আমার ॥
বন্দি আজ তব তিরভাব-তিথি।
ও' রাতুল চরণে থাকে যেন মতি ॥

আপনার শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী
ভাগ্যহীনা—
(শ্রীমতী) গিরিবালা (দেবী)
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

চিত্তবিভ্রম

মাদকদ্রব্য-সেবন, ষড়্‌রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য প্রভৃতি চিত্তবিভ্রমের কারণ। মাদকদ্রব্য-সেবনদ্বারা জগতে কি প্রকার ভীষণ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা ইতিহাস ও সংবাদপত্র পড়িলেই বেশ জানিতে পারা যায়। অবশ্য এরূপ অনেক নৃশংস ঘটনাও মাদকসেবী-দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে যাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় না। বস্তুতঃপক্ষে মাদকদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রায় সকল পাপই অবস্থিত। মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন, তামাক ও গুবাক প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক-দ্রব্য এরূপ উগ্র যে, তাহাতে সহজেই স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া থাকে। অহিফেন চিত্তকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া পশুবৎ করিয়া ফেলে। তামাক সেবনেও মন জড়ীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং মাদক দ্রব্যের সংস্পর্শে যে কাহারও যাওয়া উচিৎ নহে তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হওয়া উচিত।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য— এই ছয়টি রিপু চিত্তের প্রধান শত্রু। মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহারা চিত্ত অধিকার করিয়া পাপ প্রবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। ভগবদ্ভজনের জন্য দেহযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন তদতিরিক্ত জিনিষের জন্য যে বাসনা উদয় হয় তাহাকে কাম বলা হইয়া থাকে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কামের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়াছেন— "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।" ভগবদ্ভজন উদ্দিষ্ট বিষয় না হইলে শরীরকে শুধু ব্যাধি প্রভৃতি হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য দেহযাত্রোপযোগী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলেও কামের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কামনার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। ক্রোধের ফলে মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কলহ, কটুবাক্য ও অন্যের প্রতি আঘাত, প্রভৃতি পাপকার্য্য করিয়া থাকে। কামনা-পূরণের সহায়ক-রূপে লোভ মিত্রবেশে উপস্থিত হইয়া বিষকুম্ভপয়োমুখরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লোভী ব্যক্তি না করিতে পারে এ প্রকার অন্যায় কার্য্য অতি অল্পই আছে। কামেরই বন্ধু মদ। আপনাকে বড় বলিয়া জানিবার যে প্রবৃত্তি তাহাই মদ। আপনাকে সত্য সত্যই ক্ষুদ্র জ্ঞান হইলে বিনয় চিত্তের ভূষণ হয়। তৎফলে মদ স্বীয় বিক্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃপক্ষে

নিজেকে অণু চিৎ জীবাত্মাজ্ঞানে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলে মদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মোহ কি প্রকারে অশুভ উৎপাদন করে তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। অপরের উন্নতি সহ্য করিতে না পারাই মাৎসর্য্য—এই ছয়টীর যে কোনটী অতি সহজেই চিত্তবিভ্রম করিয়া ফেলে।

চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতার উদয়। নাস্তিকতা দুই প্রকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। ভগবান্ নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং আছে কিনা এরূপ সন্দেহ করা—উভয়ই নাস্তিকতার অন্তর্গত। সুস্থচিত্তে ভগবৎসেবারশ্মি সর্ব্বদাই বিরাজিত। সেই ভগবানের অস্তিত্বের প্রতি যদি সন্দেহের উদয় হয় তাহা হইলে চিত্ত যে প্রকৃতিস্থ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অনেক ঘটনা দেখা গিয়াছে যাহাতে একই ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় আস্তিক এবং অসুস্থ অবস্থায় নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ ব্যক্তিই আবার সুস্থ হইলে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। কোন কোন ব্যক্তি উন্মাদ অবস্থায় অহরহঃ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করে কিন্তু কৃষ্ণ কে জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে, আমিই কৃষ্ণ। এই মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচয়।

জাড্য বা আলস্যও চিত্তবিভ্রমেরই পরিচায়ক। চিত্ত সুস্থ থাকিলে 'কীর্ত্তনীয় সদা হরি'র উদাহরণ তাহাতে পাওয়া যায়। অসুস্থ অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পরিত্যাগরূপ জাড্য হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া বসে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই কলি রাজা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইবার সময় চারিটী দ্রব্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহা দ্যূত, পান, স্ত্রী ও জীবহিংসা। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণ বলিয়া একটী দ্রব্যও পরীক্ষিৎ কলিকে দিয়াছিলেন। কলির বিক্রমে চিত্তবিভ্রম না হইয়া পারে না। কলির উক্ত স্থানপঞ্চকে যে আমাদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে স্থানে হরিকীর্ত্তন হইতে বিরতি সেই স্থানেই কলি প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যে স্থানে ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন তথায় ভগবানের অবস্থিতি। চিত্তবিভ্রম হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সদ্বৈদ্য সাধুগণের পাদপদ্ম আশ্রয়ই একমাত্র কৃত্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ**

বংশ ও পরিবার

সাধারণতঃ অনেকে পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করেন, "আপনি কোন্ পরিবার ?" আপনার পিতার নাম কি ? পিতামহের নাম কি ? প্রপিতামহের নাম কি ? মাতুল কে ? কিন্তু জড়দেহসম্বন্ধীয় বার্ত্তা বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় নহে। "কোন্ পরিবার ?" এটী পারমার্থিক পরিচয়। বৈষ্ণবগণ বংশের পরিচয়কে অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁহারা জানেন "এসব দেহের পরিচয়, দেহ গেলে কেউ কারো নয়।" বংশের পরিচয় জীবের নিত্যপরিচয় নহে, কিন্তু পারমার্থিক পরিচয় নিত্য। জীবের যখন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিপুঞ্জের আবির্ভাব হয়, তখন নিত্যসিদ্ধ দেহে যাঁহার কৈঙ্কর্য্যে তাঁহার শ্রীহরিভজন-যোগ্যতা, তাঁহার চরণাশ্রয় সুলভ হয়। এইরূপে গুরুপারম্পর্য্য নিত্য জানিতে হইবে। ইহাতে নশ্বরদেহগত বংশ-পারম্পর্য্য কোনও বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতেছি, শৌক্রবংশ বৈষ্ণবের পরিচয় নহে।

বৈষ্ণবের পরিচয়ে 'পরিবার' বলিতে নিত্য গুরুপারম্পর্য্যকেই নির্দ্দেশ করে। 'শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার' বলিলে শিষ্য-পারম্পর্য্যে তাঁহার শাখা, প্রশাখা, উপশাখার বিস্তারই লক্ষিতব্য বিষয়, তাঁহার গণকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক নিত্যানন্দগণ, শাখা বা পরিবারের উল্লেখ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর ও তাঁহার অসংখ্য উপশাখার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই শাখাবিবেক বা পরিবার মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দবংশের কোনও উল্লেখ নাই, যেহেতু বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের শৌক্র বংশ-পরিচয় গৌরবের নির্ণায়ক বলিয়া স্বীকৃত নহে। "যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়। তথাপি সে সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" যাঁহারা বংশ-পরিচয়ে বৈষ্ণব দেখিতে চা'ন, তাঁহাদের বৈষ্ণব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান নিতান্তই অল্প। আজকাল দেখিতে পাই, আধুনিক কালে প্রাচীনের পরিচয়ে অনেক জাল পুস্তক বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ-বংশের শৌক্রাধস্তনের গৌরব করা হইয়াছে। কোন প্রাচীন প্রামাণিক ভক্তিগ্রন্থে শৌক্র বংশের কোন আদর নাই। যিনি ভক্ত, তিনিই আমাদের প্রণম্য— যে কুলেই তিনি উদ্ভূত হইয়া থাকুন। শ্রীনিত্যানন্দের রক্ত গায়ে আছে বলিয়া শৌক্র সন্তান অভিমান বৈষ্ণবগণ কখনই করেন না, ইহা অবৈষ্ণবেরই গৌরবের বস্তু। কিন্তু কখনও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শৌক্র বংশের

অভিমান করেন না। বরাহদেবের পরিচয়ে বরাহকুল পবিত্র হয় নাই, নরকাসুর ভগবৎপুত্র পরিচয়েও অসুর বলিয়াই বিদিত, যাদবকুল শ্রীকৃষ্ণসন্তান হইয়াও ভূভার বর্দ্ধন করিয়া সকলের সম্মানার্হ হন নাই, শ্রীরামচন্দ্রের অধস্তন রাজগণ রাজ-সম্মান ব্যতীত অন্য সম্মান পান নাই। এরূপ আরও বহু উদাহরণের আবাহন করা যাইতে পারে।

শ্রীঅদ্বৈতশাখা-বর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচরিতামৃত দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন,—

"অদ্বৈতাঙ্ঘ্রাব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্য-জীবনান্॥"

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অনুগত সারগ্রাহী ও অসারবাহীর মধ্যে অসার-গ্রাহী পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী শ্রীচৈতন্যদাসগণকেই তিনি প্রণাম করিয়াছেন। ইহার বিবৃতিকালে তিনি দেখাইয়াছেন,—

"পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহত আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহত স্বতন্ত্র॥
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেইমত সার॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥

*　　*　　*

মালিদত্ত জল অদ্বৈত স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুল ফল হয়॥
ইহার মধ্যে মালি পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালি দুর্দ্দৈব কারণ॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে॥"

যাহারা এই কৃশ শুষ্ক শাখার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের প্রেমফল প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অদ্বৈতশাখা বর্ণনে যে যে পুত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেকেই চৈতন্যভক্তচূড়ামণি, তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুগতদাসের শ্রীচরণরেণুই আমাদের মস্তকের ভূষণ,—

"যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যেরগণ মহাভাগবত॥

সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥

অতএব স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া রাধারমণ প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর যে যে প্রপৌত্র-পৌত্রাদি প্রভুর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া তাঁহার প্রেতশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষী, তাঁহাদের ভক্তসম্মান জানা নাই। বংশের অমর্য্যাদা প্রভু করিতে শিক্ষা দেন নাই। শাস্ত্রীয় পাংক্তেয় ব্রাহ্মণের অভাবে নিরপেক্ষ প্রভু আমার, ব্রাহ্মণের গুরু যবন-কুলোদ্ভূত ব্রহ্মহরিদাসকেই উৎকৃষ্ট পাংক্তেয় ব্রাহ্মণ জানিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং প্রভুগণের বংশপরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কাহারও আনুগত্য কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন ও পরে যদি তাঁহার পারমার্থিক অযোগ্যতা দর্শন করিয়া থাকেন, তবে—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ প্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

উন্মার্গগামী, পরমার্থতত্ত্বানভিজ্ঞ, বংশ-মদদৃপ্ত বৈষ্ণব-মর্য্যাদাশূন্য গুরু-ব্রুবের ত্যাগই একমাত্র বিধান. নচেৎ মঙ্গল নাই। তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করিলে তবে জীবের নিত্যমঙ্গলের আশা হইতে পারে, নচেৎ নহে। অন্যরূপ বিচার ভক্তের প্রতি অসূয়ামাত্র, তাহার ফল অনন্ত নিরয়।

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণব ও অভৃতক

কামনার বশবর্ত্তী হইয়া জীব পঞ্চোপাসক হন। নিষ্কাম অবস্থায় ব্রহ্মে নির্ভিন্ন হইয়া যান, তখন আর উপাসনা থাকে না। জীব যে কালে কাম-বশযোগ্য হইয়া উপাস্য কল্পিত দেবতার নিকট ভৃতি বা বেতন প্রার্থনা করেন, সেকালে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মের যাজন হয় না।

ভৃতকগণ কখনই বৈষ্ণবের গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণবের ভৃতি বা বেতন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপূজার ছলনা নাই। পঞ্চোপাসক ভৃতি বা বেতন বা কাম লাভের উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিয়া ছলনা করেন. তখন তিনি বৈষ্ণব হইতে পারেন না।

পঞ্চ প্রকার কামনা পরিতৃপ্তির মানসে অর্থাৎ লৌকিক ইন্দ্রিয়-তর্পণই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহারা আপনাদিগকে সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামনা ব্যতীত ভগবদুপাসনা করিবার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। তাঁহাদের কামনারহিত জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ঔপাধিক ইন্দ্রিয়-তর্পণমাত্র নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ রহিত হইলে তাহারা জ্ঞানের নিষ্কৃয়তাকেই চরম অবস্থা মনে করিয়া আলস্য ও জাড্যে দিনপাত করে এবং মায়ার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্রষ্টা-দৃশ্যদর্শনের সামঞ্জস্য প্রয়াস করে। সেইকালে বোধ-রহিত হইয়া তাঁহারা তমোগুণে অবস্থিত হইয়া কলুষিত আলস্যকেই ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া আত্মজ্ঞান-রহিত হয়। গুণচালিত মানব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্য কামদুঘ দেবগণের ন্যায় বিষ্ণুকেও সত্ত্বোপাদানে গঠিত মনে করে ও পরিশেষে বিষ্ণুকে বিলুপ্ত করিয়া নিজের নির্ব্বাণ বা অস্মিতারাহিত্যভাবকেই চরম কল্যাণ মনে করে। এই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসনা প্রকৃত বিষ্ণুর উপাসনা নহে। ইহা ইন্দ্রিয়তর্পণরত অহঙ্কারী কামীগণের বিষ্ণুবিদ্বেষ মাত্র। কামোপহত-চিত্ত হইয়া বিষ্ণু-হনন-স্পৃহাক্রমেই তাঁহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই চরম লক্ষ্য মনে করে, উহা বিষ্ণুদীক্ষার অভাব মাত্র।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থে 'বৈষ্ণব' শব্দের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

ভৃতকবংশ ইন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে পারে না। তাহারা যে দীক্ষার ক্রীড়া অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, উদরভরণ, প্রভৃতি নিষ্পন্ন হয় মাত্র। কিন্তু বিষ্ণুসেবা এবং নিজ শিশ্নোদরপরায়ণতা একতাৎপর্য্যপর নহে। দীক্ষা বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যে অনুষ্ঠান হইতে ভোগময় ক্ষেত্র প্রকৃতির

অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জ্ঞান লাভ হইলে ভোগময়ী ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দীক্ষা সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ-কামনায় পঞ্চোপাসনার ক্ষণিক আবাহন করিয়া জড়া প্রকৃতি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রাপ্তিই চরম জ্ঞানের এই পাপ-পিপাসা নিবৃত্তিকারক জ্ঞান লাভই দীক্ষা অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তুর স্বরূপজ্ঞানক্রমে দ্রষ্টার নিত্য বৈষ্ণবানুভূতিই দীক্ষা। বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুসেবাপর না হইলে তাহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। যাহারা দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে নিজের সামাজিক বন্ধুবান্ধবের নিকট দীক্ষালাভ হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহারা কখনই বৈষ্ণব হইতে পারে না। ন্যায়রহিত বাক্য কোন সামাজিকের নিকট কর্ম্মফল-ভোগপ্রাপ্তি বাসনায় গ্রহণ করিয়া উভয়েই জীবদ্দশায় বৈষ্ণববিদ্বেষ ও জীবিতোত্তরকালে অনন্ত নরক-ভোগে ব্যস্ত হয়, তাহাদের তাদৃশ গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নরক-লাভের সোপান মাত্র। অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন, উৎপথগামী ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে জীবের অপ্রাকৃতোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য শরীরে তাদৃশ গুরুগণ আত্মবুদ্ধি করায় তাঁহারা ভগবানের দয়া হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন মাত্র। তাহাদের শিষ্যের দুর্দ্দশাও তাহাই হয়। অবৈষ্ণবের নিকট, তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়া মন্ত্র লইলে নরক লাভ ঘটে, সেজন্য সম্যগ্‌ দীক্ষাবিধি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলে জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবগুরু অভৃতক, বৈষ্ণবশিষ্য তাঁহার গুরুকে ভৃত্য বুদ্ধি করেন না। বৈষ্ণব, ভৃতকের নিকট কখনই ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন না। ভৃতক হইলে বৈষ্ণব তাহাকে অবৈষ্ণব জানিয়া গুরুপদ হইতে অপসারিত করিবেন। যে গুরু স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন নাই, কেবল কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণময় কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দিতেছেন, তাহার দীক্ষা হয় নাই। তিনি অন্যকে দিব্যজ্ঞান দিতে পারেন না। দীক্ষার নামে ভৃতকসূত্রে ভাগবত-পাঠের নামে নিজে অবৈধ গুরুপদে বৃত হইয়াছেন বলিয়া নির্বোধ শিষ্যকে নরকে পাঠাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তির ছলনায় বা ভাগবত পাঠকালে লীলাগানের ছলনায় নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন মাত্র।

বৈষ্ণব বা গুরু কখনই মন্ত্রের বিনিময়ে, ভাগবত-পাঠের বিনিময়ে বা বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে লোক-প্রতারণা-কার্য্য করেন না। বৈষ্ণবগুরু কখনও অন্য চাকরের ন্যায় কোন চাকরী করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্ব ও উদরের ভরণ-পোষণ করেন না। বৈষ্ণবের ভৃতি বা বেতন-সংগ্রহকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না, যাহারা তাহা করে, তাহারা অবৈষ্ণব বা ভৃতক মাত্র। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব কখনও আদর করেন না। অবৈষ্ণব ভৃতককে শাস্ত্রোপদেশ ও মন্ত্রোপদেশই বৈষ্ণবের একমাত্র কার্য্য। তাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহন করেন না। তাহার মঙ্গল বিধানই করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনামের অর্থ

শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি একই বস্তু। নাম সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্থাৎ অভিন্ন চিৎবিলাসী বাচক শ্রীকৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি নামী কৃষ্ণবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার বা ভগবানের চিদঙ্গের সাক্ষাৎ সেবা একই কথা। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম করাই শাস্ত্রীয় বিধি। প্রথমতঃ শ্রীনামে শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত হরিনাম করাই গুরূপদেশ বা শাস্ত্রোপদেশ। গুরুকৃপা লাভের সৌভাগ্য হইলে আমরা জানিতে পারিব যে, কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলে।

এই নাম অক্ষরাত্মক হইলেও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ অবতার বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গোলোক-বৃন্দাবন হইতে এখানে শব্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণনাম করিলে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আব্রহ্মস্তম্ভ—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, দেবতা সকলেরই নিত্যকালের একমাত্র উপাস্য—এই শ্রীকৃষ্ণ-নাম। এই শ্রীনামের অর্থ কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করায় আজ আমরা সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের প্রয়াস পাইতেছি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই নামার্থের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রভু কহে—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর 'যশোদানন্দন' একমাত্র জানি॥

তমালাশ্যমলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রুঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রে বিনির্ণয়ঃ॥

[তমাল-শ্যামবর্ণ ও যশোদা স্তন্যপায়ী,—এই দুইটি কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।]

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার।

মহাপ্রভুর অনুগ আমাদের শ্রীনামের আর বেশী কিছু অর্থপ্রকাশ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই। তবে বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বে আজ আমরা শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপাল গোস্বামী প্রভুর কথিত শ্রীনামার্থ অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক আত্মশোধনাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে মহাপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোল নাম বত্রিশাক্ষরাত্মক শ্রীনামমালা গ্রহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। হরি শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় হরি বলিলে সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয়। হরিনাম চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহরূপে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্য-দ্বারা অথবা স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় 'হরি' এই নাম হইয়াছে। অপ্রাকৃত সদ্গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্য দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতরাদির মন হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি। হরি শব্দের সম্বোধনে 'হরে' শব্দের প্রয়োগ; অথবা ব্রহ্ম-সংহিতা-মতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্যদ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা' শব্দবাচ্য বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা নাম সম্বোধনে 'হরে'। 'কৃষ্ণ'-শব্দার্থ আগমমতে—কৃষ ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়, সেই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ' শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন হে দেবী! 'রা' শব্দের উচ্চারণে পাতক সকল দূর হয় আর পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে এইজন্য ম'-কার রূপ কপাটযুক্ত 'রাম' এই নাম। পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিলীলাধিদেবতা—যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্য রমমান তিনিই রাম-শব্দবাচ্য শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই শ্রীরামের মুখ্য অর্থ।

যাঁহারা নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ সাধক এবং কেহ সিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ এবং সিদ্ধ জীবগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। নামনৈরন্তর্য্য বা নামস্মৃতি সতত হৃদয়ে জাগরূক থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণদাস অভিমানী জাগ্রত জীবগণ সতত প্রভু-সেবায় বিভোর হইয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকেন। সাধকগণ প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক ভেদে দ্বিবিধ। প্রাথমিক সাধকগণ নাম সংখ্যার দ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নাম-কীর্ত্তনে নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হন। প্রথম অবস্থায় সাধকের নামে রুচি থাকে না। শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলেও যত্নের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় শ্রীনামে একটু আদর হয় বলিয়া তখন নামোচ্চারণরহিত হইয়া থাকিতে আর ভাল লাগে না। এইরূপে নিরন্তর নাম করিতে করিতে জীবের নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যা, তাহা স্বয়ং দূর হয়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত প্রয়োজন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধুর আনুগত্য স্বীকার করিলে—তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা বা হরিনাম করিলে জীবের এই সুফল উদিত হইতে পারে। ভাগ্যক্রমে এই প্রথম অবস্থাটি কাটিয়া গেলে নৈরন্তর্য্যক্রমে জীবের শুভোদয় হয়। প্রাথমিক সাধকগণ শুদ্ধসেবা-লাভের আশায় চিত্তশুদ্ধির জন্য এইভাবে ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন,— হে হরে মচ্চিত্তং হৃত্বা ভববন্ধনোন্মোচ। ১। হে কৃষ্ণ, মচ্চিত্তমাকৃষ। ২। হে হরে, স্বমাধুর্য্যেণ মচ্চিত্তং হর। ৩। হে কৃষ্ণ, স্বভক্তদ্বারা ভজনজ্ঞানদানেন মচ্চিত্তং শোধয়। ৪। হে কৃষ্ণ, নামরূপ গুণলীলাদিষু মন্নিষ্ঠাং কুরু। ৫। হে কৃষ্ণ, রুচির্ভবতু মে। ৬। হে হরে, নিজসেবা-যোগ্যং মাং কুরু। ৭। হে হরে, স্বসেবামাদেশয়। ৮। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং শ্রাবয়। ৯। হে রাম, প্রেষ্ঠয়া সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং শ্রাবয়। ১০। হে হরে, স্বপ্রেষ্ঠেন সহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১১। হে রাম, প্রেষ্ঠয়াসহ স্বাভীষ্টলীলাং মাং দর্শয়। ১২। হে রাম, নামরূপ-গুণলীলা-স্মরণাদিষু মাং যোজয়। ১৩। হে রাম, তত্র মাং নিজসেবাযোগ্যং কুরু। ১৪। হে হরে, মাং স্বাঙ্গীকৃত্য রমস্ব। ১৫। হে হরে, ময়া সহ রমস্ব। ১৬।

—শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী

হিমাদ্রী শিখরে তীর্থ-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৪শ-বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

তৎপর দিবস জংগলচটী, রামবাড়া, মন্দাকিনীর পুল পার হইয়া কেদার পুরীতে যাই। পদব্রজে মাত্র এগার মাইল যাইতে হয়। পাণ্ডা শ্রীপান্নালাল শুক্লের যাত্রী নিবাসে অবস্থান করি। সন্ধ্যায় তুষারপাত ও বৃষ্টির মধ্যে আরতি দেখিতে যাই। সেখানে বিজলী বাতির ব্যবস্থাও আছে। পরদিন সকালে স্নানান্তে পূজা দিতে মন্দিরে গেলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে বহু ভক্ত যাত্রীর সমাবেশ। পূজার ডালা নিয়া যাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। যাত্রীর ভিড়হেতু ধীরে ধীরে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। মন্দিরের দ্বারে ষাঁড় ও দরজায় গণেশ মূর্ত্তিও রয়েছে। প্রথম দালানের চারিদিকে পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্ত্তি, দ্বিতীয় দরজার দক্ষিণে দিকে পার্ব্বতী দেবী, বাম দিকে লক্ষ্মী দেবী আছেন। কথিত আছে, পাণ্ডবগণ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীকেদারনাথজী শিবলিঙ্গের মত নহেন—শ্যামবর্ণের বিশাল শিলাসদৃশ লম্বা চওড়া। ধূপ-দীপ বিল্বপত্রদ্বারা পূজা, তৎপরে বিগ্রহকে ঘৃতদ্বারা লিপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়।

এখানে গ্রীষ্মকালেও অত্যন্ত ঠাণ্ডাহেতু শীত-কম্বল, লেপ, ইত্যাদি গরম-পোষাক প্রয়োজন। দুই রাত্রি তথায় যাপন করিবার পরে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শোন্ প্রয়াগে পৌঁছিলাম। তথায় এক দিবস অপেক্ষা করতঃ রওনা হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুপ্ত কাশীতে পৌঁছিলাম। ট্রাফিক্ পুলিশের নির্দ্দেশে বাস চলাচল করে। এই স্থানের পাহাড়োপরি, প্রাচীন বিশ্বেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বর হর-পার্ব্বতী মন্দিরে দর্শনের জন্য পৌঁছিয়া আরতি দর্শন করতঃ পরে মণিকর্ণিকা কুণ্ডে যাই। শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে তর্পণাদি করি এবং গুপ্ত দান করিলে গুপ্ত-পাপাদি ক্ষয় হয় শুনিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন করিলাম। পরদিন সকালে বাসযোগে প্রত্যাবর্ত্তন পথে অগস্ত মুনির আশ্রম দর্শন করিয়া পুনরায় রুদ্র-প্রয়াগে পৌঁছিলাম।

এবার বদ্রী-নারায়ণের পথ। রুদ্র-প্রয়াগ থেকে একটানা পাহাড়ী পথে ছুটে কর্ণ-প্রয়াগে এসে বাস পৌঁছিল। কর্ণ-প্রয়াগের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মহাভারতের অন্যতম রথী মহাবীর কর্ণের নাম। কর্ণ এখানে দীর্ঘ-কাল কঠোর তপস্যা করে সূর্য্যদেবের দর্শন লাভ করেন। কর্ণ-প্রয়াগ থেকে নাদ-প্রয়াগ। আমরা চলেছি দুর্গম পাহাড়ী আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ ধরে।

কোথাও ঝর্ণা, কোথাও জলপ্রপাত প্রভৃতি অতিক্রম করে। হোক্ দুর্গম, তবুও এ পথে চলার মধ্যে অদ্ভুত এক শিহরণ আছে। প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে হয়তো শঙ্কা জাগে, কিন্তু এ পথের দু ধারে যে আনন্দ ছড়িয়ে আছে তাও দুর্লভ। যে দিকে চাই শুধু নানা ধরণের বৃক্ষ, লতাগুল্ম পরিবৃত রনরাজি-শোভিত পাহাড়; আর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে আকাশ স্পর্শ করে। এক টানা চড়াই পথে উঠে বাস এসে দাঁড়ালো চামোলীতে। ইহা চামোলী জেলার মধ্যে। একটী জনপদপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী প্রধান সহর। চামোলী থেকে পিপুলকুঠী। পাহাড়ের বুকে সুন্দর একটী জনপদ এই পিপুলকুঠী। তার পরে গরুড় গঙ্গা এবং পাহাড়ের তলদেশে পাতাল গঙ্গা। এবার পাহাড়ের উপরে উঠে চলেছি যোশী মঠের দিকে, কিন্তু আঁকাবাঁকা পথ অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। যে কোন মুহূর্ত্তে চরম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পথের এক দিকে পাহাড়ের দেওয়াল, অন্য দিকে সুগভীর খাদ। নীচে,—অনেক নীচে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। হিমালয়ের বুকে বৃহৎ ও রমণীয় পার্ব্বত্য সহর এই যোশী মঠ। ইহা ছয় হাজার দু'শ ফুট উচ্চ। যোশী মঠ হইতে একটি রাস্তা মানস সরোবর ও কৈলাস গিয়াছে। পাকদণ্ডী—পথ নেমে গেছে নীচে, অলকানন্দার তীরে বিষ্ণু প্রয়াগে। এখানে বিষ্ণু গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। সেখানে সেতু পার হয়ে পাণ্ডুকেশ্বর। তারপর হনুমান চটী ও কাঞ্চন গঙ্গা পড়ে। এবার পথ চড়াই এ উঠেছে। দারুণ চড়াই, পথও সংকীর্ণ। চড়াইএর পথ ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলাম, তুষার আচ্ছাদিত পাহাড়ের কোলে বদ্রীনারায়ণের মন্দির চূড়া। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। মানবের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া ভগবান্‌কে পাইবার ও জানিবার ইচ্ছা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরম বিকাশ হয়—পর্ব্বতে, চিত্তে যোগায়—আনন্দ, আনন্দ দেয় জানিবার প্রয়াস। আমরা বাস থেকে নেমে, সেতু দিয়ে অলকানন্দা অতিক্রম করতঃ শ্রীবদ্রী-নারায়ণের পাণ্ডা ধীরেন ভট্টর যাত্রী-নিবাসে উপস্থিত হলাম। সাগর পৃষ্ঠ থেকে দশহাজার পাঁচশত ফুট উচ্চ হিমালয়ের বুকে, নারায়ণ পর্ব্বতের পাদদেশে, অলকানন্দার তীরে বিশ্ব-বিখ্যাত এই শ্রীবদ্রীনারায়ণ মন্দির বিরাজিত। অলকানন্দার পশ্চিম তীরে, মনোরম পার্ব্বত্য উপত্যকায় কবে--এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেন না। এই বদ্রীক্ষেত্রের আর এক নাম বদ্রীবন। 'বদ্রী' শব্দের

অর্থ কুল জাতীয় ফল। এই বদ্রীধাম নারায়ণের প্রিয়। দেবর্ষি নারদ এই বদরিকাশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ কেদারনাথ দর্শন করে এই বদ্রীনারায়ণের পথে স্বর্গযাত্রা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও সুহৃদ উদ্ধব এই স্থানে তপস্যা করেছিলেন। কথিত আছে যে এখানে বদ্রীনারায়ণের যে বিগ্রহ পূজা হয়, দেবর্ষি নারদ নাকি এই বিগ্রহ পূজা করিতেন। বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা, এই মূর্ত্তি অলকানন্দার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপর আচার্য্য শ্রীল শঙ্কর অলকানন্দার গর্ভ হইতে ইহা উদ্ধার করতঃ পুনঃ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনটী উষ্ণ কুণ্ড আছে, তথা হইতে সকল সময় গরম জল নির্গত হয়। বরাহ, নৃসিংহ, মার্কণ্ডেয়, গরুড়, নারদ নামে বিশালাকার প্রকাণ্ড পাঁচটী শিলা আছে। অদূরে ব্রহ্ম কপালী শিলা। এই ব্রহ্মকপালে তীর্থযাত্রীরা শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক-ক্রিয়া করেন। মৃত পূর্ব্বপুরুষের আত্মা এখানে পিণ্ডের প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকেন। এখানে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করলে আত্মা মুক্তি পায়। তিনটী কুণ্ডের জলে অবগাহন স্নান করিয়া মার্কণ্ডেয় শিলাদি ও গঙ্গাদেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। তৎপরে সিড়ি বাহিয়া উপরে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে একটি যাগ্ প্রদীপ জ্বল্‌ছে ও বিজলী বাতির ব্যবস্থাও আছে। সেই আলোয় দেখলাম্ বদ্রীনারায়ণকে। ভক্ত্যালোক প্রদীপ্ত না হলে, অন্তরে অন্তর্য্যামীকে ধরা যায় না।

হীরা মনি মুক্তা-খচিত সিংহাসনে, পদ্মাসনে বসে আছেন নর-নারায়ণ। অঙ্গে নানা অলঙ্কার, চন্দন, অগুরু, তুলসীপত্র ও সুগন্ধীপুষ্পমালা, বামে নর-নারায়ণ মূর্ত্তি, দক্ষিণে কুবের, সম্মুখে ভক্ত উদ্ধব, পার্শ্বে আর এক ভক্ত গরুড়। একান্তে রয়েছে রৌপ্য নির্ম্মিত সুদর্শন চক্র। মনে হয় সংসারের নানা তাপ সহ্য করিয়া, নানা পথ ভ্রমনের পর, অবশেষে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়াছি। শ্রীবিগ্রহের ধ্যানই জীবের মঙ্গল। নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে চরণামৃত পান করে, মন্দিরের বাহিরে আসিয়া, প্রাঙ্গন পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরেও প্রণাম জানালাম। বৈকালে সূর্য্য বিদায়-লগ্নে পা দিয়েছেন পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে সন্ধ্যারও আগমন ঘট্‌ছে— এই মুহূর্ত্তে গিরিকণ্ঠের তুষার আবৃত শিখর-দেশ হইতে প্রকৃতির এক অপরূপ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিতেছে। বিস্ময়ে

দেখ্‌ছি এই দৃশ্যাবলী। প্রকৃতির মনোরম স্থানই দেবারাধনার উপযুক্ত স্থল। সংসারে বদ্ধজীব সংসার মায়ায় আবদ্ধমনকে সময়ে সময়ে পরমতত্ত্ব জানিবার অবসর দেয়। সেই সময়ে তীর্থ ভ্রমন করে। তীর্থ ভ্রমণ না করিলে ঐশ্বরিক মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। চিত্তের সংকীর্ণতা ও নীচতা ঘোচে না। জ্ঞানের বিকাশও হয় না নিজের ক্ষুদ্রত্ব এবং সংসারের অনিত্যতা সহজে বোধগম্য হয় না। স্বচক্ষে দর্শণ না করিলে অধ্যয়ণের দ্বারা ঠিক ঠিক অনুভূতি লাভ করা যায় না।

এবার সন্ধ্যারতির পালা সুরু হবে। যাত্রীরা ভিড় কর্‌ছে মন্দিরের অঙ্গণে-প্রাঙ্গণে। পূজারী এলেন, নানা বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বেজে উঠলো, তারপর আরম্ভ হল আরতি। সমবেত নর-নারী দারুণ শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ নারায়ণের ভোগ পূজা, এবং শয়ন-আরতি না হয় ততক্ষণ চলে সুর-ঝংঙ্কার ও সঙ্গীত। যাত্রীরা অভিভুত হয়ে যায়, নারায়ণকে এইরূপে দর্শন করে। পরদিন পাণ্ডা শ্রীধীরেন ভট্টের লোক নারায়ণের ভোগ-প্রসাদ নিয়ে আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া গেলেন। পাণ্ডাজী বড় অমায়িক স্বভাবের মানুষ। পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বদ্রী হইতে উত্তরে চার মাইল দূরে বসুধারা, তের মাইল দূরে সতোপন্থ বা সত্যপথ মহাতীর্থ। চারিদিকে তুষার আবৃত গিরিশিখর। মধ্যম পাণ্ডব ভীসসেন সত্যপথ হ্রদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এর পর স্বর্গপথ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই পথে স্বর্গে গিয়াছিলেন। এবার যে পথে এসেছি সেই পথে যেতে হবে। অলকনন্দার পুল পার হয়ে একবার পিছন দিকে ফিরে তাকাই। বিদায়ের লগ্নে শেষ বারের মত দেখে নিলাম শ্রীবদ্রীনারায়ণ মন্দির। নর-নারায়ণ পর্ব্বতের শিখর ধবলতুষারে আবৃত। হয়ত এই শেষ দেখা। এর পরও যুগ যুগ ধরে মানুষ আসবে এখানে। তবুও আসা-যাওয়ার পথ চিরদিন থাকবে পথিকের অপেক্ষায়। দুই দিন পরে আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম।

হিন্দুর পবিত্র মহাতীর্থ এই হরিদ্বার। এর দক্ষিণে পতিতোদ্ধারিণী দেবী গঙ্গা প্রবাহিতা। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব পরিবেশ, পথ, প্রান্তে, গিরিগুহায়, প্রতিটী দেবালয়ে, দেবতার উপস্থিতি যেন অনুভব করে দেয়। এই রমণীয় স্থানটীতে বসে কত ভগবৎ প্রেমিক; কত ঋষি-মুনি

তাঁহাদের সাধারণ বস্তুও কামনার ধন, হরিদর্শন লাভ করেছিলেন বলে পরবর্ত্তী কালে এর নাম রাখা হয় হরিদ্বার। দেবতা পূজিতা, সর্ব্বসন্তাপহারিণী দেবী গঙ্গার মহিমা পুরাণে কথিত আছে। মহাধার্ম্মিক রাজা ভগীরথ সগর বংশ উদ্ধারের জন্য অনেক তপস্যা করে স্বর্গ হইতে তাঁহাকে মর্ত্তে্য এনেছিলেন। হরিদ্বার তীর্থের গঙ্গায় স্নান করার যে বিরাট ও সুন্দর ঘাট তারই নামে "হর কি গৌরী"। ঘাটের পাশেই গঙ্গা, গায়ত্রী, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবদরিনাথ ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির আছে। সন্ধ্যায় এখানে দেবী গঙ্গার নিয়মিত আরতি হয়। প্রতি সন্ধ্যা-আরতির সময় বহু যাত্রীর, ও পর্য্যটকের সমাগম হয়। অনেকে পত্রের ডালায় পুষ্প ও দীপ জেলে নিজ নিজ কামনা জানিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়ে দেন। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি হল—মনসা পাহাড়, চণ্ডীপাহাড়, ভীমগোড়া কুণ্ড, সপ্ত সরোবর ও সপ্ত ঋষি-আশ্রম, সত্যনারায়ণ মন্দির, মৃত্যুঞ্জয় প্রতিমা, বিশ্বকেশ্বর, কনখলে অবধূত মণ্ডল, গীতাভবন, দক্ষপ্রজাপতির মন্দির, সতীকুণ্ড, পঞ্চমুখ শিবমূর্ত্তি, সতীর দেহত্যাগের স্থান। পরিশেষে আমরা পুনঃ দেরাদুনে আসিয়া শ্লিপিং কামরায় হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আজও আমার স্মৃতিপটে সেই দিনগুলির কথা ভেসে উঠে, মনে পরে ব্রহ্মচারীদের অমায়ীক ব্যবহার,—গাড়ীতে সময় মত প্রসাদ পাওয়া, হরিকথা শ্রবণ, হরি-কীর্ত্তন, অন্য কাজ নাই, চিন্তা নাই, পরিচিত সঙ্গীর অভাব নাই। অসুখ করলে চিকিৎসার জন্য ভয় পেতে হয় না। সুযোগ-সুবিধা মত সারাদিনর দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ ট্রেণে, বাসযোগে ও পদব্রজে বা রিক্সা করিয়া দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ। আরও সুবিধা এই যে, আসবাবপত্র রক্ষনাবেক্ষণ কুলী-মজুর, গাড়ীওয়ালার সঙ্গে কোনও ঝঞ্ঝাট নাই। আহার-বিহারে স্থান খুজিতে হয় না। অজানা যায়গায় অযথা ঘুরে বেড়াতে হয় না। রুচী অনুযায়ী সাত্ত্বিক আহার বিহার পাওয়া যায়। আমাদের উঠা নামার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

বস্তুতঃ আচারে, বিচারে, প্রচারে, শুদ্ধ ভক্তির আলোকে ও ভাগবতগণের সঙ্গে তীর্থস্থান দর্শন করিলে প্রকৃত তীর্থ দর্শন হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নচেৎ "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম"।

ব্রহ্মচারীগণের সন্তোষজনক সেবাযত্নে, সুষ্ঠভাবে পরিচর্য্যায় ও সৌজন্যে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ ও প্রীতি অনুভব করিয়াছি। যাত্রিগণের এরূপ নির্ম্মল ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, অতীত জীবনে কখনও ঘটে নাই। আমার ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীব, ভগবদ্ ভক্তগণের অহৈতুকী কৃপাকটাক্ষে ভগবদ প্রেমবন্যায় যেন নির্মজ্জিত হইতে পারে ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা। ইতি

—শ্রীপরেশনাথ বৈদ্য
হটুগঞ্জ (২৪ পঃ)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ২৫ কেশব, ৪৮৬ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ ; ইং ১৫।১২।৭২ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ. ৯ম সংখ্যা, ৩১৬ পৃষ্ঠার পর)

গিরীন্দ্রগহ্বরে তল্পে গোবিন্দোরসি সালসম্।
শয়ানা ললিতাবীজ্যমানা স্বীয়-পটাঞ্চলৈঃ॥ ১১৯॥

গোবর্দ্ধন গহ্বররূপ শয্যায় গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে সালসে শয়ন করিয়া যিনি ললিতা কর্ত্তৃক স্বীয় পটাঞ্চল দ্বারা বীজ্যমানা হইতেছেন॥ ১১৯॥

অপূর্ব্ববন্ধ-গান্ধর্ব্ব-কলয়োন্মাদ্য মাধবম্।
স্মিত্বা হারিত-তদ্বেণুহারা স্মেরবিশাখয়া॥ ১২০॥

যিনি অত্যাশ্চর্য্য উচ্চরিত গানলেশে মাধবকে উন্মত্ত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বিশাখা দ্বারা তদীয় বেণু ও হার হরণ করাইয়া ছিলেন॥ ১২০॥

বীণাধ্বনিধুতোপেন্দ্র-হস্তাচ্যোতিত-বংশিকা।
চূড়া-স্বান-হৃত-শ্যাম-দেহ-গেহ-পথ-স্মৃতিঃ ॥ ১২১ ॥

যিনি বীণাধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণকে কম্পিত করিয়া তদীয় হস্ত হইতে মুরলী বিচ্যুত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কর ভূষণ চুড়িকার শব্দ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ দেহ, গৃহ ও পথ বিস্মৃত হইয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

মুরলী-গিলিতোত্তুঙ্গ-গৃহধর্ম্ম কুলস্থিতিঃ।
শৃঙ্গতো দত্ত-তৎ-সর্ব্ব-সতিলাপোঞ্জলিত্রয়া ॥ ১২২ ॥

মুরলীধ্বনি, যাঁহার গৃহমর্য্যাদা, ধর্ম্মমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদাকে গ্রাস করিয়াছে এবং যিনি শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ তিনের প্রতি সতিল জলাঞ্জলিত্রয় অর্পণ করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

কৃষ্ণপুষ্টিকরামোদি-সুধাসারাধিকাধরা।
স্বমাধুরীত্ব-সম্পাদি-কৃষ্ণপাদাম্বুজামৃতা ॥ ১২৩ ॥

যাঁহার অধর শ্রীকৃষ্ণের পুষ্টিকর, আমোদযুক্ত ও সুধাসার অপেক্ষাও সমধিক এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অমৃতই যাঁহার স্বীয় মাধুর্য্য সম্পাদন করিতেছে ॥ ১২৩ ॥

রাধেতি নিজনাম্নৈব জগৎ-খ্যাপিত-মাধবা।
মাধবস্যৈব রাধেতি জ্ঞাপিতাত্মা জগত্রয়ে ॥ ১২৪ ॥

আপনার "শ্রীরাধা" এই নাম সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণকে রাধামাধব বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন এবং মাধবেরই রাধা এই নামে যিনি জগৎ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ১২৪ ॥

মৃগনাভেঃ সুগন্ধশ্রীরিবেন্দোরিব চন্দ্রিকা।
তরোঃ সুমঞ্জরীবেহ কৃষ্ণস্যাভিন্নতাং গতা ॥ ১২৫ ॥

মৃগনাভির সুগন্ধ সম্পত্তির ন্যায়, চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় এবং তরুর শোভন মঞ্জরীর ন্যায় যিনি এই সংসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১২৫ ॥

রঙ্গিণা সঙ্গরঙ্গেণ সানঙ্গরঙ্গিণীকৃতা।
সানঙ্গ-রঙ্গভঙ্গে নসুরঙ্গী-কৃত-রঙ্গদা ॥ ১২৬ ॥

রঙ্গী অর্থাৎ কৌতুকশালি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যিনি সঙ্গ-রঙ্গে মিলন-ভঙ্গী সহকারে সকামা রঙ্গিণী নামক স্বীয় হরিণের কামোন্মত্ততা, রঙ্গিণী নাম্নী

পত্নীরূপে সম্পাদিতা হইয়াছে অর্থাৎ হরিণের সহিত হরিণীর ন্যায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রঙ্গ-ভঙ্গে সুরঙ্গীকৃত অর্থাৎ সুন্দর ভঙ্গীযুক্ত রঙ্গ কৌতূহল দান করিয়াছেন ॥ ১২৬॥

ইত্যেতন্নাম-লীলাক্তপদ্যৈঃ পীযূষবর্ষকৈঃ।
তদ্রসাস্বাদ-নিষ্ণাত-বাসনা-বাসিতান্তরৈঃ ॥ ১২৭ ॥

গীয়মানাং জনৈর্ধন্যৈঃ স্নেহবিক্লিন্ন-মানসৈঃ।
নত্বা তাং কৃপয়াবিষ্টাং দুষ্টোঽপি নিষ্ঠুরঃ শঠঃ ॥ ১২৮ ॥

জনোঽয়ং যাচতে দুঃখী রুদন্নুচ্চৈরিদং মুহুঃ।
তৎপদাম্ভোজ-যুগ্মৈক-গতিঃ কাতরতাং গতঃ ॥ ১২৯ ॥

কৃত্বা নিজগণস্যান্তঃ কারুণ্যান্নিজসেবনে।
নিয়োজয়তু মাং সাক্ষাৎ সেয়ং বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ১৩০ ॥

যাহাদিগের অন্তঃকরণ, শ্রীরাধার রূপ-রসাস্বাদবিষয়ে সুপটু আশাযুক্ত অর্থাৎ রূপদর্শনলোলুপ এবং শ্রীরাধা-বিষয়ক অভিনিবেশদ্বারা মানস দ্রবীভূত, সেই সকল ধন্য জনকর্ত্তৃক লীলাযুক্ত ও অমৃতবর্ষি পদ্য দ্বারা গীয়মানা শ্রীরাধাকে নমস্কার করিয়া এই মাদৃশ দুঃখীজন দুষ্ট, নিষ্ঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগলের একমাত্র আশ্রিত ও কাতর হইয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, সেই এই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী করুণা করতঃ নিজগণের মধ্যবর্ত্তি করিয়া সাক্ষাৎ নিজসেবা-বিষয়ে আমাকে নিযুক্ত করুন ॥ ১২৭—১৩০ ॥

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং
স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাং।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং
ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি ॥ ১৩১ ॥

পদ্মাক্ষী শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করি, সুমধুর ও মন্দহাস্যমুখী শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি এবং করুণাভরে আর্দ্রচিত্তা শ্রীরাধাকে আমি কীর্ত্তন করি, যেহেতু শ্রীরাধা ভিন্ন আমার আর অন্য কোনই গতি নাই ॥ ১৩১ ॥

লীলানামাঙ্কিত-স্তোত্রং বিশাখানন্দদাভিধম্।
যঃ পঠেন্নিয়তং গোষ্ঠে বসেন্নির্ভর দীনধীঃ ॥ ১৩২ ॥

যে ব্যক্তি অতিশয় দীনচিত্তে লীলা নামাঙ্কিত এই বিশাখানন্দদ নামক স্তোত্র নিরন্তর পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনে বাস হয় ॥ ১৩২ ॥

আত্মালঙ্কৃতি-রাধায়াং প্রীতিমুৎপাদ্য মোদভাক্।
নিয়োজয়তি তং কৃষ্ণঃ সাক্ষাত্তৎপ্রিয়সেবনে ॥ ১৩৩ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া আপনার সহিত মিলিতা শ্রীরাধায় সেই ব্যক্তির প্রীতি উৎপাদন করতঃ সাক্ষাৎ তদীয় প্রিয়-সেবনবিষয়ে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলীমাত্রৈক-সেবিনা।
কেনচিদ্গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীযুক্ত রূপগোস্বামীর পাদপদ্ম-ধূলীর একমাত্র সেবনকারী মাদৃশ কোন ব্যক্তি পদ্যদ্বারা এই মালা গ্রন্থন করিয়াছে, শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্মাশ্রিত অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তগণ ইহাকে আঘ্রাণ করুন ॥ ১৩৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিশাখানন্দদ-নামক স্তোত্র সমাপ্ত ॥ * ॥

দার্জ্জিলিংশৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের দানাদি প্রসঙ্গে

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২২শে বৈশাখ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই তারিখে কীর্ত্তিতা]

Nicola Tesla প্রভৃতি মনীষিগণের চেষ্টার দ্বারা পরমার্থ জগতের আবিষ্কার হ'চ্ছে না। পরমার্থ-জগতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান অসমোর্দ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত নৈষ্কর্ম্ম্য আবিষ্কার ক'রেছেন। নির্ভেদ-জ্ঞানীর কল্পিত, একদেশী ভাঁশা নৈষ্কর্ম্ম্য নয়— শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্য— পারমহংস্য বিজ্ঞান।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তব প্রত্যক্ষের কথা। ভোগোন্মুখি-ভাষার দ্বারা ব'ল্‌বার কথা নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-প্রণালীই শ্রীমদ্ভাগবতের

প্রচার-প্রণালী— অন্য প্রণালী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রণালী নহে। জীব-মাত্রেরই শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে। হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করা দরকার। শ্রীচৈতন্য-বিহিত হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধির একমাত্র পথ, পাথেয় ও পথসীমা। হরিকীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি নিহিত র'য়েছে— সর্ব্বপ্রয়োজন-শিরোমণি অনুস্যূত আছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন জাতীয় নায়কবিশেষ ন'ন। মানুষজাতির সহিত ঝগড়া বা দু'দিনের বন্ধুত্ব করা শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের চেষ্টা নয়। শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত পথে ভাগবতানুশীলনই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের কৃত্য। 'শুকতরল'— যেখানে পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীশুকদেবের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন অর্থাৎ যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল, সেখানে একটি আদর্শ ভাগবত-শিক্ষাকেন্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হবে,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

শ্রীচৈতন্যদেব ইচ্ছা করেছিলেন যে, জগতের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যা'বে। ইহাই একমাত্র সত্য যে, শ্রীচৈতন্যসাহিত্যের আলোচনা হ'লে সকলের মঙ্গল হ'বে; সেই পরিচয় আর কিছু নয়। আত্মধর্ম্মের স্বরূপে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিই অবস্থিত। সুতরাং ইতর পরিচয় ব্যতীত আত্ম-স্বরূপে ভক্তিই প্রতিষ্ঠিত।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

আমরা ভগবানের শরণাগত— বৈষ্ণবের শরণাগত। ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের জুতা বইতে পার্‌লেই কৃষ্ণদাস্যময় স্বরূপগত প্রতীতি লাভ হ'বে। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—মধুররসাশ্রিতা গোপীগণ। সেই গোপীগণের কৃষ্ণবিরহভাবময়ী চিত্তবৃত্তি এইরূপ,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

বার্ষভানবী তাঁহার কোন সখীকে বলিতেছেন,—হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হ'য়েছেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের মিলনসুখও তা'ই বটে, তথাপি কৃষ্ণের ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমতানে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনস্থিত কাননের জন্য আমার চিত্ত ব্যাকুল হ'চ্ছে।

প্রপঞ্চে জীবের অবস্থিতি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া

[দার্জ্জিলিং লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়ামের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস্. কে, পাল মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন,—(১) প্রপঞ্চে জীবের অবস্থান কিরূপ? (২) বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া কিরূপ? শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিলেন]।

'জীব'-শব্দে— যাহার জীবন আছে। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি— বহিরঙ্গা, অন্তরঙ্গা ও তটস্থা। জীব সৃষ্ট পদার্থ নহে। জীব— অজ, নিত্যকাল বর্ত্তমান, তাহার অবস্থা-ভেদ আছে। জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্যভেদ। মহাপ্রভু ব'লেছেন,— "মায়াধীশ-মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

জীব তটস্থ-শক্তি-পরিণত বস্তু। জীব—বস্তু অবাস্তব আকাশ-কুসুম নয়। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব— সেবক; জীব সেব্য—কৃষ্ণ।

ভগবানের সীমাযুক্ত দর্শনে বদ্ধজীবত্ব। তা'র নিত্যকৃত্য— প্রভুর সেবা করা। জীবের জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে। জীব নিত্যকাল বর্ত্তমান, নিত্য আনন্দপ্রার্থী; যখন বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হ'ন, তখনই আনন্দের সন্ধান ভুলে যা'ন। যখন জীবাত্মা সেবনক্রিয়াশীল থাকেন না, তখন ভগবানের সেবাকার্য্য প্রকাশিত হয় না, কিংবা গৌণ-ভাবে প্রকাশিত থাকে; যেমন গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতির। গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু বুঝ্‌তে পারেন না যে, তাঁ'রা শ্রীভগবানেরই সেবা কর্‌ছেন; তাঁ'দের শান্তরস। ভগবানের সেবাব্যতীত শান্তি হয় না। কৃষ্ণ যে-যন্ত্রের দ্বারা তা'দিগকে পরিচালিত করেন, তা'দ্বারা চালিত হ'য়ে সেবা ক'রছেন, ইহা বুঝ্‌তে পারেন না। যেহেতু তা'রা শান্ত, সেজন্য তাঁ'দের অন্য কার্য্যে অভিলাষ হয় না। তাঁ'রা জানেন না যে তাঁরা সেবা ক'রছেন; কিন্তু তাঁরা সেবা ক'রছেন, নতুবা তাঁদের শান্তি সম্ভব হ'ত না।

ভগবানের সেবা যা'রা না ক'রে, তা'দের বদ্ধাবস্থা। মুক্তগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। শব্দের দ্বারাই পূর্ণসেবা হয়। ইই জগতের সেবা জড়বস্তুর প্রতি হ'য়ে যায়। অবিমিশ্রভাবে ভগবৎসেবা একমাত্র কীর্ত্তনের দ্বারা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ শ্রীশিক্ষাষ্টকে 'শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাপ্রদান ব্যাপার একমাত্র আবশ্যক। Church এর Prayerও—কীর্ত্তন, যদি অবিমিশ্রভাবে হয়। প্রার্থনাও কীর্ত্তন। দূরস্থিত বস্তুকে কিছু বল্‌তে হ'লেই কীর্ত্তন কর্‌তে হয়। বস্তুকে নিকটে পেলে মন্ত্র individual sound (ব্যক্তিগতশব্দ)। কৃষ্ণের কথা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কীর্ত্তিত হ'য়ে আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। যখন সেই কীর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ কর্‌বার বিচার থাকে না। ভোগিত্ব কর্ত্তৃত্বের অভিমান উল্‌টে গিয়ে 'আমি দাস' এই বিচার প্রবল হয়। সেটাই—স্বাস্থ্য। বর্ত্তমানে আমাদের আময়যুক্ত অবস্থা। বর্ত্তমানের ইন্দ্রিয়ব্যাপার তাঁ'র কাছে যাচ্ছে না, মাঝখানে আটক করে দিয়েছে—গুণজাত পদার্থ আটক ক'রেছে! যা' আগে ছিল না, পরে উপস্থিত হ'য়েছে। যেমন সোডা ও এসিড। কর্তৃত্বটা অনুস্যূত ভাবে ছিল, দু'টো জিনিষ একত্র হওয়ায় ক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এটা ভগবানের গৌণ-ক্রিয়া।

ভগবানের মুখ্য ক্রিয়া—অন্তরঙ্গ-শক্তি-পরিণত জগতে। সেখানে নিত্যত্ব, পূর্ণত্ব এবং সদানন্দত্ব আছে। এ জগতে তা'র বৈপরীত্য দেখা যায়, প্রতিফলিত ভাবমাত্র।

এখানকার 'সত্য'—তাৎকালিক, সরে যায়, ধ্বংস হ'য়ে যায়, নিত্য নয়—খণ্ডকালের মধ্যে খানিকক্ষণ প্রকাশমান হয়, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়ের ন্যায়। জড়জগতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞেয় পদার্থ কিছুক্ষণের জন্য। তা'তে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করার শক্তি কিছুদিনের জন্য হয়। শক্তি ক্রমে ক্রমে কমে যায় জোয়ার-ভাটার মতন। বিদেশী (foreign) জিনিষ অভ্যাগতের মতন আসে আবার চলে যায়। ইহাই এই জগতের অবস্থা। আমরা এখানে—এই জড়জগতে আসি—ভোগীর পোষাকে নায়ক সজ্জায় আসি। আমাদের part কার্য্য বলাবলি হ'য়ে গেলে বাড়ী চলে যাই। এখানে আমাদের নিত্যাবস্থান নয়। জড়—পরিবর্ত্তনশীল। চেতনের পরিবর্ত্তন নাই। চেতন ক্ষুব্ধ হয় না—ধ্বংস হয় না—বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত

হয় না। জড়ের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম আছে ব'লে এর একটা নশ্বরভাবে, আগন্তুকভাবে Progressive face ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ভঙ্গী আছে।

জীব—অজ। মনকে যদি 'জীব' বলা যায়, তা' হলে তা'তে অজত্ব আরোপ করা যায় না। মনোধর্ম্মিগণ বলেন,—মন মধ্যখানে আছে অচিদ্-গ্রহণের জন্য। সঙ্কল্প বিকল্পের দ্বারা অচিদ্‌গ্রহণ সম্পাদিত হয়। মনকে আত্মার সহিত এক করা যায় না। মন সর্ব্বদা বহির্জ্জগতে বিচরণশীল। মন চেতনধর্ম্মের পরিচয়ে অবস্থিত। মন বহির্জ্জগতের স্থূলবস্তু গ্রহণ ক'র্‌তে পারে, abstraction প্রতিবিরোধ বিচার ক'র্‌তে পারে—নিত্যবস্তু ঈশ্বরের সংবাদ রাখ্‌তে পারে না। নিত্যত্বের সংবাদ রাখে না, জ্ঞানময় হ'তে পারে না। এ সবই আত্মার ধর্ম্ম। যে স্থলে অধিষ্ঠান স্থায়ী নয়, সে স্থলে অভিনয়ের পোষাক পরে থাকামাত্র বল্‌তে হ'বে। লোকে যে ঘরে থাকে, সে ঘরটাকে 'লোক' বলা যায় না। লোক চ'লে গেলে ঘরটা প'ড়ে থাকে।

'শরীর' এবং 'আমি' এক নই। আমার স্থূলশরীর, আমার সূক্ষ্ম-শরীর। 'আমি' আমার সহিত এক নই। সম্বন্ধযুক্ত হ'য়েছে মাত্র, কিন্তু identical অভিন্ন নয়। একজন—Property (স্বত্ব), আর একজন —Proprietor (স্বত্বাধিকারী), যখন Analytical view (বিশ্লেষণমূলক ধারণা) নিতে পারি না, তখন identical (অনন্য বা একই) ভাবি।

শরীর থেকে চেতনের উদ্ভব হয়, ইত্যাদি মত সকল নাস্তিকতা। দেশটা আমি নই, 'কাল' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ,—'কাল' 'আমি' নই। যেখানে সম্বন্ধ, ষষ্ঠী প্রয়োগ, সেখানে পাত্র যদি দেশের সহিত নিজেকে 'এক' মনে করে, তা' হ'লে ভুল হ'ল। দেহী দেহ পরিত্যাগ করে,—শরীর পড়ে থাকে। মন—subtle body বা সূক্ষ্মশরীর dim reflection of animation (চেতনতার অস্পষ্ট প্রতিফলন)—চেতনের আভাস meddling (অনধিকার চর্চ্চা) with the world জড়জগতের সহিত চলাফেরা ক'রছে—কিন্তু স্বতন্ত্র। সে জিনিষটার মালিকের সঙ্গে পার্থক্য আছে। চেতন বা জীব—সূক্ষ্ম শরীরের মালিক, স্থূল শরীরের মালিক।

লক্ষ্মণদেশিক বোধায়ন-ঋষির নিকট হ'তে অবগত হ'য়েছিলেন—জীব চেতনের অংশ, চেতনের সমষ্টি—ঈশ্বর এবং অচেতন পদার্থের মালিকও ঈশ্বর। বর্ত্তমান কালে আমরা যে-ভাবে অচেতন পদার্থগুলিকে নিযুক্ত

ক'র্‌তে চাই, তা'রা সেইভাবে নিযুক্ত হ'বার যোগ্য। যেরূপ আমাদিগকে অচিতের মালিকরূপে বলা হয়, ঈশ্বরও সেরূপ চেতনের মালিক।

জীবকে চিৎশক্তি না ব'লে 'তটস্থা শক্তি' বলা অধিকতর সঙ্গত। তা' অচেতনের দ্বারা আবদ্ধ দর্শকের নিকট আবৃত হ'তে পারে। বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের পার্থক্য বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। বোধায়ন ঋষির কথা গৌরসুন্দর সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রামানুজাচার্য্য বলেন,—বস্তু তিনটী—ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিৎ। গৌরসুন্দর বলেন,—জীব যদি চিৎ পদার্থ হন, তা' হ'লে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কোথা হ'তে আসে? বাহিরের অচেতন জিনিষগুলি কি ক'রে চেতনকে গ্রাস করে? অন্য একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'র্‌তে পারে— fractional part (বিভিন্নাংশ) ব'লে। যেহেতু বিভিন্নাংশ, সেই জন্যই ভগবানের আর একটা শক্তি তা'কে পরাভূত ক'র্‌তে পারে। জীবশক্তি বদ্ধাবস্থায় নীত হ'বার যোগ্য। জীব এদেশে এল কেন? সে যখন অন্তর্জ্জগতের কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন বহির্জ্জগত হ'তে পৃথক্ হতে পারে, বহির্জ্জগৎকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে পারে। তটস্থ-ভাবটী জ্যামিতির রেখার মত জিনিষ। স্থূলভাবে দেখাতে গেলে প্রত্যক্ষবাদীর দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে এসে যায়। চেতনের রাজ্যে দেখাতে গেলে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণহীন। এখন এইগুলি তাকে গ্রাস ক'রেছে।

দেশ-কাল-পাত্র কি? পাত্র-বিচারে কেহ বলেন,—'আমি খোদা'। অপরে বলেন,—'আমি শরীরী', আমি— জীব,—বৃহৎ, ব্রহ্ম নই। বৃহতের ধর্ম্ম খণ্ডিতভাবে বিন্দু বিন্দু জীবে বিদ্যমান আছে,— যেমন তরঙ্গ ও সমুদ্র। নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ সমুদ্রের জলরাশি বা সমগ্র সমুদ্র নয়। তরঙ্গের জলটা মাপা যায়— জীবাত্মাকে মেপে নেওয়া যায়, পরমাত্মাকে মেপে নেওয়া যায় না।

'বৈকুণ্ঠ' ও 'মায়িক' দুইটী পৃথক্। মায়িকের মধ্যে দু'রকম অবস্থা আছে— অচেতন এবং গ্রস্তচেতন। যখন আমাদিগকে মায়িক জগতের অন্তর্গত মনে করি, তখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি বিচার করি, কিন্তু তটস্থা শক্তি— নিত্যা, ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ নয়। কোন কোন

ধর্ম্মমতে জীবের সৃষ্ট হওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন্ সময় সৃষ্ট হল? Semetic thought (ইহুদীদিগের ধারণা অনুসারে) আদম হবা সৃষ্ট হ'ল, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে এখানে এল, আখেরের দিনে বিচার হ'বে। অপর পক্ষীয়গণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন। তাঁ'রা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের বিচার বুঝ্তে পারেন। কেহ কেহ বলেন, সূক্ষ্ম শরীর ভগবানের সহিত এক হ'য়ে যায়। ঐ সমস্তই অজ্ঞান-প্রসূত বিচার— ভালরূপে ব্যাখ্যাত হয় না--বাধাযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই সমুদয় বিচার সুষ্ঠুতা লাভ ক'রেছে— শ্রীচৈতন্যদেবের কথায়। যাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন, তাঁ'রা ইহা বুঝেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যে সকল কথা সুমীমাংসিত হ'য়েছে।

—ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তর

(রাগাত্মিকা ভক্তি)

১। রাগাত্মিকা ভক্তি কাহাকে বলে?

"বিষয়ীদিগের স্বাভাবিক বিষয়সংসর্গেরই আতিশয্যক্রমে বিষয়প্রেমাকারে 'রাগ' হয়। সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে চক্ষু যেরূপ অধীর হইয়া থাকে, তদ্রূপ এস্থলে বিষয়ে 'রঞ্জকতা' থাকে এবং চিত্তে 'রাগ' থাকে। যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই রাগের একমাত্র বিষয় হন, তখন তাহাকে 'রাগভক্তি' বলা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইষ্টবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতাকেই 'রাগ' বলা যায়; কৃষ্ণভক্তি যখন সেই রাগময়ী হন, তখন সেই ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলে—স্বল্পাক্ষরে বলিতে গেলে, কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী তৃষ্ণাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। * * কৃষ্ণলীলায় লোভই রাগাত্মিক ভক্তিতে ক্রিয়া করে।" —জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। রাগাত্মিকা ভক্তির স্থিতি কোথায়?

"ব্রজবাসিভক্তজনের যে রাগস্বরূপা ভক্তি, তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহার নামই রাগানুগা ভক্তি।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবন প্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ'; কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন। ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুস্থতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।　　—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৪৫, ১৪৬-১৫০

রাগানুগা ভক্তি

১। রাগময়ী ভক্তির অধিকারী কে?

"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধীভক্তির অধিকার উৎপাদন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধা সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপাদন করে। ব্রজবাসিগণের নিজ নিজ রসভেদে রাগাত্মিকা নিষ্ঠাই প্রবলা; ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া যিনি সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী।"　　—চৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

২। সাধন কত প্রকার ও তাহার প্রণালী কি?

'শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা সাধনভক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে। এই নয় প্রকারকে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া চৌষট্টি প্রকার করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ কথা এই যে, সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি নববিধা। রাগানুগা সাধনভক্তি (প্রধানতঃ) কেবল ব্রজজনের অনুগত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় মানসে কৃষ্ণসেবা।"　　—চৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি কি?

"লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলতা যেমন উত্তাপের গুণ, দহন যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প যেমন মনের ধর্ম্ম, তত্তৎকার্য্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগণের স্বভাব, পরমেশ্বরে অনুরাগই সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্তাবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়।"　　—তঃ সূঃ, ১৭সূঃ

৪। বিষয়ানুরাগ ও পরানুরাগে পার্থক্য কি?

"শরীরী জীবগণের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে 'পরানুরাগ' হয়; কিন্তু উপাধি প্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়।"　　—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৫। উপাধিভেদে অনুরাগের নাম ও ক্রিয়া কি ?

"অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে 'লোভ' বলা যায়, স্ত্রীসৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে 'লাম্পট্য' বলা যায়, দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে 'দয়া' কহা যায়; ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি প্রদত্ত হইলে 'স্নেহ' হয়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে 'কৃতজ্ঞতা' হয়, আনুকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'প্রীতি' হয়, প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে 'দ্বেষ' হয়। এই প্রকার একটি বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্তজীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে; তথাপি কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে,—এমত নহে; কিন্তু ঐ নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিমানে উন্নতি করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্করতা।

—তঃ সূঃ ১৭ সূঃ

৬। কাহারা যথার্থ বিশুদ্ধ ভজনপরায়ণ ?

"ভয় আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয়। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৭। রাগানুগা ভক্তির অধিকারী কে ?

'যাহার আত্মায় রাগতত্ত্বের উপলব্ধি হয় নাই এবং যিনি শাস্ত্রশাসন-মতে উপাসনাদি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। যিনি হরিভজনে শাস্ত্রশাসনের বশবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু তাঁহার আত্মায় হরিভজনে স্বাভাবিক রাগ উদিত হইয়াছে, তিনিই রাগানুগ ভজনের অধিকারী।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৮। রাগময়ী উৎকণ্ঠা কিরূপ ?

"প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুহুঁ পদাম্বুজ স্ফূর্ত্তি,
সেই তুহুঁজন দরশন।
এ জন্মে কি হবে মন, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন॥"

—'কার্পণ্য পঞ্জিকা' ৩২ গীঃ মাঃ

৯। রাগানুগ ভক্তির মূল কি ?

"রুচিমূলা হি রাগানুগা ভক্তিঃ।"

"ব্রজবাসীদিগের সেবানুকরণে রুচিই রাগানুগা ভক্তির মূল।

—আঃ সূঃ ১১৬

১০। রূপানুগ ভজনে রসজ্ঞান প্রয়োজনীয় কেন ?

"রূপানুগ তত্ত্বসার,　　বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন।
চিন্ময় আনন্দ রস,　　সর্ব্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন ॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'—৬, গীঃ মাঃ

১১। বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির মধ্যে তারতম্য কি ?

"বৈধী ভক্তি ধীরগতি,　　রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুধাসনে,　　রুচি হয় যাঁর মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায় ॥"

—'শ্রীরূপানুগভজনদর্পণ'— ৫, গীঃ মাঃ

—ক্রমশঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২৫)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। তাঁহার কার্য্যকারিতা দেখাইবার জন্য নিজরূপ জগতে আবিষ্কার করিয়াছেন। কেহ নিজশক্তির কার্য্যকারিতা দেখাইবার জন্য লোকসমক্ষে সেই শক্তির দ্বারা সম্পন্ন কিছু কার্য্য উপস্থিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার চিচ্ছক্তির কার্য্য। অন্য কোন শক্তি এই রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। রূপ প্রকাশের কথা 'গৃহীত' শব্দদ্বারা মূলে ব্যক্ত হইলেও ঐ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ এ স্থলে সঙ্গত হয় না। যে বস্তু যাহাতে ছিল না, তাহা অন্য স্থান হইতে গ্রহণ করা হইলে 'গৃহীত' বলা হয়; কিন্তু তিনি নিত্য বিরাজমান বলিয়া গৃহীত অর্থে লওয়া হয় না, সেজন্য এখানে 'আবিষ্কার' অর্থ হইবে। যে বস্তু আছে, তাহা লোকসমক্ষে ব্যক্ত করার নাম আবিষ্কার।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিলাস দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও এমন চমৎকার রূপ দর্শন করেন নাই। এই রূপ শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময়কর।

যাহাতে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ থাকে, তাহাতে ভূষণ থাকা নিতান্ত সম্ভব। কিন্তু ভূষণসংযোগে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতা হয় না। তাঁহার অঙ্গই ভূষণের ভূষণ। অন্যত্র ভূষণ অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করে, আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে স্থান পাইয়া ভূষণের শোভা বাড়ে।

শ্রীকৃষ্ণের নরাকার রূপ-দ্বিভুজ মনুষ্যের মত তাহা বৃন্দাবনে সতত বিরাজমান। এই রূপ দর্শনের জন্যই মহা-কালপুরাধিপতি মহাবিষ্ণু বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের দুইজনকে (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণপুত্রগণকে এখানে আনয়ন করিয়াছি (ভাঃ ১০।৮৯ অঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্যে ব্রজদেবীগণ এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অনিমিষে সে মাধুর্য্য পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু নয়নে নিমেষ আচ্ছাদন থাকায় বারংবার দর্শনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল ; সেজন্য তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন—

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিলা আঁখি দুটি
তাতে কৈল নিমিষ সৃজন।
বিধি জড় তপোধন রস শূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজন” (চৈঃ চঃ মঃ)

কেহ বলিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব ত সর্ব্বত্র দেখা যায় না। তাহার উত্তর— পরম প্রেমজনকত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব হইলেও মহাভাবোদয়ে আশ্রয়ের যোগ্যতাবিশেষে অপেক্ষা আছে। চন্দ্রের আহ্লাদকত্ব স্বভাব হইলেও চন্দ্রকান্তমণিই কেবল দ্রবভাব প্রাপ্ত হয়, অন্য বস্তু হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ স্বভাব থাকিলেও ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও মহাভাবের আশ্রয় হইবার যোগ্যতা হয় না, মহাভাবের উদয়েই তাদৃশ মাধুর্য্য সম্যক্ অনুভব করার যোগ্যতা, যাহারা অস্বস্থচিত্ত তাহাদের নিকট শ্রীভগবান্ প্রকটিত হন না, অপরাধ তাহাদের চিত্তের উপর প্রলেপের ন্যায় কার্য করে।

প্রলেপ চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ একটী দুর্ভেদ্য লেপ-বিশেষ। ইহা কোন পাত্রের চারিদিকে প্রয়োগ করিলে বাহিরের কোন বস্তু ভিতরে আর ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে যাইতে পারে না। পারদাদি জ্বাল দিবার সময় এই লেপ ব্যবহৃত হয়।

অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য কেবল ব্রজদেবীগণকেই প্রেমাভিভূত করে না, অন্যত্রও তাঁহার প্রেমজনকত্ব স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি বৃক্ষাদিকে

পর্য্যন্ত তিনি প্রেমে পুলকিত করেন। ভাঃ ১০।২৯।৪০ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণুগীত—
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘ মূর্চ্ছনাযুক্ত বেণুর অব্যক্ত মধুর ধ্বনি দ্বারা মোহিত হইয়া কোন্ রমণী নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অর্থাৎ অর্থাৎ সকলেই বিচলিত হয়। নারীদের কথা আর কি বলিব, ত্রৈলোক্য সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ যে রূপে আছে, তোমার সেই রূপ দর্শন করিয়া গো, হরিণ, পক্ষী ও বৃক্ষসকলও পুলকে পূর্ণ হয়।

এইরূপে বৃক্ষাদিকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করেন বলিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

পদ্মনাভ শ্রীহরির সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলময় বহু অবতার আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিতে পারেন না।

আবির্ভাবতারতম্যানুসারে প্রীতির তারতম্য প্রদর্শিত হইল। এখন সেই প্রীতির গুণের তারতম্যানুসারে অন্য প্রকারের তারতম্য ও ভেদ দেখান হইতেছে। সে সকল গুণ দুই প্রকার—এক প্রকারের গুণ ভক্ত-চিত্ত-সংস্কারের হেতু, অন্য প্রকারের গুণ অভিমানবিশেষের হেতু।

প্রথম প্রকারের গুণসকলের দ্বারা প্রীতি ভক্তচিত্তকে উল্লসিত করে, মমতা যোজিত করে, বিশ্বাসযুক্ত করে, প্রিয়তাতিশয় দ্বারা অভিমানবিশিষ্ট করে, বিগলিত করে; নিজ বিষয় আলম্বনের প্রতি অভিলাষ দ্বারা আসক্ত করে; প্রতিক্ষণে নিজ বিষয়ক নূতন হইতে নূতনতররূপে অনুভব করায় এবং অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদিত করে। যে প্রীতি কেবল উল্লাসের আধিক্য ব্যক্ত করে, তাহার নাম রতি। রতি উৎপন্ন হইলে শ্রীভগবানেই প্রয়োজন বুদ্ধি থাকে, তদ্‌ভিন্ন অন্য বস্তুতে তুচ্ছ বুদ্ধি জন্মে। মমতাতিশয়ের আবির্ভাবহেতু সমৃদ্ধপ্রীতিই প্রেম। প্রেম উৎপন্ন হইলে প্রীতিভঙ্গের হেতুসকল প্রেমের স্বরূপের ক্ষীণতা আসিতে পারে না। মমতাতিশয়দ্বারা প্রীতির সমৃদ্ধি জাগতিক বস্তুতেও দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

মার্জ্জারভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে।
ন তাদৃঙ্‌মমতাশূন্যে কলকিঙ্কেন মূষিকে ॥

গৃহপালিত মোরগ মার্জ্জার দ্বারা ভক্ষিত হইলে যতটা দুঃখ হয়, মমতাশূন্য মূষিক চটক পক্ষীদ্বারা ভক্ষিত হইলে তত দুঃখ হয় না।

অতএব প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে মমতার আধিক্যহেতু মমতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুতে অনন্যমমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি ভক্তগণ ভক্তি (প্রেমভক্তি) বলিয়া সংজ্ঞা দিয়াছেন।

সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানে একমাত্র মনের বৃত্তিই ভক্তি। বিশ্রম্ভাতিশয় প্রেমের নাম প্রণয়। প্রণয় জন্মিলে সম্ভ্রমাদি বোধ থাকে না। প্রিয়তাতিশয়ের অভিমানহেতু প্রণয় যদি কৌটিল্যাভাসপূর্ব্বক ভাববৈচিত্র্য ধারণ করে, তবে তাহাকে মান বলে। মান উপস্থিত হইলে ভক্তের প্রণয়কোপহেতু নিরপেক্ষ পরতত্ত্ব ভগবানেরও প্রেমময় ভীতি উপস্থিত হয়।

অত্যন্ত চিত্তদ্রবাত্মক প্রেমই স্নেহ। স্নেহের উদয়ে শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাষ্পাদি বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং প্রিয়তমের সামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও কাহারও নিকট হইতে প্রিয়ের অনিষ্টাশঙ্কা জন্মে।

অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহকে রাগ বলে। রাগের উদয়ে প্রিয়তমের ক্ষণিক বিরহে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা আসে। সংযোগে পরম দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়। আর বিয়োগে সুখও দুঃখ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেই রাগ নিজের বিষয়াবলম্বনকে অনুক্ষণ নবীন হইতে নবীনতররূপে অনুভব করাইলে তখন উহা অনুরাগ নামে অভিহিত হয়। তাহার উদয়ে পরস্পরের অত্যন্ত বশীভাব, প্রেমবৈচিত্র, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় অপ্রাণীবস্তুতেও জন্মলালসা বিচ্ছেদে অতিশয় স্ফূর্ত্তি হয়।

অসমোর্দ্ধচমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদক অনুরাগকে মহাভাব বলে। মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণসংযোগে নিমেষাসহিষ্ণুতা হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগে কল্পকালকে ক্ষণকাল এবং বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পকাল মনে হয়।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভক্তি—ক্লেশঘ্নী

বদ্ধ জীব আমরা সর্ব্বদাই ক্লেশ-ক্লিষ্ট এবং সেই ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সকলেই অল্পবিস্তর যত্নপর ও ব্যগ্র। তাই আমরা ক্লেশের তাড়নায় কখনও কর্ম্ম, কখনও জ্ঞান, কখনও যোগ, আবার কখনও ভক্ত্যাদি অবলম্বনে বদ্ধ পরিকর হই। কিন্তু ক্লেশের মূল্য বা নিদান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া থাকি। কিসে ক্লেশের অবসান হয়, এ বিষয় অজ্ঞ আমরা জানি না বলিয়াই কষ্ট পাই এবং আকুলপ্রাণে মনঃকল্পিত নানা উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া উত্তরোত্তর ক্লেশই ভোগ করি। তাই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, ভক্তি ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষের লঘুতাকারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। গৌরপার্ষদ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর উপরিউক্ত-ভক্তিমাহাত্ম্য-প্রকাশিনী বাণী আলোচনাদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ভক্তি সর্ব্ববিধ ক্লেশ-নাশের অব্যর্থ-মহৌষধ-স্বরূপ। ভগবানের সেবা ভুলিয়াই যখন জীবের এসব অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। তখন তাঁহাকে পুনরায় স্মৃতিপথে অনুক্ষণ অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারিলে— অনুক্ষণ তাঁহার সেবায় বিভোর হইয়া থাকিতে পারিলেই যে জীবের আর অনর্থ বা দুঃখাদি থাকে না, হৃদয়ে সেবানন্দ স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় জীবগণ যে আনন্দে আত্মহারা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং অভক্তি বা সেবাবিস্মৃতিই যখন ক্লেশের জননী, তখন ভক্তিব্যতীত যে ক্লেশোপশমের আর অন্য উপায় থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়।

হতভাগ্য আমরা সর্ব্বক্ষণ যে ক্লেশে জর্জ্জরিত ও দুঃখভারাক্রান্ত তাহার কারণ তিন প্রকার— পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ ভেদে এই পাপ আবার দুইপ্রকার। যাহা আমাদের অদৃষ্টরূপে অবস্থিত আছে— যাহার ভোগকাল এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অপ্রারব্ধ পাপ অনাদি ও অনন্ত। আর যাহা ফলোন্মুখ অর্থাৎ যদ্দ্বারা নীচকুলে ও দরিদ্রের গৃহাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অথবা রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহারই নাম প্রারব্ধ পাপ। এই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ

পাপ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও ভোগ ব্যতীত বা হরিভক্তি ব্যতীত নষ্ট হইবার নহে; ইহাই শাস্ত্রবাক্য। তাই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবমঙ্গলার্থ লিখিয়াছেন,—

"যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

স্বল্পপুণ্য আমরা পাপের এই ভীষণ পরিণামের কথা যখন চিন্তা করি, তখন সদসদ্‌বিবেক হারাই, মঙ্গলের পথ স্থির করিতে পারি না নিরাশ হইয়া দুঃখসাগরের অতলতলে নিমগ্ন হই। তদ্ধেতু আর্ত্তাস্তিহর ভগবান্ কৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই পাপনাশের উপায় কীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন—

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

— ভাঃ ১১।১৪।১৯

হে উদ্ধব, অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যের জন্য প্রজ্বলিত হইয়াও প্রবৃদ্ধ-শিখাবিশিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ভক্তিরাশিও সম্পূর্ণরূপে পাপসকলকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

ভক্তি যখন ক্লেশঘ্নী, ভক্তির অভাবই যখন ক্লেশের মূল এবং ভক্তি যখন আত্মার নিত্যা বৃত্তি, তখন জীবের ক্লেশভোগ সম্ভব হয় কিরূপে? ইত্যাকার প্রশ্ন জীব-হৃদয়ে উদিত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী; কিন্তু এই প্রশ্নের সমাধানে আমরা দেখিতে পাই যে, অণুচিৎ স্বতন্ত্র জীব আমরা চেতনের অণুত্বপ্রযুক্ত কৃষ্ণবশ অথবা মায়াবশ হইবার যোগ্য। কিন্তু যখন আমরা দুর্ভাগ্য-বশে কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধিতে বিষয়-ভোগে প্রমত্ত থাকি তখন আমাদের ভক্তিবৃত্তি নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় অবস্থান করে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেবাপ্রবৃত্তি সমুদ্ধা হয় বা পূর্ব্বস্মৃতি—স্ব-স্মৃতি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইতে থাকে, তখনই প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ সেবাগ্নি-প্রভাবে আমাদের অনর্থসমূহ চিরতরে নষ্ট হয়। সৌভাগ্যক্রমে স্বরূপজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান বা দাস্যজ্ঞান

এবং স্বরূপের বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে গুরুকৃপায় জাগ্রত হইলে পূর্ণবস্তু ভগবান্ যে আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, ইহা আমাদের ধারণার বিষয় হয় এবং যে-সব আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ভোক্তাভিমানে ভোগ্য মনে করিয়াছিলাম সেগুলিকে ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া জানিবার সুযোগ পাই। তাই যখন আমরা বৈকুণ্ঠলোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপাদি উপলব্ধি করিতে পারি এবং স্বরূপের বিকৃতাবস্থা অবগত হওয়ায় বিকৃত অবস্থাজনিত পাপ-পুণ্যাদি সমূলে বিনষ্ট হয়। ভক্তি যে ক্লেশঘ্নী এতদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গিয়া ইহার সমাধান আমরা কপিল দেবহূতি-সংবাদে দেখিতে পাই।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
স্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

[হে ভগবন্! কুকুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম-শ্রবণ, শ্রবণান্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তাহা হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন, আর যাঁহারা আপনার সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?]

ক্লেশোপশমনের উপায়-নির্দ্ধারণে ব্রতী হইয়া আমরা পদ্মপুরাণে দেখিতে পাই—

"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥"

পাপবাসনার নামই পাপবীজ। মনে মনে অসচ্চিন্তা বা ইতর-বস্তু ভোগ-স্পৃহারূপ পাপবীজ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থান করে। এই পাপবীজ বা পাপ-বাসনা হৃদয়ে থাকিলে তাহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পাপফল প্রসব না করিয়া পারে না। সুতরাং বৃক্ষের শাখাকর্ত্তনের ন্যায় পাপ ধ্বংস করিবার কৃত্রিম ও সাময়িক চেষ্টা না দেখাইয়া পাপবীজ ধ্বংস করার জন্য যত্নপর হওয়া যে বিশেষ দরকার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভয়ব্যাকুলচিত্ত আমরা পাপাদি নাশ করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তাদি আবাহন করি বটে, কিন্তু কর্দ্দমাক্ত জলের দ্বারা গাত্রমল

পরিষ্কার করিবার চেষ্টার ন্যায় কর্ম্মধ্বংসের চেষ্টা ফলপ্রসূ না হইয়া হস্তিস্নানবৎ পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপাদি নষ্ট হইলেও পাপবীজ ধ্বংস হয় না। ভক্তি ব্যতীত এই পাপ ও পাপ-বীজ নাশের অন্য কোনও উপায় নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥
— ভাঃ ৬।২।১৭

তপস্যা দান ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপ-ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু হৃদয়স্থ পাপবীজ অধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ চিত্তমালিন্য অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনষ্ট হয় না। পাপবীজ হৃদয়ে থাকে বলিয়া উহা জীবকে পাপে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করায়। শ্রীকৃষ্ণচরণার-বিন্দের সেবাদ্বারাই ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন সাধনের দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা— এই তিনটির মধ্যে অবিদ্যাই ক্লেশ-রোগের মূল। সুতরাং কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ এই অবিদ্যা হরি-ভক্তিরূপ বিদ্যার দ্বারা ধ্বংস করিবার জন্য যত্নপর হওয়া উচিত। বৃক্ষের মূলোৎপাটন না হইলে তাহার শাখাপ্রশাখাদি ছেদন করিলেও যেমন তাহার পুনঃ অঙ্কুরোদ্গম হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ক্লেশমূলের বিনাশার্থ ভগবানের সেবাস্বীকারমুখে অবিদ্যার মূলোৎপাটন না করিলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে সেবানৈরন্তর্য্য লাভ করিতে না পারিলে, অবিদ্যাহরণ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে না পারিলে এই ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় কোথায়? সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিদ্বান ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য যত্নপর হন। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই অর্থাৎ প্রত্যূষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ সেবালোক হৃদয়ে সম্যগ্‌রূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে করিতেই সমস্ত অনর্থ বা ক্লেশাদি অনায়াসে বিদূরিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥ — ভাঃ ৪।২২।৩৯

[ভক্তগণ ভগবানের পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলিসকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয় গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তাদৃশ ফললাভ করিতে পারেন না। অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদি চেষ্টা পরিহার করিয়া বাসুদেবের ভজনা কর।]

জীবমাত্রেই যখন ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, তখন ভগবানের সেবা ব্যতীত যে তাঁহার আর কোন কৃত্য নাই এবং এই নিত্যকৃত্য বিস্মৃত হওয়ার জন্যই যে সেই অপরাধের দণ্ড-স্বরূপে তাহার ক্লেশভাগী হইতেছে, এইসকল কথা আমরা নিজ জীবনে দেখিয়াও দেখিতেছি না, এমনই আমাদের ভ্রান্তি ও দুর্দ্দৈব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—"কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ"॥—এই অমূল্য বাণী আলোচনা দ্বারাই আমরা জানিতে পারি যে, নিত্য পিতার সেবা ছাড়িয়াই অকৃতজ্ঞ পুত্র আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সেবা করিলে তৎপাদপদ্মে অভিযুক্ত হইলেই যে আমাদের আর কোন অসুবিধা থাকিতে পারে না। আমরা পিতৃধনে ধনী হইতে পারি—সেবায় প্রতিনিষ্ঠিত হইয়া সেবকাভিমানে প্রমত্ত হইতে বা নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলি, বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্ব-স্বরূপের আলোচনা মুখে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ-পর্ব্বত ও মানবদেহধারী জীবমাত্রের একমাত্র কৃত্য—ভগবৎসেবার কথা গুরুমুখে জানিয়া তদুপলব্ধির জন্য শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভ সেবায় নিযুক্ত থাকা। তাহা হইলে জানা যাইবে যে ভগবৎসেবা ব্যতীত আর শ্রেয়ঃপথ নাই, মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, ভবদ্দর্শনের এমন সহজ সরল পন্থা আর নাই। শ্রৌতপন্থার ন্যায় অভ্রান্ত ও শুভদ সরণি আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তিই একমাত্র ('ক্লেশঘ্নী' আর বাদবাকী সমস্তই অন্বয় ব্যতীরেকভাবে ক্লেশদ বা ক্লেশের জনক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

চতুর্থ বার্ষিক বিরহতিথি-পূজোপলক্ষ্যে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

[৬]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর)

কাঁহা মোর গুরুদেব শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান।
কেশব গোস্বামীবর সরস্বতী-প্রাণ॥
মদভীষ্টদেব প্রভো রাধা প্রিয়জন।
শারদরাসস্থলীতে করিলে গমন॥
নাম লওয়াইলে দেব গ্রহণের ছলে।
নামে মাতোয়ারা করি লীলা সংবরিলে॥
জীব হিতে বেদান্ত সমিতি স্থাপিলে।
তাতে আকর্ষিয়া কতশত উদ্ধারিলে॥
বিচারে অপরাজেয় পরম গম্ভীর।
বেদান্তে ভক্তির ব্যাখ্যা করিলা বাহির।
কীর্ত্তন-বিগ্রহদেব আচার্য্য-ভাস্কর॥
তোমার হুঙ্কারে কাঁপে পাষণ্ডনিকর॥
আজিকে করিবে প্রভো পাষণ্ড দলন।
তোমার বিহনে আজি কাঁদে ত্রিভুবন॥
মঠ, মন্দির সব আছে, আছে ভক্তজন।
তবু আজি শূন্য-শূন্য লাগে মোর মন॥
শ্রীচরণকমল স্পর্শ আর কবে পাব।
তুঁয়া অদর্শনে দেব কেমনে গোঁঙাব॥
ধাম-পরিক্রমা ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশন।
শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ মঠস্থাপন॥

মায়াবাদ বিনাশন নাস্তিক্য
ভক্তি মন্দাকিনী ধারায় ডুবালে ভুবন ॥
বৌদ্ধের শূন্যবাদ শূন্যে মিশাইলা।
রূপ-রঘুনাথ-ধারায় হৃদয় শোধিলা ॥
বৃহৎ মৃদঙ্গে প্রভো করিলে কীর্ত্তন।
শ্রীগৌড়ীয় ভাগবত সুরের প্রবর্ত্তন ॥
সেই সুর মূর্চ্ছনায় অভক্তেরগণ।
মুর্চ্ছিত হইল আর ভগ্ন হইল মন ॥
গ্রন্থ মধ্যে জৈবধর্ম্ম কৌস্তুভমণি।
হিন্দীবাংলায় প্রকাশিলে হইয়া অগ্রণী ॥
নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে কুলিয়ায়।
প্রভুপাদ নিষ্ঠাতব বিদিত ধরায় ॥
মায়াপুরের ঔজ্জল্য বিধান করিলে।
প্রভুপাদ মহিমা বিশ্বে জানাইলে ॥
আচার্য্য কেশরী-মহিমা বর্ণিব বা কত।
শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট পুরাইলে যত ॥
হে দেব! তোমার এই বিরহ-বাসরে।
কৃপাভিক্ষা মাগে এই অধম পামরে ॥

—ভৃত্যাধম ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

[৭]

জয় পরমারাধ্যতম, শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান নাম,
বন্দো মুঞি তব শ্রীচরণ।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রিয়, শ্রীকেশব জয় জয়!
গোস্বামিপ্রভু তুমি জগৎ-তারণ॥

আজি ভানুর উদয় হ'তে, ব্যথা বড় হ'ল চিতে,
গৌড়ীয়-ভাস্কর কো'থা গেলা হায়!
তোমার অদর্শনে, কত'ই যে ব্যথা মনে,
পথহারা পথিকের প্রায়॥

গৌড়ীয় উজ্জ্বল শিখা, আর না পাইয়া দেখা,
হিয়ার প্রদ্বীপ যত, গিয়াছে নিভে!
আজি তব অপ্রকটে, অন্তর জ্বলিছে বটে.
পূর্ণচন্দ্রপ্রভু, কবে প্রকাশিবে?

সরস্বতীর প্রিয়তম, হে ঠাকুর নমো নমঃ
শুভ দৃষ্টি কর ধরা প্রতি।
এ-অধম অপরাধী, আজ তাই নাহি কাঁদি,
পামর পাষণ্ড মুঞি অতি॥

কৃপা কর ওহে ঠাকুর! পরম আরাধ্য মোর,
বিরহ-তিথিতে আজ করি প্রণতি!

এ-দীন প্রার্থনা ক'রে, কৃপাদৃষ্টি কর মোরে
আজীবন তব পদে থাকে যেন মতি।
আচরণ করি যেন সদা শুদ্ধা ভক্তি॥

অন্ধকার বিদূরিতে, এ'-জগৎ উদ্ধারিতে,
শুভ লগ্নে উচ্চ-গ্রহে, আসিলে ধরায়।
দীপ্ত কণ্ঠে প্রকাশিলে,— 'কৃষ্ণসেবা' না করিলে,
এ'-জগতে (আর) নাহিক উপায়॥

মর্ত্ত্য মনুষ্য কভু,　　নাহি ছিলে তুমি প্রভু,
তুমি ছিলে গোলোকে নিত্যসিদ্ধঠাকুর।
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আজি জানাই প্রচুর॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠরূপে,　　প্রকাশিলে ধাপে ধাপে
শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মসার;
শ্রীহরির কীর্ত্তনে,　　শুদ্ধ-ভক্তের জয়গানে,
জগতে দুর্ল্লভ বস্তু করিলে প্রচার।
যাহা হ'তে সর্ব্বানর্থ হয় ছারখার॥
কলিকবলিত কালে,　　কৃষ্ণপ্রেম প্রচারিলে
আচরিয়া শিখা'লে জীবেরে।
বৈকুণ্ঠ-নাম-গানে,　　শুদ্ধহরি-কীর্ত্তনে
জীবগণ যায় ভবপারে॥
অধর্ম্ম-কুধর্ম্ম যত,　　মায়াবাদী শত শত
ভক্তিতে করিল বাধা এই ধরাতলে!
সিংহনাদে প্রচারিলে,　　শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলে
মায়াবাদী কুধর্ম্মিগণ গেল রসাতলে।
প্রমাণে 'বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থ যে রচিলে॥
গৌড়ীয়-ধ্বজা উত্তোলনে,　　প্রাণ দিবে অকাতরে
এ'হেন সঙ্কল্প করি মনে!
শুদ্ধগৌড়ীয় সম্প্রদায়,　　তথা ব্রহ্ম-মাধ্ব হয়,
সংরক্ষিত হইল কেমনে?
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে,　　সখী-ভেকী এ'জগতে
ছলে-বলে করিছে কুধর্ম্ম প্রচার!
দলে-ছলে অধর্ম্মীরা,　　ঘিরিল 'বিজয়-কারা'
গৌড়ীয়-পতাকা নিঃশ্চিহ্ন করিবার!
এ'হেন বিপদক্ষণে,　　'শ্রীকেশবজী' ভাবেন মনে
আজি যাউক আমার পরাণ।

সরস্বতী ঠাকুরেরে রক্ষিতে, সঙ্কটে সন্ন্যাসী সাজিয়ে,
রাখিলে গৌড়ীয়-ভানু সিদ্ধান্ত জীবন।
রণে-বনে (তুমি) করিয়া জীবন-মরণ পণ॥
এ'হেন গুরু-ভক্তি, বৈষ্ণবে শুদ্ধ-মতি,
হেন মহাপুরুষ কভু না হেরিব আর!
আজি তব বিহনে, বিরহ ব্যথা ক্ষণে-ক্ষণে,
দগ্ধিভূত করিছে হিয়া যে আমার!
পরমহংস হে চূড়ামণি ঠাকুর!
জগৎ-গুরুরূপ ধরি, মঠ-মন্দিরাদি করি,
গৌর-কৃষ্ণ নিত্যসেবা কৈ'লে স্থাপন।
'পাষণ্ড-গজৈক-সিংহ' নামে, অসুরাদি রাখি বামে
এ'জগতে বিতরিলে 'অমূল্য রতন'
'নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন'॥
কত অপরাধী আমি, কি দিয়ে যে তোমায় নমি
কেমনে করিব তব মহিমা-কীর্ত্তন।
অতি দীন-হীন মুঞি, শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই যে কিছুই
গুণ-নিধির কথা তাই ভাবি যে এখন॥
এ-দীনের প্রার্থনা, কর মোরে করুণা,
অহৈতুকী কৃপা চাহি তাই।
অপরাধ কর ক্ষমা, না জানি তব মহিমা,
আজীবন যেন তব গুণ-গাঁথা গাই।
মায়াভুলি যেন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাই॥
গোলোকে স্বরূপ ধরি, অন্তরালে দৃষ্টি করি
এ-অধমে কর কৃপা এই ভিক্ষা চাই!
দোষ-ত্রুটী কর ক্ষমা, তব গুণের নাই যে সীমা,
অন্তিমে শ্রীচরণপদ্মে দিও মোরে ঠাঁই॥

—পতিতাধম শ্যামসুন্দর

(৮)

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান　　কেশব গোঁসাই

প্রণমি তোমার পায়।

(তুমি) সরস্বতী-প্রিয়　　বিভোর সদায়

প্রভুপাদ নামে হায়॥

'কৃতিরত্ন' বলি　　জগতে বিদিত

(তোমা) প্রভু কৈল কার্য্যাধ্যক্ষ

কত শত জীবে　　করুণা করিয়া

করিলে ভজনদক্ষ॥

গুরুসেবা তুমি　　দেখাইলে ভবে

স্তম্ভিত সকলে করি।

জীবনের মায়া　　নাহিক তোমার

সে' কথা স্মরণ করি॥

একবার যবে　　নবদ্বীপ-মাঝে

প্রভুপাদে দ্রোহ কৈল।

প্রভুর জীবন　　বিপন্ন ভাবিয়া

মনে তোমার দুঃখ হৈল॥

গুরুর বসন　　পরিয়া, পরালে—

তোমার বসন তাঁরে।

হাসিতে হাসিতে　　লইয়া গুরুরে

বাহির হৈলে দ্বারে॥

কিছুই না হ'ল　　সকলে দেখিল

গুরু সেবকের জয়।

এ হেন তোমার　　মহিমা প্রচুর

জগজ্জন সুবিস্ময়॥

প্রভুপাদ যবে　　অন্তর্দ্ধান কৈল

শোকেতে অধির হৈলে।

এ ভবে না রবে　　পরাণ ত্যজিবে

মনেতে বিচার কৈলে॥

সে দিন নিশায় প্রভু আসি কয়
দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ভকতি-বেদান্ত করহ প্রচার
(আমি) সদা আছি তোমা সনে ॥
প্রভু আজ্ঞা পেয়ে তুমি শান্ত হয়ে
তখন সুস্থির হৈলে।
গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' স্থাপিয়া
ভকতি প্রচার কৈলে ॥
বিশ্ব ভরি তুমি মঠ প্রকাশিলে
গাহিলে প্রভুর জয়।
প্রেম-ভক্তি আর সারস্বত-বাণী
সর্ব্বত্র প্রচার হয় ॥
ধাম-পরিক্রমা করিয়া জীবের
কতই মঙ্গল কৈলে।
সৎ শিক্ষাসার প্রদর্শণী করি
(জীবের) মোহ নিদ্রা ঘুচাইলে ॥
মুদ্রা যন্ত্র স্থাপি ভক্তি গ্রন্থ ছাপি
ভকতি-সিদ্ধান্তবাণী।
প্রচারিলে ভবে অনায়াসে সবে
উদ্ধারিল তাহা শুনি ॥
তোমার করুণা বারি-বিন্দু স্পর্শে
(মোর) তপ্ত মরু সম হিয়া।
শীতল হইবে নামে রুচি হবে
পলাইবে জড় মায়া ॥
নবদ্বীপ ধামে গুরু-গৌর সনে
বিরাজিছ তুমি প্রভু।
কাঙ্গাল 'হরিদাস' করিতেছে আশ
ছেড়ো না আমারে কভু।

শ্রীহরিদাস রায়, টাটানগর

রাঁচী, টাটানগর, জামসেদপুর, ও আসানসোলে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

ঔদার্য্য মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট "পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা হইবে প্রচার" এই বাণীর সার্থকতা করার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ** শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুল প্রচারকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে সদল বলে সর্ব্বাগ্রে বিগত ১৫।৯।৭২ ইং তারিখে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রাঁচি সহর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে প্রচার কার্য্যে সহায়তা করেন শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী, ও শ্রীপাদ জয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রথমতঃ মহারাজজী রাঁচী সহরস্থিত শ্রীদুর্গামন্দিরের সম্পাদক শ্রীদ্বীজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য তথাকার ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীদুর্গা-মন্দির-প্রাঙ্গনে একসপ্তাহ-ব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন। শ্রীল মহারাজের সহজ, সরল, সাবলীল ও মধুর ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণ করায় ভক্তবৃন্দ ভক্তিভাবে আপ্লুত হন।

তথা হইতে শ্রীল মহারাজ উক্ত সহরস্থ ভক্তিমান শ্রীযুত আখলচন্দ্র হাজারিকা মহোদয়ের বাসভবনে এবং শ্রীকালীমন্দিরে ক্রমাগতভাবে ১২ দিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারিত-প্রচারিত বিমল সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারায় তথাকার উপস্থিত ভক্তবৃন্দের স্নাতি করান। সেখানে শ্রীল স্বামিজী মায়াবাদ যথা, শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, বুদ্ধের শূন্যবাদ, অদ্বৈতবাদ অনুসরণে জগৎ বঞ্চক, জগৎ ধ্বংসকর, নূতন নূতন মতবাদ, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা ও সহজীয়া ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কলঙ্ককারী মতবাদ ও জড় বস্তুতে অবতারত্বের আরোপ ইত্যাদি অপ-সিদ্ধান্ত খণ্ড-বিখণ্ড করতঃ বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মই যে পরম পথ এবং শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র সর্ব্বারাধ্য তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর যথাক্রমে স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুত শৈলেননাথ রায়, শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ কুণ্ডু, শ্রীযুত রামদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত

গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত ননীগোপাল গুহ এবং শ্রীযুত বসন্ত কুমার দাস মহাশয়বৃন্দের আহ্বানে তাঁদের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীনাম কীর্ত্তনই যে একমাত্র কলিযুগের যুগধর্ম্ম ও পরমার্থ লাভের একমাত্র সোপান তাহা শ্রীল স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মাধ্যমে পরিবেশন করতঃ শ্রদ্ধালু ভক্ত বৃন্দের হৃদয়াঁধার দূরীভূত করেন। তদনন্তর সেখান হইতে শ্রীল স্বামিজী তার প্রচার পার্টিসহ ৪।১০।৭২ ইং তারিখে ভক্তবৃন্দকে বিরহ-অশ্রু জলে ভাসাইয়া টাটানগর রওনা হইয়া পরম প্রপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সাকৃচীস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে উক্ত মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভাক্তনিবাস ন্যাসী মহারাজের বিশেষ আগ্রহে তথায় ১৫।১৬ দিন অবস্থান করতঃ বিভিন্ন জায়গায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত, বিমল প্রেমধর্ম্ম বিপুলভাবে প্রচার করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ সেবাকাজ করিয়াছেন। শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ, ও শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও ব্রহ্মচারীবৃন্দসহ টাটানগরস্থিত Captan শ্রীযুত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে তদীয় আপ্যায়নে ও অনুনয় বিনয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করার জন্য শুভ পদার্পণ করেন। সেখানেও বহু গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী উপস্থিত থাকায় তাঁদের সমক্ষে শ্রীল স্বামিজী পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে, জ্ঞানগর্ভ ভাষায় তত্ত্ব সিদ্ধান্ত-পূর্ণ যুক্তিতে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা ভগবানের প্রেম লাভ হয় না তাহা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে সকলকে মুগ্ধ করেন এবং সনাতন ধর্ম্মই যে জীবের নিত্য প্রয়োজন তাহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করতঃ সবাইকে চমৎকৃত করেন।

টাটানগরে প্রচার সমাপ্তান্তে ইং ২০।১০।৭২ তারিখে শ্রীল স্বামিজী প্রচার পার্টিসহ আসানসোল অভিমুখে রওনা হন। আসানসোলে শ্রীযুত গোলক বিহারী গড়াই মহোদয়ের সাদর অভ্যর্থনায় তাঁর শ্রীহরিবোল মন্দিরে পূজ্যপাদ মহারাজের ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের থাকার সুবন্দোবস্ত করেন। এইস্থানে তিন সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। শ্রীল মহা-রাজের গম্ভীর ও মাধুর্য্যপূর্ণ ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের সুমধুর কণ্ঠ নিঃসৃত গীতাবলী শ্রবণ করায় খ্যাতনামা ডাঃ শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী ও তদীয় পরিবারবর্গের আহ্বানে শ্রীল স্বামিজী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ ৪।১১।৭২ ইং

তারিখে তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠানুষ্ঠানের জন্য শুভপদার্পণ করেন। তদনন্তর ইং ২৫।১১।৭২ তারিখ হইতে স্বর্গত শশীভূষণ গড়াই মহোদয়ের পুত্র স্বনামধন্য বিশিষ্ট দানবীর, ধনী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও পরম শ্রদ্ধালু শ্রীযুত ষষ্ঠীভূষণ গড়াই মহোদয় ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুধারাণী দেবীর (গড়াই) প্রার্থনায় স্বামিজী তদীয় গৃহে শুভাগমন করেন। প্রথম দিবসের পাঠ শ্রবণ করতঃ শ্রীগড়াই মহোদয় তদীয় পত্নী ও উপস্থিত স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে শ্রীল মহারাজ ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ আরও কিছুদিন পাঠ-কীর্ত্তন করিলে তাঁদের হৃদয়-তৃষ্ণা নিবারিত হয়—ইহা তাঁরা প্রার্থনা জানান। শ্রীল মহারাজ তথায় এক পক্ষকাল অবস্থান করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন করেন। প্রত্যেক দিবসেই শ্রীল মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবেদান্ত-সূত্রম্, শ্রীগীতা, উপনিষদ প্রভৃতি হইতে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।

আজকাল আমরা মনে করি দুটো চারটে হাসপাতাল, কিছু স্কুল কলেজ, কিংবা ক্ষুধার্ত্তকে কিছু অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করাই যেন বড় দান মনে করিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র তাহা অনুমোদন করেন নাই। তিনিই প্রকৃত দানী যিনি জগতে বদ্ধজীবের কর্ণকূহরে ভুবন-মঙ্গলময়ী শ্রীহরি-কথা পরিবেশন করেন ও করার সুযোগ-সুবিধা দান করেন, তাঁরা উভয়েই প্রকৃত দানী,—ইহাই শাস্ত্রীয় অভিমত। কাজেই শ্রীযুত ষষ্ঠীবাবু ধন্য, কেননা আজকাল এই হরিকথা-দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি বৈষ্ণবদের ডেকে শ্রীহরিকথা প্রচার করার সুযোগ সুবিধা দান করিয়াছেন, তার জন্য আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, উক্ত মহোদয়ের আত্মার কল্যাণ-বিধান করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিন। আমরা আশা করি তিনি হরিভজন করিয়া জীবন সফল করুন।

তদনন্তর, শ্রীল মহারাজ ইং ৮।১১।৭২ তারিখে প্রচার-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শ্রীগড়াই মহোদয়ের ট্যাক্সিযোগে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন। শ্রীগড়াই মহোদয় শ্রীল মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যোগ্য পাত্র মনে করতঃ শ্রীমদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকাসহ সম্পূর্ণ শ্রীবেদান্তসূত্রম্ প্রদান করেন।

—শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীবৈষ্ণবজগতে যুগান্তর আনয়নকারী

"শ্রীসিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

স্বটীকাসহ বিরচিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এইস্থানে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন-সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠক-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ সংগ্রহ-নিমিত্ত অগ্রিম আনুকূল্য পাঠাইয়া গ্রন্থ সংরক্ষিত করিয়াছেন। সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেই অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

সেবাসচিব—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

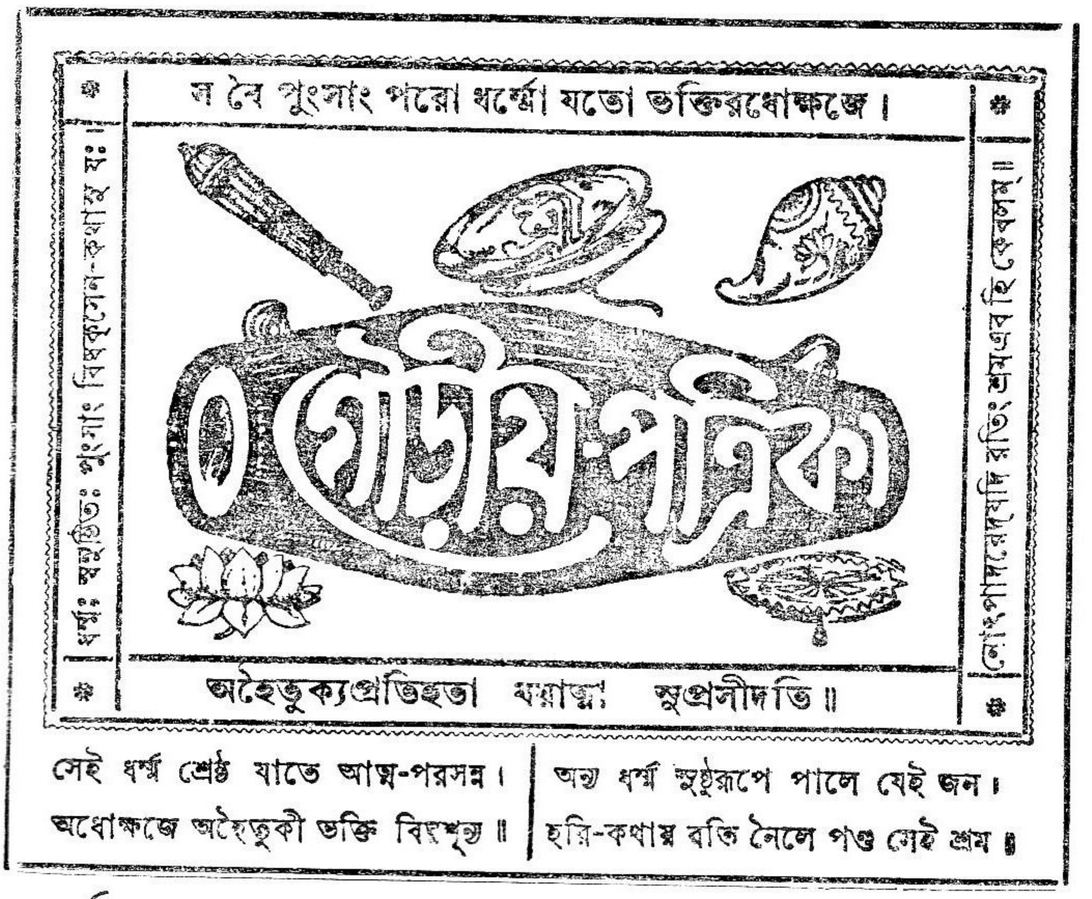

২৪শ বর্ষ { বাসুদেব, ২৫ নারায়ণ, ৪৮৬ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৭৯ ; ইং ১৪।১।১৯৭৩ } ১ম সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ শ্রীগান্ধর্ব্বায়ৈ নমঃ ॥

অবীক্ষ্যাত্মেশ্বরীং কাচিদ্বৃন্দাবন-মহেশ্বরীম্।
তৎপদাম্ভোজমাত্রৈকগতির্দাস্যতিকাতরা ॥১॥
পতিতা তৎ সরস্তীরে রুদত্যার্ত্তরব্যাকুলম্।
তচ্ছ্রীবক্ত্রেক্ষণাবাপ্ত্যৈ নামান্যেতানি সংজগৌ ॥২॥

কোন একটী দাসী, আত্মেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে দেখিতে না পাইয়া রাধাকুণ্ডতীরে পতিত হইয়া সেই শ্রীরাধার পাদপদ্মকেই একমাত্র আশ্রয় করতঃ অতি কাতরে শ্রীরাধিকা-মুখপদ্ম দর্শনার্থ অত্যন্ত আকুলচিত্তে রোদন করিয়া এই বক্ষ্যমান নামগুলি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ১-২ ॥

রাধা গান্ধর্ব্বিকা গোষ্ঠেযুবরাজৈককামিতা।
গান্ধর্ব্বা রাধিকা চন্দ্রকান্তির্মাধবসঙ্গিনী ॥৩॥

রাধা, গান্ধর্ব্বিকা, গোষ্ঠযুবরাজৈককামিতা, গান্ধর্ব্বারাধিকা, চন্দ্রকান্তি, মাধবসঙ্গিনী ॥ ৩ ॥

দামোদরাদ্বৈতসখী কান্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী।
মুকুন্দদয়িতা-বৃন্দধম্মিল্লমণিমঞ্জরী ॥৪॥

দামোদরাদ্বৈতসখী, কান্তিকোৎকীর্ত্তিদেশ্বরী, মুকুন্দদয়িতাবৃন্দধম্মিল্ল মণি-মঞ্জরী অর্থাৎ যিনি মুকুন্দদয়িতাবৃন্দের একত্র সংবদ্ধকেশে মণিমঞ্জরীস্বরূপা।৪॥

ভাস্করোপাসিকা বার্ষভানবী বৃষভানুজা।
অনঙ্গমঞ্জরী-জ্যেষ্ঠা শ্রীদামাবরজোত্তমা ॥৫॥

ভাস্করোপাসিকা, বার্ষভানবী, বৃষভানুজা, অনঙ্গমঞ্জরী জ্যেষ্ঠা, শ্রীদামবরজা, উত্তমা ॥৫॥

কীর্ত্তিদাকন্যকা মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা।
বিশাখাসবয়াঃ প্রেষ্ঠবিশাখা-জীবিতাধিকা ॥৬॥

কীর্ত্তিদাকন্যকা, মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা, বিশাখাসবয়া, প্রেষ্ঠবিশাখা-জীবিতাধিকা ॥৬॥

প্রাণাদ্বিতীয়ললিতা বৃন্দাবনবিহারিণী।
ললিতাপ্রাণলক্ষৈকরক্ষা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥৭॥

প্রাণাদ্বিতীয়া ললিতা অর্থাৎ ললিতা সখী যাঁহার অদ্বিতীয়া প্রাণস্বরূপা, বৃন্দাবনবিহারিণী, ললিতাপ্রাণলক্ষৈকরক্ষা অর্থাৎ ললিতার লক্ষপ্রাণ দ্বারা কেবলমাত্র যাঁহার রক্ষা হইতেছে, বৃন্দাবনেশ্বরী ॥৭॥

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী-কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহনিকেতনম্।
ব্রজ-গো-গোপ-গোপালী-জীবমাত্রৈকজীবনম্ ॥৮॥

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী কৃষ্ণপ্রায়-স্নেহনিকেতন অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-গৃহিণী যশোদার কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহাস্পদ, ব্রজ-গো-গোপ-গোপালী-জীবমাত্রৈক জীবনং অর্থাৎ ব্রজধাম, গো, গোপ, গোপী এবং জীবমাত্রের এক জীবনস্বরূপা ॥৮॥

স্নেহলাভীররাজেন্দ্রা বৎসলাচ্যুতপূর্ব্বজা।
গোবিন্দ-প্রণয়াধারসুরভীসেবনোৎসুকা ॥৯॥

স্নেহলাভীররাজেন্দ্রা অর্থাৎ আভীর রাজেন্দ্র নন্দরাজ যাঁহাতে নিরতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন, বৎসলাচ্যুতাপূর্ব্বজা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বজ বলদেব

যাঁহাতে বাৎসল্যযুক্ত, গোবিন্দপ্রণয়াধারভীসেবনোৎসুকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ভাজন সুরভির সেবাকার্য্যে যিনি নিয়ত উৎসাহ করেন ॥৯॥

ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেমগমনোৎকণ্ঠিমানসা।
স্বদেহাদ্বৈততাদৃষ্টধনিষ্ঠাধ্যেয়দর্শনা ॥১০॥

ধৃতনন্দীশ্বরক্ষেম গমনোৎকণ্ঠিমানসা অর্থাৎ যাঁহার মনঃ নন্দীশ্বরে ক্ষেমগমনে সদা উৎকণ্ঠিতা, স্বদেহাদ্বৈততা দৃষ্টধনিষ্ঠাধ্যেয়দর্শনা অর্থাৎ স্বশরীরের অদ্বৈত অর্থাৎ এক শরীরা ধনিষ্ঠা যাঁহার দর্শনকে ধ্যান করেন ॥১০॥

গোপেন্দ্রমহিষীপাকশালাবেদি-প্রকাশিকা।
আয়ুর্বর্দ্ধকরাঘ্রান্না রোহিণীঘ্রাতমস্তকা ॥১১॥

গোপেন্দ্রমহিষী পাকশালাবেদিপ্রকাশিকা অর্থাৎ নন্দরাজমহিষী শ্রীযশোদা-দেবীর পাকশালার বেদিকে যিনি প্রকাশিত করেন, আয়ুর্বর্দ্ধকরাঘ্রান্না অর্থাৎ যাঁহার সিঘ্রান্ন-পরমায়ু বৃদ্ধিকর, রোহিণীঘ্রাতমস্তকা অর্থাৎ রোহিণীদেবী যাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন ॥১১॥

সুবলন্যস্তসারূপ্যা সুবলপ্রীতিতোষিতা।
মুখরাদৃক্সুধানপ্ত্রী জটিলাদৃষ্টিভীষিতা ॥১২॥

সুবলন্যস্ত সারূপ্যা অর্থাৎ সুবলেতেই যাঁহার সারূপ্য প্রতীয়মান হয়, সুবল প্রীতিতোষিতা অর্থাৎ সুবলের সন্তোষ হইলেই যিনি সন্তুষ্টা হন, মুখরাদৃক্ সুধা নপ্ত্রী অর্থাৎ মুখ চক্ষুতে যিনি সুধাস্বরূপা নপ্ত্রী, জটিলা দৃষ্টিভীষিতা অর্থাৎ যিনি জটিলার দর্শনে সাতিশয় ভীতা হন্ ॥১২॥

মধুমঙ্গলনর্ম্মোক্তি-জনিতস্মিতচন্দ্রিকা।
পৌর্ণমাসীবহিঃ-খেলৎপ্রাণপঞ্জরসারিকা ॥১৩॥

মধুমঙ্গলনর্ম্মোক্তিজনিতস্মিতচন্দ্রিকা অর্থাৎ মধুমঙ্গলের নর্ম্মবাক্যে যাঁহার ঈষৎহাস্যরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়, পৌর্ণমাসীবহিঃ খেলৎপ্রাণ পঞ্জরসারিকা অর্থাৎ যাঁহার প্রাণ পঞ্জরস্থ সারিকা পৌর্ণমাসীদেবীর বহির্দেশে খেলা করিতেছে ॥১৩॥

স্বগণাদ্বৈত জীবাতুঃ স্বীয়াহঙ্কারবর্দ্ধিনী।
স্বগণোপেন্দ্রপাদাব্জস্পর্শ লম্ভনহর্ষিণী ॥১৪॥

স্বগণাদ্বৈত জীবাতু অর্থাৎ যিনি স্বীয় সখীবর্গের জীবনৌষধিস্বরূপা, স্বীয়াহঙ্কারবর্দ্ধিনী অর্থাৎ যিনি আত্মীয়গণের অহঙ্কারবর্দ্ধিনী, স্বগণোপেন্দ্র-

পাদাব্জপর্শ লম্ভনহর্ষিণী অর্থাৎ নিজসখীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিয়া যাঁহার নিরতিশয় হর্ষ হয় ॥১৪॥

স্বীয়বৃন্দাবনোদ্যানপালকী-কৃতবৃন্দকা।
জ্ঞাত-বৃন্দাটবী-সর্ব্বলতাতরু-মৃগদ্বিজা ॥১৫॥

স্বীয় বৃন্দাবনোদ্যানপালিকীকৃতবৃন্দকা অর্থাৎ যিনি নিজবৃন্দাবনমধ্যে বৃন্দাদেবীকে পালিকারূপে স্থাপিতা করিয়াছেন, জ্ঞাতবৃন্দাটবী সর্ব্বলতাতরুমৃগদ্বিজা অর্থাৎ বৃন্দাটবীমধ্যে সমস্ত তরুলতা মৃগ-পক্ষিগণ যাঁহার পরিজ্ঞাত ॥১৫॥

ঈষচ্চন্দন-সংঘৃষ্ট-নব-কাশ্মীরদেহভাঃ।
জবাপুষ্প-প্রভাহারি-পট্টচীনারুণাম্বরা ॥১৬॥

ঈষচ্চন্দন সংঘৃষ্ট নবকাশ্মীরদেহভাঃ অর্থাৎ যাঁহার দেহকান্তি ঈষৎ চন্দনপঙ্কমিশ্রিত কুঙ্কুমের সদৃশ, জবাপুষ্প প্রভাহারি পট্টচীনারুণাম্বরা অর্থাৎ যাঁহার সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র জবাপুষ্পের সৌন্দর্য্যকে অপহরণ করিতেছে ॥১৬॥

চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃতভূতলা।
হরিচিত্তচমৎকারি-চারু-নূপুর-নিঃস্বনা ॥১৭॥

চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃতভূতলা অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্মের জ্যোতির্দ্বারা ভূতল অরুণবর্ণ হইয়াছে, হরি-চিত্তচমৎকারী চারু নূপুর নিঃস্বনা অর্থাৎ মনোহর নূপুরধ্বনিতে যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেও হরণ করিতেছেন ॥১৭॥

কৃষ্ণশ্রান্তিহরশ্রোণিপীঠবল্গিতঘণ্টিকা।
কৃষ্ণ-সর্ব্বস্বপীনোদ্যৎ-কুচাঞ্চন্মণিমালিকা ॥১৮॥

কৃষ্ণশ্রান্তিহরশ্রোণি-পীঠবল্গিতঘণ্টিকা অর্থাৎ যাঁহার নিতম্বপীঠস্থ ঘণ্টিকা সশব্দ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রান্তি দূর করিতেছেন, কৃষ্ণসর্ব্বস্বপীনোদ্যৎ কুচাঞ্চন্মণিমালিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম সম্পত্তিস্বরূপ পীন অথচ উন্নত কুচযুগলে যাঁহার মণিমালা আন্দোলিত হইতেছে ॥১৮॥

নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খচূড়াচারু-ভুজদ্বয়া।
স্যমন্তকমণি-ভ্রাজমণিবন্ধাতিবন্ধুরা ॥১৯॥

নানারত্নোল্লসচ্ছঙ্খচূড়াচারু ভুজদ্বয়া অর্থাৎ বিবিধ রত্নদ্বারা সুশোভিতা শঙ্খচূড়ী অর্থাৎ শঙ্খের চূড়ী কর্ত্তৃক যাঁহার ভুজদ্বয় নিরতিশয় শোভমান স্যমন্তকমণিভ্রাজন্মণিবন্ধাক্ষিবন্ধুরা অর্থাৎ হস্তদ্বয় প্রকোষ্ঠদেশ স্যমন্তকমণিদ্বারা নিয়োন্নতবোধ হয় ॥১৯॥

সুবর্ণ-দর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-মুখমণ্ডলা।
পক্বদাড়িমবীজাভদন্তাকৃষ্টাঘভিচ্ছুকা ॥২০॥

সুবর্ণ-দর্পণজ্যোতিরুল্লঙ্ঘি মুখমণ্ডলা অর্থাৎ যাঁহার মুখমণ্ডল স্বীয় প্রভাদ্বারা স্বর্ণনির্ম্মিত দর্পণজ্যোতিকেও পরাস্ত করিয়াছে, পক্ব দাড়িমবীজাভদন্তাকৃষ্ণাঘভিচ্ছুকা অর্থাৎ সুপক্ব দাড়িম্ব বীজতুল্য নিজের দন্তরাজিদ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষীকে আকৃষ্ট করিয়াছেন ॥২০॥

অজ্জরাগাদি-সৃষ্টাজ্জকলিকা-কর্ণভূষণা।
সৌভাগ্য-কজ্জলাঙ্কাক্ত-নেত্রনিন্দিতখঞ্জনা ॥২১॥

অজ্জরাগাদি সৃষ্টাজ্জকলিকা কর্ণভূষণা অর্থাৎ পদ্মরাগাদি মণিবিরচিত পদ্মকলিকাদ্বারা যাঁহার কর্ণভূষণ হইয়াছে, সৌভাগ্য কজ্জলাঙ্কক্ত-নেত্রনিন্দিত খঞ্জনা অর্থাৎ যাঁহার সৌভাগ্যসূচক কজ্জলচিহ্নরঞ্জিত নেত্রদ্বয় খঞ্জনকেও নিন্দা করিতেছে ॥২১॥

সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত-নাসিকা-তিলপুষ্পিকা।
সুচারু-নবকস্তূরীতিলকাঞ্চিতভালকা ॥২২॥

সুবৃত্তমৌক্তিকামুক্ত নাসিকা তিলপুষ্পিকা অর্থাৎ যাঁহার নাসিকারূপ তিলপুষ্প সুবর্ত্তুল মুক্তাযুক্ত, সুচারু নবকস্তূরী তিলকাঞ্চিত ভালকা অর্থাৎ যাঁহার ললাটপ্রদেশ সুচারু নূতন কস্তুরী তিলকে সুশোভিত ॥২২॥

দিব্যবেণী-বিনির্ধূত-কেকিপিঞ্ছবরস্তুতিঃ।
নেত্রান্তশরবিধ্বংসীকৃতচানূরজিদ্ধৃতিঃ ॥২৩॥

দিব্যবেণী বিনির্দ্ধুত কেকিপিঞ্ছবরস্তুতি অর্থাৎ রাধিকা স্বীয় যে মনোহর কেশদ্বারা ময়ূরবর্হের উৎকৃষ্ট স্তুতিকে দূরীভূত করিয়াছেন, নেত্রান্ত শরবিধ্বংসী কৃতচানূরজিদ্ধৃতি অর্থাৎ যিনি কটাক্ষপাত দ্বারা চানূরবিজেতা শ্রীকৃষ্ণকেও অধৈর্য্য করেন ॥২৩॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরূপ-শিক্ষা

[১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কীর্ত্তিতা]

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীকে দশদিন ধ'রে কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥"

কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রস-পরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ।

বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়; —যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঊর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এই-রূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বশে ঊর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎ-কর্ম্মফলে নিম্ন-লোকে আগমন। ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আসতে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য ক'রলেই পাপ ক'র্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ ক'র্‌লেই পুনরায় পুণ্য ক'র্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন, সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণদ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি-প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন ক'র্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' ক'র্‌তে নিষেধ ক'র্‌ছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥"*

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবাদ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরনও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা

* যে ব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়াও বিষয়-মূঢ়কে মনে মনে স্মরণ করে, সেই মূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'মিথ্যাচার' বলিয়া কথিত হয়।

অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে আস্তিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা ক'রছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা দান কর্‌ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করা—'ভক্তি'। পরে সেবা-কার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তা'র বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ।

জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানা রকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাতপ্রেয়ঃ বিষবৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'র্‌তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচনকার্য্য পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপে সেবন-কার্য্য কর্‌তে থাকেন—নিত্যশ্রবণ-কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা ক'র্‌ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রধান ক'রলেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই ক'র্‌ব। ভক্তিলতার বীজ-লাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজ, কৃষ্ণপ্রসাদজ ও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা ক'র্‌বার জন্য ভগবান্

নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ ক'র্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা ক'র্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দোবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণদ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁর নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ ক'র্‌লে সেবা হয়। তাঁর ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি, সর্ব্বতোভাবে তাঁকে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তা'র বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ক'র্‌লে তাঁর শত কর্ম্ম শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁর বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁরা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি batteryর actionএর (ব্যাটারির কার্য্যের) মতন। উহা অসদ্‌বস্তুকে repel (প্রতিরোধ) ও সদ্‌বস্তুকে attract (আকর্ষণ) করে। সাধুদিগের সঙ্গদ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁরা অসাধু, তাঁরা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্‌বস্তু ত্যাগ ও সদ্‌বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তা'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'র্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবা-পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"　　(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর

(রাগানুগা ভক্তি)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৫ পৃষ্ঠার পর)

১২। রাগানুগ সাধকগণের ভগবদনুশীলন কত প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি কি ?

	প্রকার	বিবরণ
(১)	চিদ্গত অনুশীলন	(১) প্রীতি ও (২) সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতি
(২)	মনোগত অনুশীলন	(১) স্মরণ, (২) ধারণা, [৩] ধ্যান, [৪] ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, [৫] সমাধি, [৬] সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, [৭] অনুতাপ, [৮] যম ও [৯] চিত্তশুদ্ধি।
(৩)	দেহগত অনুশীলন	[১] নিয়ম, [২] পরিচর্য্যা, [৩] ভগবদ্ভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, [৪] বন্দন, [৫] শ্রবণ, [৬] হৃষীকার্পণ, [৭] সাত্ত্বিক-বিকার ও [৮] ভগবদ্দাস্যভাব।
(৪)	বাগ্‌গত অনুশীলন	[১] স্তুতি, [২] পাঠ, [৩] কীর্ত্তন, [৪] অধ্যাপন, [৫] প্রার্থনা ও [৬] প্রচার।
(৫)	সম্বন্ধগত অনুশীলন	[১] শান্ত, [২] দাস্য, [৩] সখ্য, [৪] বাৎসল্য ও [৫] কান্ত ; সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার—অর্থাৎ ভগবদ্গত প্রবৃত্তি ও ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি।
(৬)	সমাজগত অনুশীলন	[১] বর্ণ—মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ। [২] আশ্রম—মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, [৩] সভা, [৪] সাধারণ উৎসবসমূহ ও [৫] যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

প্রকার	বিবরণ
(৭) বিষয়গত অনুশীলন	চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাববিস্তারক নিদর্শন [অদৃশ্যকাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ]— [ক] চক্ষুর বিষয়—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি। [খ] কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা ও কথা ইত্যাদি। [গ] নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য। [ঘ] রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয়-গ্রহণ-সঙ্কল্প ও কীর্ত্তন। [ঙ] স্পর্শের বিষয়,—তীর্থবায়ু, পবিত্রজল, বৈষ্ণব-শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি। [চ] কাল—হরিবাসর ও পর্ব্বদিন ইত্যাদি। [ছ] দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি। —কৃঃ সং 'উপসংহার'

১৩। রাগানুগ ভক্তের কৃষ্ণসেবারীতি কিরূপ?

"রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২২।১৫৪

১৪। রাগানুগ-ভজনকারীর ইষ্টবিষয়িণী সেবা, ব্যবহার, লীলাচেষ্টা, পদ্ধতি ও ভাব কিরূপ হইবে?

"বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে; 'বিশাখানন্দাদি-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে; 'মনঃশিক্ষা'য় যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে এবং 'স্বনিয়মে' যে 'ভাব' প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে।

—জৈঃ ধঃ ৩৯শ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতি-সন্দর্ভ—২৬)

অতঃপর ভক্তের অভিমানানুরূপ গুণবিশেষের দ্বারা প্রীতি ও ভক্তের তারতম্য বলা হইতেছে। সেই প্রীতি শ্রীভগবানের স্বভাব-বিশেষে আবির্ভাবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া কোথাও অনুগ্রাহ্যরূপে (যাহাকে অনুগ্রহ করা হয়) কোথাও অনুকম্পিতরূপে, কোনস্থানে মিত্ররূপে, কোথাও বা প্রিয়-রূপে অভিমান উপস্থিত করায়। এস্থলে ভক্তের অভিমান বিশেষের মূল সম্বন্ধ-জ্ঞান। সম্বন্ধানুরূপ অভিমানই সচরাচর দেখা যায় যে দুইএর সম্পর্কে অভিমান উপস্থিত হইবে, তাহাদের যথাযোগ্য সম্বন্ধবোধ থাকা চাই। তাহাতে আবার উভয়স্থানেই যুগপৎ যোগ্য অভিমান ও চেষ্টা থাকা চাই। নতুবা প্রীতি পুষ্ট হয় না। দাম্পত্য সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রী বোধ থাকা আবশ্যক। তদনুরূপ অভিমান ও চেষ্টাও সুতরাং হইবে। ভক্ত-ভগবান্ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের স্বভাবে প্রভুতা থাকিলে ভক্তের স্বভাবে ভৃত্য-অভিমান থাকিবে। যাঁহার সম্বন্ধে মিত্রতা আছে, তথায় মিত্র-অভিমান। যাঁহার সম্বন্ধে অনুকম্পা-গুণ আছে, তথায় বৎসল-অভিমান, যাঁহার কান্তভাব, তথায় প্রিয়া-অভিমান। সাধকভক্তের স্বভাব তাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট ভক্তসঙ্গ হইতে জন্ম হয়, কিন্তু নিত্যপরিকর-গণের প্রীতি স্বভাবসিদ্ধা।

মায়াবৈভব-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

স্নেহানুবন্ধো যস্তস্মিন্ বহুমানপুরঃসরঃ।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে সৈব কারণং পরমেশ্বিতুম্॥

শ্রীভগবানে বহুমানপুরঃসর যে স্নেহানুবন্ধ, তাহাই ভক্তি বলিয়া অভিহিত। সেই ভক্তি পরমেশ্বরের নিমিত্ত প্রকটিতা। এক্ষণে স্নেহশব্দে প্রীতিকেই বুঝা যায়। পদ্মপুরাণেও বলিয়াছেন—

মহিত্ববুদ্ধির্ভক্তিস্তু স্নেহপূর্ণাভিধীয়তে।

পূজ্যবুদ্ধি ভক্তি, তাহা স্নেহপূর্ণা বলিয়া কথিতা। তথাপি ভক্তির ভগবানে প্রীতিসামান্য পর্য্যায়তা মুনিগণকর্তৃক ভক্তি বলিয়া প্রযুক্তা হয়। 'প্রেম' বলিতে অতিশয় ভক্তি বুঝাইলেও কোন কোন স্থলে প্রেমেই ভক্তিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তাহা অতিশয় ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্টজনে ব্রাহ্মণশব্দের প্রয়োগের মত। পঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—

মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া সাষ্ট্যাদি নান্যথা ॥

যাহার পূর্ব্বে মাহাত্ম্যজ্ঞান আছে, এমন সুদৃঢ় সর্ব্বাধিক স্নেহ ভক্তি বলিয়া কথিত। সেই ভক্তির দ্বারা সাষ্ট্যাদির অন্যথা হয় না অর্থাৎ তদ্দারা সাষ্ট্যাদি মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। মনোগতি, মমতা প্রভৃতিও প্রীতিসম্বন্ধেই কোন কোন স্থলে ভক্তিশব্দে অভিহিত হয়। যথা—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুতে অনন্য মমতাই প্রেমসঙ্গতা মমতা তাহাই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রীতিসম্বন্ধহীন মনোগতি বা মমতা ভক্তিপদবাচ্যা নহে। যে-প্রীতিতে শ্রীভগবান্ অনুগ্রাহক, আর ভক্ত তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র সেই প্রীতিই ভক্তি।

পোষণ ও অনুকম্পাভেদে অনুগ্রহ দ্বিবিধ। পোষণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক স্বরূপ ও গুণদ্বারা আনন্দদান অনুকম্পা—শ্রীভগবান্ পূর্ণ হইলেও সেবকাদিতে সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করিয়া সেবকাদির উপকারেচ্ছা। সেবকাদির উপকারেচ্ছা—অনুকম্পা। শ্রীভগবানের চিত্ত দ্রব হইয়া সেই ইচ্ছার উদয় হয়। সেই ইচ্ছার উদ্দেশ্য—সেবকগণদ্বারা সেবাসৌভাগ্য সম্পাদন। তিনি স্বরূপতঃ অন্যের সেবার অপেক্ষা রাখেন না তবে ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তসৌভাগ্য সম্পাদনের জন্য সেবা গ্রহণের অভিলাষ করেন।

দ্বিবিধ অনুগ্রাহ্য-মধ্যে কেহ শ্রীভগবানে নির্ম্মম, আর কেহ বা মমতা-বিশিষ্ট। যাহারা শ্রীভগবানকে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া সেব্যাভিমানী, তাঁহারা সনকাদি নির্ম্মম. জ্ঞানী ভক্তগণ নির্ম্মম মমতা ব্যতীতও ভগবদ্দর্শন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করে। ঈদৃশী প্রীতিতে স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎ-প্রবণত্ব বুঝা যায়। এই ভক্তিকে জ্ঞানভক্তি বলে 'শতমো মন্নিষ্ঠবা-বুদ্ধেঃ' এই বাক্যদ্বারা বুঝাযায় যে—শ্রীভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠাই শম। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের ভক্তিকে শান্তভক্তি বলা যায়।

শ্রীভগবানে মমতাবিশিষ্ট ভক্তগণ তাঁহার অনুকম্পার পাত্র। অনুকম্প্যত্ব ত্রিবিধ—পাল্যত্ব, ভৃত্যত্ব ও লাল্যত্ব। দ্বারকাস্থ প্রজাগণের শ্রীভগবানে পালক ভাব, দ্বারকাদি সেবকগণের সেব্যভাব আর পুত্র-অনুজাদির গুরু-ভাব বর্ত্তমান। সেই ভক্তি পাল্যগণের আশ্রয়াত্মিকা, ভৃত্যগণের দাস্যাত্মিকা

এবং লাল্যগণের প্রশ্রয়াত্মিকা। শ্রীভগবানকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া নমস্কারাদি দ্বারা যে কার্য্য করা হয় তাহা প্রীতিজনক নহে বলিয়া তাহা ভক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় না। তাঁহাকে পালক, সেব্য বা গুরুভাব ব্যতীত কেবল আদরময়ী প্রীতিকে সামান্য ভক্তি বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীভগবান্ আমার অনুকম্পিত—এইভাবে যে প্রীতি তাহা বাৎসল্য প্রীতি। বৎসং বক্ষো যাতি দম্পতি ইতি নিরুক্তে বৎসল অর্থাৎ বৎস অর্থাৎ বক্ষঃদান করে বলিয়া—স্তন্যদান করে বলিয়া বাৎসল্য। স্তনদান বলিতে মাতার স্তনদানই বুঝায়। স্তন্যপায়ী সন্তানের প্রতি জননীর যে ভাব, তাহাই বাৎসল্য। শ্রীভগবানের সাধারণ ভক্তনিকটে স্তন্যপায়ী পুত্ররূপে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় না। শ্রীভগবানে প্রীতিমাত্রেই বাৎসল্য শব্দের প্রয়োগ। তিনি কোন ভক্তের পুত্ররূপে না জন্মিলেও তাঁহার সম্বন্ধে ভক্তের বাৎসল্য-প্রীতি জন্মিতে পারে। পুত্র ভাবের যে তাৎপর্য্য, এই প্রীতিরও সেই তাৎপর্য্য থাকা চাই। জন্মহেতু পুত্র না হইলেও পুত্রের মত স্নেহ ও আদর দ্বারা নিজের অনুকম্পিত্ব অভিমান থাকা চাই।

লৌকিক রসজ্ঞগণের মধ্যে পুত্রভাবেই বাৎসল্যরস নিষ্পত্তি দেখা যায়; আর পারমার্থিক-বিচারে শ্রীভগবৎপ্রীতিতেই বাৎসল্যরস নিষ্পত্তি করা হয়। লৌকিক রসজ্ঞগণের বিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই শ্রীকপিল-দেবের বিচ্ছেদে জননী দেবহূতির শোক বর্ণনে বৎস হারা গাভীর দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। গাভীতেই পুত্রস্নেহের চূড়ান্ত ভাব। ভগবৎ-প্রীতির আবেশ ইহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক হইলে লৌকিক রসজ্ঞ-গণের অভিমতে বৎসহারা গাভীর উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। পারমার্থিক রসজ্ঞ শ্রীশুকদেবের তাহা অভিমত নহে। ব্রজেশ্বরাদির প্রীতি বাৎসল্যময়ী।

মিত্রতা অভিমানময়ী প্রীতির নাম মৈত্রী। তাহা দুই প্রকার—পরস্পর নিরুপাধিক-উপকার-রসিকতাময়ী অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরের উপকার করিয়া আনন্দলাভ করিলে সেই মৈত্রীর নাম সৌহৃদ্য, সহবিহারশালী প্রণয়ময়ী মৈত্রীর নাম সখ্য। ইনি কান্ত এইরূপ প্রীতির নাম কান্তভাব, এই কান্তভাব প্রিয়তাশব্দে পরিভাষিত হইয়াছে। প্রিয়ার ভাব প্রিয়তা। কামতুল্য বলিয়া এই কান্তভাব গোপীকাগণে কামশব্দেও অভিহিত হয়। স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগেচ্ছারূপ কামবিশেষ হইতে ইহা বিলক্ষণ। সাধারণ কামের স্বরূপ সাধারণ ইচ্ছা। বিষয়ানুকূল্যাত্মক

আনুকূল্যের অনুগত বিষয়াভিলাষময় জ্ঞানবিশেষই সাধারণ কাম বা প্রীতি। সাধারণ কামের চেষ্টার তাৎপর্য্য নিজানুকূল্যেই পরিসমাপ্ত হয়। নিজের সুখের জন্য বিষয়ের যে আনুকূল্য তাহা কামশব্দে উক্ত। কিন্তু গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে তাদৃশ ভাব নাই বলিয়া "প্রেমৈব গোপরামাদীণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রযাম্" অর্থাৎ গোপীগণের প্রেম (শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছা) কামনামে কথিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিজানুকূল্য অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতেই তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয়—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহংস্তপেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।১৯)

গোপীগণের উক্তি,—তোমার যে-সুকোমল চরণকমল সম্মার্দ্দন শঙ্কায় আমরা ধীরে ধীরে স্তনের উপর ধারণ করি, তুমি সেই শ্রীচরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? নিশ্চয় হইতেছে। ইহা ভাবিয়া আমাদের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। যেহেতু তুমিই আমাদের জীবন। সুতরাং ব্রজদেবীগণের প্রাকৃত কামত্ব অসিদ্ধ।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছার নাম কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাকে প্রেম বলে। ব্রজদেবীগণের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ মাত্রও নাই—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছাই বলবতী। এই ব্রজদেবীগণের কান্তভাবের অপ্রাকৃতত্ব কিরূপ দেখান হইয়াছে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীবিষ্ণুর এই ক্রীড়া যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন তিনি শ্রীভগবানে পরমা-ভক্তি লাভ করেন এবং অচিরে হৃদ্রোগ কাম পরিত্যাগ করেন। এই শ্লোকে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ায় অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যে ক্রীড়া (রাস-লীলা) দূর দেশ-কালবর্ত্তী জনগণেরও সত্বরই যে কাম দূর করিয়া পরম প্রেম বিস্তার করে তাহা কখনও সেই কাম হইতে পারে না, নিশ্চয়ই পরম প্রেমবিশেষ। পঙ্কদ্বারা কখনও পঙ্ক

প্রক্ষালন করা যায় না। অতএব গোপীগণের কান্তভাবের শুদ্ধপ্রেমময়ত্ব স্পষ্ট-ভাবে বলিয়া শ্রদ্ধত্বের হেতু ভগবৎ-প্রসাদ, আবার ভগবৎ-প্রসাদের হেতু ঐ ভাবের প্রেমময়ত্ব। আত্মারাম শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের শ্রদ্ধভাব দেখিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তিনি যে গোপীগণের শুদ্ধভাবদ্বারা তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই বাক্যেই বুঝা যায়—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ [ভাঃ ১০।৩২।২২]

যাহারা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খলা সম্যক্ ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিতেছে, আমার সহিত অনিন্দ্য সংযোগবতী তোমাদের অসাধারণ প্রশংসনীয় কার্য্যের উপযুক্ত প্রত্যুপকার করিতে দেবতার পরমায়ু পরিমিত কালেও আমি সমর্থ হইব না। সুতরাং তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমি ঋণী হইতে পারি।

এই শ্লোকে অনিন্দ্য-পদে প্রীতির শুদ্ধত্ব, স্বসাধুকৃত্য-পদে প্রীতির পরমোৎকর্ষ, আর পারয়ে শ্রীকৃষ্ণের বশীকরনত্ব দেখাইয়াছে অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকারে অসমর্থ বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তিনি তাঁহাদের বশীভূত আছেন, একথা বলিলেন। অতএব শুদ্ধপ্রেমসমূহের মধ্যে গোপীগণের কান্তভাবের শ্রেষ্ঠত্বহেতু শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—

বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ। [ভাঃ ১০।৪৭।৫৮]

ভবভয়ে ভীতগণ, মুনিগণ এবং আমরা যাহা বাঞ্ছা করি কিন্তু পাই না, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমে গোপীগণ তনুধারী জীবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। অতএব কান্তভাবরূপা প্রীতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"তাঁরে কি ভুলিতে পারি ?"

কত দিন গত হয়ে গেল আজ, প্রভু তো এল না ফিরে,
মণি হারা ফণী হইয়া আজিকে ভাসি সবে আঁখি-নীরে।
রাধা সহচরী হয়ে ব্রজভূমে
রত রহে তিনি শ্যামের সেবনে,
নিলাজ কালার সুখের কারণে গিয়াছে মোদেরে ছেড়ে।
সাজাইছে ফুলে শ্যামের বাসর নিতি নব লীলাভরে॥

প্রভুপাদ সাথে মায়াপুরে তাঁর কত হ'ত প্রীতি-খেলা,
প্রভুপাদ-পদ-সেবনে নিতুই কাটাইত সারা বেলা।
গুরুর পোষাক করি' পরিধান
রক্ষিলা একদা গুরুর পরান,
শ্রীগুরু-আদেশ কভু কোন কালে করে নাই অবহেলা।
গুরু-পদ-রজ হৃদয়ে মাখিয়া জুড়াতো ত্রিতাপ-জ্বালা॥

কত বিচিত্র-লীলাখেলা তিনি খেলিলা মরত-বাসে,
শ্যামের লাগিয়া কাঁদিয়া ফিরিলা যমুনার আশে-পাশে।
শ্যাম নামে সদা রহিয়া বিভোর
ভকতি-সাধনা করিলা প্রচুর,
খুজে পেল শ্যামে মথুরা নগরে ভুবন-ভুলানো-বেশে।
সেই শ্যামে আজি কেশবজী মঠে পূজে সবে বারমাসে॥

তাঁর সাধনায় ধরা দিলা গোরা বরাহ-মূরতি ধরি'
নদীয়া নগরে কোল দ্বীপে তাই উঠিল শ্রীমঠ গড়ি'।
সেথা শ্যামচাঁদ রাধা-কান্তি ধরে
রহে রাধা-সনে রত্ন বেদী' পরে ;
রাধা ভাবে সদা বিভাবিত হয়ে রাজে তথা গৌরহরি।
অপরূপ রূপে রহে প্রভুপাদ ভক্ত-সেবা অঙ্গিকারি'॥

নদীয়ার মঠে আজিকে তাঁহার ভজন-কুটীর ফাঁকা ;
প্রাণের ঠাকুরে না দেখি' তথায় জাগেরে হৃদয়ে ব্যথা।
বেদনা-বিমনা তৃণ-তরু-লতা,
অধীরা হইয়া বহে জহ্নু-সুতা,
শুক-সারী আজ কেঁদে কেঁদে ফেরে, ফুকারে না কোন কথা।
সদা হা-হুতাশ করে তাঁর যত স্বজন বন্ধু মিতা॥
কত হরি-কথা শুনাতো মোদেরে ভজন-কুটীরে বসি'
বড় মনোহর ছিল যে তাঁহার শিশু-সম মিঠা হাসি।
তাঁহার ললিত চাহনি হেরিয়া
পাতকীও নামে উঠিত মাতিয়া,
জীব-হিত লাগি' নাম-প্রেম-ধন বিলাইত দিবানিশি।
কহিত মোদেরে,—পেতে হবে জেনো ব্রজের সে কালশশী !!
ভুলিতে পারি নি তাঁহার আদেশ,—তাঁহার ভাষন-ধ্বনি,...
আজো হৃদি মাঝে দোলা দিয়ে ওঠে ;···বাজে কানে রণরণি।
তিনি যে আমার হৃদয়-রতন,
তাঁরে কি ভুলিতে পারে মোর মন ?
আর পেলে তাঁরে ছাড়িব না কভু, ধরিব রে বুকে টানি'।
কান পেতে আছি তাঁহার বারতা শুনিবারে দিবাযামী॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

কুরুক্ষেত্র কি ?

'কুরুক্ষেত্র'-শব্দটী শ্রবণমাত্রই অনেকে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপার মনে করেন। বাগবিতণ্ডা দেখিলেই আমরা বলিয়া থাকি—"ওখানে যেন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হচ্ছে।" কিন্তু কুরুক্ষেত্র-শব্দের পূর্ব্বে 'ধর্ম্মক্ষেত্র' থাকিলে সেই প্রকার ভাব হৃদয়ে স্থান পায় না; পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে যে উপদেশ বা গীতা প্রদান করিয়াছেন, তাহারই উদ্দীপন 'কুরুক্ষেত্র'-শব্দ হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুরুক্ষেত্র। জগতের মধ্যে পরমপবিত্র ভূমি কুরুক্ষেত্র। মানবের একমাত্র নিত্য সত্য ধর্ম্মের প্রচারস্থলী কুরুক্ষেত্র। এ সেই স্থান—যেখান হইতে স্বয়ং ভগবানের মুখোদ্‌গীর্ণ শাশ্বতী-বাণীর নির্ম্মলধারা জগতের কৈতবরাশি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং যে বাণীর আশ্রয়ে ভারত—মহাভারত।

আজ যেস্থলে যুযুধান কুরু-পাণ্ডব পক্ষ সমবেত। বীরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের রথ উভয়দলের মধ্যদেশে স্থাপিত। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যবর্গ যে কোন পক্ষ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত, গুরু, শিষ্য, পিতামহ, পৌত্র, ভ্রাতা ও প্রতোকেই যেন কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তির প্রেরণায় পরস্পরের প্রাণ লইতে প্রস্তুত। এ কি ভীষণ ক্ষেত্র! এ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ কোথায়?

চেয়ে দেখ, কে ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের অপরূপ লীলা নিকেতন, অপার্থিব আনন্দের অনুপম মূর্ত্তি, অনন্তজ্ঞান-উদ্ভাসিত-আননে সব্যসাচীর সারথিরূপে উপবিষ্ট। হে ভারত! ইনি সেই—সেই 'বেদান্তবেদ্য' উপনিষদ্‌মূর্ত্তি অর্জ্জুন-সখা।

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বড় বিষাদ্‌গ্রস্ত ম্রিয়মাণ চিত্তে মলিনমুখে রথোপরি আসীন; নিত্য সত্য রাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে মানবহৃদয়ে যে প্রশ্নের উদয় হয় সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা আজ তাঁহার অন্তর আলোড়িত করিতেছে। কে আমি? এ কি করিতেছি? আমার কর্ত্তব্য কি?

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি শ্রীভগবানের চরণে কাতরস্বরে হৃদয়ের ব্যাথা নিবেদন করিলেন। হে জনার্দ্দন—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

হায়! রাজ্যসুখলোভে এ কি মহাপাপ করিতে আমরা কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা মনে করিলেও সমস্ত শরীর অসার হইয়া পড়ে, অঙ্গ শিঁহরিয়া উঠে। পরিবার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নিজের বলিতে যাহা কিছু সকলি ত' শেষ হইবে! কুল, আশ্রম ও জাতিধর্ম্ম সমস্ত ধ্বংস হইবে। দেহ শ্মশানে পরিণত হইবে। হে কৃষ্ণ! হে যাদব! তুমি আমায় এ কি ভীষণ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ? ইহা হইতে শত্রুহস্তে আমার নিজের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

শ্রেয়ঃকামীর শ্রেয়ো নির্দ্দেশ কামনায় এ বড় কঠিন সমস্যা। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এরূপ কথা আজ যদি কোন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার মুখ হইতে বাহির হইত তাহা হইলে সমাজ-সংস্কারক ও রাজ-নৈতিকদিগের বাহবার বহরে নিশ্চয়ই তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইত। আর নৈতিক হিসাবে এহেন পবিত্র সন্দেহের পরেও যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিলেন, তখন তাঁহাকে diabolical machinator বলিতেও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সমাজবদ্ধ অবস্থায় যখন কোন দেশকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বসবাস করিতে থাকে এবং সেই সমাজ ও দেশের সহিত তাহার ভোগমূলক স্বার্থ বেশ জটিল হইয়া জড়াইয়া পড়ে, তখন এহেন সত্যবিস্মৃতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণ সমাজ ও পরিচ্ছিন্ন দেশরক্ষা তাহার একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে এবং ইহার জন্য সে যে তথাকথিত ত্যাগের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে সকলেই তাহার খুব পক্ষপাতী হয়; কারণ, সে-ত্যাগ যে সবারই স্বার্থের পরিপোষক ও সুবিধাবাদমূলক। আজ ক্ষাত্রনীতিপর ও সমাজসংস্কারকে ঈশ্বরের আসনে বসাইতেই যেন জগৎ ব্যস্ত। কিন্তু সে ব্যস্ততা যে কত জড়ীয়-স্বার্থময় ও বিচারশূন্য তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। কারণ কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ও বহু সম্মানিত নেতা যদি সাধারণের মতের বিরুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কিছু করিতে যান, তবে তাহাকে পদদলিত ও ধূলিধূসরিত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করে না। এ উদাহরণ আজ কোন দেশেই বিরল নহে।

কিন্তু সমাজ ও দেশ বলিতে কি বুঝা উচিত? সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে এক মানুষই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ইহার মূলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি। সেই বুদ্ধির শক্তিতেই অনেকে হীনবল হইয়াও জগতের উপর

আধিপত্য করিতে সমর্থ। কিন্তু এ বুদ্ধি বস্তুটি কি ? ব্যতিরেক ভাবে বিচার করিলে আমরা দেখি যে ক্রম-বিকাশ পথে মানুষ যখন জন্মান্তরের মধ্য দিয়া পশুত্ব হইতে মানবত্বে স্থাপিত হয়, তখন এই বুদ্ধি বৃত্তিটীই তাহার আশ্রয়। কিন্তু ইহার বিকাশ হয় আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটী সময় উপস্থিত হয়, যখন মানুষকে পশ্বাদির মত পারিপার্শ্বিকের অন্ধ অনুচর না হইয়া আত্ম-নির্ভরশীল হইতে উদ্যোগী হইতে হয়। "কে আমি কেন, এই ক্ষণবিধ্বংসি বাহ্য জগতের ক্রীড়নক হইয়া জীবনের ভার বহন করিব।" এই প্রশ্ন তাহার অন্তরে অন্তরে গূঢ়ভাবে জাগরিত হইতে থাকে। এবং এই সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহার বাহ্য জগতের উপর আধিপত্য করিবার প্রয়োজন এবং তাহার ফলেই যে সমাজ-সভ্যতা ও পরিবারের সৃষ্টি একথা সামান্য অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন সুধীমাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু মানবজীবনে বহু জন্ম ধরিয়া মানুষের জড়াভিনিবেশ প্রবল থাকায় আত্মার মূলবৃত্তি আচ্ছন্ন থাকে। এই অবস্থাতে সে সমাজ-সভ্যতার উন্নতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিচার করে। অবস্থা বিশেষে এ উদ্দেশ্যের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা যখন জীবনের মূল উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি আনয়ন করে তখন সত্য প্রতিহত হয়েন ; এবং ফলে অমঙ্গল, অশান্তি ও অনাচার বা মূঢ়াচার হয় ; সে অবস্থার নিত্য সহচর। অর্থাৎ আত্মধর্ম্মের পরিপন্থী সমাজ ও সভ্যতা পাপ ও তথাকথিত পুণ্যের প্রকটভূমি অশান্তির আশ্রয়—বাইবেলে যীশুর একটী কথায় এই ভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"আত্মাকে হারাইয়া সমস্ত জগতের আধিপত্য লাভে কি ফল ?" ভগবান্ তাহা প্রপন্ন শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

হে অর্জ্জুন, বুদ্ধির যে নিয়ামক, সেই আত্মার স্বরূপ-বোধ হইলে তোমার আর কামনামূলক অবরধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকিবে না। তুমি কামজয়ী হইবে। কিন্তু এই আত্মেতর অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হওয়াই কি জীবনের উদ্দেশ্য ? ভুল ভাঙ্গার পর যখন নিত্য সত্যের দর্শন লাভ করিলাম, তখনই কি আমার ছুটী ? আত্মা ত' নিত্য-শাশ্বত বস্তু। তাহার বৃত্তিও চিরন্তন

মন, ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধির বৃত্তি যে তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ যঃ
বাচোঽবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরা
প্রেত্যাস্মল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"

তাহা হইলে আত্মার এই অমৃতলোকে অবস্থিত মানবের কর্ত্তব্য কি? ইহাই সমস্ত কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা গীতার চরম শ্লোকের মধ্যে পাইয়াছি।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।"
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

হায়রে অন্ধমন, এত বড় আশার বাণী শুনিয়া কেন সংসারের পাপ পুণ্যের স্রোতে ভাসিয়া যাও? কেন ক্ষণিক অবরধর্ম্মের কুহকে অন্ধ হইয়া নিত্য সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে? ঐ শোন বজ্র-নির্ঘোষ শব্দে শ্রুতি কি বলিয়াছেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে তে চাত্মহনো জনাঃ"

আত্মাকে যে নির্ব্বিশেষ পঙ্গুকায় অথবা তাহাকে হীন অবরধর্ম্মে নিযুক্ত করে, তাহারা উভয়েই ভীষণ অন্ধকারময় মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর কেন, প্রতি মুহূর্ত্ত যে মরণের গভীর গহ্বরে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" যাও, যিনি ভগবানের সেই চির আশার বাণী জগতে প্রচার করিতেছেন তাঁহার পদাশ্রয় কর, তোমার নিত্য আত্মধর্ম্ম অবগত হইবে। ভাইরে সাধু,

সাধুসঙ্গ বিনা গতি নাহি আর।
অহৈতুকী **সাধুসেবা** সর্ব্বধর্ম্ম সার॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ**

নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলা

ভক্তবাৎসল্যবারিধি ভগবান্ তাঁহার নিজজনের নিকট তাঁহার স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহন পর-স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের নানাবিধ চিদ্বিলাস-লীলাপর-স্বরূপ এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুরপ্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুরস্বভাব ব্যক্তির নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না।

"ত্বাং শ্রীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধং॥"

হে ভগবান্, আপনার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা আপনার শীল, চরিত্র ও পরমসাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতিবিশিষ্ট অসুরস্বভাব জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না"

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য নহে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা কখনও ঐ সকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা অসুরপ্রকৃতি নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাঁহারা এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এই সকল কথাকে গোঁড়ামি বলেন, এবং অতর্ক অচিন্ত্য বস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তি-প্রদানে অসামর্থ্য বলিয়া মনে করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি-গণ বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার কদর্থ করেন এবং ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলার সম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা জগতে দেখিতে পাই। এক

শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নাস্তিক মায়াবাদী শ্রেণীর লোক; আর এক প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া—মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ-মানা, কিন্তু অন্তরে এবং কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট। ইঁহারা উভয়েই নিত্যানন্দচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণী—মায়াবাদী, নাস্তিক। তাঁহারা নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলার বিচার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, নিত্যানন্দ জীব-শিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি শেষ অবস্থায় আবার দুইটি পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন? এই সকল মূর্খ নাস্তিককে কি পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ং প্রকাশবস্তু? কৃষ্ণই আর একটি মূর্ত্তিতে বলদেব, সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ, সেই নিত্যানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব, তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণব-লীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশ-রূপে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য, ইহা ক্ষুদ্র জীবের অতীত ব্যাপার। কোনও আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের ন্যায় অভিনয় করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারের লীলা-প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন মধ্যমাধিকারী সাধক ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র-পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারের আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের-লীলা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর-চরিত্রে এই বিষয়টি দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও বা মধ্যমাধিকারীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আবার তিনি যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তখন তাঁহার চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধনভ্রান্তি (?) শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচারক শ্রীধরস্বামীর সম্মান, সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?) সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম (?) হইতেছে—এইরূপ যুগপৎ ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল বিমুখ ব্যক্তি নিত্যানন্দের আচার্য্য-লীলা এবং সেই স্বতন্ত্র-পুরুষের যুগপৎ ঈশ্বর-লীলা হৃদঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে নিত্যানন্দ

প্রভুর চরণে ঐরূপ অপরাধ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব ? তিনি আচার্য্য-লীলায় সমগ্র যোষিৎকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমৎ-তত্ত্ব ; সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি বলদেব-তত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারও রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁহাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥

*　　*　　*

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
যে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥"

—চৈঃ ভাঃ আদি ১ম

প্রাকৃত-সহজিয়া-কুল আবার অভিন্ন শ্রীরোহিণীনন্দনে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা(!) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড় দেশে পাঠাইয়া ছিলেন। এইরূপ পাষণ্ড বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর লোক নিত্যানন্দকে তাঁহাদেরই মত একজন হাড়-মাংসের থলিওয়ালা জন্ম-মরণশীল বস্তুমাত্র মনে করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছেন। এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী ব্যক্তি নিজে নিজে এরূপমত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ডতা সমর্থন করিবারই সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে 'গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও লিপিবদ্ধ নাই। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন ? তিনি যদি অনুমতি নাই দিবেন তবে নিত্যানন্দপ্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন ? অসারলোকের এরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। কারণ, নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতই বিবাহ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-

পক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্য-লীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই ঐ কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌর-সুন্দর—অবধূত বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ন্যায় কোন বিধির বাধ্য নহেন, ইহাই নিত্যানন্দেরদ্বারা প্রচার করাইয়াছিলেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণবগৃহিণী, গুরুপত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুক্রবের কল্পিত ভোগ্যার সহিত এক নহে। ঈশ্বর বা প্রভু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম বিরক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

—"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম দূর হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এই স্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থবস্তু পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাৎ বলদেব-তত্ত্ব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধূত বৈষ্ণবশিরোমণি বলিয়াই বিবেচিত হন, তবে তাহাতেও ঐ ঈশ্বরবস্তুতে কোনও দোষস্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সামর্থ্যশালী বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্য-লীলা করিবার যোগ্য। অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব অপরমহংস কখনও গৃহস্থ্য হইতে পারেন না। তাঁহার গৃহস্থালী কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা গৃহব্রত-ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। পরন্তু, বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্য-লীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থবান্ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহা-ভাগবত চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুবস্তু ও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাঁহার পরমেশ্বর-স্বরূপ লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র

পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যান তাহা হইলে তাঁহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যাদিরৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥
যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতঃ এব বন্ধঃ॥
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্॥
(ভাঃ ১০ম স্কন্দ)

—তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য এবং আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন; অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ক্রমে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্তায়, তির্য্যক্, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার, যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম পরাগ সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তুর সেবাপ্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন, এবং কোন প্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কি প্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য-বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছাজাত। সুতরাং প্রাকৃতকর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানবজ্ঞানগম্য বিধির বশীভূত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের, নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষের সম্ভাবনা?

যাঁহারা বলদেব বা স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোন প্রকার দোষারোপ করেন বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃতশরীরধারী জীবজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে বুদ্ধি করেন; তাঁহারা নিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদিষ্ট অবিরুদ্ধ যে-সকল আচরণ তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বররূপে রাসাদিলীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরণ্ মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অনীশ্বর পরমেশ্বরস্বরূপের আচরণ-কার্য্য দূরে থাকুক কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূট-ভক্ষণে যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তা-প্রযুক্ত দেহাদি-পরতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা নিত্যানন্দপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃতশরীরী বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ শ্রীবীরভদ্র প্রভু পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব! তিনি বিষ্ণুবস্তু বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, হস্তে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরভদ্র প্রভু ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ঐরূপ পাষণ্ডতা আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরভদ্র প্রভুর বাক্য অমান্য করিয়া বিষ্ণুদ্বেষী চূড়াধারী নামক একটি সম্প্রদায় রচনা করিলেন। এই সকল চূড়াধারী-সম্প্রদায় বীরভদ্র প্রভুর পরিত্যক্ত।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্রপুরুষ অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্

বা অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা সহজিয়া প্রভৃতি যেসকল ভোগী কৃষ্ণ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রতধর্ম্ম সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া গৃহব্রত-সম্প্রদাসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতে বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'অতিবাড়ী' সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্ত-গুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ'-দলে সহজিয়া বাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বের স্বতন্ত্র আচরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগিসম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে, গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌর-নাগরীবাদ সৃষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া সহজিয়াবাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রাচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি, এ,

মিথ্যা ব্যবহার

মিথ্যা-ব্যবহার ভীষণ পাপ। ইহাতে যে শুধু অপরের এবং সমাজের অনিষ্ট হয় তাহা নহে, মিথ্যা-ব্যবহারকারীর নিজের অনিষ্টও নিতান্ত কম হয় না। কথায় বলে—'দশ দিন চোরের একদিন সাধুর' মিথ্যা-ব্যবহারী একদিন না একদিন ধরা পড়িবেই। তখন ত' আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিবেই না, অধিকন্তু ঐ জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া সারা-জীবন তাহাকে অপরের শ্লেষজনিত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া অশেষযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কাহারো নিকট হইতে কোনও প্রকার সহানুভূতি পাইবে না। এই ত' গেল জাগতিক নীতির দিকের কথা। পরমার্থের বিচারে, শিশ্নোদরপরায়ণ ভোগিকুল ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া সত্যবাদী (?) বলিয়া গণগড্ডলিকার প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সমর্থ হইলেও প্রকৃত সাধুগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং মিথ্যাবাদী হইলে যে তাহাদের স্থান কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়। চিরকাল যাহার অস্তিত্ব, তাহাই সত্য। ভগবান্—নিত্য সত্য, তাঁহার ভক্ত—নিত্য সত্য এবং তাঁহার সেবা—নিত্য

সত্য। এই তিনের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ নাই, পারমার্থিক বিচারে তাহারা সত্যবাদী হইতে পারে না, এবং তাহাদের ব্যবহারও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে।

মিথ্যা-কথা বলা, ধর্ম্ম-কাপট্য, বঞ্চনা ও পক্ষপাত—এই চার প্রকারে মিথ্যা-ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যখন পাঠশালায় বাল্য-শিক্ষা পাঠ করিয়াছি, তখনই দেখিতে পাইয়াছি—'মিথ্যা কথা যাবতীয় দোষের আকর।' মিথ্যাবাদীর পরিণাম—মিথ্যাবাদী রাখালবালকের ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইবার উদাহরণে দেখিতে পাইয়াছি। সত্যবস্তুকে মিথ্যা বলিয়া বর্ণন করিতে যাইয়া মায়াবাদী রাখাল চিরকালই নির্ব্বিশেষ-ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হয়।

বাহিরে শিখা, সূত্র, মালিকা, তিলক, কৌপিন-বহির্ব্বাসাদি রহিয়াছে অথচ অন্তরে ঈশ-ভক্তির লেশমাত্র নাই—ইহাই ধর্ম্ম-কাপট্যের উদাহরণ। ইহাকে ধর্ম্মধ্বজিতাও বলা হয়। কৌপিন গ্রহণ করিয়া যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ করিলে ধর্ম্মকাপট্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করা হয় মাত্র। 'আমি ধর্ম্মকপট নহি' এই প্রকার কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমার্থের পথে প্রবেশ করিয়া বিধিমার্গ অতিক্রম করিতে পারেন নাই যাঁহারা, তাঁহারা যদি শিখা-সূত্র-মালিকা-তিলকাদি ধারণ না করেন তাহা হইলে হৃদ্দৌর্ব্বল্যের প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে ভজন-উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প।

মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্যভাব প্রকাশ করিলে বঞ্চনা করা হয়; ইহাও মিথ্যা-ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কার্য্যে লিপ্ত জনগণ 'শঠ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণের উপেক্ষার ও ঘৃণার পাত্র হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের নিকট মঙ্গল গ্রহণার্থ আসিয়াও অনেকে জিজ্ঞাসিত হইয়াও মনের কথা খুলিয়া বলিবার সৎসাহস প্রদর্শন করিতে পারে না; কেহ কেহ বা মিথ্যা বলিতেও ইতস্ততঃ করে না। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। বদ্ধাবস্থায় সকলেরই মন কুবিষয়ে আসক্ত থাকে; ঐ আসক্তিই বদ্ধতার লক্ষণ। তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সরল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। গুরুবৈষ্ণব-গণ অন্তর্য্যামী; আমি না বলিলেও তাঁহারা আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং আমি গোপন করিবার চেষ্টা করিলে কি ফলোদয় হইবে? তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের দ্বার নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে উন্মুক্ত করিতে পারিলে সহজেই দোষ সংশোধিত হইয়া ভজনোন্নতি হইতে পারে। গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট মনের কথা গোপন রাখিয়া অন্য ভাব প্রকাশ করিলে সাধকের যে অনিষ্ট হয়

তাহা পরিপূরণ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই বঞ্চনাচেষ্টায় আত্ম-বঞ্চনা হইয়া থাকে মাত্র। কোন কার্য্য অপর কোনও ব্যক্তিকর্ত্তৃক কৃত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিবার প্রতিষ্ঠাসংগ্রহার্থে গুরুদেবের বা বৈষ্ণবগণের নিকট 'আমি উহা করিয়াছি' বলিলে একদিকে যেমন 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা'র জঘন্য উদাহরণ প্রদর্শিত হয়, অপর দিকে তেমনি বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণের দায়ে পড়িতে হয়।

সত্যপথে না থাকিয়া অসত্য পক্ষ অবলম্বন করিলে 'পক্ষপাত'-দোষে পতিত হইতে হয়। ইহাও মিথ্যা আচরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবান্ ও ভাগবত সত্য বস্তু। তাঁহাদের আশ্রয়ে অবস্থান করাই নিরপেক্ষতা, তাহা না করিলে পক্ষপাতদোষে পড়িতে হয়।

— শ্রীকৃষ্ণস্বামীষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

তীর্থ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

"গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে॥"

জগদ্গুরু সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত শরণাগতি-কীর্ত্তনে উক্ত ভাবের সমাবেশ পঠন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূতস্থান দর্শন করিবার প্রবল প্রয়াসে দীর্ঘ দিন হইতে আকুল প্রাণে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

এই বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণ-ভারত-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হওয়ায় রেলের টুরিষ্টবগি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। আমাদের যাত্রার দিন ছিল ২৬ শে ভাদ্র (ইং ১২।৯।৭২) মঙ্গলবার। প্রায় অশীতি জন তীর্থ-যাত্রী এই পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য রিজার্ভ বগিতে স্থান সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এই পরিক্রমায় যাঁহারা পরিচালনের (Management) অংশ গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের মধ্যে যাত্রার প্রাক্কালে আমার নামও সেই তালিকয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দীর্ঘদিনের আকাঙ্খিত বাঞ্ছাপূরণ হইবে এই আশায় যাত্রার তারিখের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব রহিয়াছিলাম। নির্দ্দিষ্ট

দিবসে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় মঠবাসীসহ প্রায় শতাধিক তীর্থ-পরিক্রমার্থী হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

বিপুল আনন্দের মধ্যে গাড়ী ছাড়ার অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় হঠাৎ এক নিদারুন বার্ত্তা পৌঁছিল,—"দক্ষিণ-রেলওয়ে-কর্ম্মচারী-ধর্ম্মঘট তীব্ররূপ ধারণ করায় এবং উড়িষ্যার প্রবল ঝড়ে যোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়া হেতু রিজার্ভ বগি বিলুপ্ত (cancelled) করা হইল।" বিষাদের এক বিরাট ছায়া ঘিরে ধরল আমাদের সকলের মনকে। অগত্যা এই দিন রাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী-যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে (Waiting Hall) আমরা সকলেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। তৎপর দিবস অর্থাৎ ইং ১৩।৯।৭২ তারিখে দক্ষিণ-ভারত-পরিক্রমা-সূচী (Programme) পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমার পঞ্জী স্থির হইল। এই পরিক্রমা-পরিচালনার জন্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, সর্ব্বশ্রী নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, হরিসাধন ব্রহ্মচারী ও বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন এবং আমাকেও তাঁহারা কৃপা করিয়া সঙ্গে রাখিলেন। এই যাত্রায় আমাদের সহিত যাত্রী-সংখ্যা দাড়াল প্রায় চত্বারিংশৎ। বাকী সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উক্ত দিবস হাওড়াতেই মধ্যাহ্ন ও রাত্রে মহাপ্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হয় এবং রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তুন এক্সপ্রেসযোগে আমাদের যাত্রা শুরু হইল। রাত্রের ঘন অন্ধকারের মধ্যে গাড়ীখানি আমাদিগকে কোলে লইয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে যে উৎসর্গীকৃত করার জন্য তীব্র গতিতে ধাবমান হইল। সে নিস্তব্ধ রজনীর গভীর আঁধারের মাঝে মৃদু দোলনে মাতৃক্রোড়ে শায়ীত শিশুর ন্যায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখি উদয়াচলে ভাস্করের আগমন। একটু পরেই আমাদের বাষ্পযান দাঁড়াইয়া পড়িল, দেখিলাম আমার সাথী সকলেই নামিতেছে। আমিও তাঁহাদের অনুগামী হইলাম। নেমে জানিতে পাইলাম যে এই সেই পুণ্যতোয়া ফল্গুধারা-প্রবাহিতা-তটিনীচর গয়াক্ষেত্র। যেথায় মহাবদান্য

অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু হইয়াও লোক-শিক্ষার জন্য শ্রীঈশ্বরপুরিপাদের শরণগ্রহণ করতঃ বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে সন্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে' সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
"কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান।"
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥"

আমরা একটি সুন্দর ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। টাঙ্গাযোগে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ মন্দির-অভিমুখে যাত্রা করতঃ ফল্গুধারায় স্নান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বহু পুণ্যার্থির সমাগম দেখিয়া হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতে লাগিল। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মকাণ্ডের ধারানুযায়ী পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তৎপর গয়াতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় শ্রীল মহারাজ জানাইলেন,— "প্রপঞ্চে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণ করেন। ভগবৎপাদপদ্ম জগতের বদ্ধ-জীবগণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ধ্বংস করিয়া শুদ্ধজীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলেই তাহার সুপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধভগবদ্ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। নিত্যসেব্য মায়াধীশ, অধোক্ষজ ভগবান্‌কে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না।"

মধ্যাহ্নে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা ছিল। অক্ষয়বট দর্শনান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বিকালে রামশীলা ও প্রেতশীলা দর্শন করিতে যাওয়া হয়। ঐকান্তিকভাবে সর্ব্বেশ্বর অচ্যুতের ভজনেই যে সর্ব্বঋণ মোচন হয়,—এই পারমার্থিক-বিশ্বাসরহিত হইয়া গৃহব্রতিগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষগণকে কল্পনা করতঃ তদুদ্দেশে পিণ্ড-প্রদানদ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে প্রপঞ্চে স্থূলশরীর-প্রাপ্তির সাহায্য করে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২০।৯ শ্লোকে কথিত আছে,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

অর্থাৎ যেকাল-পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে আস্থা থাকে, সেকাল-পর্য্যন্ত তিনি মর্য্যাদা-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আদর এবং পালন করিবেন, পরে শ্রৌতপথে সম্মুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়-যুক্ত হইলে আর তাঁহার কর্ম্মস্পৃহা থাকে না।

তৎপর দিবস প্রাতে আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল বুদ্ধগয়ার দিকে। বুদ্ধগয়া-প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে স্থানাভাব হইলেও সংক্ষেপে একটু দিগ্‌দর্শন করাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কারণ অনেকে বহু সময় ভ্রান্তধারণা পোষণ করায় প্রকৃত তথ্য জানিতে পারেন না বা নিছক সত্যের অপলাপ ঘটাইয়া থাকেন। ভগবানের দশাবতার মধ্যে নবম অবতারে যে-বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে, সেই বুদ্ধ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাক্যসিংহ-বুদ্ধ নহেন। শাক্যসিংহ-বুদ্ধ বা গৌতম-বুদ্ধ (মায়াবাদী-বুদ্ধ) দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি ও তাঁহাদের আবির্ভাব, তিরোভাব এবং আবির্ভাবস্থান ও সময়-কাল পৃথক্ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (গতঃ রেজিষ্টার্ড) **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,**
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৩শে পৌষ, ১৩৭৯ ; ইং ৭।১।৭৩

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্ঘারাধ্য বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৮ই ফাল্গুন (ইং ২০।২।১৯৭৩) মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-(মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ১০ই ফাল্গুন (ইং ২১।২।৭৩) বৃহস্পতিবার ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকট-বাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবস-ত্রয় শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরি-কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ণে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা। **বুধবার**—অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা। **বৃহস্পতিবার**—পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীশ্রীল** প্রভুপাদের পাদপদ্মে **অঞ্জলিপ্রদান** ও অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

সংগ্রহ করুন! **সংগ্রহ করুন!!**

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত-ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আনুকূল্য—২.০০ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

লোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৪শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ২৫ মাধব, ৪৮৬ গৌরাব্দ / সোমবার, ২৯ মাঘ, ১৩৭৯; ইং ১২।২।১৯৭৩ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর)

স্ফুরৎ-কৈশোর-তারুণ্য-সন্ধি-বন্ধুর-বিগ্রহা।
মাধবোল্লাসকোন্মত্ত-পিকোরু-মধুরস্বরা ॥২৪॥

স্ফুরৎ-কৈশোর-তারুণ্য-সন্ধি-বন্ধুর-বিগ্রহা অর্থাৎ কৈশোর এবং তারুণ্যের শোভা সম্মেলনে যাঁহার বপু অতিশয় মনোহর হইয়াছে, মাধবোল্লাসকোন্মত্ত-পিকোরুমধুরস্বরা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিয়ত যাঁহার উল্লাসবিধান করিতেছেন ও উন্মৎ কোকিলের কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যাঁহার স্বর অতি সুমধুর ॥২৪॥

প্রাণাযুতশত-প্রেষ্ঠ-মাধবোৎকীর্ত্তি-লম্পটা।
কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গোত্থ-স্মিত-পীযূষবুদ্বুদা ॥২৫॥

প্রাণাযুতশত-প্রেষ্ঠ মাধবোৎকীর্ত্তি-লম্পটা অর্থাৎ অযুত শত সংখ্যক প্রাণ হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের খ্যাতি বিষয়ে যাঁহার অত্যন্তাসক্তি, কৃষ্ণাপাঙ্গ

তরঙ্গোদ্যৎস্মিত পীযূষবুদ্বুদা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গতরঙ্গে যাঁহার হাস্যামৃতের বুদ্বুদ অতিশয় সুশোভিত হইতেছে ॥২৫॥

পুঞ্জীভূত-জগল্লজ্জা বৈদগ্ধী-দিগ্ধ-বিগ্রহা।
করুণা-বিদ্রবদ্দেহা মূর্ত্তিমন্মাধুরী-ঘটা ॥২৬॥

পুঞ্জীভূতজগল্লজ্জা বৈদগ্ধীদিগ্ধবিগ্রহা অর্থাৎ পুঞ্জীভূত জগন্মণ্ডলীর লজ্জা-বৈদগ্ধ্য যাঁহার বিগ্রহকে লিপ্ত করিয়াছে; করুণাবিদ্রদ্দেহা মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা অর্থাৎ করুণাদি গুণসমূহ কর্ত্তৃক যাঁহার শরীর দ্রবীভূত হয়, তথা যাঁহার মাধুর্য্যঘটা মূর্ত্তিমতী ॥২৬॥

জগদ্গুণবতী-বর্গ-গীয়মান-গুণোচ্চয়া।
শচ্যাদি-সুভগা-বৃন্দ-বন্দ্যমানোরু-সৌভগা ॥২৭॥

জগদ্গুণবতীবর্গগীয়মানগুণোচ্চয়া অর্থাৎ জগতের গুণবতীগণ যাঁহার গুণরাশিকে কীর্ত্তন করিতেছে, শচ্যাদিসুভগাবৃন্দবন্দ্যমানোরুসৌভগা অর্থাৎ যাঁহার সৌভাগ্য ইন্দ্রপত্নী প্রভৃতি সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীগণও বন্দনা করিয়া থাকেন ॥২৭॥

বীণাবাদন-সঙ্গীত-রাস-লাস্য-বিশারদা।
নারদপ্রমুখোদ্গীত-জগদানন্দি-সদ্যশাঃ ॥২৮॥

বীণাবাদনসঙ্গীত রাসলাস্যবিশারদা অর্থাৎ বীণাবাদ্য, সঙ্গীত ও রাসনৃত্যতে যিনি সুন্দর নিপুণ, নারদপ্রমুখোদ্গীতজগদানন্দিসদ্যশা অর্থাৎ নারদাদি মুনিগণ যাঁহার জগদানন্দি সদ্যশঃ গান করিতেছেন ॥২৮॥

গোবর্দ্ধন-গুহাগেহ-গৃহিণী কুঞ্জমণ্ডনা।
চেণ্ডাংশু-নন্দিনী-বদ্ধ-ভগিনী-ভাববিভ্রমা ॥২৯॥

গোবর্দ্ধনগুহাগেহগৃহিণী কুঞ্জমণ্ডনা অর্থাৎ যিনি গোবর্দ্ধন গিরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণের গৃহিণী, যাঁহার গমনে কুঞ্জগৃহ বিভূষিত হয়, চণ্ডাংশুনন্দিনীবদ্ধভগিনীভাব-বিভ্রমা অর্থাৎ চণ্ডাংশুনন্দিনী যমুনাদেবীর প্রতি যাঁহার ভগিনীভাবত্ব ভ্রম প্রতীত হয় ॥২৯॥

দিব্যকুন্দলতা-নর্ম্মসখ্যদাম-বিভূষিতা।
গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি-শৃঙ্গাররস-পণ্ডিতা ॥৩০॥

দিব্যকুন্দলতানর্ম্ম সখ্যদাম বিভূষিতা অর্থাৎ কুন্দলতার সুন্দর নর্ম্মসখীদ্বয় রূপদাম দ্বারা যিনি ভূষিতা। গোবর্দ্ধনধরাহ্লাদি শৃঙ্গাররসপণ্ডিতা অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদক শৃঙ্গাররসে যিনি সুপণ্ডিত ॥৩০॥

গিরীন্দ্রধর-বক্ষঃশ্রীঃ শঙ্খচূড়ারি-জীবনং।
গোকুলেন্দ্রসুত-প্রেম-কাম-ভূপেন্দ্র-পত্তনং ॥৩১॥

গিরীন্দ্রধরবক্ষ শ্রী অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যিনি নিরতিশয় শোভা অর্থাৎ লক্ষ্মীরূপা। এবং শঙ্খচূড়ারিজীবনং অর্থাৎ শঙ্খচূড়ারি শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ, গোকুলেন্দ্র সুতপ্রেম কামভূপেন্দ্রপত্তনং অর্থাৎ গোকুলেন্দ্র নন্দরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুক্ত কন্দর্পরাজার যিনি নিবাস স্থান ॥৩১॥

বৃষবিধ্বংস-নর্ম্মোক্তি-স্বনির্ম্মিত সরোবরা।
নিজকুণ্ড-জলক্রীড়াজিত-সঙ্কর্ষণানুজা ।৩২॥

বৃষবিধ্বংসনর্ম্মোক্তি স্বনির্ম্মিত সরোবরা অর্থাৎ বৃষাসুর হন্তা শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মোক্তিদ্বারা যিনি আত্মাতে সাত্ত্বিকভাবসূচক স্বেদসরোবর নির্ম্মিত করিয়াছেন, নিজকুণ্ড জলক্রীড়াজিত সঙ্কর্ষণানুজা অর্থাৎ নিজকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) জলক্রীড়াতে সঙ্কর্ষণানুজ অর্থাৎ বলদেবানুজ শ্রীকৃষ্ণকেও যিনি পরাজিত করিয়াছেন ॥৩২॥

মুরমর্দ্দন-মত্তেভ-বিহারামৃত-দীর্ঘিকা।
গিরীন্দ্রধর-পারীন্দ্ররতি-যুদ্ধোরুসিংহিকা ॥৩৩॥

মুরমর্দ্দনমত্তেভ বিহারামৃতদীর্ঘিকা অর্থাৎ মুরমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তহস্তির জলক্রীড়া বিষয়ে যিনি অমৃত সরোবর তুল্য, গিরীন্দ্রধরপারিন্দ্ররতিযুদ্ধোরু-সিংহিকা অর্থাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ পারীন্দ্রের অর্থাৎ সিংহের রতিযুদ্ধে যিনি সিংহিকারূপা ॥৩৩॥

স্বতনূ-সৌরভোন্মত্তীকৃত-মোহন-মাধবা।
দোর্মূলোচ্চালন-ক্রীড়া ব্যাকুলীকৃত-কেশবা ॥৩৪॥

স্বতনূসৌরভোনেন্মত্তী কৃতমোহনমাধবা অর্থাৎ সর্ব্ব জগন্মোহন মাধবকেও যিনি স্বীয় তনু সৌরভে উন্মত্ত করিয়াছেন এবং দোর্মূলোচ্চালনক্রীড়াব্যাকুলী-কৃতকেশবা অর্থাৎ বাহুমূলের সঞ্চালন ক্রীড়াতে যিনি কেশবকে ব্যাকুল করিয়াছেন ॥৩৪॥

নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জ-কৃপ্তকেলিকলোত্তমা।
দিব্য-মল্লিকুলোল্লাসি-শয্যা-কল্পিত-বিগ্রহা ॥৩৫॥

নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জ কৃপ্তকেলিকলোত্তমা অর্থাৎ রাধাকুণ্ডের তটস্থ কুঞ্জমধ্যে যিনি স্বীয় কেলিকলার উত্তম বিস্তার করিয়াছেন। দিব্যমল্লিকুলোল্লাসি শয্যা-কল্পিত-বিগ্রহা অর্থাৎ মল্লিকাপুষ্প সুশোভিত শয্যায় যিনি নিজাঙ্গ স্থাপিত করিয়াছেন ।৩৫॥

কৃষ্ণ-বামভুজা-ন্যস্ত-চারু-দক্ষিণগণ্ডকা।
সব্যবাহুলতাবদ্ধ-কৃষ্ণ-দক্ষিণসদ্ভুজা ॥৩৬॥

কৃষ্ণ-বাম-ভুজা-ন্যস্ত চারু-দক্ষিণগণ্ডকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুতে যিনি সুচারু গণ্ডস্থল অর্পণ করিয়াছেন। সব্যবাহুলতা-বদ্ধ-কৃষ্ণ-দক্ষিণসদ্ভুজা অর্থাৎ যিনি নিজের বামবাহু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণবাহুকে বদ্ধ করিয়াছেন ॥৩৬॥

কৃষ্ণ-দক্ষিণচারূরুশ্লিষ্ট-বামোরুরন্ত্রিকা।
গিরীন্দধর-ধৃগ্বক্ষোমর্দ্দি-সুস্তনপর্ব্বতা ॥৩৭॥

কৃষ্ণ-দক্ষিণ চারূরুশ্লিষ্ট বামোরুরন্ত্রিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দক্ষিণ উরু দ্বারা যাঁহার বাম উরু অবরুদ্ধ হইয়াছে। গিরীন্দ্রধর ধৃগ্বক্ষোমর্দ্দি-সুস্তনপর্ব্বতা অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের সুবিশাল বক্ষঃস্থলে যাঁহার স্তনশৈল মর্দ্দিত হইতেছে ॥৩৭॥

গোবিন্দাধর-পীযূষ-বাসিতাধর-পল্লবা।
সুধাসঞ্চয়-চারূক্তি-শীতলীকৃত-মাধবা ॥৩৮॥

গোবিন্দাধর-পীযূষ-বাসিতাধর-পল্লবা অর্থাৎ গোবিন্দের অধরামৃতে যাহার অধরপল্লব সুবাসিত। সুধাসঞ্চয়-চারূক্তি-শীতলীকৃত-মাধবা অর্থাৎ যিনি সুধারাশি সদৃশ স্বীয় মনোহর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে সুশীতল করেন ॥৩৮॥

গোবিন্দোদ্গীর্ণ-তাম্বূলরাগ-রঞ্জ্যৎ-কপোলিকা।
কৃষ্ণসম্ভোগ-সফলীকৃত-মন্মথ-সম্ভবা ॥৩৯॥

গোবিন্দোদ্গীর্ণ-তাম্বূলরাগ-রঞ্জ্যৎ-কপোলিকা অর্থাৎ যাঁহার গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণ-চর্ব্বিত তাম্বূলের রক্তিমায় সুরঞ্জিত হইয়াছে। কৃষ্ণসম্ভোগ-সফলীকৃত-মন্মথ-সম্ভবা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ অনুভব করিয়া যিনি মন্মথকে সফল করিয়াছেন ॥৩৯॥

গোবিন্দ-মার্জ্জিতোদ্দাম-রতি-প্রস্বিন্ন-সন্মুখা।
বিশাখা-বীজিত-ক্রীড়াশ্রান্তি-নিদ্রালু-বিগ্রহা ॥৪০॥

গোবিন্দ-মার্জ্জিতোদ্দাম-রতি-প্রস্বিন্ন-সন্মুখা অর্থাৎ উদ্দামশৃঙ্গারে যাঁহার মুখ সঘর্ম্ম হইলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহা মার্জ্জিত করেন। বিশাখা-বীজিত ক্রীড়াশ্রান্তি-নিদ্রালু-বিগ্রহা অর্থাৎ ক্রীড়াবসানে শ্রমবশতঃ যাঁহার নিদ্রাযুক্ত শরীর বিশাখা-সখী চামর ব্যজন দ্বারা সুস্থ করিয়া থাকেন ॥৪০॥

গোবিন্দ-চরণ-ন্যস্ত কায়-মানস-জীবনা।
স্বপ্রাণার্ব্বুদ নির্ম্মঞ্ছ্য-হরিপাদ-রজঃকণা ॥৪১॥

গোবিন্দ-চরণ-ন্যস্ত কায়-মানস-জীবনা অর্থাৎ যাঁহার কায়মনঃ জীবন এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত। স্বপ্রাণার্ব্বুদ নির্ম্মঞ্ছ্য-হরিপাদ-রজকণা অর্থাৎ যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের নির্ম্মঞ্ছন করিতেছেন ॥৪১॥

অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্ম-লোচনা।
নিত্যনূতন-গোবিন্দ-বক্ত্র-শুভ্রাংশু-দর্শনা ॥৪২॥

অণুমাত্রাচ্যুতাদর্শ-শপ্যমানাত্ম-লোচনা অর্থাৎ যিনি ক্ষণকালও কৃষ্ণ দর্শন না পাইলে নিজের লোচনদ্বয়কে ধিক্কার করেন। নিত্যনূতন গোবিন্দ-বক্ত্র-শুভ্রাংশু-দর্শনা অর্থৎ যিনি শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্রকে নিত্যনূতন-ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন ॥৪২॥

নিঃসীম-হরিমাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদ্যেকভোগিনী।
সাপত্ন্যধাম-মুরলীমাত্র-ভাগ্যকটাক্ষিণী ॥৪৩॥

নিঃসীম-সৌন্দর্য্য-হরিমাধুর্য্যাদ্যেকভোগিনী অর্থাৎ যিনি নিরুপম শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদি কেবলমাত্র ভোগ করেন। সাপত্ন্যধাম-মুরলীমাত্র-ভাগ্যকটাক্ষিণী অর্থাৎ যিনি সাপত্ন্যাস্পদ মুরলীর একমাত্র ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করেন ॥৪৩॥

গাঢ়-বুদ্ধিবল-ক্রীড়াজিত-বংশী-বিকর্ষিণী।
নর্ম্মোক্তিচন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণ-কামাব্ধিবর্দ্ধিনী ॥৪৪॥

গাঢ়-বুদ্ধিবল-ক্রীড়-জিত-বংশী-বিকর্ষিণী অর্থাৎ যিনি স্ববিকর্ষিণী শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকে প্রগাঢ় বুদ্ধি এবং সবল ক্রীড়া দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন। নর্ম্মোক্তি-চন্দ্রিকোৎফুল্ল-কৃষ্ণ-কামাব্ধিবর্দ্ধিনী অর্থাৎ যিনি সুমধুর নর্ম্মোক্তিরূপ চন্দ্রিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল কামসাগরকে বর্দ্ধন করেন ॥৪৪॥

ব্রজ-চন্দ্রেন্দ্রিয়-গ্রাম-বিশ্রাম-বিধুশালিকা।
কৃষ্ণ-সর্ব্বেন্দ্রিয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষর-যুগ্মকা ॥ ৪৫ ॥

ব্রজ-চন্দ্রেন্দ্রিয়-গ্রাম-বিশ্রাম বিধুশালিকা অর্থাৎ যিনি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গ্রামের চন্দ্রশালিকা অর্থাৎ উপরিস্থ ক্ষুদ্রগ্রহ তুল্য হইয়াছেন। কৃষ্ণ সর্ব্বে-ন্দ্রিয়োন্মাদি-রাধেত্যক্ষর-যুগ্মকা অর্থাৎ যাঁহার নামের "রাধা" এই অক্ষরদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উন্মাদ সম্পাদন করে ॥৪৫॥

ইদং শ্রীরাধিকানাম্নামষ্টোত্তরশতোজ্জ্বলম্ ।
শ্রীরাধালম্ভকং নাম স্তোত্রং চারু রসায়নং ॥ ৪৬ ॥
যোঽধীতে পরমপ্রীত্যা দীনঃ কাতরমানসঃ ।
স নাথামচিরেণৈব সনাথামীক্ষতে ক্রুবম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরাধিকার এই অষ্টোত্তরশতসংখ্যক উজ্জ্বল ও শ্রীরাধা-প্রাপ্তির কারণ-স্বরূপ মনোহর ও ইন্দ্রিয়রসায়ন নামাবলীরূপ স্তোত্র যে ব্যক্তি পরম প্রীতি-সহকারে ও কাতরচিত্তে অধ্যয়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ইশীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাকে দর্শন করেন ॥৪৬-৪৭॥

॥ ইতি শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশত নাম সমাপ্ত ॥

শ্রীরূপ-শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়েও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে, সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষভাব গ্রহণ ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন ক'র্‌তে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা ক'র্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত

হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের কত সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ-চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণনসমূহ অনুভব কর্‌বার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক্"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। "আমি ভাগবত প'ড়্‌ছি"—গৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। গৌড়ীয়মঠবাসী বলেন,—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার ক'র্‌ব না। পূর্ব্ব গুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তাই প্রচার কর্‌ব।" আমরা বেশী বোঝাতে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝাতে পারেন নাই, তাঁ'দের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। গৌড়ীয়মঠের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা করে অন্যকে বোঝাতে পারেন— এ সব দুর্ব্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই।

জল-সেচন না ক'র্‌লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন ক'র্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতিশিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে।

সুষ্ঠু অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জয়দেবের কথা বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা সময় যাবে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বনিতাভিলাষের

উদাহরণের তাৎপর্য্যে কাজ ক'র্‌তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচার যেরূপ, সেরূপ বিচার আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।"

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্‌তে হবে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হতে হবে না। ভক্তিলতা-বীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্য মঙ্গলের অনুসন্ধান না কর্‌লে মনুষ্য জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য কর্‌বে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ, ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ্ব'লে যাবে—পুড়ে যাবে! তা'হ'লে পণ্ডপরিশ্রমে পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ'বে।

জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রজোধর্ম্ম নাই—অজধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised [ক্রিয়াশূন্য] হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান।

খানিকটে প্রগতি [Progress] দেখিয়ে স্তব্ধ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না।

বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক। বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা কর্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে

নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রস আটক প'ড়ে যায়। ইহজগতে দেখ্‌ছি, রস পাঁচপ্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যা'চ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন— সমগ্রতার দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যে দিক্ থেকে দেখা যা'চ্ছে, সে দিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

"তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন।"

তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ —কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-সেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতারসমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" * (ভাঃ ১।৩।২৮)

চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes [মিনিট—এক ঘণ্টা বা ১ ডিগ্রির ৬০ ভাগের এক ভাগ], Seconds [সেকেণ্ড—মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগ], thirds [তৃতীয়াংশ], fourths [চতুর্থাংশ] কলা বিকলা ইত্যাদি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" ++

[ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ২।৩২]

---

* রাম-নৃসিংহাদি—পুরুষের (শ্রীহরির) অংশ বা কলা (অংশাংশ)। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

++ নারায়ন ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতার-সমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান্? রসের উৎকর্ষ-প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণ-কথা বল্লেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁ'রা বলেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা ক'রলে বুঝ্‌তে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরি-সেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এই সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পার্‌বে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউ বা প্রচারকের সজ্জায় সেজে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা ক'র্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ ক'র্‌বে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন।

মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা ক'র্‌ছে। কিন্তু কৃষ্ণ-কথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পূতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থ-জগতের শিশুগণকে বিনাশ ক'র্‌ছে। চৈতন্যদেব যাঁ'কে দয়া করেন তাঁ'রই অকৈতব কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ-শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য-কথা শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুন্‌বার ও কৃষ্ণকথা বল্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন।

গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুন্‌লেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ ক'র্‌লেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তি সংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ ক'র্‌তে হবে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাক্‌বে না। কেউ অন্য কথা শুনাতে আস্‌লে তা'কে মার্‌তে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মার্‌তে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তা'রা বুঝ্‌তে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তা'রা বুঝ্‌তে পারলেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারেন নাই, অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌তে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখাশোনার মতন। প্রথমে আগে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দান-গ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যাবে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ কর্‌বেন, তিনি চোর হ'য়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরু-দ্রব্যাচ্য হ'বেন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তা'দিগকে আশ্রয় কর্‌লে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা কর্‌ছেন লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে,

গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষালাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা ক'র্‌ছে! যে কার্য্য ক'র্‌লে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য ক'র্‌তে হ'বে। তখন কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্য গুরু জ্ঞান ক'র্‌তে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়; 'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে; এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না; তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' ক'রেছেন, সেই কৃত্য ক'র্‌বার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, নিন্দা কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্‌ব আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্‌লে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টাদ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তা'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা ক'র্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। এই সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়্‌লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কর্‌লে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি কর্‌বে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট কর্‌তে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হ'বে না।

আত্ম পরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা ক'রে দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হলো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় করে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষ দাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস ক'র্‌লে মারা পড়্‌তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল; সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়,—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ *
(ভাঃ ১১।২।৪০)

পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ কি কর্‌ছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাস্‌ছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদছেন—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা কর্‌ছে, তাঁ'র গ্রাহ্যের বিষয় হ'চ্ছে না।

মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

---

* এবম্বিধ ব্রতশীল হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনাদি-নিবন্ধন অনুরাগযুক্ত এবং বিগলিত-চিত্ত-পুরুষ লোকের হাস্যপ্রশংসাদিতে অবধান-শূন্য হইয়া উন্মাদতুল্য উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত এবং নৃত্য-বিষয়ে রত হইয়া থাকেন।

প্রশ্নোত্তর

(শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা)

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার গুরুত্ব কতদূর? তদুপদিষ্ট তত্ত্বসকল কি উপায়ে শিক্ষণীয়?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি--গূঢ় ও বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব,—একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আজকাল অনেকেই আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করেন। এই সকল প্রবন্ধ সেইরূপ পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব;—শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক, অন্যান্য সাধুগণের সহিত সমালোচনাপূর্ব্বক ধীরে-ধীরে পাঠ করিলেই এই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।"

—শ্রীমঃ শিঃ, ১ম পঃ

২। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার কি কি আকারে ব্যক্ত হইয়াছে?

"শ্রীগৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ উপদেশ এই যে, বেদশাস্ত্র প্রমাণস্বরূপ হইয়া জীবগণকে নয়টি প্রমেয় শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রমেয়গুলি এইরূপ—[১] এই বিশ্বে শ্রীহরি একমাত্র পরমতত্ত্ব, [২] তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট, [৩] তিনি রসসমুদ্র, [৪] তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবগণ, [৫] কতকগুলি জীব প্রকৃতি-কবলিত, [৬] কতকগুলি জীব ভাব-বলে প্রকৃতি হইতে মুক্ত, [৭] এই চিদচিদ্ বিশ্ব সমস্তই শ্রীহরির ভেদাভেদ-প্রকাশ, [৮] শুদ্ধভক্তিই সাধন ও [৯] শ্রীহরিপ্রেমই সাধ্যবস্তু।"

—গৌঃ স্মঃ স্তোঃ ৭৫

৩। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গর্হণ করিয়াছেন কেন?

"অচিন্ত্য-ভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত। ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই—[১] ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং [২] রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য; কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়; রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে সহজিয়া, বাউল ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩

৪। মহাপ্রভু কি কোনরূপ দুর্নীতিকে অনুমোদন করেন ?

"Mahaprabhu tells us that a man should earn money in a right way and sincere dealings with others and their masters ; but should not immorally gain it. When Gopinath Patnaik, one of the brothers of Ramananda Rai was being punished by the Raja of Orissa for immoral gains, Sri Chaitanya warned all who attended upon him to be moral in their worldly dealings."

—*Chaitanya Mahaprabhu s Life & Precepts.*

৫। মহাপ্রভু স্বীয় আচরণদ্বারা গৃহস্থের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়াছেন ?

"In His own early life He has taught the *grihasthas* to give all sorts of help to the needy and the helpless and has shown that it is necessary, for one who has power to do it, to help the education of the people specialiy the Brahmins who are expected to study the higher subjects of human knowledge." —*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

৬। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচার ও শিক্ষায় কোন ত্রুটি আছে কি ?

"Sri Chaitanya as a teacher has taught man both by precepts and by His holy life. There is scarcely a spot in His life which may be made the subject of criticism. His *Sanyas*, his severity to junior Haridas and such like other acts have been questioned as wrong by certain persons, but as far as we understand, we think, as all other independent men would think, that those men have been led by a hasty conclusion or partyspirit."

—*Chaitanya Mahaprabhu's Life & Precepts.*

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্‌টিকে বেদান্ত-ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ?

"মহাপ্রভু বলেন—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য ; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষদ্‌গুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাস-

সূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে; "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ভাগবতেও সেই অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'পরিণাম-বাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন'—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল এবং পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব।"

—চৈঃ শিঃ ১।৫

৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মূল জ্ঞাতব্য তত্ত্ব কি?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-ক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্ত-প্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে; তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশ্যই করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ১।২

৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরম-শিক্ষা কি?

"শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন—ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

—চৈঃ শিঃ ১।৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—২৭)

ভক্তের ভাব ও অভিমান-ভেদে প্রীতি পঞ্চবিধ—জ্ঞানভক্তি (শান্ত), দাস্য, মৈত্রী, বাৎসল্য ও কান্তভাব (মধুর)। শ্রীভীষ্মাদিতে জ্ঞানভক্তি ও আশ্রয়ভক্তি। আশ্রয়=অবলম্বন। যে ভক্তি আশ্রয়ের প্রতি কৃত হয়, তাহাও জ্ঞানভক্তি। পিতৃভক্তি-মাতৃভক্তি প্রভৃতি পদের মত এই আশ্রয়-ভক্তিপদ নিষ্পন্ন। শ্রীযুধিষ্ঠিরে সৌহৃদ্যের অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়ভক্তি ও বাৎসল্য। শ্রীভীমের আশ্রয়ভক্তি-বাৎসল্য ও সখ্য। কুন্তীতে আশ্রয়ভক্তির অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য। শ্রীবসুদেব-দেবকীর সাধারণ ভক্তিও বাৎসল্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ ভক্তি ও বাৎসল্য প্রীতিবিশিষ্ট ভক্তের মত ব্যবহার দেখা যায়। শ্রীউদ্ধবের দাস্যান্তর্ভুক্ত সখ্য, শ্রীবলদেবের সখ্য বাৎসল্য ও দাস্য; তন্মধ্যে বাৎসল্য ও সখ্য—কোন স্থানে অগ্রজ (বলদেব) ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইলে কোন গোপবালকের ক্রোড়কে উপাধান করিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে পাদসম্বাহনাদিদ্বারা বলদেবকে বিশ্রাম করান। সখ্যের দৃষ্টান্ত—কোথাও দুই ভ্রাতা হাসিতে হাসিতে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য, গীত ও উল্লম্ফনাদি, যুদ্ধক্রীড়ায় গোপ-বালকগণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। দাস্যের দৃষ্টান্ত—"ইহা আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া।" ব্রজে তাঁহার সখ্যের অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য ও দাস্য। যদুপুরীতে দাস্যের অন্তর্ভুক্ত বাৎসল্য ও সখ্য। কারণ তথায় শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশময় লীলার আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এ সকল ভগবৎপ্রিয় মধ্যে সামান্য ও শান্ত ভক্তকে তটস্থ বলা হয়। এই দ্বিবিধ ভক্ত ছাড়া অন্য দাস্য, সখ্য, বৎসল ও কান্তা—ইঁহারা পরিকর। ইঁহাদের প্রীতি মমতার প্রাচুর্য্যহেতু মমতা-নামে অভিহিতা। পরিকরগণ মধ্যে পাল্য ও ভৃত্যগণ অনুগত। ইঁহাদের ভক্তির নাম সম্ভ্রমপ্রীতি।

প্রীতির এইসকল ভেদ দ্বারা শ্রীভগবান্ কাপিলদেব ভজনীয়তার ভেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্। (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, দৈব এবং অভীষ্ট। প্রিয়—কান্ত, আত্মা—পরমাত্মা, সুত—পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি আর

অনুজগণ। সখা—প্রণয়পূর্ব্বক সঙ্গে খেলা করেন। গুরু—পিত্রাদিরূপ। দৈব ইষ্ট—আশ্রয়ণীয়, সেব্য।

এখন রতিবিষয়ক উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥
তস্মিংস্তদা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥ (ভাঃ ১।৫।২ -২৭)

সেই ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকথা গান করিতেন। আমি সেই মনোহর কথা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেকপদ শ্রবণ করায় প্রিয়শ্রবা (যাঁহার কীর্ত্তি সকলের প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি উৎপন্ন হইল।

হে মহামতে! সেই প্রিয়শ্রব ভগবানে আমার রুচি জন্মিলে তাঁহাতে স্থিরা বুদ্ধির উদয় হয়। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, এই সদসৎ জগৎ মায়াদ্বারা আমাতে ও পরব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে। আমাতে (শ্রদ্ধজীবে), ব্যষ্টিরূপ জগৎ আর পরব্রহ্মে সমষ্টিরূপ জগৎ অধ্যারোপিত হইয়াছে।

যাহা সর্প নহে, এমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তির মত বস্তুতে অবস্তুর ভ্রান্তির নাম অধ্যারোপ।

প্রেমের কথা—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলিলেন—হে অনঘে তোমার পতি-প্রেম ও পাতিব্রত্য আমি উপলব্ধি করিলাম। যেহেতু বাক্যদ্বারা বিচলিতা হইয়াও আমাতে অর্পিতা তোমার বুদ্ধি অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই।

প্রণয়ের দৃষ্টান্ত—পরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিয়াছিলেন।

স্নেহের দৃষ্টান্ত— কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর হস্তিনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমনসময়ে পাণ্ডবগণের ব্যাকুলতা সম্বন্ধে শ্রীসূতের উক্তি—

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥
তস্মিন্ন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথম্।
দর্শনস্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ॥

সর্ব্বে তেঽনিমিষৈরক্ষৈস্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহসংবদ্ধা বিচেলুস্তত্র তত্র হ॥

শুরুদ্ধন্নুদ্গলদ্বাষ্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্য্যাত্যগারান্নোঽভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ১।১০।১১-১৪)

পাণ্ডবদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ দুঃসহ, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ সৎসঙ্গদ্বারা যিনি পুত্রাদি বিষয়ক দুঃসঙ্গ মুক্ত হন, তিনি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্তমান শ্রীকৃষ্ণের যশ একবার মাত্র শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগে সমর্থ হন না।

কুন্তীর পুত্রগণ দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, উপবেশন, ভোজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে নিজবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কিরূপে কৃষ্ণবিচ্ছেদ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন? তাঁহারা স্নেহসম্বন্ধ হইয়া অনিমেষনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গমনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলে যদিও বান্ধবস্ত্রীগণের উৎকণ্ঠা হেতু নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল, তথাপি তাঁহারা গমনসময়ে অশ্রুমোচন অমঙ্গল মনে করিয়া নয়নেই তাহা রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইতস্ততঃ গমন শ্রীকৃষ্ণের পূজোপহার আনয়নার্থ। গমনসময়ে অশ্রু-দর্শন অশুভ, এজন্য তাহা যাহাতে নয়নগোচর না হয় তজ্জন্য তাহা রুদ্ধ—আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

রাগের দৃষ্টান্ত—শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥　　(ভাঃ ১।৮।২৫)

হে জগদ্গুরো (শ্রীকৃষ্ণ) যাহাতে আপনার অপুনর্ভব দর্শন মিলে, যে যেস্থানে নিরন্তর সে সকল বিপদ হউক যাহাতে—যে সকল বিপদে। অপুনর্ভব—অন্যত্র কোথাও তাদৃশ মাধুর্য্যের অভাব হেতু, পুনঃ দর্শন—যাহা প্রতীতি জন্মে না যাহার তাহা অপুনর্ভব দর্শন—অপূর্ব্ব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যেমন মাধুর্য্য আছে, তাদৃশ মাধুর্য্য অন্য কোথাও নাই, এজন্য তাঁহার মত অন্য কাহাকেও দেখা যায় না, ইহাই অপুনর্ভবদর্শন বলার তাৎপর্য্য।

রাগের লক্ষণ—প্রিয়তমের সংযোগে পরম দুঃখেও সুখবোধ। শ্রীকুন্তী দেবীর বাক্যে তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। বিপদ সকল মানুষকে ব্যথিত করে। যে বিপদে শ্রীকৃষ্ণদর্শন মিলে, তিনি সেই বিপদ প্রার্থনা করায় পরম দুঃখেও কুন্তীর শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দ জানা যাইতেছে। ইহাই রাগের পরিচায়ক।

অনুরাগের দৃষ্টান্ত—

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্।
পদে পদে কা বিরমেত তৎ পদা-
চ্চলাপি যৎ স্ত্রৈর্ন জহাতি কর্হিচিৎ॥ [ভাঃ ১।১১।৩৩]

যদিও শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের পার্শ্বগত এবং নির্জনে বিরাজমান ছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণযুগল পদে পদে নূতন বোধ হইত। সুতরাং চঞ্চলা হইয়াও লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যে চরণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কোন্ স্ত্রী এমন আছে, যে সেই চরণ পরিত্যাগ করিতে পারিবে?

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতেছেন—প্রাকৃত লক্ষ্মী জগৎ-সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী-রূপা, আর অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণপ্রেয়সী। প্রাকৃত লক্ষ্মীই চঞ্চলা; সর্ব্বদা এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন না। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহার ঘরেই প্রবেশ করেন। অপ্রাকৃত লক্ষ্মী কিন্তু সর্ব্বদা প্রাণবল্লভ শ্রীনারায়ণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এখানে প্রাকৃত অপ্রাকৃত উভয়ের অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে।

মহাভারতের দৃষ্টান্ত—

গোপীণাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ॥

গোবিন্দ ব্যতীত গোপীগণের ক্ষণকালও শত যুগের মত হইত, সেই গোপীদের গোবিন্দদর্শনে পরমানন্দ হইয়াছিল।

—পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"শ্রীগুরু-মহিমা-কীর্ত্তন"

(স্বরবর্ণানুক্রমে)

অ,—অপার কৃপালু প্রভু শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান।
আ,—আশ্রিত জনেরে সদা করেন পালন॥
ই,—ইষ্টদেব-ধ্যানে সদা রহেন মগন।
ঈ,—ঈশ্বর-গৌরাঙ্গ-প্রেম কৈলা বিতরণ॥

উ,—উতলা হয়েন কভু শ্রীহরি-দর্শনে।
ঊ,—ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া নৃত্য কৈলা সঙ্কীর্ত্তনে॥
ঋ,—ঋষিকুল-পূজ্য প্রভু শুদ্ধ ভক্তবর।
ৠ,—রীতিমত নাম-প্রেমে রহেন বিভোর॥

ঌ,—লিপ্ত র'ন অবিরত গৌরাঙ্গ-সেবনে।
ঃ,—লীলা নেহারিতে তাঁর বাঞ্ছে দেবগণে॥
এ,—একান্ত ভকতে দিলা ভক্তি-রস-সার।
ঐ,—ঐছন দয়াল গুরু মিলিবে না আর॥

ও,—ওজস্বী ভাষনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিলা।
ঔ,—ঔদার্য্য গুণেতে বহু পাতকী তারিলা॥

চতুর্দ্দশ স্বরবর্ণে গাহি 'এ' কীর্ত্তন।
গুরুপদে দাস্য মাগে এ চিত্তরঞ্জন॥

(ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমে)

ক,—কৃষ্ণনাম-মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান।
খ,—খোল-করতাল-বাদ্যে করেন নর্ত্তন॥
গ,—গদ গদ স্বরে প্রভু গাহেন কীর্ত্তন।
ঘ,—ঘরে ঘরে গিয়া কৈলা প্রেম বিতরণ॥

ঙ,—উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণতত্ত্ব করেন ব্যাখ্যান।
চ,—চরাচর-পাষণ্ডরা ভয়ে কম্পমান॥

ছ,—ছাড়ে না কভুও প্রভু নিজ ভক্তগণে।
জ,—জীব-হিত লাগি' ব্যস্ত রহে রাত্রি-দিনে ॥
ঝ,—ঝরে দু' নয়নে ধারা নাম নিতে নিতে।
ঞ,—এমত ভকত কভু দেখি নি জগতে ॥
ট,—টুটে মায়াবাদ-তমঃ তাঁর জ্ঞান-দীপে।
ঠ,—ঠাকুর-মহান্ত যত লুটে তাঁর পদে ॥
ড,—ডাকি' দীন হীন জনে দেন নিজ কোল।
ঢ,—ঢালি' প্রেমধারা মত্ত কৈলা ধরাতল ॥
ণ,—আন কথা নাহি ক'ন গৌর-কথা বিনে।
ত,—তীর্থ দরশনে কভু যান ভক্ত সনে ॥
থ,—থুৎকারি' বিষয়ে তিনি হৈলা বৈরাগী।
দ,—দীক্ষাগুরু রূপে জীবে দিলা দিব্য দিঠি ॥
ধ,—ধর্ম্ম রক্ষা লাগি' প্রভু কত যত্ন কৈলা।
ন,—নদীয়ায় কোল দ্বীপে শ্রীমঠ গড়িলা ॥
প,—পাতকী তারিলা প্রভু আসি' এ ভুবনে।
ফ,—ফুটে ভক্তি-পরিমল তাঁর কৃপা-গুণে ॥
ব,—বেদান্ত-জয়ডঙ্ক বাজাইলা চৌদিকে।
ভ,—ভব-ভয় দূরে যায় তাঁহার প্রভাবে ॥
ম,—মঞ্জুল নয়নভঙ্গি, মুখে মন্দ হাস।
য,—যতিবেশ ধরি' কৈলা কীর্ত্তন বিলাস ॥
র,—রমণীয় দ্যুতি ভায় দীর্ঘ কলেবরে।
ল,—ললিত তিলক শোভে ললাট-উপরে।
ব,—ব্রজ সখী হয়ে যিনি র'ন ব্রজপুরে।
শ,—শরচ্চন্দ্র-পুত্র তিহো বিদিত সংসারে ॥
ষ,—ষড়রিপুজয়ী প্রভু শুদ্ধ ভাগবত।
স,—সতত করেন ধ্যান প্রভুপাদ-পদ ॥

হ,—হরিগুণ গাহ ভাই, ভজ গুরু-পদ।
ক্ষ,—ক্ষিতি তলে গুরুদেব ভজন-সম্পদ॥
এ' চৌত্রিশ পদাবলি করিলে কীর্ত্তন।
শ্রীগুরু-কৃপায় মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
গুরু-পদ-দাস্য যাঁর অভিষ্ট চিন্তন।
তাঁর পদ-রেণু মাগে এ' চিত্তরঞ্জন॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পাপ

অসভ্য পশুপ্রায় ব্যক্তিদিগকে সুসভ্য করিবার জন্য ভারতের কর্ম্মকাণ্ডীয় ঋষিগণ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও বহুবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। মুখ্যভাবে ঐ সকলে পরমার্থের কোনও কথা না পাওয়া গেলেও উহার' সমাজ-শৃঙ্খলাদি সংরক্ষণ করিয়া ঐকান্তিক ভক্তগণের কৃষ্ণভজনের সহায়ক হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের গৌণ প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয়। ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থে আমরা পাপ ও পুণ্যের বিচার দেখিতে পাই। পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান নেই ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ ইহজগতে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে। এই সুশৃঙ্খলতার গতি যদি পরমার্থের প্রতি অগ্রসর হয় তাহা হইলেই তাহাদের সার্থকতা; নতুবা নিরীশ্বর নৈতিকতার কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহা যোনি-ভ্রমণ হইতে জীববৃন্দকে কোনও প্রকার রক্ষা করিতে পারে না।

যাঁহারা পরমার্থের পথে পদস্থাপন করিয়াছেন, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের যাবতীয় চিন্তাস্রোতের উপরে তাঁহাদের স্থান। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা যে কোনও প্রকার পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রত্যেকেরই যত্নপর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা পরমার্থের বচার গ্রহণ করিবার যোগ্যতা পান নাই তাঁহারা পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলে ক্রমশঃ সত্যপথে গমনের সুযোগ পাইবেন। এইজন্য যাহাতে পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকা যায় তজ্জন্য আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

যাহাতে নিজের, অপরের বা সমাজের অনিষ্ট সাধিত হয় তাহাই পাপ নামে অভিহিত। পাপের গুরুতা-বৃদ্ধিক্রমে তাহা পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি যদি দ্রোহাদি আচরিত হয় তাহা হইলে সেই কার্য্য অপরাধ নামে অভিহিত। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। অস্মদীয় পরাৎপরগুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাপগুলিকে প্রধানতঃ একাদশটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—[১] হিংসা বা দ্বেষ, [২] নিষ্ঠুরতা, [৩] ক্রৌধ্য বা কুটিলতা, [৪] চিত্তবিভ্রম, [৫] মিথ্যা, [৬] গুরুবজ্ঞা, [৭] লাম্পট্য, [৮] স্বার্থপরতা, [৯] অপবিত্রতা, [১০] অশিষ্টাচার, [১১] জগন্নাশকার্য্য। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছাই হিংসা। হিংসা তিন প্রকার—নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবাহিংসা। কোনও বিষয়ে অনুচিত আসক্তি 'লাম্পট্য' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। সংসারে পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রীতি-ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত; কিন্তু পাপাসক্ত ব্যক্তি তাহার বিপরীত করিয়া অন্যের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ করিয়া থাকে। হিংসা একটী ভীষণ পাপ। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। ব্রাহ্মণ হিংসা, জ্ঞাতি হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা ও গুরু-হিংসা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশুহিংসাও সামান্য পাপ নহে। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ জিহ্বার লাম্পট্যে যে পশুহিংসা করিয়া থাকে তাহা মানবধর্ম্মের পরিচয় নহে, অপকৃষ্ট পাপের বৃত্তির পরিচয় মাত্র। বেদাদি শাস্ত্রে যে পশুযাগ ও বলিদানাদির বিধি দেখা যায়, তাহা কেবল উচ্ছৃঙ্খল পাশব-বৃত্তির সঙ্কোচনদ্বারা মানবগণকে সংশোধনের নিমিত্ত। এ বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত [১১।৫।১১-১৩] বলিতেছেন,—

"লোকে ব্যবয়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥
যদ্‌দ্যাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥

[ভাঃ ১১।৫।১১, ১৩]

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া এ বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যক নাই; পরন্তু যদি এসকল কার্য্য ত্যাগ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণী-যজ্ঞের দ্বারাই মদ্য পানের নিয়ম বিধান করা

হইয়াছে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিতে হইবে। শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই; সেইরূপ যথেষ্ট পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশু ব্যবহার এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে, পরন্তু মনোরথবাদিগণ এবম্বিত বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না।

দেবহিংসা গুরুতর পাপ। অনভিজ্ঞ জনগণ নিজধর্ম্মের ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ধর্ম্মাচরণ-প্রণালীর নিন্দা করিয়া থাকে, এমন কি দেব-মন্দিরাদি ভগ্ন করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ইহা যে শিক্ষার অভাবে চিত্তবিকৃতির পরিচয়, তাহা সুধী-সমাজ একবাক্যে স্বীকার করিবেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নয়, যার যে অধিকার, সেই অধিকারেই সে উপাসনা করে। বস্তুতঃ উপাসনা জড়বুদ্ধিতে সম্ভবপর না হইলেও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন অন্তরের ভাব জানিয়া নিষ্কপট ও সরল প্রকৃতির জনগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি ভেদ করিতে নাই কিন্তু অজ্ঞগণ বিজ্ঞের ভজনচাতুরী বুঝিতে না পারিয়া যে দেবহিংসাদি করিয়া থাকে তাহাতে দেশের ও সমাজের অকল্যাণ'ত হয়ই পক্ষান্তরে হিংসাকারী হিংসা অনলের দহনে ইহকাল ও পরকালে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। অন্যান্য পাপগুলির স্বরূপ ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

—শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র এই সংখ্যা ১২শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া ২৪শ বৎসরের বর্ষপূর্ত্তি করিলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য এবং আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম ভিক্ষা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ,

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়

তীর্থ-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর)

এর পর আমাদের কাশী অভিমুখে যাত্রা শুরু হইল। কাশীর বিশ্বনাথ,—যিনি 'রাম' নাম কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে পবিত্র করার জন্য পঞ্চক্রোশী কাশী প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি 'রাম'নাম জপ করিয়া 'মৃত্যুঞ্জয়' হইয়াছেন, যিনি প্রিয়ত্ব হেতু 'হরি-হর' একাত্মা আখ্যায় সুবিদিত— সেই বৈষ্ণব-কুলতিলক "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ," যিনি আশুতোষ তাঁহার পদাঙ্কপূত পবিত্রভূমি দর্শন করিবার প্রয়াসে অধীর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। গাড়ী তীব্র গতিতে ধাবমান হইয়াছে, সেই নিঝুম রাতে ট্রেণে শুয়ে শুয়ে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কীর্ত্তন মনে পড়িল—

"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥"

বৈষ্ণবপ্রবর সদাশিব দর্শনের প্রয়াস হৃদয়কে আকুল করিয়া ফেলিল। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই মহামতি বিদুর ভগবদ্গতচিত্তে বিভিন্ন তীর্থ-ভ্রমণ করতঃ যখন হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ অপেক্ষাও বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য যে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনুবৃত্তিপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ (ভাঃ ১।১৩।১০)

পাপমলিনতা-প্রাপ্ত তীর্থকে যে-বৈষ্ণবগণ দর্শনদানমাত্রই পবিত্র করিয়া থাকেন সেই 'বৈষ্ণবতীর্থ' দর্শন কত সৌভাগ্যের কথা তাহাই মনে পড়িতেছিল। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম কাশী-বিশ্বনাথ-মন্দিরে পৌঁছিয়াই দন্তে তৃণ-ধারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গপ্রণতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব।

আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌঁছিয়া স্নানাদি করতঃ বিশ্বনাথ-মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়া জলযোগ করতঃ দুর্গা-মন্দির, তুলসী-মন্দির প্রভৃতি ও আরও অনেক মন্দিরাদি দর্শন করিলাম। পরিশেষে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বিরলা-মন্দিরও দর্শনের সুযোগ হয়।

কাশীর পর আমরা এলাহাবাদে পৌঁছি। তৎপর কুম্ভমেলাস্থলী ত্রিবেণী-সঙ্গমে উপনীত হইয়া স্নানাদি করা হয়। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর

মিলনস্থলী। অধিকাংশ যাত্রিগণ পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণ করেন। জলযোগ পরে করতঃ নৌকাযোগে যমুনা অতিক্রম করিয়া শ্রীবেণীমাধব দর্শন করা হয় ও কেল্লার মধ্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরে বিভিন্ন দেবতা, ঋষি প্রভৃতির অর্চ্চা-বিগ্রহগণ দর্শন করি।

এলাহাবাদ হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আগ্রা অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ হয়। আগ্রা পারমার্থিক জগতের তীর্থ-ভূমিরূপে বর্ণিত না হইলেও আধুনিক সমাজ এখানকার তাজমহল দর্শনের আকাঙ্খা করিয়া থাকেন। যাত্রিগণের অনুরোধে আমাদের যাত্রা সেখানে একদিন স্থগিত রাখা হয়। অধিকাংশ যাত্রী কেল্লা ও তাজমহল দর্শন করিতে যান এবং আমিও সেই সুযোগ গ্রহণ করিলাম। স্কুল-জীবনে এই তাজমহলের সম্পর্কে বহু ইতিহাস পড়িয়া ইহা নিজচক্ষে একবার দেখিবার প্রয়াস স্বভাবতই হইয়াছিল, তাই প্রাচীন কলা-কৃষ্টি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই স্মৃতিসৌধ দর্শনে গিয়াছিলাম।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মথুরায় পৌঁছি। এখানে আমাদের সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ। আমাদের মঠের পরিচালিত ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মঠে পৌঁছিয়া যমুনায় স্নানের জন্য খোল-করতালসহ কীর্ত্তনমুখে শোভাযাত্রা করতঃ যমুনা-পুলিনে উপনিত হই। যমুনা দর্শন হইবামাত্রই ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ স্ফূর্ত্তি প্রবলতর হয় ইহা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে ভূয়ঃ ভূয়ঃ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমি মূঢ় তাই সে-স্ফূর্ত্তি না হইয়া যমুনার অসংখ্য কচ্ছপ দর্শনই হইয়াছিল। ইহা দ্বারাই জড়দর্শনের হেয়ত্ব প্রমাণিত হয়। **ভগবৎজনগণের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতঃ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই ধাম দর্শন হওয়া সম্ভব, নচেৎ শহর বা গ্রাম দর্শনই ঘটিয়া থাকে।**

আমরা স্নানাদি সমাপ্তান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস হেতু অনুকল্প গ্রহণ করি। মঠে সম্পূর্ণ দিন শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং বামনদ্বাদশী ও একাদশী-মাহাত্ম্য আলোচনা হয়। * * * মথুরা হইতে বাসযোগে গোকুল মহাবন, রাভেল, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, কোশী, কামা প্রভৃতি দর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এবং পরে পদব্রজে অনেকে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাও করেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীবৈষ্ণবজগতে যুগান্তর আনয়নকারী

সিদ্ধান্তরত্নম্

বা

গোবিন্দভাষ্যপীঠকম্

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

কর্ত্তৃক

বিরচিত স্বটীকাসমন্বিত ভাষ্যপীঠক

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিজেরই উক্তি এইস্থানে উদ্ধৃত হইল :—

"শ্রীব্রহ্মসূত্রের স্বরচিত গোবিন্দভাষ্য ও ষট্‌সন্দর্ভাদি গৌড়ীয় দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন-সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।"

এই ভাষ্যপীঠক-প্রকাশনে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল সূত্রগুলি স্থূলাক্ষরে এবং বঙ্গানুবাদ সুন্দর হরফে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ রহিয়াছে। এরূপ মনোজ্ঞ অনুবাদ ও টীকা সমন্বিত প্রকাশন দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে উক্ত গ্রন্থ টীকা ও মূলানুবাদসহ একান্ত দুষ্প্রাপ্য। অতএব প্রত্যেক ভক্ত্যনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা অবশ্যই সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সেবাসচিব—

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,

পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)
প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৯শে ফাল্গুন ১৩৭৯ ইং ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৭৩, মঙ্গলবার হইতে ৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ্চ,) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে **শ্রীনবদ্বীপ ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

ইতি—৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার ; **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, বুধবার ; (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুরা।

৩। ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শুক্রবার; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্র-পাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) —সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ৩রা চৈত্র, ১৭ই মার্চ্চ, শনিবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ, রবিবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, সোমবার—**সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয় প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা, লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, তেঘড়িপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)— ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৫'০০ টাঃ, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২'৭৫ টাঃ, ৩। সাংখ্য-বাণী—০'২০ টাঃ, ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩'০০ টাঃ। ৫। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1'00. ৬। প্রেম-প্রদীপ—১'০০ টাঃ, ৭। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১'৫০ টাঃ, ৮। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলী-সহ)—০'৭৫ টাঃ, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০'৫০ টাঃ, ১০। জৈবধর্ম্ম বাংলা) —৫'০০ টাঃ, ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০'০০, ২। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—১'৫০ টাঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—.'০০ টাঃ ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা—১'৫০ টাঃ, ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—১'২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন-কাব্য)—১'০০ টাঃ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—১'৭৫ টাঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—০'৫০ টাঃ।

Regd. No. C. 3205 SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা, (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাড়সাহি (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীবংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ—পিছলদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ—পিছলদা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।

১০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রম—হরিখালিবাজার, ইটামগরা পোঃ, (মেদিনাপুর)
রক্ষক—শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী।

১১। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীপুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ।

১২। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র, কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১৩। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পুরাণকাছারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ, (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ।

১৪। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৭। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।